প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ :

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

প্রাচী প্রকাশন
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

গ্রন্থকারের ঋণ স্বীকার

তিনি নিম্নোক্ত লেখকদের ও প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্যের জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন

(১) রবিসশাব (আমেরিকান)

(২) হেইনরিক গ্রাফ এইনসিয়েডেল (জার্মান)

(৩) প্রাক্তন লেঃ কর্নেল জি, এ টোকায়েভ (রুশ)

(৪) ডেভিড ক্রিচেভেস্‌কী

(৫) মেলভিস জে ল্যাস্‌কি

(৬) ওয়াশিংটন ও বার্লিনের বহু সরকারী কর্মচারী।

(৭) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লাইব্রেরীর রিচার্স সারভিস। গল্পটা লেখকের নিজের, তথ্যগুলি ইতিহাসের।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভগ

চতুর্থ ভাগ

পঞ্চম ভাগ

পূর্বকথা

প্রত্যাবর্তন প্রকাশের ক্ষুদ্র একটী ইতিহাস আছে। পাঠকদের সেটা জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করি। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার যশস্বী বয়োবৃদ্ধ লেখক মিঃ আপটন সিনক্লেয়ারের উপন্যাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪৫ সালে। মুন্সী ও রমনলাল বসন্তলাল দেশাইএর সাহিত্য মূলভাষায় পড়বার জন্যে আমি গুজরাটী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছি তখন। অপিসে এক গুজরাটী বন্ধু কাজ করতেন। তাঁর কাছে আমি গুজরাটী ভাষার কোন একখানা বই চাইলাম। পরদিন উনি কতলখানু নামে বৃহৎ পুরানো একখানা বই নিয়ে আসলেন। এখানা সিনক্লেয়ারের The Jungle বইয়ের গুজরাটী অনুবাদ। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। লেখকের নাম আমি আর কখনো শুনিনি। আবার ইংরেজী বইএর গুজরাটী অনুবাদ পাঠ করার আগ্রহও মোটেই নেই। কিন্তু মেসে ফিরে গিয়ে যখন পড়তে আরম্ভ করলাম, তখন আর ছাড়তে পারি না। একটী একটী করে দু'টো মোমবাতি পুড়ালাম সে রাতে। পুস্তক শেষ করতে করতে গুজরাটী ভাষায়ও অনেকখানি জ্ঞানলাভ করলাম অধিকন্তু সিনক্লেয়ারের লেখার ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। কতলখানুতে উনি 'সাম্যবাদে'র সমর্থনে জোরাল যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তখন আমি নিজেও একজন কম্যুনিষ্টধর্মী। এ সময়ে আমার এটা ধারণা ছিল না যে, গুজরাটী অনুবাদক সোসিয়ালিজম শব্দের অনুবাদ সাম্যবাদ করেছেন— এবং সিনক্লেয়ার আমার মতো মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ভক্ত নহেন।

এরপর ১৯৪৬শে তাঁর লেখা Wide is the Gate পড়বার সুযোগ পেলাম। এ বই World's End গ্রন্থমালার তৃতীয় কি চতুর্থ ভাগ ছিল। আমি ঐ গ্রন্থমালার অন্য বইগুলো পড়বার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু বইগুলো কেনা তো দূরের কথা, কোন লাইব্রেরীর সদস্য হতে যে ডিপজিট দিতে হয়, সে সম্বলই আমার নেই। সুযোগ এল ১৯৪৭ সালে। কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন বিখ্যাত সদস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। বেশ বড়লোক ছিলেন তিনি। তাঁর ফ্ল্যাটটীর একটী ঘর বইএ পরিপূর্ণ। প্রথম দিনই ওখানে গিয়ে দেখলাম উপরোক্ত গ্রন্থমালার ছয়খানি বইই লাইব্রেরীতে রয়েছে। কম্যুনিষ্টবন্ধু সিনক্লেয়ারকে বলতেন পাঁতি বুর্জোয়া। কিন্তু তাঁর মত ছিল এই যে,

মার্ক্সবাদের কঠিন তত্ত্বে প্রবেশ করবার আগে এরকম লেখকদের লেখা পড়ে নেওয়া ভাল। আমি নিজেকে মার্ক্সবাদের পণ্ডিত বলে মনে করতাম। ইতিমধ্যে কয়েকমণ মার্ক্সবাদের বই পড়ে ফেলেছি। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমার এই মনে হল, কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্লোগানগুলি সবই তাঁর মুখস্থ কিন্তু মার্ক্সবাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পরিচয় নেই। যাই হোক, তাঁর কাছ থেকে সিনক্লেয়ারের বইগুলো এনে আমি পড়লাম। বইগুলোতে ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদ, ন্যাৎসীবাদ, ফ্যাসিষ্টবাদের যে মসীময় চিত্র অংকন করা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাসই জন্মাল যে, একমাত্র কম্যুনিজমই মানব জাতিকে বর্বরতার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে।

১৯৪৯শে আমি কম্যুনিজমকে জলাঞ্জলি দিলাম। রুশের বাস্তব অবস্থার উদ্ঘাটনে ষ্ট্যালিনের লেখার ওপর আমার আর বিশ্বাস রইল না। তখন আবার আমি দ্রুতগতিতে শ্রীঅরবিন্দের দিকে আকর্ষিত হলাম। এই সময়ে গ্রন্থমালার দশম শেষ উপন্যাস O Shepherd, Speak ! আমার হাতে পড়ল। তাতে দেখলাম সিনক্লেয়ার কম্যুনিজমের এমন বর্বর চিত্র এঁকেছেন, যে চিত্র আমার মানসপটে পূর্ব থেকেই অঙ্কিত হয়ে আছে। জানি না কেন, সিনক্লেয়ারকে একখানা পত্র লিখে ফেললাম। পত্রে আমি অনুরোধ করলাম, এ গ্রন্থমালা বন্ধ না করে যেন তিনি আরো লিখে যান।

এ গ্রন্থমালার নায়ক প্রথমে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দূত ছিলেন। কিন্তু বড়ই চতুরতার সঙ্গে উনি হিটলারের বিশ্বাসভাজন হয়ে ন্যাৎসী নেতাদের মনে এ বিশ্বাসই জন্মিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি জার্মান সরকারের গুপ্তচর এবং আমেরিকা ও বৃটেনের শাসকদের সঙ্গে মিশামিশি করেও দুই মহলের গুপ্ত তথ্য জার্মানীকে সরবরাহ করছেন। এই সূত্র অবলম্বন করে আমি আমার পত্রে লিখলাম ঃ

কেবলমাত্র ন্যুরেমবার্গ বিচারে গোয়েরিংকে শাস্তি দেবার জন্যই ল্যানির গুপ্ত রহস্য ফাঁস ক'রে দেবার অধিকার আপনার আছে বলে আমি মনে করি না। বোধহয় এক পরাভূত গুণ্ডাকে হতচকিত করার প্রলোভন আপনি ছাড়তে পারেন নি। এবং তাও ঠিক নয় বলেই আমি মনে করি। ল্যানির বদলে আর যে কোন লোককে দিয়েই আপনি এ কাজ করাতে পারতেন। আজ রাশিয়ার ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের আসল চেহারা যতই আমার সামনে ফুটে উঠছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে ন্যাৎসী-ফ্যাসিষ্ট হত্যাকারীদের সঙ্গে তাদের কোন মৌলিক পার্থক্যই

নেই। পার্থক্য যা কিছু তা হচ্ছে ন্যাৎসী-ফ্যাসিস্টরা যখন মানবতার আদর্শের উপর খোলাখুলিই আক্রমণ করেছে তখন এরা করেছে তার অপপ্রয়োগের চক্রান্ত। এই নূতন চক্রান্তের মধ্যে ঢুকে তাকে তছনছ্ করে দেবার জন্যই ল্যানির মতো লোকের প্রয়োজন ছিল। আমি জানি না, হয়ত আপনিই এই গ্রন্থমালাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। আমি চাই এবং আমি আশা করি যে, যে পর্যন্ত না বলেশেভিক সর্বাত্মবাদ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে পর্যন্তই এই গ্রন্থমালা এগিয়ে যাক্।

"সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে যে সংঘাত বিশ্বের সর্বত্র চলে এসেছে তাকে চিত্রিত করার সময় আপনি পাশ্চাত্য জগত থেকে বাইরে চলে আসতে পারেন নি। জাপানী আক্রমণের ফলে কোন ধরণের পুরানো সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এবং সুদূর এশিয়ায় কোন্ কোন্ নূতনশক্তির অভ্যুত্থান ঘটল সে সম্বন্ধে আপনি কোন নজর দেন নি। আপনি সহজেই ল্যানিকে ভারত, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচায়না, শ্যাম, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারতেন এবং সেই সুযোগে ঐসব দেশের নবজাগ্রত শক্তিসমূহ ও উদীয়মান ব্যক্তিত্বসমূহের ঘনিষ্ট পরিচয় আপনি আপনার রচনাশৈলীর বিশেষত্বের মধ্যদিয়ে পাঠক সাধারণের নিকট উপস্থিত করতে পারতেন। একথা মানি যে এজন্য কত না দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় করতে হত আপনাকে। কিন্তু তা হ'লে আপনার গ্রন্থমালার সৌষ্ঠব বেড়ে যেত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাজ করবার সুযোগ ল্যানি পেতে পারতেন। আজ এই অঞ্চল বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ বলে গণ্য হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যে আপনার মতো দক্ষ শিল্পী নিশ্চয়ই এই অঞ্চল থেকে বহু রোমাঞ্চকর ও জটিলতাপূর্ণ বিষয়বস্তু জোগাড় করতে পারতেন।"

সিনক্লেয়ার আমার পত্রের স্বীকৃতি তো পাঠালেন কিন্তু আমার অনুরোধের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বইগুলো আমার কাছে পাঠাতে লাগলেন। আমি গ্রন্থমালার কথা ভুলে গেলাম। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে একদিন হঠাৎ একটা বড়ো পার্শেল এসে আমার কাছে পৌছাল। খুলে দেখলাম সিনক্লেয়ারের একখানা নূতন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, টাইপে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। নাম, Lany Bud Flies again। কিছুদিন পর ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত এই নূতন পুস্তকের এক সংস্করণ এসেশে পৌছাল, নাম The Return of Lany Bud. সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে লেখকের

একটী বিবৃতি প্রকাশিত হল, যদি কোন প্রকাশক বিদেশী ভাষায় এই বইখানা প্রকাশ করতে চান, তাহলে বিনা দক্ষিণায় তার অনুমতি দিতে প্রস্তুত। আমি বন্ধু-বান্ধবদের সংগে পরামর্শ করে হিন্দি ও বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু অর্থাভাবের দরুণ অনুবাদ প্রকাশে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথম খণ্ড এবার প্রকাশিত হল, আশা করছি শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। ইংরেজীতে উপন্যাসখানা একই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে বইখানা অনেক বেড়ে গেছে, তাই দু'খণ্ডে প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না।

কলিকাতা
মে ১৯৫৫

শ্রীসীতারাম গোয়েল।

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম ভাগ

যখন শান্তি নেই কোথাও,
তখনই বলা হচ্ছে—শান্তি, শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

রেডিও স্টেশনে মাইকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন একজন দার্শনিক। দার্শনিকদের সচরাচর আমন্ত্রণ করা হয় না সেখানে।

তিনি তাঁর জীবনের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের প্রায় মুখোমুখী এসে উপনীত হয়েছেন। ছোটখাট মানুষটি। এতো বয়েস তথাপি যেন মনে হয় চঞ্চল। গায়ের রংটা ইটের মতো লাল। অভিব্যক্তিতে একটা ছদ্ম আবরণের আভাস, মাথায় ব্রাস-করা সাদা চুলের রাশি। ঘটনাচক্রে তিনি একজন ইংরেজ লর্ড। তিনি আভিজাত্যে বিশ্বাসহীন, উপাধিটা বর্জনেরই পক্ষপাতী। কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীদের কাছে লর্ড অতিপ্রিয়, তাই তিনিও উপাধিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না।

তাঁর জীবনের পঁচাত্তরটি বছর তাঁকে যে ধারণা দিয়েছে সে কথাই বলছিলেন তিনি লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ করে। তিনি বলতে লাগলেন, "যতদিন পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকবে—একদল ভাববে আর একদল মন্দ, ততদিন পর্যন্ত স্বভাবতই একথা আমরা মনে করতে বাধ্য হব, দুঃখদুর্দশা সৃষ্টি যেন প্রত্যেকেরই কর্তব্য কর্ম। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে এতোকাল যাবৎ প্রচলিত আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকখানি পরিবর্তন করতে হবে। হৃদয়কে আরও দরদী করে তুলতে হবে এবং আমাদের বর্তমান এই পৃথিবীকে দুঃখদৈন্যের লীলাভূমি বলে ভাবার বিলাস পরিত্যাগ করতে হবে।"

তিনি বলতে লাগলেন : "বর্তমান ক্ষণে আমরা একটা অদ্ভুত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাল কাটাচ্ছি। ইতিহাসের জন্ম থেকে মানুষের হৃদয়ের পরি-

বর্তন হয়েছে অল্পই, কিন্তু প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। গুহাবাসী মানুষের মতোই আছে আমাদের ভোগলালসা, বাসনা-কামনা, ভয়-ভাবনা, কিন্তু আমাদের ইচ্ছাপূরণের পদ্ধতিটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ নূতন। নির্মম সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে মানুষকে : যে প্রতিবেশীকে সে ঘৃণা করে তার ধ্বংসই যে তার চিরকাম্য সেই নিজের সুখসম্ভোগ আনয়ন করবে এটা সম্ভব না হতে পারে। মানুষ আজ যে শক্তি আয়ত্তে পেয়েছে তাই নিয়ে যদি সে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে তাকে শুধু বুদ্ধিতে নহে হৃদয়েও উন্নত হতে হবে।"

বক্তৃতা শেষ করে সরে গেলেন বক্তা, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসী একজন এসে মাইক অধিকার করলেন, বললেন : "এবার আমাদের শান্তি প্রচার-সূচী শেষ হল। শান্তিদল এ কর্মসূচীর পরিচালক। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ-সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা। আজকার আমাদের বক্তা নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত দার্শনিক এবং গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিত বার্ট্রান্ড রাসেল। এক সপ্তাহ পরে ঠিক এ সময়েই আবার আমাদের এরূপ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিদলের ঠিকানা হচ্ছে বক্স নম্বর ১০০০, এজমিয়ার, নিউজার্সি। কথা বলছেন, ল্যানি বাড্। গুড নাইট।"

মাইক বন্ধ করে দেওয়া হল। ল্যানি বাড রাসেলের নিকটবর্তী হলেন, "আপনার ভাষণটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে লর্ড রাসেল।" কথা শেষ হবার সুযোগ পেলেন না তিনি, একজন সেক্রেটারী এসে বললেন, "আপনাকে ফোনে ডাকছে লর্ড রাসেল, আপনারও ফোন আছে মিঃ বাড্।" যে কোনদিন কার্যসূচী শেষ হবার পরই এমনি ঘটে থাকে। সেখানে প্রায় অর্ধডজন টেলিফোন রিসিভার আছে এবং একই সঙ্গে প্রায় সবগুলিই মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু এবার অন্ততঃ ল্যানির বেলায় কোন অনুরাগীর আহ্বান নয়। ফোনে ভেসে এলো কথা ঃ "মিঃ ল্যানি প্রস্কট্ বাড্ কি কথা বলছেন?" উত্তর দিলেন বাড্। আবার কথা . "যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্ত বিভাগের ওয়াশিংটন অফিস থেকে জন টারনার কথা বলছি। আপনি কি ব্রন নামক লোকটিকে চেনেন? নামের বানান হল, বি, আর, এ, ইউ, এন?"

ল্যানি বললেন, এ নামের একটি লোককে জানি। অবশ্য তার আরো নাম আছে।

একটি নাম আমি বলছি, ভেটার্বল।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমি তাকে জানি।

একটি জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যে আমরা এইমাত্র একটি সাঙ্কেতিক তার পেয়েছি। আপনি কি অনুগ্রহ করে একবার ওয়াশিংটনে আসতে পারবেন?

আমি সর্বদাই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছি। আসছে কাল অপরাহ্নে এলে কি চলবে?

তাই ভাল। আমরা কাল অপরাহ্নে আপনার অপেক্ষায় থাকব। অবশ্য আপনার যাতায়াতের খরচটার ব্যবস্থা আমরাই করব। সাধারণ রিজার্ভ কামরারও ব্যবস্থা আমি করে রাখব।

রিসিভার রেখে দিলেন মিঃ বাড্। কিন্তু টেলিফোন কল অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে একটার পর আর একটা। অনুরাগী ভক্তমহল এক দু'ঘণ্টায় ক্ষান্ত হতে রাজী নয়। ঘোষণাকারী, বক্তা, ঘোষণাকারীর স্ত্রী, আরও বহু সহকারী টেলিফোন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অনেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে অনুষ্ঠানের জন্যে। কেউবা জানতে চাইছে শান্তির জন্য তারা কি করতে পারে। কেউ কেউ "শান্তি" নামক ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকাখানার গ্রাহক হতে চায়। কারো বা অনেক প্রশ্ন। কেউ কেউ বা প্রকাশ করতে চায় নিজেদের চিন্তাধারা, কি করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং তা রক্ষা করাই বা কিসে সম্ভব। সকলেরই উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু সকলেই খুব অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ নয়। এইসব অভিযান-কারীদের সন্তুষ্ট করে বিদায় দেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার—বিপুল ধৈর্যের প্রয়োজন। ল্যানি ও লরেল বাড্ আর তাঁদের সহকর্মিগণ বহুকাল ধরেই অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে কাজটা করে আসছেন। ১৯৪৫এর শরৎকালে তাঁরা প্রচারকার্যের সূচনা করেছিলেন, এখন ১৯৪৬এর অক্টোবর।

মাস দু'একের মধ্যে লরেল তার দ্বিতীয় সন্তানের মা হবে। এতেও তার কাজে অবসর নেই। প্রায় প্রতিদিনই টেবিলের ধারে বসে অথবা দিনের বেলায় শোবার বিছানায় পড়েই সে ক্রমাগত কাজ করে যায়। ডাকের কাগজপত্র সব পড়ছে, উত্তর বলে দিচ্ছে, দেশ-বিদেশের সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। একটি অব্যবহৃত কারখানাঘরে তাদের রেডিও স্টুডিও—সেখানেই তাদের সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক ও প্রকাশকের অফিস—সেখানেই একটি নিউজ-পেপার সিণ্ডিকেটের অফিসও রয়েছে। কর্মীর চেয়ে কাজের ভিড় বেশী। শস্য ফলছে প্রচুর কিন্তু চাষীর সংখ্যা সামান্য।

(২)

সম্মানিত অতিথিকে বাড়ীতে নিয়ে এল তারা। তাঁকে যথাস্থানে রেখেই তবে অবসর পেলেন বাড্ লরেন্সকে বলতে সেই বিশেষ টেলিফোন কলের কথা। লরেলের মুখভাব পরিবর্তিত হল, বলল, বলছ কি গো তুমি! আবার তোমাকে তারা নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে?

সেকথা ঠিক বলতে পারি না, ল্যানি বললেন, আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি। সম্ভবতঃ তিনি শুধু খবরাখবরই জানতে চান।

আর কিছুই বললেন না ল্যানি। স্ত্রী বিশ্বস্ত, ভালবাসার পাত্রী। তথাপি কোন গুপ্ত এজেন্ট তাঁর কাছেও তার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে পারে না। স্ত্রীও এ নিয়ে ঘাটিয়ে 'বলতে পারি না' উত্তর শুনতে রাজী নয়।

ল্যানি বললেন, আমার ইচ্ছা মোটরেই যাই। তা'হলে তুমিও সঙ্গে যেতে পারবে। তোমার একটুখানি অবসরের প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করতে পারব।

এ নিয়ে এর বেশী কথাবার্তা আপাততঃ সম্ভব নয়। তাদের হাতে দৈনন্দিন কাজ অনেক।

লরেল রাজী। সে হোটেলে বিশ্রাম নেবে, পড়াশোনা করবে—ল্যানি তাঁর সাক্ষাৎকারে যাবেন। দু'জনেই নিজেদের সেক্রেটারীদের জানালেন একথা। তাঁরা তাদের বিশিষ্ট অতিথিকে পরদিন সকালে নিউইয়র্কে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। খুঁটিনাটি কাজের অন্ত নেই। রেডিও কার্যসূচী আছে, ছোট সাপ্তাহিক কাগজখানা আছে, নিউজপেপার সিন্ডিকেট আছে। কিন্তু এর প্রতি-দান আছে, এগুলির মাধ্যমেই এ যুগের মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা চলে, মানবজাতির সম্পর্কে আশায় ভরে উঠে মন।

সব কিছু গুছিয়ে তাঁরা ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখলেন। সকাল ছ'টায় প্রস্তুত হওয়া চাই।

অক্টোবর মাস। সে সময়ে সূর্যদেব আকাশপ্রান্তে উঁকিঝুঁকি মারছেন শুধু। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে রাজপথে যাত্রীগাড়ীর ভিড়টা এড়ান যাবে। মাত্র এক প্লাস কমলার রস এবং কিছু রুটি আর ফল। এ খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। মোটর ছুটে চলল পথ বেয়ে, এ পথ দক্ষিণে যাবার প্রধান পথ।

রাস্তায় ততক্ষণে ট্রাক ও গাড়ীর ছুটে-চলা পুরোদমে সুরু হয়ে গেছে।

পথে পড়ল বড় সহর নিউওয়ার্ক, এলিজাবেথ, ট্রেন্টন, ফিলাডেলফিয়া, উইলমিংটন, বালটিমুর। মাঝে মাঝে ছোট সহরও ছিল আর ছিল খাওয়া-দাওয়ার স্থান। এখানে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় কলকারখানাগুলি। বড় বড় ইটের তৈরী বাড়ী আর আকাশছোঁয়া চিমনীতে ছেয়ে আছে চারদিক। পাশাপাশি চলেছে মোটর-চলার রাস্তা আর রেলওয়ে। দু' রাস্তায়ই মালপত্র চলাচল করছে। জেটীতে যাচ্ছে সব—অবিরাম সেখানে বাণিজ্যপোতের যাতায়াত। পাঁচটি বছর শুধু ধ্বংসের উপাদান বোঝাই করেছে আমেরিকা ওগুলিতে, এখন বহু বছর ধরে গড়ে তোলার উপাদান জুগিয়ে যেতে হবে।

তারুণ্যের সূচনা থেকে ল্যানি গাড়ী চালিয়ে আসছেন, কখনো কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি—গেল ত্রিশ বছরের মধ্যে। আগের গাড়ীর সঙ্গে ব্যবধান রেখে চলেন তিনি, যাতে পেছন থেকে ধাক্কা খেলেও দু'দিক থেকে চেপে ধরবার আশঙ্কা না থাকে। আজ তিনি আরো সতর্ক, কারণ আরোহীদের মধ্যে আছে আর একটি ভাবী মানুষ—তাঁর আর লরেলের বহু আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় সন্তান।

স্বামী-স্ত্রীতে তাঁরা বর্তমান বিশ্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। সমস্ত বিশ্ব যেন তাঁদের দু'জনের মাঝে প্রত্যক্ষ রূপ ধরে আছে—পৃথিবীর দু'খানি মানচিত্র যেন। ১৯৪৬ সাল—অশান্ত, ভূমিকম্পে দোলায়মান পৃথিবী, শান্তি ও স্বস্তি কোথাও নেই। চিন্তার দুর্বহ বোঝা। সতের মাস আগে ভয়াবহ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। কিন্তু তাঁরা আশানুরূপভাবে কাজ করতে পারছেন না। এক অপরাহ্নে তাঁদের তিনটি সিদ্ধান্তকে ক্রেমলিন ভেটো কোরে বাতিল করে দিয়েছে। নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের সভা থেকে সোভিয়েট প্রতিনিধি বেরিয়ে গেছেন। এর অর্থ কি রাশিয়ার স্থায়ীভাবে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান থেকে? উইনষ্টন চার্চিল মিসৌরী পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁকে। উনি অভিযোগ করেছেন, স্টালিন লৌহযবনিকার সৃষ্টি করেছেন—পাশ্চাত্য জগৎকে অন্ধকারে রাখবার জন্যে। স্টালিন আখ্যা দিয়েছেন চার্চিলকে, 'উগ্র যুদ্ধবাজ'।

সবচেয়ে আতঙ্কজনক ব্যাপার হচ্ছে সুদূর দক্ষিণ সমুদ্রের বিকিনি দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি প্রদর্শনী। আণবিক শক্তি নূতন যে ক্ষমতা অর্জন করেছে, বিস্মিত বিশ্ব দেখছে তার ধ্বংসের বাহাদুরী কতটুকু। এগারটি

পুরনো যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হয়েছে, পাঁচিশটি হয়েছে অকর্মণ্য। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটেছে সমুদ্রের অতলে। এতে করে একটি যুদ্ধজাহাজ, একটি বিমানবাহী জাহাজ এবং আরও আটটি রণতরী নিমজ্জিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করেছেন জাতিসংঘের কাছে, এরকম অস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হোক। সবগুলি দেশ পরিদর্শন করবার অধিকার থাকা চাই জাতিসংঘের—কেউ যেন চুক্তিভংগ না করতে পারে। কিন্তু রাশিয়া এরূপ কোন প্রস্তাব কখনো গ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। যে স্বামী-স্ত্রী দিনরাত বিশ্বশান্তির জন্য অবিরাম কথা বলছে, লিখছে, প্রচার করছে, তাদের কাছে এটা সত্যি দুঃখজনক।

(৩)

ওয়াশিংটনে হোটেল গ্যারেজে মোটরগাড়ী রাখলেন ল্যানি। দু'জনে লাঞ্চ খাওয়ার পর স্ত্রী গেল তার নির্দিষ্ট আরামদায়ক কামরায় আর ল্যানি চললেন তাঁর অভিযানে—দেখা করতে গেলেন সরকারী ভবনে সেই রহস্যজনক মানুষটি জন টার্নারের সংগে। সেখানেই টার্নারেব অফিস।

সংবাদপত্রে এদের সম্বন্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্যই পাঠ করা যায়। ল্যানিকে নিয়ে উপস্থিত করা হল তেমনি একজন আমলাতান্ত্রিকের সম্মুখে। ওদের টেবিলের ওপর পা দু'খানি তুলে থাকবার কথা—কিন্তু ল্যানি কখনো তেমন কাউকে দেখেননি। অফিসারটি দাঁড়িয়ে উঠে ল্যানিকে সম্বর্ধনা জানালেন এবং একখানা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। মধ্যবয়সী লোকটি, শান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির। নতুন ইস্ত্রিকরা পোষাক পরিধানে, নেকটাইটা মানানসই ধরণের। ল্যানির বেলাও সেকথা বলা চলে। তাঁরা দু'জনেই সমাজের একই পর্যায়ের লোক। তাঁরা একে অন্যকে জানেন, জানেন তাঁদের নিজেদের কথা। টার্নার তাঁকে একটি সিগারেট অফার করলেন, ল্যানি সিগারেট খান না। তাই টার্নারও খেলেন না।

টার্নার বললেন, মিঃ ব্যাড, আমাদের কাগজপত্র থেকে জানতে পেরেছি, আমাদের গুপ্তচর বিভাগের সংগে কখনও আপনার তেমন যোগাযোগ ছিল না। প্রথম থেকেই আমাদের একটি কাজ ছিল টাকা-পয়সা জাল করার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা এবং তা' বন্ধ করা। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কিন্তু এখন ইউরোপের বেশ কিছু অংশের দিকে নজর দিতে হচ্ছে, তাছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক হাজার দ্বীপও রয়েছে

হাস্যভরে বললেন ল্যানি, তারা কি কড়িও জাল করে?

তারা যা'ই গরীব দেশবাসীর ওপর চাপাতে পারে, তা' সে যে বস্তুই হোক, তাই জাল করে। আপনি যখন নাৎসীদের মধ্যে আপনার গবেষণা চালিয়েছিলেন, তখন কি জাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে পেরেছিলেন?

অনেক আলাপ-আলোচনাই আমি শুনেছিলাম, কিন্তু সেটা আমার আওতার বাইরে ছিল বলে তা' নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কা'কেও এ নিয়ে প্রশ্নও করিনি। আমি জানি, এডলফ্ হিটলার বৃটেন আক্রমণের সব রকম পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, তার একটা ছিল প্রচুর ইংলিশ নোট ছাপান। তাতে করে ইংলণ্ডের সব কিছু জোরজবরদস্তিতে বাজেয়াপ্ত না করেই তিনি সহজভাবে অধিকার করতে পারতেন। শুনেছিলাম সাচ্সেনহাউসন বন্দীশিবিরে তিনি একটি নিয়মিত নোট ডিজাইন খোদাইয়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

আমাদের খবর হল এককালে সেখানে প্রায় ১৪০ জনেরও বেশী খোদাই-কাজে বিশেষজ্ঞ কর্মী কয়েদী ছিল, আর ছিল বিভিন্ন দেশের দণ্ডিত জালিয়াতেরা। তারা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির মুদ্রার প্লেট তৈরী করায় নিযুক্ত ছিল। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি হিটলারের মার্ক গ্রহণ করত না, তারা দাবী করত স্টার্লিং অথবা আমেরিকান ডলার। যদি জাল ডলার তৈরী করা যায় এবং সাফল্যের সঙ্গে ওগুলিতে বাজার ছেয়ে ফেলা যায় তা'হলে মিত্রপক্ষের বাজার আবার আক্রা হয়ে উঠবে। শত্রুপক্ষ জিনিস কিনতে পাবে, আর আমরা দেউলিয়া হবার পথে এগিয়ে যাব। ঐ জালের ব্যাপারটা এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যে, কিছুকাল ত' ধরতেই পারা যায়নি।

ল্যানি বললেন, আমরা ওইগুলিকে হিটলারী টাকা বলতাম।

আমাদের খবর তারা ২০ কোটি বৃটিশ পাউণ্ড এবং প্রায় ১০০ কোটি ডলার জাল করেছিল। অভিযাত্রী সৈন্যদল যখন সুচ্সেনহাউনসনের নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন নাৎসীরা তাদের যন্ত্রপাতি ও দাস শ্রমিকদের ডেনিউবের ওপর মাউথাউনসন বন্দীশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যায়। শেষ অবস্থায় লোকজনদের জার্মান-ভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফ্রেইজিংএ একটি কারখানায় আমরা অনেকগুলি জাল মুদ্রা পেয়েছি; আর একটি প্রস্থ ধাতুর পাত্রে সিলমোহর করে অস্ট্রিয়ার ব্যাড ইস্চ্লের নিকটে একটি লেকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা চাই সেই নোট ছাপানর প্লেটগুলি। সেগুলি যতদিন থাকবে, ততদিন ঐ কৃত্রিম টাকার বন্যা বইতেই থাকবে। এখন পর্যন্ত সেগুলির কোন পাত্তাই পাওয়া

যায়নি,—সম্ভবতঃ সেগুলি নব্য-নাৎসীদের হাতেই আছে। তারা নিজেরা ক্ষমতা দখলের জন্যে অপেক্ষা করছে। অথবা সেগুলি এখন দুর্বৃত্তদের হাতে পড়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন বহু নাৎসী এখন ঐ পর্যায়ে। তাদেরও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা আছে। অন্ততঃ একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পশ্চিম জগতের অর্থনীতিতে ভাঙন ধরাতে পারলে তারা সম্পূর্ণ অখুশী হবে না।

মিঃ টার্নার, আমি দেখছি কাজ নিয়ে আপনারা বিব্রত হয়ে আছেন। কিন্তু বলুন, আমি এ সম্পর্কে কি করতে পারি?

প্রথমতঃ আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ওই ব্রন্ সম্পর্কে—ব্রন্, ভেটার্ল, অথবা কখনো কখনো বার্নহার্ড্ট্ মঙ্ক।

মঙ্কই তার আসল নাম।

তাকে আপনি ভাল করে জানেন?

তের-চৌদ্দ বছর ধরেই তাকে আমি জানি।

এবং তাকে আপনি বিশ্বাস করেন?

যথেষ্ট বিশ্বাস করি। তাকে অনেক ব্যাপারে পরীক্ষা করেছি। লোকটি একটি প্রাচীন নাবিক এবং একজন শ্রমিক নেতা, সোশিয়াল ডেমক্রেট। সে একজন সক্রিয় সদস্য, এক সময়ে দলের একজন কর্মকর্তা ছিল।

তাহলে সে কম্যুনিষ্ট নয়?

সে এরকম ধরণের লোক, কম্যুনিষ্টরা অধিকার পেলে তাকে গুলি করে মারবে। স্পেনের যুদ্ধের সময়ে এবং নাৎসী-ভয়াবহতার দিনে সব সময়ে মঙ্কের সঙ্গে কাজ করেছি। তার ওপর ভরসা করতে পারেন।

(৪)

টেলিটাইপে ছাপান একগোছা কাগজ বের করলেন টার্নার তাঁর ড্রয়ার থেকে।

এটা আমি আপনাকে পড়তে দিতে পারি না, বললেন টার্নার, এটা সরকারী গোপন দলিলের অংশ, তবে এ থেকে সামান্য কিছুটা আপনাকে পড়ে শোনাব।

টার্নার একটা পাতা খুলে বলতে লাগলেন, কোড নাম্বার দে'য়া আছে—মঙ্কের নাম্বার এবং এতে লেখা আছে, "নিউজার্সি এজেমেয়ারের ল্যানিং প্রেসকট ব্যাড এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তিনি ইউরোপে ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের গুপ্ত এজেণ্ট ছিলেন—তাঁকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। এজে-মেয়ারে তাঁকে পাওয়া না গেলে তাঁর বাবা রবার্ট ব্যাডের কাছে খবর করবেন।

তিনি ক্যানেক্টটিকাট, নিউকেস্‌লের ধ্যাড আর্লিং এয়ারক্রাফট্‌ কোম্পানীর সভাপতি। স্টুবেনডর্ফকে তিনি বাল্যকাল থেকে জানেন। তিনি ওই গ্র্যাফকে জানেন, সঙ্গীত রচয়িতা কুর্ট মেইস্‌নারকেও।" মিঃ বাড্‌ কথাগুলো কি সত্যি?

সবই সত্য। আপনি বলতে চান যাতে স্টুবেনডর্ফ সম্পর্কে কতকগুলি সূত্র আপনারা পেয়েছেন।

হ্যাঁ, খুব ভাল সূত্রই পাওয়া গেছে। প্রথমে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে দিন। আপনি গ্যাফ স্টুবেনডর্ফকে কতটুকু জানেন?

সে জেনারেল গ্র্যাফ স্টুবেনডর্ফ। বালককাল থেকে আমি তাকে জানি। বার্লিনে তার অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। খুব ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাকে না জানলেও ভালভাবেই তাকে জানি।

আর ওই লোকটি—কুর্ট মেইসনার?

বালককাল থেকেই তাকেও জানি। তখন আমরা জার্মানীর হেলেরোয় অবস্থিত ডালক্রোজ্‌ নাচের স্কুলে যাতায়াত করতাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় সে আমার মায়ের অতিথি হয়ে ছিল। আমরা তাকে একটি স্টুডিও দিয়েছিলাম, তাতে সে আট বছর কাটিয়েছে। সেখানে থেকেই সে বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতারূপে খ্যাতিলাভের সুযোগ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন আমাদের বন্ধুত্বের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শেষবার যখন আমাদের দেখা হয়, তখন সে আমার মুখের ওপর থুথু ফেলে।

ব্যাপারটা সত্যিই প্রয়োজনীয়। যদি মনে কিছু না করেন, তাহলে গল্পটা বলুন না।

মনে করবার কিছুই নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কুর্ট মেইসনার নাৎসীজমের প্রভাবে পড়ে। সে আমাকে তাদের ফুয়ারের কাছে নিয়ে যায়। তাঁকে আমার তেমন বিশেষ কিছু বলে মনে হয়নি। প্রায় দশ বছর আগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমাকে আদেশ করেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে। আমি কুর্টকে গিয়ে এমন ভাব দেখাই যে, হিটলারকে এখন আমি ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছি। ফলে আমি সেই মহাপুরুষটির গোপন অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজনরূপে স্থান পেলাম। মার্কিন সৈন্যরা রাইন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছার পূর্বে কুর্ট আমাকে সন্দেহ করেনি যে, আমি তাকে প্রতারণা করছি। যখন বুঝল, স্বভাবতঃই সে ভয়ঙ্কর উগ্র হয়ে উঠল। সে এখন কোথায় আছে জানি না।

মঙক এ সম্বন্ধে কি বলছেন শুনুন। 'নম্বর......রিপোর্ট দিচ্ছেন, একটি মার্কিন বন্দীশিবির থেকে মেইসনার মুক্তিলাভ করেছে এবং সে এখন পোলাণ্ডে স্টুবেনডর্ফে বাস করছে। জায়গাটার নাম এখন স্টাইলকেজ্।' তার সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

বলতে পারি না কিছুই। আমার সন্দেহ হয় সে সেখানে ফিরে যেতে চাইবে কিনা এবং তাকে সহ্য করা হবে কিনা। তার নাৎসী মতবাদ 'লাল'দের বেশী অনুকূল, আমাদের চেয়ে। মনে হয়, তারাই তাকে দলে টেনে নেবে। জানেন যে সংস্কৃতির ভাঁওতা দিয়ে তারা খুব হৈ-চৈ করে, এটা তাদের প্রচার-কার্যেরই একটা অংশ। তারা টাকা-পয়সা পর্যন্ত দিতে পারে, তাদের জন্যে সংগীত রচনায় লাগিয়ে দেওয়াও সম্ভব।

আপনি কি ভাবেন যে তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারবেন এবং তার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম হবেন?

নিশ্চয় করে বলতে পারি না মিঃ টার্নার। ছেলেবেলার মেলামেশা আমাদের মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। তা' সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা যায় না। কুর্ট আমার চেয়ে প্রায় দু'বছরের বড়। তখন সে আমার চেয়ে পড়াশুনায় ও জ্ঞানে এগিয়ে গেছে। সে আমার ওপর অনেকটা অভিভাবকত্ব করত। জার্মেন বিজ্ঞানবাদ সম্পর্কে সে আমাকে শিক্ষা দিত। সম্ভবতঃ তার মনে আমাকে নিয়ে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। এখনও হয়তো সে আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে।

মিঃ ব্যাড, গুপ্ত এজেণ্ট হিসাবে কাজ করেছেন তাই জানেন আমরা বাজে কথায় সময় কাটাই না। আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে বলতে পারি, কি আমরা চাই। সেখানে আমাদের যে এজেণ্ট আছেন তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত সবকিছু জানতে পারবেন। অবিশ্যি, আমরা আপনার সব খরচপত্র, ক্ষতিপূরণ সবকিছু দিতে প্রস্তুত আছি।

সরকারের কাছ থেকে আমি কখনও ক্ষতিপূরণ বাবত কিছু নেই নি মিঃ টার্নার। সাধারণতঃ নিজের খরচ আমি নিজেই দিয়ে থাকি। আমি শান্তি আন্দোলনের কর্মী হবার আগে একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ ছিলাম এ আপনি জানেন। সব সময়ে সেটাকেই আমি ব্যবহার করেছি—আমি একজন পি, এ ছিলাম—আসলে প্রেসিডেণ্টের এজেন্ট। এক সময়ে আমি জেনারেল স্টুবেন-ডর্ফের কাকীর কাছ থেকে একটি মূল্যবান মার্কার কিনেছিলাম, আমার জন্যে

নয়, আমার একজন খরিদ্দারের জন্যে। স্টুবেনডর্ফে আমি আরো ব্যবসা করতে পারি, যদি ছবি ইত্যাদি বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

তা'তে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার যাতায়াত খরচটা আমাদের বহন করতে দিন। মেইসনারের আর্থিক অবস্থা কিরূপ?

আমার ধারণা তার অবস্থা খারাপ। তার ঘাড়ে মস্ত একটি পরিবার। যুদ্ধে আহত হয়ে সে অক্ষম হয়ে পড়েছে—পিয়ানো বাজাতে পারে না। মনে হয় সে এখনও সংগীত রচনা করতে পারে, কিন্তু জার্মানীতে এখন এমন কে আছে তার জন্যে টাকা দেবে? আমার জানা মতে তার শেষ রচনা ওয়েগনারের "কেইজার মার্চ"এর অনুকরণে "হিটলার মার্চ" সংগীত।

উপযুক্ত টাকা-পয়সা দেবেন বলে তাকে আপনি কথা দিতে পারেন। সে আমাদের কাজে যোগ দিতে পারে—অবিশ্যি আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে তাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। তাকে আপনি অনেক বছর ধরে ঠকিয়েছেন বলে সেও মনে করতে পারে যে ততগুলি বছরের জন্যে আপনাকেও সে ঠকাবার অধিকারী।

মানুষকে ঠকানতে সবগুলি নাৎসীই বিশ্বাসী। প্রশ্ন হল এই যে, তারা কম্যুনিষ্টদের ঠকাবে না মার্কিনদের ঠকাবে? কোনরূপ টাকা-পয়সার কথা বলার আগে এটা আমাকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু একটা কথা মিঃ টার্নার। স্টুবেনডর্ফ এখন পোলান্ডে। আমি যতটুকু জানি পোলরা একটা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে—অথবা সে সরকারকে স্বাধীন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তারাই কি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়?

পোলাণ্ডকে একটি মিত্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য করতেই আমরা আগ্রহশীল মিঃ ব্যাড্। সেখানে এখনও সোভিয়েটরা সামরিক কর্তৃত্ব করছে, তারাও আমাদের বন্ধু একথা ভাবতেই আমরা চেষ্টা করছি। আমরা বার বার এ সম্বন্ধে তাদের জানিয়েছি। একটা সভ্য সরকারের নিকট যে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাই আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু আমরা পেয়েছি ওদের কাছ থেকে এড়িয়ে যাওয়া আর দীর্ঘসূত্রিতা। একটি বছর ধরে ব্যাপারটা ঝুলে আছে। ইতিমধ্যে ওই অদ্ভুত মুদ্রাগুলি বার্লিনের ও পশ্চিম জার্মানীর বাজার ছেয়ে ফেলছে। এখন আমরা সেই সম্ভাবনারই সম্মুখীন—সোভিয়েট বা পোলিশ স্থানীয় কর্তারা ওই সব জালিয়াৎদের সংগে হয়তো যোগাযোগে আছেন, হয়তো লাভের অংশ তাঁরাও পাচ্ছেন। যদি তা সত্য হয়, তা'হলে তা সত্যি গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার

—আন্তর্জাতিক সুসম্পর্কও এতে অস্বীকৃত হচ্ছে। আমরা স্থির করেছি, নিজেদের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের আপনার কথা মনে হল। একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ বলে আপনি পরিচিত—শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেও কাজ করছেন। আপনি কতকগুলি ছবি কেনবার জন্যে অথবা পুরোন বন্ধু কুর্ট মেইসনারের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে স্টুবেনডর্ফে যাবার অনুমতি পেয়ে যেতে পারেন। আপনার বিবেচনায় যে অজুহাত ভাল মনে হবে তাই কাজে লাগাতে পারেন।

আমার পক্ষে যাওয়া তেমন সহজ হবে না। আমার স্ত্রী গর্ভবতী, মাস দুয়েক আর সময় আছে। স্বামীর পক্ষে সে সময়ে কাছে থাকতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্মও হাতে আছে। এ সম্পর্কে আগে থেকে সব ব্যবস্থা করতে হবে এবং কর্মীদের উপদেশ দিয়ে যেতে হবে।

আমার মনে হচ্ছে আপনাকে বেশীদিনের জন্যে বাইরে থাকতে হবে না মিঃ ব্যাড। তাছাড়া ব্যাপারটা সত্যি অত্যন্ত গুরুতর। আমাদের ভাববার কারণ আছে যে নোট ছাপবার প্লেটগুলো স্টুবেনডর্ফে কোথাও লুকানো রয়েছে অথবা অন্ততঃ স্টুবেনডর্ফের কোন কোন লোকেরা এগুলোর খবর জানে। আপনি কি মনে করেন মেইসনার নিজে এর সঙ্গে জড়িত আছে?

আপনি তিন দল লোক এ ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে বলে বলেছেন। নাৎসী, গুণ্ডা বদমায়েসের দল অথবা কম্যুনিষ্ট। এদের মধ্যে কারা আছে বলে সন্দেহ করেন?

ঠিক ঠিক ধারণা করা বড় শক্ত মিঃ ব্যাড্। তিনটি দলেই মেশামিশি আছে। কিছু নাৎসী গুণ্ডা-বদমায়েস দলে যোগ দিয়েছে—অনেকে আবার কম্যুনিষ্টদের কাজ করছে। উচ্চপদস্থ এবং অত্যন্ত কর্মদক্ষ কিছু লোকই এরূপ কাজ করেছে। অবশ্য গুণ্ডা-বদমায়েসরাও আজকাল কম্যুনিষ্ট অথবা নাৎসী বলেই চাল দেয়—যেটা যখন সুবিধার বলে মনে করে। আপনি কি পুরোন বন্ধুত্বের সূত্র ধরে মেইসনারকে পাকড়াও করতে পারবেন না? ভাব দেখাবেন সে আপনাকে ঘৃণা করতো এটা আপনার কাছে মর্মন্তুদ, এবং যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা সারাতেই আপনি উৎকণ্ঠিত।

সেটা আমি অবিশ্যি করতে পারি। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই, আমার কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে বলে সে সন্দেহ করবে।

অত্যন্ত সতর্কতার সংগে তার কাছে যাবেন, তার সংগে জার্মানীর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং তার মত কি তা জানতে চাইবেন। যদি বা আপনি তাকে বোকা না বানাতে পারেন অন্ততঃ আপনাকে সে বোকা বানাতে পারবে না এটা তো নিশ্চয় জানেন।

ল্যানি আরো প্রায় দু'ঘণ্টা কাটালেন জালিয়াতী শিল্পের অ আ ক খ শিখতে। এর আগে এ সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তিনি সবকিছু টুকে নিলেন, তা মুখস্থ করে নেবেন বলে। তারপর কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। তিনি জাল ইংলিশ পাঁচ-পাউণ্ড নোট এবং জাল মার্কিন পাঁচ-ডলার নোট দেখলেন। ওগুলি জাল বলে মোটেই তাঁর মনে হল না—নিরাপত্তিতেই সেগুলি সাচ্চা বলে গ্রহণ করতেন। টার্নার তাঁকে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিতে বললেন। অত্যন্ত সতর্কতার সংগে দেখেও তখনো তিনি কিছুই ধরতে পারলেন না।

সামান্য একটুখানি ত্রুটির জন্যেও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। টার্নার একটি কাহিনী বললেন। তিন-চারজন খোদাই কারিগর দাসশ্রমিক ষড়যন্ত্র করে প্লেটে গোপনে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন রেখে দিয়েছিল যাতে পরে নোটগুলি জাল বলে ধরতে পারা যায়। তাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। হতভাগ্যদের গ্যাস্-চেম্বারে বন্ধ করে সাইয়ানোজেন বিষ দ্বারা হত্যা করা হল। চুল্লিতে তাদের দেহ করা হল ভস্মীভূত, হাড়গুলি গুঁড়িয়ে ব্যবহার করা হল সারের কাজে। সাচেনহাউ-সেনের সমস্ত খোদাই কারিগর দাসেরা এই বিপদের আতঙ্ক মাথায় করেই কাজ করত। কোন ভুল-ত্রুটি হলেই ধরে নেওয়া হত, ইচ্ছা করেই তারা তা করেছে। কোন ভুল-ত্রুটিই করা যেতে পারে না, এমনি ছিল কঠোরতা।

ল্যানি যে ব্যাপারে তদন্ত করবেন তার খুঁটিনাটি নিয়ে টার্নার আলোচনা করলেন না। ওসব কিছু বার্লিনে যে সমস্ত ট্রেসারী এজেন্ট আছেন তাঁরাই জানাবেন। গুপ্তচর বিভাগটা ট্রেসারীরই একটি শাখা। টার্নার বললেন যে, এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে যাতে ল্যানির যাওয়া হবে না। সবই বুঝলেন ল্যানি। এজেন্টদের যখন যতটুকু জানার প্রয়োজন তখন ততটুকুই শুধু জানান হয়। তারাও এমনিভাবে কাজ করে যাবে।

তিনদিন পর বিমানে যাত্রা করতে রাজী হলেন ল্যানি। তাঁর পাসপোর্ট এবং টিকিট বাড়ীতে বসেই তিনি পাবেন। তাঁর ফটো তোলা হল—কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফটো প্রস্তুত হয়ে গেল। ল্যানি যুক্তরাষ্ট্র গুপ্ত বিভাগের এজেন্টরূপে

একটি চামড়ার ফোল্ডার পেলেন।

সরকারী কর্মচারী বললেন, আপনার পরিচয়পত্র চুরি যেতে পারে অথবা হারিয়ে যেতে পারে। কাজেই আপনাকে একটি সাঙ্কেতিক শব্দ বেছে নিতে হবে, যাতে আসল লোকের সঙ্গে দেখা হলে আপনি কাজের কথা বলতে পারেন। একটি শব্দ স্থির করুন।

ল্যানির কোন ধারণাই ছিল না যে, কি করে সহসা "ক্রিস্টফার কলোম্বাস" নামটি তাঁর মনে আসতে পারে। নামটি বলতেই অফিসার হেসে বললেন, তাই হবে। যুদ্ধের সময়ে 'অপারেশন ওভার লর্ড', 'এনভিল' এবং 'টর্চ' নামগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হত তা ভাবতে ল্যানির বিস্ময়বোধ হত। এখন তিনি বুঝতে পারলেন।

(৬)

সরকারী ভবন থেকে বেরিয়ে এলেন ল্যানি। চলমান যাত্রী জনতায় পরিপূর্ণ পেনসিলভানিয়া এভিনিয়ু। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছেন ল্যানি। হাতে তাঁর সেই নোটকরা কাগজগুলি। তিনি পড়ছেন আর স্মৃতির পাতায় লিখে নিচ্ছেন কথাগুলো। সহসা আর একটি কথা উদয় হল তাঁর মনে। প্রথমেই যে টেলিফোন করার আড্ডাটি পড়ল তাতে প্রবেশ করেই হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেন। যদিও জানেন যে যে-কোন একজন সহকারী ছাড়া সেই সদাব্যস্ত কর্মচারীটিকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তথাপি তিনি প্রেসিডেণ্টের প্রথম সেক্রেটারীকেই চাইলেন। তিনি বললেন, প্রায় মাস তিন আগে তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মস্কো গিয়েছিলেন—সেখানে তাঁরই হয়ে মার্শাল স্টালিনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেছিলেন। সহকারীর একথা জানা না থাকতে পারে কিন্তু প্রথম সেক্রেটারী নিশ্চয়ই কথাটা শুনেছেন। মিঃ বাড্ প্রথম ইউরোপে ফিরে যাচ্ছেন,—তিনটি দিনের মধ্যেই যাচ্ছেন। প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন, যদি আবার কখনো মিঃ ব্যাড ওদিকে যান, তাহলে যেন প্রেসিডেণ্ট জানতে পারেন।

সহকারী উত্তর দিলে, ব্যাপারটি নিশ্চয়ই প্রথম সেক্রেটারীর গোচরে আনব। মিঃ ব্যাড বললেন, তিনি শুধু সে রাতের জন্যেই শোরহ্যাম হোটেলে থাকবেন—পরদিন ভোরে নিউজার্সিতে তাঁর বাড়ীর দিকে মোটরে রওনা হয়ে যাবেন—যদি না প্রেসিডেণ্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান বলে ইতিমধ্যে জানান।

ল্যানি আবার পথে নামলেন। হোটেলে ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী বিছানায় পড়ে সঙ্গে আনা পাণ্ডুলিপির মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। ল্যানি বললেন, প্রিয়তমে! বার্লিনে কোন একজনকে কিছু পরামর্শ দেবার জন্যে বিমানে বার্লিন যেতে হচ্ছে আমাকে। এতে বিপজ্জনক কিছুই নেই। মন খারাপ করোনা তুমি। কেবল মাত্র ক'দিনের জন্যে যাচ্ছি।

তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। লরেলও কিছু বলল না, অভিজ্ঞ বিচক্ষণ জীবনসঙ্গিনী সে। দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা সে বিস্মৃত হতে পারে না। এই একই পথে বিমানযাত্রায় তাঁর দু'খানি পা ভেঙেছিল। ল্যানি এখনও লরেলকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৌতুক অনুভব করেন যে, সেই হাড়-ভাঙা দুর্ঘটনায়ই ল্যানিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার মোহে লরেল আকৃষ্ট করবার সুযোগ পেয়েছিল। এই সচকিত ছোট্ট মেয়েটিকে ল্যানি সর্বদাই হাসিতে অভিসিঞ্চিত করেন। লরেল তার সব কিছু ব্যাপারে কর্মকর্ত্রী। সে অত্যন্ত ধীর ও বিচক্ষণ, ক্ষুরধার তার ভাষা। কিন্তু সে ভাষা সে শুধু যুদ্ধবাজদের উপরই বর্ষণ করে।

সবেমাত্র ল্যানি বসে সেদিনকার বৈকালিক সংবাদপত্রখানি খুলেছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সহকারী সেক্রেটারী জানালেন অপরাহ্ন ন'টায় হোয়াইট হাউসে যাবার জন্যে প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্যাডকে অনুরোধ করেছেন। ল্যানি উত্তর দিলেন, আমি সেখানেই যাচ্ছি।

লরেলকে এ সংবাদটা না জানানো সত্যিই কঠিন ব্যাপার কিন্তু তাঁকে আপাততঃ চুপ করে থাকতেই হবে। আগে বুঝে নিতে হবে এ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটাও গোপন কি না। লরেলকে আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অপরাহ্নে তাকে সিনেমাতে নিয়ে যাবেন। এখন তাকে বলতে বাধ্য হলেন, আমার কাজেরই একটা জরুরী ব্যাপারে যেতে হচ্ছে এখন। লরেল উত্তরে শুধু বলল, ভালই হলো, আমি ঘরের কাজ করতে সময় পাব।

হোয়াইট হাউসে যেতে হলে গাড়ীতে যাওয়াই শোভনীয়। কিন্তু ল্যানি সেদিনকার সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে যাওয়াই শোভনীয় মনে করলেন। তোরণদ্বারে উপস্থিত নৌ-বিভাগীয় পাহারাওয়ালাটির কাছে তিনি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তাঁর নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের কথা জানালে পাহারাওয়ালা তাঁর উক্তি সত্য বলে মেনে নিলে। কিন্তু পাহারাঘাঁটির পেছন থেকে বেসামরিক পোষাকধারী একটি লোক বেরিয়ে এসে নিকটে থেকে ল্যানিকে অনুসরণ করতে লাগল। পেটি-

কোতে পেঁছালেই ওই ধরনের আরও দুটি লোক এগিয়ে এলো। বেশ একটা কৌতুকের সঙ্গে সেদিন অপরাহ্নে টার্নার তাঁকে যে কার্ডখানি দিয়েছিলেন সেখানা তিনি বের করলেন। তিনটি লোকই বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল। তারপর তারা জানালে, ভবিষ্যতে তারা তাঁকে এমনিই চিনতে পারবে।

ভেতরে প্রবেশ করলে একটি বর্ষীয়ান নিগ্রো এসে তাঁর টুপীটি হাতে নিলে। সেক্রেটারী তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যেতে লাগল। প্রায় একশ' পঞ্চাশ বছরের পুরানো সেই রাজকীয় আভিজাত্যপূর্ণ প্রাসাদ। সে প্রাসাদটি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেণ্টের বাথরুমের মেঝেটা ফেটে এমন চৌচির হয়ে গেছে যে, তিনি আশংকা করেন, কখন হয়তো নীচের ঘরে পড়ে যাবেন। অনতিবিলম্বে ৫৫ লক্ষ ডলার খরচ করে প্রাসাদটিকে ভেঙেগচুরে আবার অধিকতর শক্ত-পোক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু অবস্থা যাই হোক সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদকক্ষগুলি উপস্থিত দর্শক মনে সেই বিপুল সম্ভ্রম ও ভাবানুভূতির সৃষ্টি করে।

বহুদিন আগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে যখন ল্যানি দেখা করতে যেতেন তখন তাঁকে সোজা প্রেসিডেণ্টের শয়ন-ঘরে নিয়ে উপস্থিত করা হত। দেখতেন রুজভেল্ট তাঁর বিছানায় পড়ে আছেন, গায়ে একটি গলাবন্ধ পুরানো সোয়েটার। উলকাটা পোকায় সোয়েটারটি স্থানে স্থানে কেটে-কুটে তাদের দুষ্ট প্রতিভার ছাপ এঁকে রেখেছে। এবারে ল্যানি উপস্থিত হলেন দোতলার একখানি ঘরে। একখানি একান্ড টেবিলের সম্মুখে বসে আছেন প্রেসিডেণ্ট হ্যারি ট্রুম্যান। সম্মুখে স্তূপীকৃত কাগজপত্র, পোষাকে পরিচ্ছদে মনে হয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত দশজন আমেরিকানের একজন তিনি। প্রেসিডেণ্ট জীবনের প্রতিটি দিনে ছ'শ বার করে তাঁকে নিজের নাম স্বাক্ষর করতে হয়। কোন কোনদিন তিনি সকাল সাড়ে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করে আগের দিনের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে লেগে যান।

মাঝামাঝি সাইজের লোকটি, ল্যানির চেয়ে প্রায় দু' ইঞ্চি খাটো। চলাফেরায়, কাজকর্মে দ্রুত এবং বক্তৃতার বেলায় জোরের সঙ্গে কথা বলেন। ল্যানি উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন, সৌজন্যের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং বললেন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। ল্যানিকে ইঙ্গিতে বসতে অনুরোধ করে প্রেসিডেণ্ট বললেন, মিঃ বাড্, যখনই আমি আধঘণ্টা সময় করতে পারি তখনই আমি তোমার প্রোগ্রাম

শুনি। আপনার বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সুরুচিতে আমার ঈর্ষা হয়। আপনি আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ মননশীলতার জন্ম দিচ্ছেন। আমার ইচ্ছা হয় এরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেই জীবনটা কাটাই।

ল্যানি উত্তর দিলেন, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও রুচিজ্ঞানের সব কিছু প্রশংসা আমার স্ত্রীর প্রাপ্য। সেই সমস্ত প্রোগ্রামের কর্ত্রী।

এক সময়ে তাকে আমার এখানে নিয়ে আসবেন। তাকে বলবেন শান্তির জন্য তার এ কর্মতৎপরতা এবং বিশ্বস্ততা আমাকে ঈর্ষান্বিত করে।

ল্যানি হেসে বললেন, মিঃ প্রেসিডেণ্ট, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কি শান্তিতে বিশ্বাসী নহেন?

প্রেসিডেণ্ট হাসলেন না, বললেন, মিঃ বাড্, সত্যি সত্যি আমি একজন শান্তির পূজারী। আরেকটি বিশ্ব যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। কিন্তু আমি খবর পাচ্ছি এবং এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এমন লোক আছে যারা আমার ধারণার সমর্থক নয়। আপনি সে প্রবাদ বাক্যটি জানেন যে, একহাতে তালি বাজে না। কিন্তু সেটা সর্বত্র সত্য নহে। একটি মাতাল ঝগড়া বাঁধাতে পারে, একটি গুণ্ডা পারে, একটি উন্মাদ পারে। আমার মনে হয় সবচেয়ে সত্য হলো এই যে, শান্তি রক্ষা করতে হলে দুইয়ের যোগাযোগ প্রয়োজন।

(৮)

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে নিযুক্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। এই বিরাট প্রাসাদে তাঁর নিজেকে মনে হয় একা। কারণ সেখানে কোন লোক সহজে যাতায়াত করতে পারে না। যারা যায়, তারা অন্যের ঈর্ষাভাজন হয়। ল্যানির উপস্থিতিতে তিনি মন খুলে কথা বল্‌তে চান। এখনও সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ল্যানির সন্ধান পায়নি।

প্রেসিডেণ্ট বল্‌লেন, মিঃ বাড্, আমার কি খুলে বলা আবশ্যক যে, এ কাজের কোন শিক্ষাই আমার ছিল না। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যখন আমাকে সিনেটার হতে আহ্বান করা হল। তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হলাম, আমাকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী মনোনীত করায়। এ গুরুদায়িত্ব যখন আমার ঘাড়ে চাপান হল, সত্যিই আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অল্পই আমার অভিজ্ঞতা ছিল। সিনেটার রূপে বড় বড় ব্যবসায়ীরা

যা'তে সরকারকে ঠকাতে না-পারে ওই কাজেই সময় কাটাতাম। এখন আমার মনে হচ্ছে যে সারাটি পৃথিবী যেন আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে, আর তা'তে আছে এতো কিছু গোলযোগ।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আরও বল্‌লেন যে, ফ্রেংকলিন রুজভেল্ট তাঁকে এ বিশ্বাস করিয়েছিলেন এবং তিনি আশাও করছিলেন যে, সোভিয়েট যখন আমেরিকার কাছ থেকে জমি ইজারা সাহায্য বাবদ এগারশ কোটি ডলার ধার নিয়েছে, হিটলারকে দমনের জন্যে যখন মার্কিন সৈন্য সংগ্রামে অবতরণ করেছে তখন রাশিয়াকে বন্ধু এবং সাথীরূপেই পাওয়া যাবে। সমস্ত সমস্যারই একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসা হবে। ট্রুম্যানের তাই মনে হয়েছিল, রাশিয়ার সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কিম্বা বিবাদ-বিসম্বাদের কোন কারণ থাকতে পারে না। ইয়াল্টা সম্মেলনে রুজভেল্ট বন্ধুত্বের যথেষ্ট প্রমাণই দিয়েছেন, ট্রুম্যানও পোষ্টডামে তাই করেছেন। কিন্তু এখন? তারা উত্তর ইরানে নিজেদের মনোমত একটা সরকার গঠন করতে না পারলে সেখান থেকে নড়বে না। ডায়রেন ও পোর্ট আর্থার থেকে চলে আস্‌তে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তথাপি সে প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। যদিও তারা পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী এবং অন্যান্য দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক নামধারী সকরার প্রতিষ্ঠা করছে কিন্তু আসলে সে দেশগুলি নিজেদের অধিকারেই নিয়ে যাচ্ছে। তারা তুরষ্কের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করতে উদ্যত, গ্রীসে বিপ্লব ঘটাবার তোড়জোড় করছে। কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যখন বলেন, ঐ সব দেশগুলিকে সামরিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন তখন তাঁকে সারা বিশ্বের কাছে যুদ্ধবাজ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়।

তিনি বল্‌লেন, বলুন, তা'তে আমার কি মনে হয়? কি আমার করা উচিত?

উত্তরে ল্যানি বল্‌লেন, মিঃ ট্রুম্যান, এ সমস্যার সমাধান খুঁজতে হলে, এডল্‌ফ হিট্‌লার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা বল্‌তে হয়। প্রায় পঁচিশ বছর আগে ম্যুনিক বিয়ার হলে আমি তাঁর একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম। কিছুকাল পরই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বছরের পর বছর ধরে আমি তাঁর কার্য-ক্রমের ওপর লক্ষ্য রেখেছি—তারপরই তিনি ক্ষমতা দখল করলেন এবং সমস্ত বিশ্বের কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌লেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আমি যখন ঘুরে বেড়াতাম, তখন আপনার মতোই তথাকার বহুলোক আমাকে প্রশ্ন করত ও [illegible] উদ্দেশ্য কি? আমি উত্তর দিতাম একটি কথায়, তাঁর আত্মজীবনী

মেইন ক্যাম্‌ফ্‌ পাঠ করুন। সেখানে তিনি সবকিছু বলেছেন। সেখানে তিনি এঁকেছেন তাঁর নিজের ছবি, তাঁর জীবনী, তাঁর ধ্যানধারণা, তাঁর উদ্দেশ্য। বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু সন্দেহ হয় যাঁদের বলেছিলাম, তাঁদের দশজনের একজনও বইখানা পড়বার ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন কিনা। সত্যি বইখানা পড়া কষ্টকর, একথা স্বীকার করছি। ষ্ট্যালিন সম্পর্কেও এই একই কথা। তিনি অগণিত বই লিখ্‌ছেন—তার একখানাই যথেষ্ট। তিনি আপনার মতো নন, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের শিক্ষা ছিল। সমস্ত জীবনটা তিনি বন্দীশালায়, গুপ্ত আশ্রয়ে এবং অন্যত্র সব স্থানেই ঐ শিক্ষায় কাটিয়েছিন। তাঁর নির্দিষ্ট এবং পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি রয়েছে এবং তিনি সবকিছুই বইগুলিতে অবিরাম বল্‌ছেন। অবশ্য তিনি তাঁর নিজের জাতের লোকের জন্যে বই লিখেন এবং মনে করে থাকেন যে অন্য জাতের লোকেরা সেগুলি পড়বে না—হচ্ছেও তাই।

প্রেসিডেন্ট বল্‌লেন, গোপনে জানাতে পারি, মিঃ ব্যাড্‌, আমি আমাদের দূতাবাসের অভিমত জান্‌তে চেয়েছিলাম। মস্কোর দূত জর্জ কেনান সবগুলি বই পড়েছেন। তিনি আমাকে কেবলে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে অনেকখানি একমত। কিন্তু তাঁর শেষ উপদেশ হচ্ছে এই যে, চীনাদের মতো মস্কোরও সবচেয়ে বড় কথা বাইরের কাছে "মুখ রক্ষা"—কাজেই যদি কোনরূপ মীমাংসায় পৌঁছতে চাই, তা'হলে এমনভাবে প্রস্তাব করতে হবে যা'তে বাইরের কাছে তাদের মর্যাদার হানী না হয়।

সেটা খুব ভাল কথা মিঃ প্রেসিডেন্ট—যদি তারা কোনরূপ মীমাংসা চায়। কিন্তু ধরুন, তারা যদি কোনরূপ মীমাংসা না চায়—যা' তাদের উদ্দেশ্য?

সে প্রশ্নই তো আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না মিঃ ব্যাড্‌। কিন্তু শান্তি আন্দোলনের একজন পরিচালকের মুখে একথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি!

আমিও মিঃ ট্রুম্যান—আমাকেও এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে না ঘুমিয়ে রাত কাটাতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পারবেন: আমার মায়ের একজন পুরনো বন্ধু মারা যাবার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দিয়ে যান। তখন যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং আমরা জয়লাভ করেছি, অন্তর আমাদের উৎসাহে আনন্দে ভরপুর। সবকিছু এবার বদলে যাবে। আমাদের যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তারা ফিরে আস্‌ছে। আপনার পরিচালনায় বিশ্বের রূপ বদলে যাবে। আমরা ষ্ট্যালিনকে বিশ্বাস করেছি—কারণ তাঁকে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। তাঁকে বিশ্বাস না করাটাই ছিল ভয়াবহ। সবাই উৎসাহে উদ্দীপিত—কি

চমৎকার! একটা নূতন বিশ্বের এই তো সূচনা। বিশ্ববন্ধুত্বের ভিত্তিতে জাতিসংঘ পরিচালিত হবে। কিন্তু এখন একটার পর আর একটা ঘটনা বিপর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতিসংঘ একটা বক্তৃতামঞ্চ ছাড়া আর কিছু নয় এবং সেই মঞ্চ থেকে ষ্ট্যালিন তাঁর ঘৃণা চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

আপনি কি করবেন, প্রোগ্রাম পরিবর্তন করবেন?

এটা একটা ভিত—এবং আমাদের মৃতের ন্যস্ত বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই এমিলি চ্যাটারসওয়ার্থ আমার বন্ধু ছিলেন। আমি জানি তিনি কম্যুনিষ্ট ছিলেন না এবং পৃথিবীটাকে হিংস্র বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেবার তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমি আমার সহযোগীদের জানাইনি, কিন্তু আমার প্রোগ্রাম ও সংবাদপত্রটাকে এমন রূপ দেওয়ার ইচ্ছা যে, সেখানে যেন সকলেই নিজেদের মত ব্যক্ত করবার সুযোগ পায়—বিষয়টাকে নিয়ে বিতর্ক হয়। এখন সমস্যা হল আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা, অন্ততঃ আস্ছে দুমাস তার ওপর কোনরূপ চাপ দিতে আমি ভয় পাচ্ছি।

আপনার অবস্থা আমি বুঝ্তে পারি। আমার স্ত্রীর রাজনীতির প্রতি মোটেই অনুরাগ নেই। তিনি চান মিসৌরীতে ফিরে যেতে, স্বাধীন হতে—সেখানে তিনি মুক্তভাবে বন্ধু-বান্ধবদের সংগে মেলামেশা করতে পারবেন। সেখানে সামাজিক মর্যাদার অগ্রাধিকার বিচার করতে হবে না, লোকে তাঁকে ব্যবহার করতে চাইছে এ দুশ্চিন্তায়ও ভুগ্তে হবে না।

প্রায় আট বৎসর আমি রুজভেল্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি কিন্তু এটাই ছিল আমার লক্ষ্য যে, আমি যেন সামান্য মাত্র ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা তাঁর কাছে না চাই। এখনও আমি সেই নীতিতে অটল আছি, একথা বিশ্বাস করতে পারেন।

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে আমার সংগে দেখা করবেন মিঃ ব্যাড্।

(৯)

হোটেলে ফিরে এসে ল্যানি দেখলেন লরেল তখনও পাণ্ডুলিপি ও চিঠি-পত্র নিয়ে ব্যস্ত আছে। নোট করছে সেগুলির পাশে। নানা লোক তাদের লেখা পাঠায় রেডিও প্রোগ্রামে দেবার জন্যে—লরেল তাদের কারো প্রতি অবিচার করে না। শান্তি সম্পর্কে এতো লোক তার সংগে একমত অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পৃথিবীতে বর্তমানে শান্তি অতি সামান্যই আছে এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাই বেড়ে চলেছে।

ল্যানি লরেলকে বল্‌লেন, আমি ট্রুম্যানের সংগে দেখা করে এলাম।

ল্যানির একথা লরেলকে জানাতে বাধা নেই, কারণ ট্রুম্যান তার উদ্দেশে কিছু বলে পাঠিয়েছেন। ল্যানি সেকথাগুলি ঠিক ঠিক লরেলকে জানালেন না। কারণ এটা জান্‌লে লরেল মনে করবে যে প্রেসিডেণ্ট তাদের প্রোগ্রামের সাফল্যে নিরাশ হয়ে পড়েছেন।

লরেল জিজ্ঞাসা করলে, তাঁকে আমাদের রেডিওতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেছ কি?

তিনি বল্‌লেন, সেটা তার মনে হয়নি। প্রেসিডেণ্টের একটা গোপন অনুরোধ ছিল। ল্যানি আর কিছু বললেন না, লরেলও জিজ্ঞাসা করল না। ল্যানি জানালেন প্রেসিডেণ্টকে কি রকম দেখাচ্ছিল, তাঁকে দৈনিক ছ'শখানি কাগজে সই দিতে হয় ইত্যাদি। ট্রুম্যান বলেছেন তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ এটা লরেলের পক্ষে আশ্বাসের কথা। কংগ্রেসে ট্রুম্যান যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা'তে সত্যিই সে অস্বস্তিবোধ করছিল। সে বক্তৃতায় যেন একটা যুদ্ধের হুম্‌কি ছিল, যদিও তিনি শুধু এইটুকু বলেছিলেন, গ্রীসে ও তুরস্কে ক্রেমলিন যা' চাইছে তা' ঘটতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এটাকে যুদ্ধের হুম্‌কি মনে করবার কোন কারণ নেই, যতক্ষণ না ষ্ট্যালিন ওই দু'টি দেশের সর্বনাশ করতে না চান। মনে হচ্ছে যারা ট্রুম্যানের মতকে যুদ্ধমুখী বলে অভিহিত করছেন, তারা ওই দেশ দু'টির সর্বনাশে বিচলিত নহেন।

ল্যানি তিন দিনের মধ্যেই বিমানে লণ্ডন হয়ে বার্লিন যাত্রা করবেন। এখনও বল্‌তে পারেন না যে, ক'দিন তাঁর কাট্‌বে ওই ভ্রমণে তবে আশা করছেন এক দু'সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না। তাঁরা শান্তিকর্মীদের সংগে আলোচনা করবার সময় পাচ্ছেন এবং ল্যানি এমন ব্যবস্থা করতে চান যে লরেলকে যেন বেশী কাজ না করতে হয়।

লরেল জানাল, আমি চালিয়ে নেব, কোন চিন্তার কারণ নেই। তুমি তোমার কাজের দিকেই নজর দাও।

(১০)

পরদিন সকালে ল্যানি ও লরেল এজমিয়ারে ফিরে এলেন। অপরাহ্নে তাঁরা তাঁদের শান্তি পরিবারের সকলের সংগে সম্মিলিত হলেন। সবদিক দিয়েই ওটা একটা সুখী পরিবার, সমৃদ্ধও। সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য হলেন একজন

ইংরেজ ব্যারণ, নাম স্যার এরিক বিভিয়ান পোমরায় নেলসন। ল্যানির চেয়ে প্রায় বছরখানেকের বড়। বাল্যকালে দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল। কুর্ট মেইসনারের সঙ্গেও স্যার এরিকের ছিল ঘনিষ্টতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁরা তিনজনে ডালক্রোজ উৎসবে একসঙ্গে নৃত্য করেছেন। সেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিমান থেকে পড়ে স্যার এরিক খোঁড়া হয়ে যান—সারাজীবন তাকে এখন খোঁড়া-লাঠিতে ভর করে চলতে হচ্ছে।

আগের বছরে লেবার পার্টি যখন ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব লাভ করে তখন এবং তার পূর্বে সেই পার্টির সংগঠনে স্যার এরিক অনেক কিছু করেছেন। তিনি দেশে ফিরে গেলে একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। তিনি আমেরিকায় থেকে শান্তির পথে রসদ যোগাতে এবং এখানকার সংবাদপত্রগুলির পুনর্গঠনে মনোযোগ দেওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন। তিনি এ দুটোকে এক এবং অবিভাজ্য বলে মনে করেন। যুদ্ধ হল বিশ্বের অর্থ-নীতি ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার চরম অবস্থা। তাঁর কাছে, "শান্তি চাই" কথার অর্থ হল, 'সামাজিক সংগঠন পরিকল্পনা'। তিনি সাহিত্যরসিক, সময় কাটান নানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে ডুবে থেকে গুপ্ত প্রতিভার অনুসন্ধানে। পাইপটি মুখে দিয়ে মাঝে মাঝে তিনি ধোঁয়া ছাড়েন আর অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে অন্যে কি কথা বলে তা' শোনেন। যখন তিনি মুখ খুলেন, তখন কথা বলেন জোরের সঙ্গে—সকলেই তার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

তাঁর স্ত্রী নীনা। যুদ্ধকালে নার্সরূপে নীনা তাঁর সেবা করে। কিছুকাল পরেই তাঁদের বিয়ে হয়। সাপ্তাহিক পীস্ কাগজ সম্পাদন করছে নীনা, তা'তে থাকে অংশতঃ রেডিও প্রোগ্রামের আলোচনা। সে বক্তা, শ্রোতা সকলের সম্পর্কেই মন্তব্য করে—উৎসাহী সমর্থকদের পত্রের উত্তর দেয়। তার কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ এবং আদর্শবাদে সমৃদ্ধ। সিণ্ডিকেট যে সমস্ত লেখা প্রচার করেন তা'র কোন কোনটাও 'পীসে' উদ্ধৃত হয়। এ কাজের চাপ খুব বেশী নয়, তাই নীনা অবসর পায়। সে সময় সে পাণ্ডুলিপি পাঠে সাহায্য করে, এবং ভাবী প্রতিভাধরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করে।

এ'দের বড় ছেলেটিও আছে। তাকে ডাক নামেই ডাকা হয়—স্কুবি। সম্প্রতিকার যুদ্ধে সে বিমান চালক ছিল। এজমিয়ারে সে এসেছে প্রধানতঃ পিতামাতার সঙ্গে মিলতে, অধিকন্তু ল্যানির প্রথম পক্ষের মেয়ে ফ্রান্সেস্ বার্নেস ব্যাডেরও আকর্ষণ আছে। স্কুবি বেশী কথা বলে না, ফ্রান্সেস্ কোন কথাই

বলে না। তারা দু'জনে পাশাপাশি বসে বড়রা কি বলেন তাই শুনে। ফ্রান্সেস্ স্কুলে যাতায়াত করে আর স্কুবি নিয়মিত একজন শান্তিকর্মী। ইহুদী ছেলে ফ্রেডি রবিনও তাই। তার বাবাকে ন্যাৎসীরা হত্যা করেছে। তার কাকা বেহালা-বাদক হ্যান্সি রবিন যখন তখন আসে—সে রেডিওতে বেহালা বাজায়।

সেখানে আরো আছে জেরাল্ড ডি গ্রুট—একটি প্রাচীন নিউইয়র্ক পরিবারের বংশধর। তার মা সমাজের একজন কিন্তু জেরাল্ড তা' নয়। ল্যানির অনুপস্থিতিতে সেই রেডিওতে ঘোষণাকারীর কাজ করে। তার বলার ধরণ চমৎকার, সুমার্জিত কণ্ঠস্বর। নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করছে, এর জন্যে সে গর্ব অনুভব করে। সে একটি বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে বাস করে। মেয়েলোকটি একজন একনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রী—স্বামী নিজেকেই রাষ্ট্রবিপ্লবকারী বলে প্রচার করেন। ডি গ্রুটের বংশধরটির কাছে এদের দু'জনই অত্যন্ত প্রিয়।

শান্তি পরিবারের পরিচয় এইটুকু। জরুরী কাজে ফ্রেডির মা সেখানে আসেন। নিউইয়র্কের এবং নিকটবর্তী সহরগুলি থেকেও মাঝে মাঝে আরো অনেকেই আসেন। বেতনভোগী সেক্রেটারী এবং অন্যান্য কর্মীরাও রয়েছে। অতীতে ল্যানি ছাড়াই তারা কাজ চালিয়ে গেছে—আজও পারবে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সাপ্তাহিক রেডিও প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে থাকে। কাজেই লরেলের কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই। জরুরী ব্যাপারটা সম্বন্ধে সকলেই অবহিত—তারা প্রতিশ্রুতি দিল লরেলকে সাহায্য দানের।

যে স্টুডিও থেকে শান্তির বার্তা বেতারে প্রচারিত হয় তার দেয়ালে মাইকের সম্মুখে একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র বিলম্বিত। সেখানা শুভ্রকেশী একটি মহিলার—মিসেস্ চেটারস্ওয়ার্থের। তিনি ফ্রান্স রিভিয়েরাতে বাস করতেন। বিউটীব্যাড যখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন, তার নামকরণ হল ল্যানি প্রেসকট—তখন তিনি বিউটী ব্যাডের বন্ধু এবং রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। এমিলির বাবার নামও ছিল ল্যানি প্রেসকট। এমিলি একটি বিলাসী অথচ দরিদ্র পরিবারের সন্তান, নিউইয়র্কের অনেক বেশী বয়সের একজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। যখন একথা ধরা পড়ল যে তিনি জীবনবীমা ফান্ডের টাকা তাঁর নিজের ফাট্কার কারবারে খাটাচ্ছেন তখন তিনি ফ্রান্সে চলে যান। এমিলি তাঁকে ছাড়েন নি, তবে পরবর্তী কালে সর্বদাই অসদুপায়ে অর্জিত ওই অর্থ তাঁকে বেশি পীড়া দিত। দু'টি বিশ্বযুদ্ধে মন এবং অর্থের দিক থেকে তিনি অনেক পীড়ন সহ্য করেছেন। তাই মৃত্যুকালে তিনি প্রায় দশ লক্ষ ডলার এ আশা নিয়েই

শান্তি আন্দোলনে দান করে যান—তৃতীয় ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাক।

এ ভাবেই শান্তি দলটি গড়ে উঠে। শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কর্মপন্থা স্থির করা হয়। বছরে দু'লক্ষ করে খরচ করা হবে বলে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আরো বেশীদিনই তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, আরও অর্থ আসছে সর্বদাই। এতো লোক শান্তির পক্ষপাতী?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তোমার টাকা দেখে নাও

(১)

কনেক্‌টিকাটের ব্যাড পরিবারকে প্রায় সব দেশের লোকই জানে। কারণ, তারা বন্দুক নির্মাতা। বড় হয়ে ল্যানি ওই বন্দুকের কথা জানতে পারেন, ছেলেবেলায় ছোট ধরণের বন্দুক চালাতেন। তাঁর বাবা রোব্বি ব্যাড কোম্পানীর ইউরোপীয়ান সেলস্‌ম্যান ছিলেন। প্যারিসে থাকাকালে তিনি শিল্পীর এক মডেলের প্রেমে পড়লেন। মডেলের নাম ছিল 'বিউটী'—সত্যিই তিনি 'বিউটী'। তিনি 'বিউটী'কে বিয়ে করেন নি। কারণ তাঁর কঠোরচিত্ত প্রাচীনপন্থী পিতা বাড়ীতে ফিরে একখানি বেনামী পত্র পেলেন, তাতে আরো ছিল 'বিউটী'র উলঙ্গ দেহের একখানি ফটো। ছেলেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এরকম মেয়েকে বিয়ে করলে উত্তরাধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

কিন্তু রোব্বি বিউটীকে একথা প্রচার করতে অধিকার দিলেন, তিনি বিবাহিতা। তাঁকে ফ্রান্স রিভেরিয়াতে একটি সুন্দর বাড়ীতে রাখলেন। সঙ্গে সম্পত্তিও ছিল। প্রতি বছরে তিনি কয়েকবার করে সেখানে আসতেন। পরবর্তীকালে পিতার চাপে নিউকেসল কানেক্‌টিকাটের ফার্ষ্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের মেয়েকে যখন তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন যে, শিল্পীর মডেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আমেরিকা যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল তখন ল্যানির বয়স সতের বছর। রোব্বি তাকে দেশে নিয়ে আসলেন, নিজেদের পরিবারে তাকে স্থান দিলেন। বিমাতা এস্‌থার ব্যাড সহৃদয় পিতার সন্তান। তিনি সাধ্যমত ল্যানির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন—তাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলে দু'জন এখন মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী। তারা বাবার ব্যবসায়েই নিযুক্ত আছে। মেয়ে বেসি রেমসেন ব্যাড—সবাই ডাক্‌ত বেস্‌। বেসের বয়স যখন সতের বৎসর তখন সে তার মার সঙ্গে ইউরোপে যায়। প্যারিসে মিসেস্‌ চেষ্টারওয়ার্থের বাড়ীতে হ্যান্সি রবিনের বেহালা বাজনার আসরে উপস্থিত ছিল তারা। রবিনের তখন দেহে,

মনে যৌবনের পূর্ণ উচ্ছলতা। তার বাজনা মুগ্ধ করল বেসকে। এমন বাজনা সে আর কখনো শুনেনি। এই তরুণ প্রতিভাধর বেসকে আকর্ষণ করল।

এক বছর পর। রবিন এল আমেরিকায়, কারনিগি হলে বসল কনসার্টের আসব। এসথারের বাড়ীতেও সে নিমন্ত্রিত হয়ে এল। সেদিন তাঁর ড্রয়িং রুমে বাদ্য-বাজনার কোলাহলে বিব্রত হয়ে পড়লেন তিনি। এটা একটা বড়ো কলাবিদ্যা সত্যি, কিন্তু তার প্রদর্শনী স্থান ড্রয়িংরুম নয়, কনসার্ট হল। কিন্তু সমস্ত নগর যে মেতে উঠেছে—উন্মাদ উত্তেজনা সর্বত্র। বেস ও হ্যান্সির মধ্যে জমে উঠেছে গাঢ়, প্রচণ্ড ভালবাসা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন শুদ্ধাচারী প্রাচীন-পন্থী পরিবারের কন্যা বেসের মা। কি তিনি করেন? তাঁর মনে ইহুদী-বিরোধী ভাবের স্থান নেই সত্য, কিন্তু তিনি এমন একটি উচ্ছ্বাসপ্রবণ ছেলেকে তাঁর মেয়ের স্বামীরূপে কল্পনা করেন নি। বেস যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করল, কেঁদে ভাসাল। সে পিয়ানো বাজনায় অভিজ্ঞ হতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, যাতে বেহালাবাদক স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী হতে পারে। নিরুপায় মাকে সম্মতি দিতেই হল। তাঁরই বাড়ীতে বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের।

সেটা পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ইতিমধ্যে তাদের ভাগ্যে ঘটেছে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের অনেক উঠা-নাবা। হ্যান্সির ছোট ভাই ফ্রেডিকে নাৎসীরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ডাচাউ বন্দীশিবিরে তার ওপর চলল চরম অত্যাচার। তারপর একদিন আসন্ন মৃত্যুর মুখে তার নিপীড়িত দেহটি তারা ফিরিয়ে দিল ল্যানি ব্যাডের কাছে। হ্যান্সির বাবার সর্বস্ব কেড়ে নেয় নাৎসীরা। তিনি এখন ব্যাড আর্লিং এয়ারক্রাফ্‌টের সেল এজেন্টরূপে কাজ করছেন। হ্যান্সি আর বেস্ দু'জনে সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে বার বার তাদের বাজনা দেখাতে। তাদের দু'টি ছেলে, দু'জনেই পিতামাতার মতো শিল্পী হয়ে উঠতে চায়। তাদের এদিক দিয়ে সুখের জীবন—সবাই এমনি জীবন কামনা করে। কিন্তু দুঃখও আছে—রোব্বি ব্যাড এবং এসথার রেমসেন ব্যাডের মেয়ে বহু বৎসর যাবৎ আমেরিকার কম্যুনিষ্ট দলের একজন সক্রিয় সদস্য—এবং যত দিন যাচ্ছে ততই সে অধিক উগ্র ও মুখর হয়ে উঠ্‌ছে।

(২)

কারনিগি হলে সংগীতের আসর। ল্যানিও সেখানে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত। অন্যান্য সব দর্শকেরা। তাঁরা অপেক্ষা করছেন কখন অনুষ্ঠান

আরম্ভ হবে সেই সময়টির জন্যে। তাঁদের কথাবার্তা চল্‌ছে নিম্নস্বরে যেন মৃদু গুঞ্জনে।

সুরু হ'ল অনুষ্ঠান। একে একে শিল্পীরা আবির্ভূত হতে লাগলেন মঞ্চে। একটি সামাজিক গীতি-নাট্যের অভিনয় শেষ হলে পরিচালক ভেতরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একজন দীর্ঘাকৃতি কালো পোষাক-পরা ভদ্রলোককে। হাতে তার একখানি বেহালা। এই ১৯৪৬ সালে রবিনের বয়েস ৪১ বছর। তার মাথার কালো চুলে অল্প পাক ধরেছে। ল্যানি তাকে বালককাল থেকে জানতেন। বালকটি যেন আত্মহারা হয়ে আছে সঙ্গীতের মধ্যে। ফুলবনে গুঞ্জনরত পাখীর মতো সে একটি গানের পর আর একটি গান করে বেড়াচ্ছে। তার ছোট ভাই বাজাত ক্লেরিওনেট। ল্যানির মনে হতো তারা যেন প্রাচীন যুডার দু'টি কৃষক বালক, তাদের জাতীয় পবিত্র সঙ্গীত করে চলেছে ঃ

"নন্দিত হোক স্বর্গ, আনন্দ করুক পৃথিবী।
সমস্ত জাতির কাছে ঘোষণা করুক মানুষ
এটা যে ভগবানেরই রাজত্ব।
সমুদ্র করুক গর্জন—তা'তেই আছে পূর্ণতা,
মাঠ ঘাট আনন্দে স্পন্দিত হোক,
যা-কিছু, যা-কিছু আছে সেখানে।
ভগবানের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে
অরণ্যের বৃক্ষলতা গাইবে গান,
তিনি এসেছেন পৃথিবীর বিচারে।
ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।
তিনি চিরসহনশীল, ক্ষমাশীল।"

ভগবানের দয়া অদ্ভুতভাবে বর্ষিত হয়েছে জার্মান ইহুদী হ্যান্সি রবিনের উপর। সেই সুসভ্য দেশে ভগবান একদল হিংস্র পশুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা তাঁরই সৃষ্টি প্রায় ষাট লক্ষ লোককে শিকার করে, বিষ প্রয়োগে তাদের হত্যা করে। তাদের দেহে হয়েছে জমির সার। তারা হ্যান্সির প্রায় সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের তাই করেছে—তার বাবা ও ভাইএর প্রায় সেই অবস্থা। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এই শিল্পীর মুখে গভীর রেখা অঙ্কিত করেছিল—কখনো তা' নিশ্চিহ্ন হবার নয়। তার মুখখানি পরে আছে বেদনার মুখোশ, কদাচিৎ তার মুখে ফুটে ওঠে হাসি। সে যখন দর্শকদের সম্মুখে এসে

দাঁড়াল তখন তার সর্বাবয়বে দেখা গেল একটা ধার্মিকসুলভ ভাব—সে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনার উত্তর দিল বিনম্র মৃদু মস্তক সঞ্চালনে।

প্রেক্ষাগৃহ নীরব, গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ। পরিচালক টেবিলে আঘাত করে ইঙ্গিত করলেন, শুরু হল অর্কেস্ট্রা। বিঠোফেন কনসার্টের সূচনা হল। বাল্যকালে বহু শত আসরে সেটা বাজিয়েছে হ্যান্সি। অনেককাল শুনেছেন ল্যানিও, তার প্রতিটি ব্যঞ্জনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হ্যান্সির বাজনা নির্ভুল, তার সুর স্পষ্ট। ধীরে ধীরে সমস্ত বেদনা যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল সেই সুরে, যাঁরা তাকে জানতেন তাঁদের হৃদয়ে এ সঙ্গীত বেদনার্ত অনুভূতির সঞ্চার করল।

বিঠোফেনের রচনায় শেষ পর্যন্ত দুঃখবেদনা স্থায়ী হয় না। তিনি ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, আশায় তিনি ভরপুর—কাজেই সে সঙ্গীত বয়ে চলল যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের উপর দিয়ে, সন্ধান দিল একটা অসীম অভাবনীয় আনন্দের। 'হে যৌবন আর কুমারীদল—এই আনন্দ সঙ্গীতে এসে যোগ দাও আমার সঙ্গে, গান গাও, নৃত্য কর।' হ্যান্সি ও ল্যানি দু'জনেই একমত। এ গান শোনার অর্থ হল, আবার সাহস, আশা ও আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে ওঠা। এতে সঞ্জীবিত করে তোলে—নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রোতাদের অভিনন্দন রবিনকে যেন বলছিল, তারা তাকে এবং বিঠোফেনকে দু'জনকেই ভালবাসে—দু'জনেই অমর হয়ে বেঁচে থাকুক।

(৩)

কনসার্ট শেষে তাঁরা গেলেন একটি কাফেতে। হ্যান্সি, ল্যানি, লরেল ও ভায়ের ছেলে ফ্রেডি। সঙ্গীতের উত্তেজনা শেষে হ্যান্সি অবসাদগ্রস্ত। এক সময়ে বেস্ তাকে এমনি অবস্থায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতো; কোন কনসার্টে একলা তাকে পাঠানোর কল্পনাও সে করত না। কিন্তু এখন? তার কি-সব কমিটির সভা আছে—এর চেয়ে অনেক বড় কর্তব্য। সে এতো বেশী কমিটিতে আছে যে, তার নাম যেন লাল রক্ষাকবচ হয়ে গেছে। যখন তা' দেখবে তখন নিজের মনেই বলতে হবে, 'আহা! এ যে আর একটি কম্যুনিস্ট ফ্রন্ট।'

নিউইয়র্কের একপ্রান্তে ইয়র্কভিলের একটি কাফেতে টেবিল ঘিরে বসেছে চারজন। হ্যান্সির সম্মুখে একটি মাংসের পাত্র এবং একগ্লাস দুধ। অন্য-মনস্কের মতো সে মাঝে মাঝে দুধে চুমুক দিচ্ছে এবং মাংসের টুকরাও কখনও

কখনও মুখে দিচ্ছে। তার মন বিষাদগ্রস্ত। বেদনা গোপনের কোন চেষ্টাই নেই। তোমার বন্ধুরা যদি আর কোনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে না পারে, তাহ'লে অন্ততঃ তারা তোমাকে বিষণ্ণ করে তুলতে পারে।

হ্যান্সি বলল, ল্যানি, আমার মনে হচ্ছে একটি সঙ্গী আমাকে বেছে নিতে হবে। বেসির আর সঙ্গীতচর্চার অবসর নেই, আমরা নূতন কিছু শিখতে পারছি না। তুমি জান, আজকাল কোন শিল্পীর শুধু বিঠোফেন, মেণ্ডেলসন আর চাইকোভস্কীদের নিয়ে চলতে পারে না।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, বেস্‌কে এসব বলেছ?

উত্তর হল, বহুবার বলেছি, ফল হয়েছে ঝগড়াঝাটি। তার একটা লক্ষ্য আছে, আমার লক্ষ্যের সঙ্গে তা' এক নয় আর। এসব কথা আলোচনা করছি বলে মনে কিছু করো না। তুমিই একমাত্র লোক যার কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারি।

লরেল বলল, আমি যদি তাকে অনুরোধ করি, তা'তে কি কোন ফল হবে মনে কর?

হ্যান্সি বলল, বিন্দুমাত্র না। সে বিশ্ব উদ্ধারে লেগেছে, যারা লাগেনি তাদের দিয়ে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। সে জানে আমি তার বন্ধুদের অপছন্দ করি, তাই সে তাদের প্রায়ই বাড়ীতে নিয়ে আসে না। বাইরে তাদের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে—এর অর্থ হল অধিকাংশ সময়ই আমাকে বাড়ীতে একা কাটাতে হয়। হ্যান্সি কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল তারপরই দ্রুতকণ্ঠে সহসা বলে উঠল, বুঝলে, সে কোন প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছে সেকথা আমি বলছি না। আমার ধারণা, ভালবাসার আর তার কোন প্রয়োজন নেই। সে ঘৃণা নিয়েই খুশি আছে।

কম্যুনিষ্টরা ঘৃণা নিয়েই জীবন কাটায়, ল্যানি বললেন।

অতীতে বেসের সঙ্গে তাদের অনেক সভায় গেছি। জনসাধারণের কাছে সেগুলি উন্মুক্ত ছিল। আগের কালের রুশ কৃষকদের 'কালো মানুষ' বলা হত বলে পড়েছি—কিন্তু আমি যে সমস্ত 'লাল'দের দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল তারাই সত্যি সত্যি ওই নামের উপযুক্ত। আমি তাদের চেহারার কথা বলছি না, আমিও তো অপরূপ সুন্দর নই। আমি তাদের অন্তরের, ভেতরকার মানুষের কথা বলছি। তাদের মন সন্দেহে পরিপূর্ণ, এবং একে অন্যের ওপর জঘন্য উদ্দেশ্য আরোপ না করে কোন রকমের আলোচনাই চালাতে পারে না।

মনে হয় এই জন্যেই রাশিয়ায় তারা বিরোধীদের হত্যা না করে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না।

লরেল এর সঙ্গে যোগ করল, অথবা তাদের বন্দীশিবিরে নিয়ে আবদ্ধ করে—

একই কথা প্রায়। এ ভাবনাই আমাকে পীড়া দিচ্ছে যে, আর একটা যুদ্ধের হাত আমরা এড়াতে পারব না এবং আমার স্ত্রীকে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ দেখতে হবে আমাকে। তুমিও কি মনে কর যুদ্ধ আস্‌ছে, ল্যানি?

ল্যানি বলল, কম্যুনিস্টরা তো শান্তিই চায়; কিন্তু পৃথিবীর ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দলই তো জোর করে তাদের ওপর যুদ্ধ চাপাতে যাচ্ছে!

এরূপ ব্যাঙ্গোক্তি হচ্ছে মারাত্মক প্রকাশভঙ্গী, কিন্তু ল্যানি জানেন তিনি কি বলতে চাইছেন উপস্থিত সকলের সে সম্বন্ধে কোন ভুল হবে না।

(৪)

হ্যান্সি-বেসের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তা' ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে। স্তরে স্তরে তার বিবর্তন ঘটেছে। ফ্রান্স রিভিয়েরায় ল্যানির বাড়ী বিয়েঁভেনুতে যখন হ্যান্সি আর তার ছোট ভাই আসে তখন হ্যান্সির বয়েস ছিল ষোল। ল্যানির কাছে সে শুনেছিল তার আদর্শবাদের কথা, সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত শান্তি ও সৌভ্রাত্র। সে উদ্বুদ্ধ হল এই আদর্শে, নিজেকে বলতে লাগল সোশ্যালিস্ট বলে। বেসি ব্যাড অল্প বয়সে তার সঙ্গে পরিচিত হল, সেও গ্রহণ করল এই আদর্শ, সে তা' নিয়ে চরমভাবে মেতে উঠ্‌ল। পরবর্তীকালে তার ধারণা জন্মাল যে পুঁজিবাদী শ্রেণী স্বেচ্ছায় শিল্পের ওপর আধিপত্য ত্যাগ করবে না, তাই সে হল কম্যুনিস্ট।

ল্যানি সর্বদাই বলে, এ হচ্ছে শুদ্ধাচারী বংশে জন্ম এবং একটা প্রাচীন সংস্কারপন্থী পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠার প্রতিক্রিয়া। যা' সে বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে সে উন্মাদ, জোর করে হলেও অন্যকে সে স্বমতে আনবেই। হ্যান্সি তাকে ভালবাসে এবং ওর জোরজবরদস্তিতে নতি-স্বীকারেও সে প্রস্তুত ছিল। পার্টিতে সে কখনো যোগ দেয়নি, কিন্তু তাদের জন্যে কনসার্ট বাজিয়েছে এবং বেসের জন্যেই সে রাজী ছিল উপার্জনের একটা বড়ো অংশ ওদের দান করতে। তারপর এল স্পেনের গৃহযুদ্ধ। লাল, গোলাপী যে-কোন রঙেরই হোক, সমস্ত প্রগতিপন্থী দল সেখানে সংঘবদ্ধ হল ন্যাৎসী ও ফ্যাসিবাদের অগ্রগতিকে রুখবার জন্যে। কিন্তু সেই যুদ্ধের মাঝে হ্যান্সি দেখতে পেল

কম্যুনিষ্টরা অন্যান্যদের তাড়িয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করবার দৃঢ়সংকল্প করেছে এবং আসল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করে দিচ্ছে। আরও, রাশিয়ার সেই ভয়াবহ পার্জের ব্যাপারটাও সে জানতে পারল।

পরবর্তী ঘটনা, স্ট্যালিন ও হিটলারের মিতালী। ল্যানি কতকগুলি সংবাদ জানতেন এবং আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ। বেসের কাছে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কি ঘটতে পারে—বেসি রাগে লাল হয়ে উঠেছিল, এরকম ঘৃণ্য ধারণার কথা ল্যানি উচ্চারণও করতে পারেন? সে চীৎকার করে বলেছিল, 'তুমি ফ্যাসিষ্টদের ন্যায় কথা বলছ।' এটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে কঠোর ভৎর্সনা। যখন সত্য সত্য মিতালীর বার্তা ঘোষিত হল, তখন বেসকে কম্যুনিষ্টসুলভ ডিগবাজী খেতে হল। কম্যুনিষ্টরা তাদের জ্ঞানের কুস্তির আখড়ায় ওরূপ কসরৎ শিক্ষা করে। বেস্ পার্টির নীতি অনুসরণ করতে লাগল এবং মিতালীর সমর্থনে অজুহাত দেখাতে আরম্ভ করল—স্ট্যালিন জানতে পেরেছিলেন মিত্রশক্তি ওরূপ একটা মিতালীতে আবন্ধ হতে পারে, তাঁর দূরদর্শিতার অন্ত নেই, তিনি আগেভাগেই মিতালী করে ফেলেছেন ওদের ওপর টেক্কা মেরে।

এখানেই সূচনা হল দ্বন্দ্বের। হ্যান্সি রবিনের কাছে হিটলার একজন খুনী পশু, তার সঙ্গে সৌহার্দ্যের কল্পনাও করা চলে না। স্বামী-স্ত্রী তর্ক করে চলে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একের কণ্ঠস্বর অন্যের কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত তর্ক থামে না। দু'জনেরই মনের কোণে যে কথাগুলি সর্বদা জেগে আছে সে কথাগুলি উচ্চারণ না করলেই দু'জনে কোনরকমে একত্রে বাস করতে পারে। তারপর সহসা আর একটা ব্যাপার ঘটল। কাল বোর্ডের ওপরের লেখাগুলি তাদের চোখের ওপরই ভেজান ন্যাকড়ায় কে যেন মুছে দিল। হিটলার আক্রমণ করলেন স্ট্যালিনের দেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালিন মিত্রশক্তির মিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। আবার সোভিয়েট ইউনিয়ন গণতন্ত্র ও শান্তির বন্ধু, —আবার মিলিত হলেন লাল, নীল, সবুজ, সাদা সকলে—রাশিয়াকে প্রদত্ত হতে থাকল সাহায্য, অর্থ, উপাদান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা।

উৎসাহের প্রাবল্যে হ্যান্সি ও বেস্ রাশিয়াতে গেল তাদের সাধ্যমত সাহায্য করতে, সংগীত দিয়ে। দু'বছর তারা সেখানে কাটাল। কিন্তু তারা যা' আশা করেছিল তা' সম্ভব হয়নি। বেস্ সতিকার একজন পার্টি সদস্য, তাকে মোটামুটি বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু সমাজতন্ত্রী হ্যান্সিকে একটুও

বিশ্বাস করা যায় না। বর্তমানে পার্টির নীতি হল, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা। রাশিয়ান ছাড়া আর কাকেও বিশ্বাস করা চলে না। একজন সমাজতান্ত্রিক মুখ খুললেই ভুল কথা বলবে। কনসার্ট হলে শ্রোতা ও দর্শকের জনতা হ্যান্সিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায় কিন্তু সাধারণ কোন রাশিয়াবাসী তাকে নিজেদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করতে সাহস করে না। বিদেশী কারও সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখার অর্থ হল সন্দেহভাজন হওয়া; তারপরই সকাল দু'টো কি তিনটার সময় তার বাড়ীতে আবির্ভাব হবে গুপ্ত পুলিশের, অবিমৃষ্যকারী হতভাগ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবে।

হ্যান্সি রাশিয়ান ভাষা শিখেছে। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পার্টি সদস্যদের যে কথাবার্তা হয় তা' শোনে। আমেরিকায় সে ফিরে এল এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে যে, লাল কম্যুনিজম্ আর ন্যাৎসী ফ্যাসিজম্ দুইটি যমজ সন্তান, পার্থক্য শুধু তাদের পরিধানের শার্টের রঙে। তাদের প্রচারিত মতবাদ বিভিন্ন কিন্তু কলাকৌশল ও কর্ম এক—শেষ পর্যন্ত কাজই তো আসল হয়ে দাঁড়ায়।

তার বিশ্বস্ত তিনটি বন্ধুকে বললে হ্যান্সি, প্রথমে, পুরাকালে জারেরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তা' সকলের অনুধাবন করতে হবে। তার-পর সংবাদপত্রে দৃষ্টি দাও, দেখতে পাবে স্ট্যালিন আজ সেই একই দাবী নিয়ে হাজির : বাল্টিকে পোর্ট, আদ্রিয়াটিকে অবাধ প্রবেশাধিকার, দার্দানেলিশে আধিপত্য, পারস্যের তৈল, প্যাসিফিকে বন্দর—ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার। এ সমস্তই জন্মসত্ত্ব বলে জারেরা দাবী করেছিলেন। স্ট্যালিন সার্জি আইন-স্টাইনকে নিযুক্ত করেছেন, পুরাকালের জারদের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ হত্যাকারী বলে পরিচিত 'আইভান দি টেরিবল'কে হিরো করে একখানা ছায়াচিত্র প্রস্তুত করতে।

ল্যানি বললেন, এটা সকলকেই পীড়া দিচ্ছে।

তিনি এ সম্পর্কে কথা বলায় অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর গৃহেও এক সমস্যা। লরেল শান্তির জন্যে কেমন যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এমন নয় সে সোভিয়েট ইউনিয়নকে খুব পছন্দ করে, কিন্তু তাকে ঘৃণা করতেও সে ভয় পায়, আর কেউ ঘৃণা করুন তাও সে চায় না। ল্যানি তাকে উত্তেজিত করে তুলতে চান না কোন কথায়—অন্ততঃ নূতন সন্তানটি যতদিন ভূমিষ্ঠ না হচ্ছে ততদিন তো নয়ই। বর্তমানে লরেলের বয়েস উনচল্লিশ—আর কখনও তার কোন সন্তান না হওয়ারই সম্ভাবনা।

(৫)

পরদিন প্রাতঃকাল। ল্যা গার্ডিয়া এয়ারপোর্ট। ফ্রেড্ডি ল্যানিকে মোটরে করে নিয়ে গেল বিমান ঘাঁটীতে। লরেল যায়নি সংগে। সে ঐ বিমানযাত্রা দাঁড়িয়ে দেখতে রাজী নয়। বিমানখানি নিয়ে উড়বে, তার কাছে সমগ্র বিশ্বে যে মহামূল্য সম্পদ, তাই একথা জেনে ও কি করে যাবে ঐ বিমানযাত্রা দেখতে? প্রথম যখন যাত্রা শুরু করে তখন বিমান এতো আস্তে চলে—অত্যন্ত পীড়া-দায়ক সে আস্তে-চলা। সে চলার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। লরেলের হৃদয় স্পন্দন তাতে থেমে যাবে। দ্বিগুণ বোঝা চেপে আছে তার বুকে—এ অবস্থায় এটা উচিত নয়। সে বাড়ীতে রয়ে গেছে তাই, সেখানে বসেই অনুমান করছে সে স্বামীর আকাশে ওড়া।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যে ঘুরে মরছে, তার কাছে এরকম যাত্রা কতো পুরানো! ল্যানি ব্যাড নিজের আসনে বসে শক্ত করে কোমরে বেল্ট এঁটে নিলেন। জানালা দিয়ে বাইরে চাইবার তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। তাঁর আগ্রহ বেশী সেদিনকার প্রভাতী কাগজ পাঠ করার—স্ট্যালিন তুরস্ক এবং দার্দানেলিস সম্পর্কে কি করবেন! যখন খবরের কাগজ পড়া শেষ হল তখন ল্যানি টার্নারের দেওয়া একখানি পুস্তিকা খুলে পাঠ করতে লাগলেন। সরকার থেকে প্রকাশিত হয়েছে—নাম, "তোমার টাকা দেখে নাও" Know Your Money. ল্যানি শিরোনামা লেখা প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে ফেলেছেন। কেউ তা'তে বুঝতে পারবে না তিনি কি পড়ছেন। সব-কিছু ভালরকম আয়ত্ত হয়ে গেলে বইখানি তিনি ফেলে দেবেন। বিষয়টা তাঁর কাছে নূতন, তাই খুঁটিনাটি তথ্য স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে হবে।

নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপে গ্যান্ডহারে প্রথম ঘাঁটি, যেখানে থামবে বিমান-খানি। ল্যানির মনের মানচিত্রে জায়গাটি রক্তবর্ণে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাঁচ বছর আগে তিনি এখান থেকেই একই বিমানপথে যাত্রা করেছিলেন এবং মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। এখনও মনে হলে শিউরে উঠেন। সেদিন মনের সতর্ক-বাণী উপেক্ষা করেও তিনি বিপদের মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা ছিল শীতকাল—এটাও শীতকালের মতোই মনে হচ্ছে।

ল্যানিদের বিমান সেখান থেকে যাত্রা করে সোজা স্কটল্যান্ডের প্রেস্টউইকে

গিয়ে অবতরণ করলে। আবহাওয়া খারাপ হলে বিমান আইসল্যান্ডে থামত। কিন্তু আবহাওয়া ভালই ছিল। এক সময়ে দূরে একটা বিদ্যুৎঝঞ্ঝা দেখা গিয়েছিল কিন্তু তাঁরা ওর পাশ কাটিয়ে গেলেন দূরে থেকে থেকে। বজ্র-বিদ্যুৎ সমুদ্রের বুকে তড়িৎবেগে ছুরিকা হানছে, এ দৃশ্য সত্যি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখবার মতো। নৈশ ভোজনের সময় তাঁরা গিয়ে প্রেস্টউইকে পেঁাছলেন। ল্যানি সেখানে বিমান বদল করে গিয়ে পেঁাছালেন লন্ডনের নিকটবর্তী ক্রয়ডন বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে।

ব্যারনের উত্তরাধিকারী, পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ এলফ্রেড পোমারয় ন্যালসন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ক্রয়ডনে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্পেনীয় জনগণতন্ত্র বাহিনীর হয়ে লড়বার জন্যে ল্যানি তাঁকে মাদ্রিদে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু'জনে মিলে আরো বহু অভিযানেই এগিয়ে গেছেন কিন্তু দু'জনেই স্বীকার করেন, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হল বৃটেনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ। আলফি জন্ম থেকেই শ্রমিকদলভুক্ত বলা যেতে পারে। তাঁর পিতার দেশসেবা আর নিজের রাজকীয় বিমানবাহিনীর হয়ে কৃতীত্ব অর্জন তাঁকে একবছর আগে পার্লামেন্টের সদস্যপদে নির্বাচনে সমর্থ করেছিল।

ল্যানি তাঁর বাবা, মা, ছোট ভাই সকলের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। তাঁদের কর্মতৎপরতা, কে কেমন আছেন সব কথা। আলফিও জানালেন এদিকের সব কথা—বিশেষ করে অধুনা যেভাবে আইনসভার মারফতে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি অনুসৃত হচ্ছে তারই কথা। বৃটেনে যারা জন্ম নেবে তার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই যাতে করে সক্ষম ও সুগঠিত প্রাপ্তবয়স্করূপে পরিগণিত হতে পারে, যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুসংহত—নির্জম্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমুন্নত করে তুলতে পারে তারই সুযোগ করে দেওয়াই হচ্ছে লক্ষ্য। ভূম্যাধি-কারী অধ্যুষিত সেই দ্বীপের ইতিহাসে এরকম উন্নয়ন প্রচেষ্টা এই প্রথম। দু'জন আদর্শবাদীর কাছে সভ্যতার পথে এ এক নূতন পদক্ষেপের সূচনা।

পরদিনই বিমানে করে যাত্রা করলেন ল্যানি বার্লিনের উদ্দেশে। তিনি তাঁর সমস্ত নোট ততোক্ষণে মুখস্থ করে ফেলেছেন। কাগজগুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে লন্ডনের পথে আবর্জনার পাত্রে ফেলে দিয়েছেন। সুটকেসে আছে মাত্র কয়েকখানি ইংরেজী ম্যাগাজিন আর তাঁর নোটবুক। নোটবুকে জার্মানির অনেকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। ওদের মূল্যবান যেসব [illegible] নাৎসীরা অপহরণ করেছিল, মার্কিন সরকার সেগুলি উদ্ধার করে তাঁদের

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই চিত্রগুলি বিক্রয় হতে পারে, ল্যানি সেগুলি নিজে দেখবেন কিনতে পারেন কিনা।

(৬)

আবার ফিরে আসছেন শিল্প-বিশেষজ্ঞ ল্যানি তাঁর পরিচিত জার্মানিতে। নীচে সেই শ্যামল ভূমি, আর বোমাবিধ্বস্ত সহরগুলি। জার্মানির জাতীয় রাজধানীটি যেন মহানগরীর একটি বীভৎস কঙ্কাল। সেই টেম্পেলহোফার-ফিল্ডের বিমানক্ষেত্র। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে তখন মার্কিনবাহিনী সৌজন্যবশতঃ দাঁড়িয়ে পড়ল এলবে নদীর কাছে। আরও তারা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারত, করায়ত্ত করতে পারত আরো অনেকখানি জায়গা। কিন্তু তারা চায় না জায়গা নিয়ে রাশিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করতে। রাশিয়ার সৈন্যদল এসে উপস্থিত হল বার্লিনে। একটি সম্মিলিত সভায় ভাগাভাগি হয়ে গেল বার্লিন চারটি বিভাগে। মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং রাশিয়ান বিভাগ। পূর্বদিকের অধিকার পেল রাশিয়া। সমস্ত সহরের যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে তারা হাতিয়েছে। সেগুলি তুলে তারা স্থানান্তরিত করেছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে রাখবে সেগুলি? তাই অনেকগুলিই পড়ে আছে রাস্তাঘাটে। রোদে বৃষ্টিতে সেগুলি ধ্বংস হচ্ছে।

মার্কিন, বৃটিশ ও ফ্রান্সের অংশগুলি সবই এলবের পশ্চিমে অবস্থিত। এ কারণেই একটি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এলবের পূর্বদিকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে একটি দ্বীপে চার দলেরই অধিকার আছে। কিন্তু পশ্চিম থেকে সেখানে যেতে হলে যেতে হয় সোভিয়েট এলাকা দিয়ে। যতদিন স্ট্যালিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল ততদিন কোন অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু পরে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। পূর্ব-পশ্চিমের সৈন্যদের মধ্যে মেলামেশা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। রেলপথে এবং মোটরপথে যাতায়াতেও তিনি অধিকতর অসুবিধার সৃষ্টি করছেন।

বিমানবন্দরে লোক আসবার কথা। বিমান থেকে অবতরণ করতেই একটি তরুণ আমেরিকান সম্বর্ধনা জানাল, মিঃ ব্যাড? মৃদু হাস্য সহকারে ল্যানি উত্তর দিলেন, ক্রিস্টফার কলম্বাস। তরুণ নাম বললে এবং তাঁকে একখানি গাড়ীতে নিয়ে তুললে। পথেই সে কাজের কথা সুরু করে দিলে। সেও সরকারী এজেন্টদেরই একজন। জার্মানীতে হিমলারী টাকার সন্ধানে সেও নিযুক্ত।

যেখানে রাশিয়ার অধিকার এবং কাজ করতে দিতে কর্তারা রাজী নয়, সেখানে তাদের গুপ্তভাবে বিদেশী এজেন্টদের মাধ্যমে কাজ করতে হচ্ছে। বিদেশী এজেন্টদের সব ক্ষেত্রেই যে বিশ্বাস করা যায় এমন নয়, তথাপি কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে।

লোকটি যেন একখানি উদ্দীপক নাটকের কাহিনী বর্ণনা করছিল। ল্যানি এতে বিস্মিত হলেন না। কারণ জানতেন তিনি ওইসব ন্যাৎসীদের। তিনি জানেন ওদের অপরাধপ্রবণতার কথা। তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিবেক বলে বস্তু তাদের অল্পই আছে। তারা একটি সরকারের ছাপ নিয়ে এসব কুকার্য করে যাচ্ছিল—এতে করে ধারণা বদলাবার কোন কারণ নেই। একটি অধিকৃত দেশে মুদ্রা জাল করে চালিয়ে দেওয়াতে তাদের দ্বিধা নেই, কারণ সে দেশের সবকিছু সম্পদ হস্তগত করবার এটাই হচ্ছে তাদের উপায়। তারা সে দেশের সবকিছু মূল্যবান বস্তুই হস্তগত করতে চায়। নিরপেক্ষ দেশ? নাৎসী মানসিকতায় নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই। তুমি যদি তা'দের দলের না হও, তা'হলেই তুমি তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বৃটিশ পাউণ্ড ও আমেরিকান ডলার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মুদ্রা বলে স্বীকৃত। সুতরাং এইসব মুদ্রা প্রস্তুত করাই তাদের কাছে কাঁচামাল এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি পাবার প্রত্যক্ষতঃ সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

(৭)

বার্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। সে অংশেই জনবসতি। বোমার ধ্বংস-লীলা সেখানে বেশী প্রকট হয়নি। পুরানো সুন্দর বাড়ীগুলিতে আমেরিকান সার্ভিসের প্রধান দপ্তর অবস্থিত। এরই একটি দপ্তরে ল্যানি দু'জন এজেন্টের সংগে মিলিত হলেন। তারা জানে ল্যানির সময় অল্প, তাই তারা সাক্ষাৎ হতেই কাজের কথা শুরু করে দিল। তিনটি বিভিন্ন পোলিশ সূত্র ধরে এগিয়ে তারা স্টুবেনডর্ফ গ্রামের সন্ধান পেয়েছে। যেসব পোলিশেরা জাল মুদ্রা অনেক বেশী বাট্টায় বিক্রী করে—তাদের বলে 'পুসারর্স'। অনেক ধৈর্যের সংগে তাদের অনুসরণ করেছে এ. এম. জির একজন পোল এজেন্ট। তারা স্টুবেন-ডর্ফে চলে গেছে আরও মুদ্রা সংগ্রহ করতে। তাদের একজনকে এখন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই কোন কিছু বলবে না।

এজেন্ট মরিসন বলল, 'যদি সে এন. কে. ভি. ডির হাতে পড়ত, তারা

তাকে এমন নির্যাতন করত, সম্ভবতঃ তার পেটের মধ্য থেকে জোর করে গোপন তথ্য টেনে বার করত, কিন্তু আমরা তা' করতে পারি না।' সে বলতে লাগল, আমরা বিদেশীদের নিয়ে কাজ করতে বাধ্য, কারণ আমেরিকার লোক এসব কাজে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। আমাদের এজেন্টদের ওপর সতর্ক প্রখর দৃষ্টি আছে আমাদের সর্বদাই, তথাপি ভুলভ্রান্তি ঘটেই যায়, সম্পূর্ণভাবে তা' বন্ধ করবার উপায় নেই। অপরাধী যারাই হোক তারা যদি বেশী করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে তা'হলে অন্যত্র পালিয়ে যাবে। কয়েক গাঁট কাগজ সরিয়ে ফেলা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। কালার প্লেটগুলোও বড়ো নয়, ওভারকোটের পকেটে ফেলেই সেগুলো পাচার করা চলে। দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের সমস্যা খুব সহজ নয়।

এবার ল্যানি আসল প্রশ্নটি করলেন, আপনারা কি এমন সূত্র পেয়েছেন যাতে জানতে পারা গেছে ওই দলটি ন্যাৎসী, কম্যুনিষ্ট না সাধারণ অপরাধী শ্রেণীর?

এই স্টুবেনডর্ফ ব্যাপারে এমন কোন সূত্র এখনো আমরা পাইনি। অন্যান্য ক্ষেত্রে ওই তিনটি দলের সন্ধানই আমরা পেয়েছি। যারাই অপরাধ করুক, তাতে কিছু যায় আসে না, আমাদের প্রায় একইভাবে কাজ করে যেতে হবে। এই জাল টাকা দিয়ে জিনিষপত্র কেনা হচ্ছে আর সেগুলো কালবাজারে চালান যাচ্ছে। লাভের টাকাটা কম্যুনিষ্টদের প্রচারে খরচ হচ্ছে অথবা মদ, মেয়েমানুষ ও নাইট ক্লাবের আমোদপ্রমোদে লাগছে, তাতে প্রভেদ কিছু নেই।

উত্তর দিলেন ল্যানি, যারা কাজ করবে তাদের কাছে এতে কিছু পার্থক্য আছে বৈ কি? তাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সবক্ষেত্রে সমান হবে না। পন্থাতেও পার্থক্য থাকবে। যারা অপরাধ করছে তারা কোন্ শ্রেণীর বা দলের লোক, কাদের সন্ধান নিতে হবে তা' জেনে এগুনোতে আর না-জেনে আঁধারে এগিয়ে যাওয়ায় প্রভেদ আছে। আপনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে একটা বেশ বড় দলই রয়েছে ওই ব্যাপারের পেছনে। ইউরোপে এরকম দলগুলোর একটা আদর্শবাদ থাকে সাধারণতঃ। আপনি কি ভেবে দেখেছেন ওরা ভ্যাসোভাইটস্ কিনা?

মিঃ ব্যাড, ঠিকই বলেছেন। আমি ওই নামটি শুনেছি কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

রুশ বা পোলদের যারা ন্যাৎসীদের পক্ষে গিয়ে তাদের সামরিক বাহিনীতে

যোগ দিয়েছিল তাদেরই ওই নামে ডাকা হত। ওদের কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। আমার ধারণা, অধিকাংশই যোগ দিয়েছিল নিছক টাকার জন্যে। একটি পুরো ডিভিসন বা তার চেয়েও বেশী ছিল। তাদের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল ভ্লাশভ। এটা বলতে হয় না যে, লালদের কাছে ওরা মূর্তিমান শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়। সেরসেনহোসেনে হয়তো তাদের কেউ কেউ গার্ড বা দোভাষীরূপে ছিল। এমন কি যদি খোদাই কারিগরই হয় কিম্বা সাধারণ অপরাধীও হয় তারা তা'হলেও টাকার তাড়া নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। পোলদের পক্ষে পোলাণ্ডে যাওয়াই স্বাভাবিক। তারা হয়তো নাম পাল্টেছে, অতীতের সব কিছু গোপন করেছে। অথবা ফেরারী দুর্দান্ত অপরাধীরূপে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে লালদের বিরুদ্ধে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। কুর্ট মেইস্নার যদি সেখানে থাকে, তা'হলে ওদের প্রতি তার সহানুভূতি থাকবে। তাহ'লে দেখুন, অবস্থাটা খুব জটিল।

মিঃ ব্যাড, আমাদের লোকদের এ সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আপনি যদি রাজী হন, তা'হলে ওকাজে সহায়তা করতে পারেন। বার্নহার্ডট্ মঙ্ক আমাকে বলেছেন, এ পর্যন্ত যে কয়জন আমেরিকানদের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আপনিই এ ব্যাপারে বেশী অভিজ্ঞ।

মঙ্ক আমার সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করেছেন মিঃ মরিসন। রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নে আমাদের চিন্তাধারা সমান কিনা, তাই। আমি স্টুবেনডর্ফ জায়গাটাকে ভাল করেই জানি। চৌদ্দ বছর বয়েসে আমি বড়দিনের সময় সেখানে যেতে আরম্ভ করি। কুর্ট মেইসনার পরিবারের সঙ্গে তখনই আমার পরিচয় হয়। পরে গ্রাফের সঙ্গেও পরিচিত হই। আপনি জানেন ১৯১৩ সালে আপার সাইলেসিয়ার স্টুবেনডর্ফ জার্মেনীর অংশ ছিল। তারপর এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মিত্রপক্ষ জায়গাটাকে দিলেন পোলাণ্ডের হাতে তুলে। কুর্ট তার পরিবারশুদ্ধ এই কারণে মিত্রশক্তির ওপর চটে ছিল। আমার ধারণা জন্মকাল থেকেই জার্মান আর পোলদের সম্পর্ক আদা-কাচকলায়। হিটলার এলেন, তারপর আবার স্টুবেনডর্ফ হল জার্মানীর। আবার এখন তা' পোলাণ্ডের। এর অর্থ হল এখন জায়গাটা রাশিয়ারই কর্তৃত্বে নয় কি?

তার চেয়েও বেশী মিঃ ব্যাড। জানেন তো, পোলাণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সোভিয়েট, কিন্তু এটা নিয়ে তারা দিন দিন যেন একটা তামাসা করে যাচ্ছে।

তারা কি এখনও বাইরের লোককে সে দেশে যেতে দেয়?

দিন দিন সেটাকে তারা কঠিন করে তুলছে। তারা পোলাণ্ডকে একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র করে তুলছে, তারা চায়না যে বাইরের লোক গিয়ে তা' দেখুক।

(৮)

আধুনিক পোলাণ্ডের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে সব কিছু বুঝিয়ে দিলে মরিসন ল্যানিকে। ইয়াল্টাতে সম্মেলন বসেছিল, উপস্থিত হয়েছিলেন রুজভেল্ট, চার্চিল আর স্ট্যালিন। সে সম্মেলনে স্ট্যালিন রাজি হয়েছিলেন, পোলাণ্ডের জনগণ তাদের ইচ্ছামত সরকার গঠনের সুযোগ পাবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সমানাধিকার—একই রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট, ডেমোক্রেটিক আর লেবার পার্টিগুলিকে সেখানে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতারা অনেকেই কারাগারে। কেউ বা আছেন নির্বাসনে। কেউ বা আত্মগোপন করে রয়েছেন।

মিঃ ব্যাড! মরিসন বললে, কথাটা ছিল, মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন।

মিঃ ব্যাড উত্তর করলেন, আমি মিঃ রুজভেল্টের সংগে ইয়াল্টাতে ছিলাম। চুক্তিপত্রটা স্ট্যালিনের হাতে দেবার এবং তাঁর সম্মতিলাভের আগেই আমি তার খসড়া দেখেছিলাম।

মরিসন বললে, এখন পোলাণ্ড শাসন করছেন তিনজন কম্যুনিষ্ট। একমাত্র পার্টিকে তারা থাকতে দিয়েছে, সে পার্টি হল কৃষক পার্টি। তাদের ধারণা, জমির বিলিব্যবস্থা নীতি ও সমস্ত শিল্পকে সমাজতন্ত্রীকরণের ফলে দলটিকে নিজেদের দলে ভিড়াতে পারবে। তারা ভাবল, তারা গণভোট গ্রহণ করলে জয়লাভের শক্তি তাদের আছে। হলও সেই গণভোট নেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল সিনেট তুলে দেওয়া। কৃষক পার্টির নেতাদের মত হল, প্রায় শতকরা ৮৫ ভোটই হয়েছিল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা ভোটফল প্রকাশ করল না, ১২ দিন পর্যন্ত তা' চেপে রেখে দিল। তারপর একদিন ঘোষণা করল প্রায় ৮০ লক্ষ ভোট হয়েছে সিনেট তুলে দেওয়ার পক্ষে, বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ৪০ লক্ষেরও কম লোক। কম্যুনিষ্টদের কাছে 'মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচনে'র এই তো নমুনা।

সতর্ক করে দেওয়া হল ল্যানিকে। পোলাণ্ডের অবস্থা শোচনীয়, বিশৃংখল। সোভিয়েট কামানের গোলা সহর ও গ্রামগুলিকে ধ্বংসস্তূপে

পরিণত করেছে। অনেক সহরের রাস্তা থেকে ভেঙে-পড়া বাড়ীগুলির লোহা-লক্কড়, ইট-পাটকেল এখনও সরিয়ে ফেলা হয় নি। এমন অবস্থা নয়, রাস্তা দিয়ে অবাধে মোটর চালিয়ে যাওয়া চলে। অবিশ্বাস্যভাবে সেখান থেকে লোকজন সরে যাচ্ছে। আশি লক্ষেরও বেশী জার্মান পোলাণ্ড থেকে জার্মেনীতে পালিয়ে এসেছে। পূর্বদিকে ক্রেমলিনের অধিকার যে সব প্রদেশে সেখান থেকে প্রায় পনর লক্ষ পোল পালিয়ে এসেছে যেখান থেকে জার্মানরা পালিয়েছে সেই স্থানে। তাছাড়া প্রায় ৫ লক্ষ পোল রাশিয়ানদের এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও পশ্চিম ইউরোপে। আবার তারা স্বদেশে ফিরে আসছে। ওয়ারশর জনসংখ্যা ১২॥ লক্ষ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ। এর ফলে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় অর্ধ-অনশনকাতর জনস্রোত। তারা কেউ চলেছে বলদের গাড়ীতে করে। সারি সারি হাতে-ঠেলা গাড়ীতেও চলেছে মানুষ। অনেকে পায়ে হেঁটেই পথ চলছে, মাথায় অথবা পিঠে যা-কিছু গৃহস্থালির বোঝা। অবস্থা শোচনীয়—অস্বাস্থ্যকর, নোংরা।

মরিসন জানাল, এখন থেকে ল্যানিকে তাঁর নিজের সব ব্যবস্থা করতে হবে। এটারই প্রয়োজন। তাঁর জন্যে তারা কোন হোটেলে স্থান রিজার্ভ করেনি এই কারণে। সরকারী লোকরূপে তাঁর পরিচিত হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ল্যানি জানেন তা। বার্লিনে কোথায় কিভাবে থাকতে হবে সে তাঁর জানা আছে। ক'মাস আগেই এখানে এসেছিলেন ল্যানি। ল্যানি ধূমপান করেন না, কিন্তু তথাপি তিনি অনেক বাক্স আমেরিকান সিগারেট নিয়ে এসেছেন। হোটেলের কেরাণী, ক্যাব ড্রাইভার এবং অন্যান্যদের কি করে খুশী করতে হয়, এ তাঁর জানা আছে। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে কথাবার্তা বলায় লাভ অনেক।

(৯)

দু'টি কাজ করতে হবে ল্যানিকে। প্রথমতঃ সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া স্টুবেনডর্ফে যাওয়া এবং সেখানে ক'দিন কাটিয়ে আসা চলবে না। দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে, পোলিশ কন্সালের একখানি ভিসা সংগ্রহ। ল্যানি মরিসনকে জানালেন তাঁর পরিকল্পনা ঠিক হয়েছে। একথা জানাবেন তিনি, দু'দুবার স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন

—শেষের বার এই গেল বসন্তে। এবার তিনি শিল্পদ্রব্য কেনবার জন্য যাচ্ছেন সেখানে।

কয়েকখানি চিত্রের কথা জানেন ল্যানি। ফুয়ারের প্রিয় শিল্পীদের চিত্র। স্টুবেনডর্ফে ছিল সেগুলি। বোমার আক্রমণ যখন শুরু হয় সেখানে সম্ভবতঃ তখন সেগুলিকে ফ্রেম থেকে খুলে রোল করে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেগুলি এখন কোথায় আছে? কুর্ট মেইসনারের তা জানা থাকতে পারে। এ একটা মস্ত বড় অজুহাত ল্যানির পক্ষে। এই কারণেই মেইসনারকে পাওয়া তাঁর প্রয়োজন।

মরিসনের সন্দেহ, যদি চিত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তা'হলে সরকার সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে। ল্যানির কথা হচ্ছে, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সেগুলি সরকারের কাছ থেকেই কিনে নেওয়া যাবে। যেভাবেই হোক, স্টুবেনডর্ফে যাবার একটা সুযোগ পাবেন ল্যানি?

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, অফিসিয়েলদের কোন টিপ্—উপঢৌকন দেবার চেষ্টা করব কি?

মরিসন বললে, খুবই ভাল কথা, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে।

আরও বললে মরিসন, পোলিশ কন্সালটি সম্ভবতঃ খুব দরিদ্র, মনে মনে কম্যুনিষ্টদের ঘৃণাই করে। প্রচুর খাবার-দাবারের তার অভাব। একটা ভাল কাফেতে তাকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক বোতল মদ এনে হাজির করবেন তার জন্যে। জার্মেনদের সম্পর্কে তার কাছে কোন কথা বলবেন না। কথায় কথায় আপনি বলতে পারেন যে, পোলাণ্ডে আপনাকে কিছু টাকা খরচ করতে হবে, সে কি বলতে পারে কিভাবে ভাঙ্গিয়ে বেশী টাকা পাওয়া যাবে? সে হয়ত নিজেই ভার নিয়ে নেবে। এতে করে কিছু টাকা তাকে লাভ দিয়ে দেবেন। ছ'টি বছরের যুদ্ধ গেছে বেচারীর ওপর দিয়ে। তাছাড়া নিশ্চয়ই কাজের চাপ বেশী তার ওপর, অথচ মাইনেও অল্প। অনেকদিন পর হয়তো এই প্রথম একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকধারী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সে কথা বলবে।

ল্যানি হাসল : এতো বেশী পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছেদের জন্যে না আবার সে আমাকে ঘৃণা করে।

সরকারীভাবে সে আপনাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য কিন্তু অমনি গোপনে সে আপনাকে শ্রদ্ধাই করবে। সে চাইবে, কতটুকু পেতে পারে আপনার কাছে।

কম্যুনিষ্টদের গর্বের অন্ত নেই, তারা নাকি খুব ঘুষ নেওয়ার উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। কিন্তু সব জায়গায়ই এটা রয়েছে, তাদের নিজেদের কর্মচারীরাও বাদ পড়ে না। ত্রিশ বছরের পুরানো হয়ে গেছে তাদের বিপ্লব। এটা কি করে সম্ভব যে এতোকাল যাবত কর্মচারীরা তাদের সামান্য আয়ের ওপর নির্ভর করে চলে এসেছে?

ওখানে যাবার আগে আমি কয়েকজন লোকের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে চাই। আমার মনে হচ্ছে তার বড় ভাই জেনারেল এমিলের কাছ থেকে কুর্ট মেইসনারের সন্ধান পাব। আপনার কি ধারণা আছে লোকটি কোথায় থাকে?

আমি তাকে খুঁজে দিতে পারি।

শেষবার তার সংগে আমার দেখা হয়েছিল ফ্রান্সে। তখনও পর্যন্ত আমাদের সৈন্যবাহিনীরা সেখানে রয়েছে। জেনারেল প্যাটনের জি-২এর হয়ে আমি কাজ করছিলাম। আমি জেনারেল এমিলকে আমাদের দলে এনে ভিড়িয়েছিলাম। মেটজের রক্ষাব্যূহ রচনা সম্পর্কে সে আমাদের অমূল্য তথ্য সরবরাহ করেছিল। অবশ্য কুর্ট তাকে একটি নীচাশয় বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে করত। আমাকেও তাই বলত সে। কিন্তু এমিল কুর্টের মনস্তত্ত্ব বুঝে। সে এও জানে, স্টুবেনডর্ফে আমি আর কাদের কাছে সংবাদ পেতে পারি। আমাকে গ্রাফ স্টুবেনডর্ফকেও খুঁজে বের করতে হবে। এটা নিশ্চয় যে তার সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।

তার সন্ধান আমরা করেছিলাম। ব্যাভেরিয়ান আলপসএর লেক জেলায় একটি ছোট্ট জায়গা নিয়ে সে বাস করছে।

দারিদ্র্যের এটা তার নূতন অভিজ্ঞতা।

তাদের সকলকেই দরিদ্র হতে হবে। ভাল কথা, ওয়াশিংটনের আদেশ আছে যে, আপনাকে খরচের জন্যে টাকা দিতে হবে। অন্যান্যদের জন্য আপনি দু'হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। আরো বেশী যদি আপনার দরকার হয়, তাহলে আমাকে জানাবেন।

সহজে আমি তাদের টাকা পয়সা দেব না। তারা দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধও তাদের আছে—যেমন গৃহযুদ্ধের পর আমাদের দেশের দক্ষিণীদের ছিল।

আপনার বিচার বিবেচনার ওপরই আমরা নির্ভর করব। যদি টাকা খরচ করে আমরা যে সংবাদ চাই তা' পাওয়া যায়, টাকা খরচ করবেন। কিন্তু সতর্ক

থাকতে হবে আপনাকে, এমন সব লোকও আসবে যারা এক একটি গল্প তৈরী করবে এবং তার পেছনে আপনাকে ছুটাতে চাইবে। আমরা কয়েকবারই ওদের পাল্লায় পড়েছি, মিথ্যা খবরের পেছনে ঘুরে টাকাও অপব্যয় করেছি।

(১০)

মার্কিন মিলিটারী গবর্ণমেন্টের সি আই সি-তে (Counter Intelligence Corps) তখনও ল্যানির বন্ধু বার্নহার্ড মঙ্ক সংশ্লিষ্ট আছেন। বার বছর আগে ইংলণ্ডে তাঁর সঙ্গে ল্যানির দেখা। তখন তিনি সমাজতন্ত্রী কর্মী। আত্মগোপন করে ন্যাৎসীদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তারপর তিনি স্পেনের পিপলস্ আর্মির একজন ক্যাপটেন হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে স্কটহলমে তিনি আমেরিকান গুপ্ত তথ্য সংগ্রহকারীদের চার্জে ছিলেন। এখন এ এম জির অধীনে কাজ করছেন। অনেক লোক এসে বলছে তাদের ন্যাৎসী-সংস্পর্শ ছিল না, বিজয়ী চতুঃশক্তির অধীনে তারা কাজ করতে চায়। তিনি তাদের কাগজপত্র, অতীত সম্পর্ক ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখেন।

ল্যানি ফোনে খবর দিলেন তাঁকে। মঙ্ক তাঁকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়ীতে। একই বাড়ীতে জনৈক বন্ধুর কক্ষে ল্যানিকে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন একথাও তিনি জানালেন।

মঙ্কের স্ত্রী ছিলেন রোগশয্যাগত। তাঁদের তিনটি ঘরের ফ্লাট। সেই বাড়ীতেই ল্যানি মিলিত হলেন মঙ্কের রুগ্না স্ত্রীর সঙ্গে। আর্জেণ্টাইনে এই মহিলাটি দশটি বছর তাঁদের দু'টি শিশু সন্তানকে লালনপালন করেছেন। তাদের বাবা ছিলেন তখন অপ্রকাশ্য গোপন জগতের অধিবাসী। যে দস্যুদল তাদের স্বদেশ অধিকার করে আছে, গুপ্তভাবে থেকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সন্তানেরা এখন মার্কিন পরিচালিত একটি হাইস্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে। তারা স্বচ্ছন্দ দ্রুততার সঙ্গে স্পেনিশ, জার্মেন ও ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারে। ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতেও তারা মনের ওপর কোন চাপ পড়েছে বলে মনে করে না। গেল বসন্তে ল্যানি বাডের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। তারা জানে তিনি ন্যাৎসীদের বিরুদ্ধে কর্মরত একজন গুপ্ত এজেন্ট। নুরেনবার্গ মামলায় হারমেন গোয়েরিংএর বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষী ছিলেন একথাও তাদের অজানা নয়। সত্যি, মিঃ বাড একজন বিস্ময়কর মানুষ, এই তাদের ধারণা। তাঁর মুখে শুনে তারা সমুদ্রের ওপারে যে মুক্তির

আনন্দে ভরপুর মধুর দেশ রয়েছে সে দেশের সম্বন্ধে বলা কথাগুলো—সেই সে দেশ, যেখানে আশ্রয় নেবার জন্যে পৃথিবীর বহু লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

(১১)

ঘরে প্রবেশ করলেন বাড়ীর কর্তা। আঁটসাঁট দৃঢ় গঠন সুপুষ্ট দেহধারী। সংগ্রামে ও সংঘর্ষে দেহের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে, তারপর মানুষের সঙ্গেও। প্রুশিয়ান ফ্যাসনে চুলগুলি একেবারে গোড়া-ঘেঁসে ছাঁটা। যে চুলগুলো দেখা যায় সেগুলো সাদা হয়ে গেছে। তাঁর কথায় উত্তর জার্মানীর টান। তিনি নিজেকে একজন শ্রমজীবী ছাড়া কিছু মনে করেন না। বহু বিপদে আপদে তিনি ও ল্যানি একসঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এর চেয়ে বড়ো বন্ধুত্বের বন্ধন আর কি হতে পারে? তাঁরা যা' করেছেন আজ আর গোপন নেই। একটি কিশোর আর কিশোরীর কাছে তাঁদের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তারা নিজেদের শ্রমজীবী বালকবালিকা ভাবতেই শিখেছে। তারা প্রস্তুত হচ্ছে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করতে এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সাধনায়, যা হবে ন্যায় ও মুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

আমেরিকানরা স্বাধীন এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের ন্যায়-বিচারের ধারণা বিগত শতাব্দীর। অন্ততঃ মঙ্কের তাই বিশ্বাস। যতদিন শিল্প সেই আদিম পর্যায়ে থাকবে এবং যন্ত্রপাতি হবে সংখ্যায় অল্প ও সাধারণ ধরনের, ততদিনই শ্রমিকদের পক্ষে স্বাধীন থাকা সম্ভব। কিন্তু যখন যন্ত্র-শিল্প কোটি কোটি ডলারের কর্পোরেশনে পরিণত হবে, তখন যদি না সেটা সমাজতান্ত্রিক অধিকারে এবং গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু একথা কোন আমেরিকানকে বোঝান তোমার পক্ষে কঠিন হবে। সে জানে তার দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী এবং সেখানে উৎপাদন হয় সবচেয়ে অধিক। সে প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করে এর একমাত্র কারণ হল, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি কারখানা সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগতভাবেই তা পরিচালিত হয়।

আমেরিকানরা জার্মানীতে এসে ন্যাৎসীদের উৎখাত করেছে। এখন সেখানে তারা সেই ব্যক্তিগত অধিকারকেই পুনঃপ্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এ সত্য তারা উপেক্ষা করছে, ওই শ্রেণীর শিল্পপতিরাই ন্যাৎসীদের গদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল,—উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর শ্রমিকেরা যেন শিল্পকে সমাজ-

বাদী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার আইন প্রণয়ন করতে না পারে। মার্কিন মিলিটারী গবর্ণমেন্ট এখানে মঙ্ককে চাকুরীতে নিযুক্ত করেছে এবং বেতনও দিচ্ছে এইজন্যে যে, তিনি ন্যাৎসীদের অনুসন্ধান করবেন। মঙ্ক কাজে গিয়ে হয়তো সন্ধান পাবেন কোন একটি ন্যাৎসী রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। পরে জানা যাবে তাকে যে-কোন ভাবে কাজে রাখা হয়েছে এই কারণে যে, লোকটি ওই শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সে জানে ওটাকে কি করে চালিয়ে নেওয়া যায়।

আধুনিক যুগের যুদ্ধের এ একটা অদ্ভুত সত্য। আমেরিকানরা অত্যন্ত বিব্রত হয়েই এ সত্য আবিষ্কার করেছে। যে দেশ তুমি জয় করলে সে দেশের মানুষদের তোমার বাঁকিয়ে রাখতে হবে। এর অর্থ হল, তোমাকে শস্য ফলাতে হবে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উৎপাদন করতে হবে, তা' সবার মধ্যে ভাগ করেও দিতে হবে। তুমি কৃষি ফার্ম থেকে ট্রাক্টার বা ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে পার কিন্তু ফসল ফলাবার জন্যে তোমাকে নতুন ঘোড়া এবং ট্রাক্টার আমদানী করতে হবে। কারখানায় বোমা ফেলে তা ধ্বংস করেছ, তাকে গড়ে তোলাও তোমার কাজ। যাতায়াত ব্যবস্থার বেলাও একই কথা। তোমাকে রেলওয়ে, জাহাজ ও অন্যান্য যানবাহন তৈরী করতে হবে। তোমাকে নিজেকে এখন এর জন্যে অর্থ দিতে হবে —বিজিত শত্রুরা কবে যে নিজেরা সমর্থ হবে অর্থব্যয়ে! তাই এটাই স্বাভাবিক যে, কলকারখানা, ব্যবসা ইত্যাদি সবকিছু আগে যেভাবে চলছিল সে ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে। সমাজবাদী পরিবর্তনের জন্যে তুমি অপেক্ষা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পার না, আর ওই সমাজবাদী নির্বুদ্ধিতার প্রশ্রয়ও দেওয়া চলে না, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে শোচনীয়। যদি জার্মানীর শ্রমজীবীরা শিল্পসংস্থাগুলোর অধিকার পায় আর সেগুলোকে সার্থকতার সঙ্গেই পরিচালনা করে, তাহলে আমেরিকার শ্রমজীবীদেরও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে কোন্ যুক্তিতে? তাই পুরানো শিল্পপতিদের ডেকে তাদের ধমক দিয়ে বলে দেওয়া ভাল, তোমরা এবার থেকে সুশীল-সুবোধ হয়ে চলো, আর কোন হিটলার সৃষ্টি না করে কাজে এগিয়ে যাও।

মঙ্ক একজন জার্মান সোশিয়াল ডেমক্র্যাট। নিজের পরিবারের মধ্যে এবং একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে তিনি মনের কথা খুলে বলছেন। নিজের অফিসে বসে তিনি এরকম কথা বলতে পারেন না। তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন, রিপোর্ট দেবেন। সে-তথ্য নিয়ে ওরা কি করবে সেটা তাঁর ভাবার কথা নয়।

যদি তিনি উপরওয়ালাদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে কম্যুনিষ্ট বলে ধরে নেবেন। ন্যাৎসী থেকে তা' আরো মারাত্মক।

উপরওয়ালাদের অনেকেই ভাসা-ভাসা ভাবে জানেন যে, যাদের লাল বলা হয় আর যাদের বলা হয় পাটল তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে মনে হয়—কিন্তু এ বিভিন্নতা সন্দেহাতীত নয়। দুটি রঙের মধ্যে একে অন্যের মিশ্রণ রয়েছে, অনেক সময় পাটল লালের ছদ্মবেশরূপেই ব্যবহৃত হয়। আমেরিকান কর্মচারীদের এই দ্বিধার জন্যে ক্ষমা করা চলে, বিশেষভাবে তাদের সম্বন্ধেও এমনি সন্দেহ করা হয়। আমেরিকায় কংগ্রেসসদস্যরা তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্যে সুযোগ খুঁজছেন, কমিটি পাঠাছেন তদন্তের জন্যে। বৃটেনকে পাটল হয়ে যেতে দেখা সত্যিই খুব মন্দ। অবশ্য বৃটেনে আমরা কিছু করতে পারি না, কিন্তু জার্মেনীতে তা আমরা পারি এবং নিশ্চয়ই করবও।

(১২)

মঙ্ক বিপর্যস্তবোধ করছেন যে পৃথিবীতে সবকিছু যেন বিপথে চলছে। তিনি বলেন, সারা জীবনই এমনি সবকিছুতে বিপথে চলা দেখে এলাম। তিনি দেখেছেন মানুষের দুষ্টবুদ্ধি ও লোভান্ধতা সমাজ-জীবনে অপরিমেয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেছে—মানুষ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা পোষণ করে আস্‌ছে তারই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবীদের মধ্যে তাঁর জন্ম, শ্রমিকজীবনের পরিপূর্ণ নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তাই মঙ্ক ইউরোপের জনসাধারণের পক্ষ হয়ে কথা বল্‌তে পারেন। তিনি জানেন, তারা পুরাতন জীবনধারায় ফিরে যেতে চায় না। দারিদ্র্য আর নিরাপত্তাহীনতায় আর তারা সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। তাদের জোর করে পেছনদিকে ঠেলে দেওয়ার পরিণতি হল, কম্যুনিষ্টদের কবলে ফেলা। হয় ইউরোপ হবে সমাজতান্ত্রিক অথবা কম্যুনিষ্ট। আমেরিকাকেই বেছে নিতে হবে কোনটা ভাল।

একটির পর আর একটি দেশকে নিজেদের দুর্বুদ্ধি ও ভ্রান্তিতে পৌঁছতে দেখেছেন মঙ্ক। তিনি বললেন, হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন তখন রাশিয়ার জনসাধারণ কম্যুনিষ্টদের ওপর এমন তিক্ত হয়েছিল যে, তারা আনন্দের সঙ্গে হিটলারের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে এগিয়ে আসত। কিন্তু হিটলারী বাহিনী এমন নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করলে যে,

গোপন করে জার্মেন যোগাযোগ রক্ষায় বাধা দিতে লাগ্‌লে। এখন রাশিয়ার ভুলের পালা । মধ্য ইউরোপ তারা দখল করে বসেছে। এখনও তারা মন স্থির করতে পারছে না, তারা কি এখানকার লোকদের বিজেতা অথবা কমরেড। একদিন তারা বক্তৃতা দিয়ে শ্রমজীবীশ্রেণীর ঐক্যের জিগীর তুলে পরদিনই বর্বরের মতো আচরণ করে।

জার্মেন সমাজতন্ত্রী বল্‌লেন কি করে রাশিয়ানরা বার্লিনের সব উৎপাদনের যন্ত্রপাতি উপড়ে ফেলেছে, তারা এমনভাবে মুদ্রা প্রচলনও নিজেদের আয়ত্তে নিয়েছে যাতে সবকিছু জিনিষপত্র নিয়ে যেতে পারে। এখন তারা বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে এমনিভাবে তারা পূর্ব বার্লিনের লোকদের চরম দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়েছে এবং পশ্চিম বার্লিনের লোকদের নিজেদের দলে ভিড়াবার সম্ভাবনাকেও লুপ্ত করেছে। পূর্ব বার্লিনের লোক যদি জীর্ণ পোষাক পরে আর পশ্চিম বার্লিনের লোক চলে পোষাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত হয়ে তাহলে কি করে ওদের বোঝান যাবে যে, কম্যুনিজমে আছে সম্পদ আর ধনবাদীতায় আছে দুঃখ-দারিদ্র্য ?

ল্যানি কথাটা খুলেই বললেন। এই সেদিন তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কথা হয়েছে। তিনি ল্যানিকে ভার দিয়েছেন এটা স্থির করবার যে, কিভাবে ক্রেমলিনকে চুক্তিরক্ষায় রাজী করা যায়। কৌতুকের হাসি হাস্‌লেন মঙ্ক : বাঘগুলোকে কি করে মাংস না খেতে রাজী করা যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার জন্যে প্রেসিডেণ্ট তোমাকে ভারতেও পাঠাতে পারেন।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মনে কর, পলিটব্যুরো যুদ্ধ চায় ?

না, তারা যুদ্ধ চায় না। তারা চায় বিশ্বের আধিপত্য। তারা তাদের কর্মপন্থা এক লাইব্রেরী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

আমিও একথা মিঃ ট্রুম্যানকে বলেছি। অবশ্য তাঁর বই পড়বার সময় নেই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বহ কর্মভারগ্রস্থ লোক তিনি।

তোমার উচিত একখানা বইএর কয়েকটি অংশ চিহ্নিত করে তাঁকে পড়তে দেওয়া। বইখানা হচ্ছে ষ্ট্যালিনের 'মার্কসিজম এণ্ড দি ন্যাশনাল এণ্ড *কলোনিয়েল কুয়েশ্চন।' প্রত্যেকটি রুশ কূটনৈতিকের এবং বিদেশস্থ প্রতিনিধিদের এখানা হচ্ছে বাইবেলস্বরূপ। সেখানে তিনি খ্যাত অখ্যাত ছোট বড়* সবগুলি দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। সমস্ত তথ্যই তাঁর অধিগত। তিনি *কি করবেন এ সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত।* কিভাবে অগ্রসর হবেন তাতেও

কোন অস্পষ্টতা নেই। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে সে সব দেশের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সেখানে তাঁর নিজের দলের অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের বসিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্যের সফলতার পথে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ধৈর্য বিরাট। শিকারী বিড়ালের মতো ইঁদুরের গর্তের মুখে বসে থাক্‌তে পারেন। সময়ের অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। যেই সুযোগ আস্‌বে অমনি শীকার ধরবার জন্যে লাফিয়ে পড়বেন। নানা প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কিন্তু তার অর্থ হল এই যে, শীকার ধরবার সময় এখনও আসে নি। বন্ধুত্ব যখন তাঁরই সহায়ক তখন তিনি যেন পোষা বেড়ালটির মতো সুন্দর ও অনুগত। তিনি নিঃসঙ্কোচে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই দশ লাখ লোককে হত্যা করবার আদেশও দিতে পারেন।

ল্যানি বল্‌লেন, আমার মনে হয় লোকটি বিশ্বের পক্ষে হিটলারের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক।

হিটলার একটি বোকা এবং কথার নাগর। তিনি ছিলেন অধৈর্য ও হিস্টিরিয়াগ্রস্থ। ষ্ট্যালিন শান্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণশীল। তাঁর বাহ্যিক ছদ্ম আবরণ হিটলারের চেয়ে অনেক বেশী ভাল। হিটলার জাতীয়তাবাদী ছিলেন, আর সমস্ত দেশের মানুষকে তিনি ঘৃণা করতেন। এমন কি গোপনে তিনি বৃটিশ ও আমেরিকানদের শত্রু ভাবতেন। ষ্ট্যালিন আন্তর্জাতিকতাবাদী। নির্যাতীত শ্রমিকদের বন্ধু। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু। তিনি তাদের সবাইকে ভালবাসেন, তাদের দুঃখে তাঁর হৃদয়ের রক্ত ক্ষরিত হয়। তিনি কবিদের আদেশ করেন তাদের নিয়ে কবিতা রচনা করতে, তাঁর সঙ্গীতজ্ঞরা তাদের গান গায়। তিনি নির্যাতীত কৃষকদের বলেন, জমিদারদের হত্যা করে জমি দখল করতে। যখন তারা আদেশ পালন করে, তখন আমন্ত্রণ করেন, এসো কো-অপারেটিভ গঠন কর। তাদের তিনি যন্ত্রপাতি ও পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, তারপরই তাদের ওপর বসিয়ে দেন একজন কমিশার। তাদের উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ এসে জমা হয় তাঁরই সরকারী ভাণ্ডারে। হায় রে, জমিদারদের তারা যে কর দিত, তার চেয়ে বেশী দিতে হয় ষ্ট্যালিনকে। শ্রমিকদের আদেশ করেন তিনি, যাও কলকারখানা দখল কর। করল তারা তা'। সেই তাদের ওপর বসলেন এসে কমিশার। ইউনিয়ন আর রইল না। আইন জারী হল ধর্মঘটের শাস্তি প্রাণদণ্ড। তারা মজুরী পেল সত্য, তা'সে মজুরীর এক-

মাসের টাকা দিয়ে তাদের যা' তা' করে তৈরী একজোড়া জুতোই কিন্‌তে হয়। যদি কোন কৃষকের কণ্ঠে অভিযোগের ফিস্‌ফিসানিও শোনা যায় তা'হলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাইবেরিয়ায় সোনার খনিতে মজুর খাটতে—খেতে পায় সে দৈনিক আট শ' কোলারী পরিমাণ খাদ্য। এই তো মার্কস-লেনিন-ষ্ট্যালিনের আদর্শ রাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

ল্যানি বল্‌লেন, শান্তি, জমি আর রুটি এই তো ছিল বলশেভিক বিপ্লবের আওয়াজ।

মঙক মন্তব্য করলেন : শান্তির অর্থ হল, লক্ষ লক্ষ রুশীয় ও অরুশীয়-দের সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে ডিক্টেটারকে নির্বিঘ্ন করা। এর অর্থ চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ সৈনিকের সামরিকবাহিনী তৈরী করা। শান্তির অর্থ হল শিল্পকেন্দ্রগুলিকে হাজার হাজার বন্দুক, কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান তৈরীর কারখানায় পরিণত করা। এর অর্থ হল সীমান্তব্যাপী সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ। যখনই দক্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রচুর বেতনভোগী আন্দোলনকারীরা প্রতিবেশী দেশে অসন্তোষ সৃষ্টিতে সমর্থ হবে তখনই যেন সশস্ত্রবাহিনী সে দেশে তড়িৎগতিতে অভিযান করতে পারে।

ল্যানি বল্‌লেন, আমেরিকায় একজন কৃষিজীবী সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে, সে বলত, জমি সম্পর্কে তার লোভ নেই শুধু সে তার নিজের জমির পাশের জমিগুলো চায়।

মঙক উত্তর দিলেন, ঠিক তাই। এ থেকেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ষ্ট্যালিনকে বোঝা উচিত। একথা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আমি যখন ষ্ট্যালিনের কথা বলি, তখন যেকোন দিন যে বৃদ্ধটি মারা যেতে পারেন তাঁর কথা বলছি না। আমি বল্‌ছি তিনি যে শাসনরীতি প্রচলন করেছেন—যে শাসনরীতি তাঁর পরও চল্‌বে এমনি, সেটার কথাই বল্‌ছি। পলিটব্যুরো আছে, কমিশাররা আছেন, সেই বিরাট আন্দোলন আছে। এটা একটা নূতন ধর্মরূপে গড়ে উঠেছিল, ঠিক মোহম্মদের সামরিক যুগের ধর্মের মতো। এখন এটা তুষার-প্রপাতের মতো গতি-শীল। যদি ষ্ট্যালিন এটার পরিবর্তন ঘটাতে চান, বা গতি রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন, তিনিই ভেসে যাবেন তা'হলে। তারা তাঁকে অপসারিত করবে এবং বল্‌বে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ইতিহাসে যা' পাওয়া যায় না এমনি একটা বিরাট সমারোহের সঙ্গে কবর দেবে তাঁকে, একশ' তলা উঁচু একটি স্মৃতি-মন্দির গড়ে তুল্‌বে তাঁর সমাধির ওপর। কিন্তু বিশ্ব-অধিকারের অভিযান

অব্যাহত গতিতেই চল্‌বে।

প্রেসিডেণ্টের এজেণ্ট বল্‌লেন, হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটি দুঃসংবাদ।

আমি নিজের চোখেই এসব দেখ্‌ছি, বললেন মঙ্ক : সীমান্ত এলাকায় অবিরাম চল্‌ছে লোককে অপহরণ করে নেওয়া। এবাড়ী থেকে আধ মাইল দূরেই সীমান্ত। রাতের বেলা একা আমি বাইরে যাই না। খাঁটি আমেরিকান নোটে যদি কেউ আমাকে দশ লক্ষ ডলারও দেয়, তথাপি কখনো সীমান্তের কাছে যাব না। পূর্ব জার্মেনীতে যেসব শ্রমজীবী একটুখানি স্বাধীন মতবাদ বা চরিত্রবলের পরিচয় দেয় তাদেরই সেই ভয়াবহ শ্রমদাস শিবিরে চালান দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ দক্ষ নারনারীদের ঘাড়ের পেছনে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। বাকি লোকদের তারা যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীতে লাগিয়েছে। অবশ্যই বিদ্যায়তন-গুলি তাদেরই কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়, তাদেরই পদ্ধতিতে বালকবালিকাদের তারা শিক্ষিত করে তুল্‌ছে। যে কোন দেশে এক পুরুষ তাদের থাক্‌তে দাও, দেখ্‌বে সে দেশের লোক স্বাধীনতার অর্থ কি তা' জানে না। তারা সবাই নিশ্চিত হবে যে, প্রত্যেকটি আমেরিকান এক একটি দস্যু, দাস নির্যাতনকারী এবং এক একটি যুদ্ধবাজ।

মঙ্কের এই বার্তা মার্কিন প্রেসিডেণ্টের উদ্দেশে। গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব কেপ্টেনের দুর্বহ কর্তব্যের বোঝা নিশ্চয়ই এতে করে হাল্‌কা হবে না। হ্যাঁ, একজন কেপ্টেন,—নিজেরই তাঁর রিবাট বিস্ময় যে, একদিন তাঁকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হতে হল।

(১৩)

পরিবারের অন্যান্যরা শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা দু'জন, ল্যানি আর মঙ্ক ছোট্ট একটি কক্ষে বসে আছেন। এককালে এটা একজন ন্যাৎসীর বাড়ী ছিল। এখন আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্ট বাড়ীটা হুকুম দখল করেছেন। জাল মুদ্রা সম্পর্কে দু'জনে নিম্নস্বরে কথা বলছিলেন। মঙ্কের এ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। তাঁর দায়িত্বও এইটুকু যে, তিনি ল্যানির কথা সুপারিশ করেছেন। স্মিতমুখে একথাই বললেন মঙ্ক যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আর একবার মিলিত হওয়া। অবশ্য বহু বছরের আত্ম-গোপনকারী কর্মী রূপে তিনি 'হিমলারী টাকা' সম্পর্কে এটা ওটা তথ্য জান্‌তে

পেরেছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁর একটি বন্ধু একতাড়া বৃটীশ নোট এনে সোশ্যাল ডেমক্রেটদের হাতে দেয়। বন্ধুটি ন্যাৎসী বলে নিজেকে পরিচয় দিত বাইরে। সে চুরি করে এনেছিল নোটগুলি। এইখানে নিজেদের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন দাঁড়াল, এই জাল নোটগুলি কি ব্যবহার করার অধিকার আছে তাদের? তারা স্থির করলেন, মন্দ কি ন্যাৎসীদের কাছেই এইগুলি চালিয়ে দেওয়া যাক, আর কারো কাছে নয়। তারাই এগুলি তৈরী করেছে এবং নিশ্চয়ই চালু করবার জন্যেই। কিন্তু সমস্যা হল, কি করে তারা কোন ন্যাৎসী বা তাদের এজেণ্ট বা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে এগুলি চালাবে? এতে তাদের বিষম বিপদও ঘটতে পারে। বৃটীশ পাউণ্ড বস্তুটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যার হাতে সেটা থাকবে তার প্রতিও। এক্ষেত্রে ধরা পড়লে নির্ঘাত গুলি খেয়ে মরতে হবে। গুরুতর সমস্যা তাদের। শেষে স্থির হল নোটের তাড়াটি পুড়িয়েই ফেলা হবে।

তুরস্ক আঙ্কারাস্থিত বৃটীশ রাজদূতেরও একটি কাহিনী বল্লেন মঙ্ক। তাঁর দপ্তরের সরকারী দলিলপত্র একরাত্রে চুরি যায়। তার বাটলার সেটা চুরি করে নিয়ে তার ফটো তুলে নেয়। সুদূর ষ্টকহলমে মঙ্কের নিকট এ সংবাদ আসে। যুদ্ধের শেষ দিকে হিমলারের গুপ্ত পুলিশবাহিনীর একটি লোক সেখানে পালিয়ে আসে। কয়েকটি খাঁটি আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে সে সংবাদটি মঙ্কের নিকট বিক্রী করে। আঙ্কারার বাটলারটি অত্যন্ত লোভী ছিল। সে তার এক একটি তাড়া ফটোর জন্যে পনর বিশ হাজার করে বৃটীশ পাউণ্ড দাবী করে। ন্যাৎসীরা 'হিমলারী টাকা' দিয়ে তাকে খুশী করেছিল। ঐ টাকাগুলি সে কখনো ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেনি। তারা বুদ্ধিমানের মতো তাকে কয়েকখানি খাঁটি খোলা নোটও দিয়েছিল। সেগুলি ভাঙ্গিয়েই তার চলছিল।

বাটলারের ছদ্ম নাম ছিল সিসারো। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে মস্কো, তেহেরান ও কায়রোতে মিত্রপক্ষের যে আলোচনা সভা হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণীই সে বিক্রী করেছিল। তখন পেপেনের গুপ্তচর বাহিনীই এই গুপ্ত তথ্য হস্তগত করেছিল। ন্যাৎসীদের বিভিন্ন গুপ্তচর বাহিনী ছিল। একে অন্যের প্রতি তারা ছিল ঈর্ষাপরায়ণ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত তারা। হিমলারের দল ওই দলিলপত্রগুলি আসল বলে বিশ্বাস করল না। ভন রিবেন-ট্রপের প্রতিষ্ঠানও বলল, না, বিশ্বাস করা যায় না। এ নিয়ে যখন তারা গবেষণা করছিল তখনই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

ল্যানি জেনারেল গ্রাফ ষ্টুবেনডর্ফের সম্বন্ধে জান্তে চাইলেন, জেনারেল এথেল মেইসনার সম্পর্কেও। মঙ্ক জানালেন যে, তাদের অপিস থেকে এদের দু'জন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। মেইসনার একটি স্কুলে মাষ্টরী করছে। নুরেনবার্গের কাছে এখন সে বাস করছে। গ্রাফ আছেন দক্ষিণ ব্যাভারিয়ায়। একটি পার্বত্য হ্রদের পাশে কৃষক কুটীরে তিনি থাকেন। তিনি তাঁর প্রাসাদ ও জমিজমা সব হারিয়েছেন। পোল্যাণ্ডে সেগুলি কম্যুনিষ্টরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। বার্লিনে তাঁর বাড়ীটি এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, তা আর মেরামত করা চল্‌বে না। কি করে তাঁর দিন চল্‌ছে মঙ্ক জানেন না, তবে সম্ভবত তাঁর কাছে কিছু গোপন মণি-মুক্তা আছে। কোন কাজকর্মের জন্যে এখন আর তিনি মাথা ঘামান না, বরং একা থাক্‌তে পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট আছেন।

পোলাণ্ডে যাবার আগে ঐ দুটি লোকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে যাবেন ল্যানি। মঙ্ক উপদেশ দিলেন সঙ্গের দু'টি সুটকেস থেকে নেহাৎ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছাড়া বাকিগুলি বের করে রেখে যাবেন তিনি মঙ্কের কাছে। যুদ্ধের ফলে দুর্নীতির প্রসার এতো জানা কথা। জার্মেনীতে এখন বহু বেকার আর ছেলে-পেলেরা মরিয়া হয়ে আছে। পোলাণ্ডের অবস্থা আরো শোচনীয়। সেখানে যদি প্রখর দৃষ্টি না রাখেন, তা'হলে ল্যানির মোটরখানি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। মঙ্ক তাঁর জন্যে প্রোভোষ্ট মার্শালের অফিস থেকে আমেরিকান বেসামরিক ব্যক্তির লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছেন।

মঙ্ক সতর্ক করে দিলেন ল্যানিকে, সাবধান রাজনীতির কথা মুখেও এনো না। পোলেরা ন্যাৎসী ও কম্যুনিষ্ট দু'দলাকেই ঘৃণা করে। সবগুলি দলই একে অন্যের উপর খড়্গহস্ত। প্রত্যেকটি লোকই প্রত্যেক সম্পর্কে সন্দিহান—বিশেষভাবে নবাগতের সম্পর্কে তো কথাই নাই। তুমি ছুটির দিনের আনন্দ-ভ্রমণ করবে, একথা মনেও ভেবো না—আমি বলে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় খণ্ড

ধারণার সীমা ছাড়িয়ে যায় মানুষের সত্যজ্ঞান

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বাণী

(১)

পরদিন প্রভাতকাল। একখানা ট্যাক্সিতে করে ল্যানি ব্যাড পূর্ব বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বার্লিনের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ছন্নছাড়া অংশ। বোমা আর গোলাগুলি সেখানে চরম দুর্দশা ঘটিয়েছে। কিন্তু সেখানকার কালর্সস্ট জেলায় অনেকগুলি সামরিক বাড়ীঘর তখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সেখানেই সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল সোকোলভস্কী তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন। প্রায় পনরকুড়িটি বাড়ী মিলে একটি আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। তার চারদিক ঘিরে উঁচু বেড়া। গেটে সৈনিকের পাহারা। ল্যানিকে ভেতরে প্রবেশ করতে হলে পাশ সংগ্রহ করতে হবে। প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগল তাঁর পক্ষে মার্শালের দপ্তরের একজন কর্মচারীর সাক্ষাৎ পেতে।

আমেরিকান দর্শনপ্রার্থীদের নিয়ে সোভিয়েট কর্মচারীদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় একটু জটিল। স্বভাবতঃই আমেরিকানদের তারা ভাল পায়। প্রায় প্রত্যেক রাশিয়ানেরই তাই। তারা যখন এলবে নদীর তীরে দু'দিক থেকে এসে মিলিত হয়েছিল, তখন দু'দল সৈন্য কি উৎসবেই না মেতেছিল। তারা কোলাকুলি করেছে একে অন্যের পিট্ চাপড়িয়েছে। অফিসাররা করমর্দন করেছে। টোস্ট পান করেছে। কথাবার্তায় হয়ে উঠেছিল তারা অবাধ অন্তরঙ্গ। কিন্তু এখন সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। আদেশ হয়েছে, আর মেলামেশা নয়। তরুণ সোভিয়েট অফিসারটি ল্যানির দিকে একটা বিপর্যস্ত ভাবপ্রবণ হাসি নিয়ে তাকাল। এই সমুন্নত উজ্জ্বল চেহারা, অমায়িক ধরণ তার প্রশংসাই অর্জন করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভীতিও আছে, এ যে একটি রহস্যময় দুষ্টগ্রহ। হ্যাঁ, এমন একটি লোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ আগ্রহহীন নির্লিপ্ততার ভাব দেখাতে হবে, নইলে একজন তরুণ অফিসারের কর্মজীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু—এভাব ক্ষণিকের মধ্যেই অকস্মাৎ পাল্‌টে গেল। আগন্তুক কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, দু'দুবার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল ক্রেমলিনে মার্শাল ষ্ট্যালিনের সংগে সাক্ষাৎ করবার, তাঁর সুযোগ মতো আবার যাবার জন্যে সহৃদয় আমন্ত্রণও তিনি পেয়েছিলেন। এখনই তিনি সেখানে যেতে চাইছেন না। আপাততঃ তিনি চান পোলাণ্ডের একটি গ্রামে যেতে। গ্রামের নাম ষ্টিলেজ্‌কজ্‌। ষ্টুবেনডর্ফে কতকগুলো চিত্র ছিল সেগুলি সেখানে আছে কিনা তিনি খোঁজ নেবেন। তিনি একজন কলা-বিশেষজ্ঞ। বিশ্বব্যাপী এই ঠাণ্ডা লড়াইএর সময়েও তিনি চিত্র ছাড়া কিছুর কথা ভাবছেন না। কাহিনীটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, লোকটি ষ্ট্যালিনের সংগে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু যদি তা সত্য হয়? তা'হলে, একটি তরুণ অফিসারের পক্ষে কি সর্বনাশই যে হয়ে যেতে পারে।

অফিসারটি বল্‌লে, তার ওপরওয়ালার সংগে পরামর্শ করতে হবে এ সম্পর্কে। কিছুক্ষণ পরই সে ফিরে এসে ল্যানিকে নিয়ে উপস্থিত করল একজন কর্নেলের সম্মুখে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন কেউ নেই যে সম্পূর্ণ ভয়-ভাবনা শূন্য। কিন্তু একজন কর্নেল লেফ্‌টেন্যাণ্টের মতো বাইরে সহজে তা' প্রকাশ করেন না। এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি ভাবলেশহীন মুখেই শুন্‌লেন ল্যানির সব কথা। নিশ্চয়ই অসম্ভব ব্যাপার! ষ্ট্যালিনের সংগে সাক্ষাৎকার? কিন্তু কর্নেল যখন প্রশ্ন করতে লাগলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে থাক্‌লেন আগন্তুক। দেখা যাচ্ছে, প্রস্তুত হয়েই এসেছে লোকটা। ল্যানি চাইলেন, কর্নেল ক্রেমলিনে টেলিফোন করে কেপ্টেন ব্রিয়ানস্কীর সংগে যোগাযোগ করুন। গেল বসন্তকালে ওই কেপ্টেনই তাঁকে সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্রেমলিনে। তিনি নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন। ল্যানি টেলিফোনের খরচটা দিতেও রাজী আছেন।

কর্নেল জানালেন যে, সোভিয়েটের টেলিফোন লাইন সরকারী। টাকা পয়সা দেবার প্রশ্ন নেই। তবে লাইনটা সর্বদাই জোড়া থাকে, খোলা পাওয়া সমস্যা। আগন্তুক জানালেন, কথাটা সত্যি, কিন্তু তাঁর সময় খুব অল্প। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আগামী দু'তিনদিনের মধ্যে তিনি ওইখানে যেতে না পারেন, তা'হলে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্থির জানেন মার্শাল ষ্ট্যালিন চাইবেন যে, তাঁকে যেন পারমিট দেওয়া হয়। এটা তিনি পাননি জানলে নিশ্চয়ই তিনি ক্ষুব্ধ হবেন। এ একরকম একটুখানি ভয় দেখান। অফিসারটিও তা'তে কিছুটা চিন্তান্বিত হলেন না এমন নয়। মার্কিন ভদ্রলোক বল্‌তে লাগলেন,

গেল বসন্তে যখন তিনি ক্রেমলিনে গিয়েছিলেন তখন মার্শাল কেপ্টেন ব্রিয়ানস্কিকে তাকে মস্কো ব্যালে স্কুলে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেখানে ল্যানি সমবেত নর্তকীদের ডালক্রোজ পদ্ধতির নাচ দেখিয়েছিলেন। কর্নেল ওই পদ্ধতির কথা কখনো শুনেননি কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁর দেশের 'কুলটুরা' আছে। যখন কোন সংস্কৃতিবান সভ্য লোক পাইপ টানবেন তখন তাঁকে নাচতে হবে। কর্নেল প্রতিশ্রুতি দিলেন ল্যানিকে অবিলম্বে তিনি যোগাযোগ করবেন, ক্রেমলিনের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তিনি দিন দুয়েকের মধ্যে পারমিট পেয়ে যাবেন।

(২)

পশ্চিম বার্লিনে ফিরে এলেন ল্যানি। মঙ্কের পরামর্শ মতো দক্ষিণে ভ্রমণের জন্যে মোটরও ভাড়া করা হয়ে গেল। ছোট্ট গাড়ী—আমেরিকানরা বলে, "কুপ"। একজন লোক, একটী সুটকেস আর তার খাবার দাবারের পক্ষে গাড়ীখানি যথেষ্ট। গাড়ীখানি অনেক লোককে নিয়ে বহু যায়গায় ঘুরেছে নিশ্চয়।

বার্লিন থেকে ব্যাভারিয়া যেতে হলে সোভিয়েট এলাকা দিয়ে যেতে হয়। এটা একটা চল্‌তি ব্যাপার, মরিসনের পারমিট নেওয়া আছে। অতীতে এ গাড়ী নিয়ে ল্যানি অনেক ঘোরাফেরা করেছেন। স্মৃতিতে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে সে দিনগুলি। শেষ যাত্রাটা খুব আনন্দের ছিল না। গেস্টাপোর তাড়া খেয়ে সেদিন তিনি পালাচ্ছিলেন। তারা তাঁর গুপ্তচরবৃত্তির সন্ধান পেয়ে গেছে তখন। জার্মেনীর গুপ্ত সমিতির লোকেরা তাঁকে নিরাপদ স্থানে পাঠাতে রাজী ছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিছু পথ রাত্রে তাঁকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। এখন আর গেস্টাপো নেই। সে তুলনায় আজকার যাত্রা বিলাসের। ট্যাঙ্ক ভর্তি আছে পেট্রল। পারমিট আছে, প্রয়োজন হলে আমেরিকান এলাকায় যতো খুশী কিন্‌তে পারবেন।

সোভিয়েট প্রহরী তাঁর পারমিট পরীক্ষা করে প্রবেশ করতে দিল তাঁকে তাদের এলাকায়। অপর সীমান্তে তাঁকে বেরিয়ে যেতেও দিল। এবার আমেরিকান প্রহরী খুলে দিল তাদের গেট, ল্যানি প্রবেশ করলেন তাদের অধিকারে। বৃষ্টি পড়ছিল তখন। বার্লিনে তখন ঠাণ্ডা পড়েছে। দক্ষিণে যাওয়া এসময়ে আরামদায়ক। সূর্য উঠেছিল আকাশে। প্রকৃতি উজ্জ্বলতায় হাস্‌ছে। এখানে ওখানে যুদ্ধের ধ্বংসচিহ্ন খুব বেশী নেই। কেবল সহর-

গুলিতেই বোমা ফেলা হয়েছিল, বিশেষভাবে কারখানাগুলিতে। প্যাটনের বাহিনী যখন এখানে এসে পেঁছেছে তখন শত্রুপক্ষ পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।

পথ গেছে রোজেনস্বার্গ হয়ে। বিধ্বস্ত জার্মেনীর মধ্যে সেখানেই শোচনীয় ধ্বংসলীলা চোখে পড়ে বেশী বলবিয়ারিংএর বিরাট কারখানাটি সেখানে ছিল। আমেরিকান বোমারুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সেটি। যুদ্ধের সবচেয়ে বেশী বোমারু বিমান খোয়া গেছেও সেখানেই। সেই ধ্বংসলীলার দিকে তেমন দৃষ্টি নেই ল্যানির। তিনি ডুবে আছেন নিজের অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে। ব্যবসায়ীদের ট্রাক বোঝাই জিনিষপত্রের ওপর ত্রিপলের নীচে শুয়ে থেকে রাত্রে এসে পেঁছলেন তিনি রোজেন্সবার্গে। ট্রাক এসে পেঁছেচে একটি বন্ধ রাস্তার মুখে। নাৎসী সৈনিকেরা ট্রাক থামিয়ে তল্লাসী করছে। ত্রিপলের বাঁধন খুলে তুলে দেখবার ধৈর্য নেই তাদের। তাই বেঁচে গেলেন, আজো বেঁচে আছেন ব্যাড-আর্লিং-এর ছেলে।

ল্যান্ডসাটে এসেই ল্যানি বারচ্টেস্গেডেন গ্রামের দিকে মোড় ফেরালেন। এরই পেছনে উচ্চ পাহাড়টীতে হিটলারের পার্বত্য-নিবাস। সেটা এখন বিধ্বস্ত। ল্যানি সেটা পূর্বেই দেখেছেন। আর তাঁর আগ্রহ নেই। এই উপত্যকারই ওপাশে ওবারসালজবার্গে তাঁর একজন পুরনো বন্ধু বাস করেন। নাম, হিলডে—ফুরষ্টিন ডনারষ্টেইন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা নিশ্চয়ই উচিত। মহিলাটী গেষ্টাপোর কবল থেকে পলায়নে ল্যানিকে সহায়তা করেছিলেন। গুরুতর বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল তাঁকে।

একজন প্রুসিয়ান অভিজাতের বিধবা তিনি। ল্যানির প্রথমা স্ত্রী আর্মা বার্নেসের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। বার্নেস এখন লেডি উইকথর্প। হিলডের জানাশোনা বহুলোক আছেন। ল্যানির সঙ্গে দেখা হলেই তিনি খোঁজ নিতেন তাঁদের খবর কি, কি করছেন তাঁরা, কে কার প্রেমে পড়েছেন। তিনি বহুভাষায় কথা বলতে পারেন, ইংলিশ, জার্মেনী, ফরাসী—তার সঙ্গে মিশে থাকে একটা আন্তর্জাতিক ভঙ্গী। সেটা আন্তর্জাতিক অধিকতর সৌহার্দের যুগের।

তিনি কালো শোকচিহ্ন ধারণ করে আছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে মারা গেছে পোলাণ্ডে। তিনি কৃষক জীবন যাপন করছেন—এটা তাঁরই কথা। তাঁর সঙ্গে আছে একটী পঙ্গু বোন আর যুদ্ধের ফলে অনাথ একটী ভায়ের ছেলে। একটী বয়স্ক চাকরাণী আছে তাঁদের আর একটী কৃষাণ তরুণী আসে দিনের

বেলা কাজ করতে। বাড়ীর তিনটী কক্ষ অধিকার করে আছেন তাঁরা। ঘরের প্রায় সবগুলি জানালায়ই শীতের ভয়ে বোর্ড এঁটে দেওয়া হয়েছে। একটী খালি কক্ষে ল্যানিকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, তাঁরা নিজের হাতে আলু প্রভৃতি যেসব ফসল ফলিয়েছেন, তা' স্তূপীকৃত হয়ে আছে। হিলডে তাঁর হাত দু'খানি মেলে ধরলেন, 'চেয়ে দেখুন'। সেগুলিতে গাঁট পড়েছে, হয়ে উঠেছে হল্‌দে—স্পষ্ট শ্রমের চিহ্ন কর্কশতা। তারপর সহসা হাত দু'খানি জোরে নীচে নামিয়ে বললেন, 'আমার মুখের দিকে চাইবেন না।' ল্যানি ততোক্ষণে তাঁর মুখখানি ভাল করেই দেখে নিয়েছেন। সেখানে অঙ্কিত হয়ে আছে বয়সের আর ক্লান্তি ও অবসাদের রেখা। ল্যানি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন. 'এমুখ বন্ধুত্বের আলোতে জ্বল্‌জ্বল করছে।

ল্যানি, প্রিয়তম! উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন হিল্‌ডে। অতীতে তিনি ল্যানির একটুখানি প্রেমে পড়েছিলেন। এখন জানেন যে, ল্যানি বিবাহিত ব্যক্তি। তাঁর 'শান্তি' কাগজ নিয়মিত সমস্ত বন্ধুবান্ধবদেরই পাঠিয়ে থাকেন। হিল্‌ডে কাগজের নিয়মিত পাঠক। তিনি বলে উঠ্‌লেন, ল্যানি. তুমি কি মারাত্মক রকমের অকপট! তুমি বিশ্বাস কর, এই হতভাগা মহাদেশে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনবে।

তুমি কি মনে কর লোকেরা যুদ্ধের ফলটা এখনো যথেষ্টই ভোগ করেনি?

লোকেরা! হায় কপাল, তারা কবে আবার যুদ্ধ চেয়েছিল? নেতারাই তো যুদ্ধ চায়। সোভিয়েট উন্মাদের দল; হটেনটটেরা তারা। তুমি কি মনে কর তারা কখনো আমাদের শান্তিতে থাক্‌তে দেবে?

অন্ততঃ আমাদের চেষ্টা করতে হবে হিল্‌ডে যে, তারা তাতে রাজী হয়।

তুমি তাদের কাছে পেঁাছতেই পারবে না। যদি তাদের একজনের কাছে তোমার কাগজের একখানা ধরা পড়ে, তা'হলে তাকে নিয়ে তারা গারদে পুরবে। তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে যে অন্যান্য পঞ্চাশ জন এই ষড়যন্ত্রে আছে। ওই পঞ্চাশটি লোক হয়তো তোমার কাগজের নামই জানে না।

ওবারসালজবার্গের স্বাধীনতাহারা লোকদের কাছে 'সোভিয়েট উন্মাদের দল' প্রত্যক্ষ সত্য। আমেরিকা সালজবার্গের যুক্তপ্রদেশটি অধিকার করে আছে। কিন্তু মাত্র কয়েক মাইল দূরেই আবার অষ্ট্রিয়ার একটি অংশ, সে অংশ রাশিয়ার দখলে। তাদের সম্বন্ধে ভয়াবহ সব কাহিনী হিল্‌ডের অন্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু তার মনটা প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায়, কাজেই সে চট্‌ করে

প্রসঙ্গান্তরে এসে গেল ঃ ল্যানি, তোমরা আমেরিকানরা আমাদের নিয়ে কি করবে? তুমি বলেছিলে আমার শেয়ার ও বন্ডগুলি যেন ধরে রাখি। কিন্তু যদি তার লাভ বা সুদ কিছুই না পাই, তাহলে ধরে রাখায় লাভ কি? তোমরা কি আবার আমাদের ব্যবসায়ীদের টাকা করতে দেবে?

ল্যানি তাঁকে ভরসা দিলেন ঃ হিল্ডে, আমি মনে করি সেটাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

ল্যানি হিল্ডেকে নিয়ে গেলেন মোটরের কাছে। গিয়ে তাঁর তালাবন্ধ ট্রাঙ্কটি খুললেন। হিল্ডের প্রথমেই নজরে পড়ল বেশ মোটাসোটা একটা হ্যামের ওপর। আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন হিল্ডে। আশ্চর্য! এটা তুমি কি করে পেলে?

ল্যানি তাকে বললেন, আমেরিকান সরকারী ষ্টোরে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তিনি চকোলেটের পাঁচ পাউণ্ডের একটি বাক্স আর এক ঝুড়ি কমলালেবু বের করলেন। হিটলারের পতনের পর জার্মেনীতে কোথাও এ জিনিষগুলি কিনতে পাওয়া যায় না।

প্রায় কেঁদে উঠল হিল্ডে। তার দু'চোখ জলে ভরে এল। তার কত কিছু ছিল, আর এখন কিছুই নেই। তার বার্লিনের প্রাসাদটি বোমার আঘাতে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে পুড়ে মরেছেন তার মা। পোসরোনিয়ায় উত্তরাধিকারীরূপে সে একটি সম্পত্তি পেয়েছিল, এখন তা' রাশিয়ানদের অধিকারে। তাদের সংজ্ঞা অনুসারে সেটার এখন সমাজতন্ত্রীকরণ হয়ে গেছে। এর অর্থ হল, কৃষকেরা সেখানে খাটছে আর রাশিয়ানরা ভাল ভাল উৎপাদিত সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

(৩)

ভোজের টেবিলে বসে হিলডে নানা আলোচনা করতে লাগল। তাদের সৌভাগ্য যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং তারা বেঁচেও আছে। আসলে কৃষকজীবন এমন মন্দ কিছু ছিল না। কাছে-ভিতে বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তারা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে। তাদের মুখে নানা খবর শুনতে পায় সে। সমগ্র অভিজাত জার্মেনীর সংবাদই শোনা যায়। অভিজাত ফ্যাসনদোরস্ত সমাজে যে লাবু-তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলা পটুতা বলে প্রচলিত তেমনিভাবে কথা বলছিল হিলডে। মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা তোমার কৌতুক সৃষ্টি করে,

কিন্তু তুমি কখনো এতে কিছু মনে কর না। এটাও নিশ্চয়, তা' পরিবর্তন করবারও কোন চেষ্টা নেই তোমার। তুমি তোমার খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ করেছ বন্ধুবান্ধবদের, নিজের খাদ্যের অংশ গ্রহণ করতে। খাবার—আলু, রুটি, চীজ ইত্যাদি। টেবিলে বসে সেই অতীত সমৃদ্ধির দিনের কথা স্মরণ করবে, প্রাঞ্জল ফরাসী ভাষায় প্রচলিত সেই কথাটি উচ্চারণ করবে,—ইতিহাসের সোপানশ্রেণীতে প্রতিধ্বনি উঠছে কাঠের জুতোর ওপরে ওঠার আর শিলপারের নীচে নামার।

ল্যানির এখানে যাত্রাভংগ করার এ একটি কারণ। কিছুদিন আগে, বেশী-দিন নয়, হিলডে তাঁকে সন্ধান দিয়েছিল নাৎসীরা কোথায় চুরি করে আনা শিল্পসম্পদগুলি লুকিয়ে রেখেছে। হিমলারী টাকা সম্পর্কে সে কিছু জানতে পারে না ক? ল্যানি যেন একটি মৎস্যশিকারী, স্রোতজলে ডুব দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে —জানে না কোথায় গিয়ে ভেসে উঠবে: তিনি হিলডেকে বললেন ঃ সেদিন আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। একখানা ইংলিশ পাউন্ড নোট নিয়ে এ অভিজ্ঞতা। সেখানা খরচ করতে গিয়ে দেখি, ওটা জাল।

সেখানা তুমি কি করেছ? প্রশ্ন করলে হিলডে।

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। উত্তর দিলেন ল্যানি।

সেই পুরোন দিনের কৌতুকপূর্ণ চাহনি হিলডের দু'টি চোখে : আঃ, আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?

তুমি সেখানা দিয়ে কি করতে? খরচ করতে পারতে?

আমি সেখানা দিয়ে ট্যাক্স পরিশোধ করতাম। সেখানা হয়তো চলে যেত। যদি অচল হত, তাহলে আমি বিস্মিত হয়ে কিছুই না-জানার ভান করতাম।

না, তোমার নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে।

রাজনৈতিকদের আমি কমই তোয়াক্কা করি।

লোকে বলে চারদিকে এমনি জাল টাকা অনেক ছড়িয়ে আছে : ল্যানির একথায় সেই শিকারীসুলভ অনুসন্ধিৎসা।

হিলডে বলল, একথা আমিও শুনেছি। অবশ্য নাৎসীরা ওগুলি তৈরী করেছিল, তারাই জানে কি করে তৈরী করতো। সম্ভবতঃ আমরা এরকম অনেক টাকাই খরচ করেছি, কিন্তু প্রভেদ কোথায় জানতে পারিনি। নিশ্চয়ই, আমি এখনও বুঝতে পারব না।

ল্যানি সে প্রসংগের এইখানেই ইতি করে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। এবার সুরু করলেন পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কথা। তিনি গ্রাফ স্টুবেনডর্ফের

কথা তুললেন। ভদ্রলোকের হয়তো এমন সব শিল্পসামগ্রী আছে, যেগুলি তিনি বিক্রী করতে চান।

হিলডে উত্তর দিলে, আমি জানি না তার কি আছে। লোকে বলে লোকটি গোপনতা ভালবাসে। টেগারনসীর নিকটে কোথাও সে তার পুরনো একটি ভৃত্য-দম্পতীর সঙ্গে বাস করছে। জানি না, বাড়ীটা তারই কি-না।

আমি শুনেছি আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্ট তাকে নির্দোষ বলে স্থির করেছে। ইচ্ছা করলে সে একটি ভাল চাকরী পেতে পারত।

হিলডে বলল, সে একটি আদিম যুগের জাঙ্কার। সে হয়তো বিজিত হতে চায় না। বিশেষভাবে একটি গণতান্ত্রিক দেশের কাছে সে মাথা নোয়াবে না।

(৪)

প্রভাতে ব্যাভারিয়ান আলপ্সের পাদদেশে মনোরম দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে ল্যানি মোটর চালিয়ে যেতে লাগলেন। আকাশ উজ্জ্বল নীল। ঘন মেঘগুলি মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ল্যানির পথে একখানি মেঘ কিছু তুষার বর্ষণ করে গেল। যেন সাবধান করে গেল তাঁকে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শেষ কর। পাহাড়ের ঢালুক্ষেত্র জুড়ে আছে পাইন বৃক্ষের শ্রেণী। বাতাসে পাইন গাছের গন্ধ। রাস্তাটি এখানে ওখানে একটি স্রোতধারার পাশ বেয়ে এঁকেবেঁকে গেছে।

এই পর্বতের পাদদেশে নানা স্থানে লুকিয়ে আছে বহু ছোট বড় হ্রদ। রাস্তায় পথনির্দেশ করা আছে ভালোভাবেই। যখনই 'টেগারনসি' নামটি লেখা দেখলেন ল্যানি পথের ওপর তখনই তিনি বাঁয়ে মোড় ফিরিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগলেন। স্রোতধারার কলরব এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাতাস তীব্র হয়ে উঠেছে, বাঁকগুলি অধিকতর তীব্র। ভ্রমণকারীর চোখের ওপর গাঢ় নীলবর্ণের একটি হ্রদের পাড়রূপে ছড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ কম্বলের মতো আস্তরণ।

ল্যানি একটি ছোট সরাইখানায় গিয়ে থামলেন। সেখানে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি বলেত পারে জেনারেল গ্রাফ স্টুবেনডর্ফ কোথায় থাকেন? নিশ্চয়ই তারা জানে, তাঁকে জানিয়ে তারা গর্বিতই বোধ করল। তিনি লাঞ্চ খেতে চাইলে, আনন্দের সঙ্গেই তারা পরিবেশন করল। কারণ তারা দেখল যে লোকটি বিজয়ী আমেরিকানদেরই একজন। আমেরিকান মোটর চালিয়েই এসেছেন ভদ্রলোক। এটা আবার প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সে সময়ে কোন

জার্মেনের যদি একখানা বাইসাইকেল অথবা গ্রামাঞ্চলে যদি কারো একখানা গাড়ী আর তা' টানবার জন্যে একটি বুড়ো ঘোড়া থাকে, তাহলে সে সৌভাগ্যবান।

দেশীয় খাদ্যের প্রাচুর্য আছে। কালো রুটি বলা হয় যাকে, তাই দেওয়া হয়েছিল। নামে কালো হলেও সম্পূর্ণটাই গমের তৈরী। এরকম রুটিই ল্যানি চেয়েছিলেন। মাখন, দুধ আর দেশীয় সবুজ শাক্‌সবজী। সংগে একটি ওমলেট। আর কিছুর প্রয়োজন করে না। ল্যানি যখন খাচ্ছিলেন, তখন সরাইয়ের মহিলা পরিবেশনকারিণী তাঁকে বল্‌ছিল হেরচাফ্‌টের কথা—উনি এই অঞ্চলকে মর্যাদা দিয়েছেন। হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত ভাল লোক, একেবারে নিঃসংগ বাস করেন না। বইপত্র আছে পড়াশোনা করেন। দেখাসাক্ষাতের জন্যে যখন তখন লোকজন যাতায়াত করে। এই হ্রদের দেশে আজকাল ব্যবসা ভালই। আগে এখানে লোক আস্‌ত গ্রীষ্মের সময়ে, এখন সারা বছর ধরেই আসে। পাহাড়ের বরফে বাস করাও তাদের ভাল, সহরে ফিরে গেলে সেখানকার ক্ষুদ্র কুঠুরীতে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হবে অথবা এমন বাড়ীতে বাস করতে হবে যে বাড়ীর অর্ধেকখানি বোমায় উড়ে গেছে। মেয়েটি একটি পরিবারের কথা জানে যাদের বাড়ীর সিঁড়িগুলি ভেংগে গেছে, মই বেয়ে তাদের ওপরতলার ঘরে যেতে হত। সত্যি এটা আনন্দের কথা যে, আর বোমা পড়বে না। আমেরিকানরা অত্যন্ত ভদ্রলোক, অমায়িক। এই পাহাড়ের দেশে তারা নাৎসীদের সরকার থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং দেশের লোকই স্বাভাবিকভাবে সব চালাচ্ছে।

(৫)

তাদের নির্দেশ মতোই ল্যানি মোটর চালিয়ে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে পাহাড়ের ঢালুতে একটি ছোট ফার্ম দেখা যায়। তার মাঝেই একটি পাথরে তৈরী ঘর, ল্যানির মনে হল তা'তে চার কি পাঁচখানি কক্ষ আছে। সম্মুখের দরজায় গিয়ে তিনি কড়া নাড়লেন। একটি দীর্ঘকায় ব্যক্তি এসে দোর খুললেন। লোকটির পরিধানে কৃষকদের জ্যাকেট ও ট্রাউজার। দেখ্‌লেই বোঝা যায় অনেককাল পোষাকগুলি ইস্ত্রি করা হয়নি। তাঁর মাথার টুপির নীচ দিয়ে সাদা চুল উঁকি মারছিল। তাঁর কামান লম্বা ও পাতলা মুখে গাঢ় বলিরেখা। বহুকাল এ মুখ দেখেন নি ল্যানি, কিন্তু এ মুখের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

ল্যানি বললেন, নমস্কার গ্রাফ স্টুবেনডর্ফ। জানি না আমাকে আপনার

মনে আছে কিনা। আমি—ল্যানি ব্যাড্।

সেই বৃদ্ধের মুখে হাসির উজ্জ্বলতা ঃ হের ব্যাড্, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ভুলিনি। ভেতরে আসুন।

ল্যানির মন খুশীতে ভরে উঠ্ল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, এখানে এভাবে সম্বর্ধিত হবেন। জার্মানদের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। নুরেনবার্গ মামলায় গোয়েরিংএর বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। বিশালদেহ সেই রাইখ মার্শালের যুদ্ধ অপরাধীরূপে দণ্ড পাওয়ায় তিনি সহায়তা করেছেন।

ল্যানি বললেন, এ অঞ্চলে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনি হয়তো একাকী বোধ করছেন, তাই দেখা করে যেতে এলাম।

বসুন—বলে বৃদ্ধ একখানি আরামদায়ক চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। চেয়ারের সম্মুখে কাঠের আগুনে-জ্বালা একটি লোহার ষ্টোভ। ল্যানি, 'না, না আমি এখানেই বস্ছি' বলে একখানি ছোট চেয়ার নিয়ে গ্রাফের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। চারদিকে একবার চেয়ে নিলেন ল্যানি। ঘরের একটি কোণ পর্দায় ঢাকা, সেখানেই হয়তো ঘুমোবার জায়গা। ঘরের মাঝখানে টেবিল, নিশ্চয়ই এই টেবিলেই খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

একখানা পড়বার টেবিলও ছিল। তার ওপর ছিল অনেকগুলি বই। একখানা বই খোলা পড়ে আছে। গ্রাফ নিজেই বল্লেন, বইখানা কার্লাইলের ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জীবনী। ল্যানি এই বিরাট গ্রন্থখানি পাঠ করেননি এখনও। তবে তার নাম শুনেছেন। একথা অবশ্য ধারণা করতে কষ্ট হয় না, এই পুরানো সৈনিকটি তাঁর দেশের অতীত গৌরবকাহিনীর মধ্যে ডুবে থেকে দিন কাটাচ্ছেন। বইখানা পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রুশিয়ান ওই রাজা ফ্রেডারিক যে কয়টি যুদ্ধ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে তা'তে। যুদ্ধক্ষেত্রে কখন কিভাবে সৈন্যদের সজ্জিত করা হয়েছিল তার চিত্রও সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সামরিক কূটকৌশল হল, নিজের সৈন্যবাহিনীকে এমনভাবে সজ্জিত করা যা'তে প্রতি-দ্বন্দ্বী সরকারের সেনাপতি যে বাহিনীকে সজ্জিত করেছেন, তাদের ধ্বংস করা যায়। পনের মাস পূর্ব পর্যন্ত জেনারেল গ্রাফ ষ্টুবেনডর্ফও একাজই করে আস্ছিলেন। এখন আর তাঁর পক্ষে একাজটি বাস্তবক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়, তাই তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌরবময় কাহিনীগুলির আবৃত্তি করে বসে বসে কল্পনায় শত্রু সংহার করেছেন।

ল্যানি যখন ৩৩ বছর পূর্বে প্রথম ষ্টুবেনডর্ফে আসেন তখন তিনি বালক।

সেখানে তিনি বর্তমান গ্রাফের পিতা বুড়ো গ্রাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সাক্ষাৎ খৃষ্টমাস প্রত্যুষের গতানুগতিক সাক্ষাৎ। সেদিনে গ্রাফ তাঁর ভৃত্য ও অন্যান্য অনুগৃহীতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বক্তৃতা দিতেন। বুড়ো গ্রাফ মারা গেছেন, তাঁর বড় ছেলে হয়েছেন উত্তরাধিকারী। এ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ল্যানির বার্লিনে। তখন তিনি আর্মা বার্ণেসের স্বামী—চিকাগোর লক্ষপতি ব্যবসায়ীর মেয়ে বার্নেস। নিশ্চয়ই এই প্রুশিয়ান অভিজাতকে ল্যানির সামাজিক জনপ্রিয়তার চেয়ে আর্মার বিপুল ঐশ্বর্যের গুজবেই বেশী আকর্ষণ করেছিল। গ্রাফ ব্যাড-দম্পতিকে নিজের অতিথিরূপে গ্রহণ করেছিলেন—এতে করে ষ্টুবেনডর্ফে ল্যানির মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। আগের বার গ্রাফের বিজনেস ম্যানেজারের অতিথি হতে হয়েছিল ল্যানিকে।

সেই অতীত দিনের কথা স্মরণে আনন্দ হয়। আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে বেদনা। গ্রাফের পাঁচতলা বৃহৎ প্রাসাদটি রাশিয়ান কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যেসব শিশুদের গ্রাফ খৃষ্টমাস-প্রত্যুষে উৎসব-আনন্দের মধ্যে আহ্বান করে আনতেন তাদের অনেকেই এখন মৃত—হয় পোলাণ্ড অথবা রাশিয়ার মাটীর সঙ্গে মিশে আছে তারা, সে মাটী চষ্ছে কৃষকেরা। গ্রাফ বললেন, আমার ব্যক্তিগত কোন গুরুতর অভিযোগ নেই। জার্মেন-নেতৃত্বের ওপরতলায় যাঁরা ছিলেন, অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অকর্মন্যতা দেখিয়েছেন তাঁরা। বোকার মতো যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল, তাতেই জার্মেনী পরাস্ত হয়েছে। আপনি জানেন হের ব্যাড্, আমি কখনও ন্যাৎসী ছিলাম না।

সমস্ত জার্মেনীতেই এখন এ ধরণের কথা শোনা যায়। বড় বড় শিল্প-পতিদের যারা নিজেদের কারখানাগুলো আবার অধিকারে আনতে চান তাদের মুখে এই একই কথা। কোন কাফের মালিক ও পরিচালকেরাও একথা বল্বে, এমন কি জুতো বুরুশওয়ালাও বল্বে, না স্যার, আমি নাৎসী ছিলাম না। সারা জার্মেনী চষে বেড়ালেও একজন প্রাক্তন নাৎসী খোঁজে পাওয়া দুষ্কর। অল্প ক'জন যারা আছে, তারা অবসরজীবন যাপন করছে। আঁধার বিয়ারের দোকানের নির্জনতায় তারা সমবেত হয়, মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে "হোর্স্ট ভোসলে"র গান গায়, এবং ষড়যন্ত্র করে যে, আমেরিকানরা চলে গেলে তারা কি করবে।

কিন্তু ল্যানি যতদূর জানেন জেনারেল গ্রাফের কথা সত্যি। তিনি কখনও রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি পুরানো জার্মেন সেনাবিভাগের একজন। তিনি তাঁর নিজস্ব বিভাগের কাজ ভাল করেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং যথাসময়ে

উচ্চপদে আরোহনও করেছিলেন। একটি সৈন্য ডিভিসনের কর্তৃত্বে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। উপরের আদেশ অনুসারেই নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি লড়াই করেছেন. এবং তাঁর সাধ্যমত কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। দু'বার গুরুতর-ভাবে আহত হয়েও তিনি বেঁচে গেছেন। অবশেষে যুদ্ধের ভাগ্য তাকেও ভর করল—দুর্ভাগ্য সেটা। তাঁর সম্পত্তির ওপর দিয়েই ছিল রাশিয়ান সৈন্যের পথ। এখন তিনি আমেরিকান এলাকায় চলে এসেছেন। এখন একজন স্কচের ইংরেজীতে পাঁচ খণ্ডে লেখা প্রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতির জীবনী পাঠ করে শান্তিপূর্ণ বৃদ্ধজীবন যাপন করছেন।

(৬)

ল্যানি কুর্ট মেইসনারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। গ্রাফ কুর্টের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁরই জমিদারীতে তাকে বনভূমিতে একটি ঘর দিয়েছিলেন। যখন কুর্টের পরিবারে লোকজন বেড়েছে তখন ন্যাৎসী দল তাকে নিকটবর্তী স্থানে একটি ষ্টুডিও করবার জন্য টাকা দিয়েছিল। সে লড়াই করতেও গিয়েছিল সেনাদলে যোগ দিয়ে। যুদ্ধে তার বাঁ হাতখানি অকর্মণ্য হয়ে যায়। একজন পিয়ানো শিল্পীর পক্ষে এটা একটা মারাত্মক ক্ষতি। রাশিয়ানরা আসতেই কুর্টের পরিবার পালিয়ে যায়। কুর্ট আমেরিকান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়।

গ্রাফ বললেন, মুক্তিলাভের পর সে লিখে জানাল যে, যদিও এখন স্টুবেনডর্ফ পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত তথাপি সে সেখানেই ফিরে যেতে চায়। কবি গারহার্ট হৌপ্টম্যানকে সেখানে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সুতরাং কুর্টও সে অনুমতি পাবার আশা করে। দেখা যাচ্ছে ওই সব লালেরা আশা করে যে তাদের সভ্য বলে স্বীকার করা হবে—তারা দেখায় সমস্ত প্রকার শিল্পীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে।

ল্যানি উল্লেখ করলেন যে, সম্ভবতঃ তারা কুর্টের সঙ্গে যে হিটলারের বন্ধুত্ব ছিল একথা জানে না। অথবা ফ্যুরারের সম্পর্কটা উপেক্ষা করে তারা সিমফনি ও কনসার্টের কথাই মনে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এখন কি করছেন, কেমন আছেন আপনি জানেন কি?

উত্তর দিলেন গ্রাফ : কিছুকালের মধ্যে তার কাছ থেকে কোন সংবাদ পাইনি। আমার ধারণা, টাকা পয়সার দিক থেকে তার অবস্থা খুব খারাপ।

ইচ্ছা হয় যে তাকে সাহায্য করি, কিন্তু এখন আমার সে ক্ষমতা নেই।

সৌভাগ্যের এই প্রাক্তন বরপুত্রটী স্বভাবতই অমায়িক চরিত্রের। শিশুবয়স থেকেই সামাজিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের শিক্ষা তিনি পেয়ে এসেছেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্দরী ভদ্রমহিলাদের পরিবেশে থেকেই। যখন তিনি উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কথা বলেছেন তখনই লক্ষ্য করেছেন তাদের আনন্দের আভাষ। এখন তাই, লোককে কথাবার্তায় আপ্যায়িত করার বেলায়, তিনি ভালকরেই জানেন, কিভাবে কথা বলতে হবে। ল্যানি এই সামরিক হিরো ও কাউণ্টের কাছে অতীতে স্টুবেনডর্ফে যেসব অতিথিদের সমাবেশ হত, যারা ছিল তাঁর অনুগ্রহভাজন তাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রশ্ন করতে লাগলেন। এতে গ্রাফ তাঁর অতীত ক্ষমতা ও গৌরবের দিনের কথা বলতে পেরে আনন্দিত হলেন। সেসব লোকের কেহ কেহ আর ইহলোকে নেই, বাকিরা পালিয়ে গেছে অথবা তাদের আর কোন সন্ধান নেই। ল্যানি মনে মনে ক'জনের নাম স্মরণে রাখলেন, তারা এখনও পুরানো যায়গায়ই থাকতে পারে।

ল্যানি গ্রাফের কাছে আরো জানতে চাইলেন, তিনি কি এমন কোন জার্মেনকে জানেন যে কোন চিত্রসম্পদের অধিকারী এবং তা আমেরিকানদের কাছে বিক্রী করতে রাজী হবে? বৃদ্ধের উত্তর হল, না। তাঁর যে পিসী হের ব্যাডের কাছে একখানি চিত্র বিক্রয় করেছিলেন তিনি এখন মৃত। তাঁর চিত্রসম্পদগুলির কি হয়েছে তিনি জানেন না। পূর্ব জার্মেনীর লোকদের জীবন নিয়ে পালাতে হয়েছিল, তাই তাদের পক্ষে এরকম ভারী জিনিষপত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ল্যানি বললেন, অনেকক্ষেত্রে ফ্রেমগুলি থেকে ছবিগুলোকে কেটে রোল করে গোপনে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাশিয়ার একজন গ্র্যাণ্ড ডিউক তাঁর এইরূপ সম্পদেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন।

এতোক্ষণে আসল কথাটা উত্থাপন করবার সুযোগ ও সময় এসে গেছে ল্যানির। সেটাই তার মনের ভেতর এতক্ষণ চাপা ছিল। তিনি ইংলিশ পাউণ্ড নোটের কথা তুললেন, তার গল্পটা বললেন। গ্রাফ বললেন যে, সত্যি কথা, এরকম জাল নোট জোর চলছে। ন্যাৎসীরা যে সব দেশ অধিকার করেছিল এবং যে দেশগুলি আক্রমণ করবে বলে আশা করেছিল সেই সব দেশেরই টাকা জাল করেছিল। তারা পাসপোর্ট এবং অন্যান্য দলিলপত্র, রিপোর্ট ও চিঠিপত্রও জাল করেছিল। গ্রাফ স্পষ্টই নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন : আমি এরকম যুদ্ধ-রীতিতে বিশ্বাসী নই।

ল্যানি অপেক্ষা করে রইলেন, যদি গ্রাফ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এপ্রসঙ্গ চালিয়ে যান। কিন্তু তিনি চুপ্ করে গেলেন। তাই আবার চেষ্টা করলেন ল্যানিঃ এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক। এটা জনসাধারণের অর্থ অপহরণ করার নামান্তর। এতে করে ধীরে ধীরে মুদ্রাস্ফীতিও ঘটে।

সত্যি কথা। আমার ধারণা, আপনাদের সরকার এ ব্যাপার বন্ধ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন।

আপনি কি মনে করেন কম্যুনিস্টরা এটা হাতে নেবে?

আমি মনে করতে পারি না যে, তারা করবে না। আমি শুনেছি পূর্ব-জার্মেনীতে তারা গোপনে আমাদের টাকা তৈরী করছে এবং বাজারে তা' ছাড়ছে।

মরিসনও তা ল্যানিকে জানিয়েছেন। ল্যানির আগ্রহ হল জান্‌তে যে গ্রাফ কি সূত্রে এ সংবাদটা পেলেন। প্রশ্ন করলেন : আমি শুনেছি, বার্লিনে দস্তুরমতো একটা কালোবাজার আছে, সেখানে অল্পদামে নানারকম জাল টাকা কিন্‌তে পারা যায়!

গ্রাফ উত্তর দিলেন : আমি অবিশ্বাস করি না। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাদের সরকারের কর্তব্য হবে সবচেয়ে বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করা।

এইখানেই এ প্রসঙ্গে ছেদ পড়ল। ল্যানির পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এই বৃদ্ধ অভিজাত আমেরিকানদের সন্দেহ করতে আরম্ভ করবেন।

(৭)

গ্রাফ যখন আবার কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেন, তখন তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন আমেরিকানরা যেভাবে সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন—বললেন : স্ট্যালিন তো তা' করছেন না। আপনাদের তাঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

ল্যানি উত্তর দিলেন : আমার মনে হয়, এটাই গণতন্ত্রের নীতি। আমাদের লোকেরা যুদ্ধ পছন্দ করে না। তারা এ চিন্তার হাত থেকেও নিষ্কৃতি পেতে চায়। মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠিত, ছেলেরা উৎকণ্ঠিত মায়েদের অথবা তাদের ভালবাসার পাত্রীদের জন্যে।

স্ট্যালিন যদি হঠাৎ একদিন সংকল্প করে বসেন জার্মেনীর বাকিটা তিনি অধিকার করে নেবেন, তাহলে আপনারা কি করবেন?

সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক জানি না। অবস্থা তেমন দাঁড়ালে আমরা আবার প্রস্তুত হব। হিটলার ও হিরোহিতোর বেলাও আমরা পরেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। অবশ্য, আপাততঃ আমরা এটমবোমার ওপরও ভরসা করছি।

বেশীদিন ওটার ওপর ভরসা করে থাকবেন না। নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনও তা' তৈরী করবেন। নিঃসন্দেহ আপনারা জানেন, আমাদের কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এখন তাঁর অধিকারে।

এটা বড় গোলমেলে সমস্যা জেনারেল গ্রাফ। বিশেষতঃ আমার পক্ষে। আমি বিশ্বশান্তির জন্যে রেডিও প্রোগ্রাম পরিচালনা করছি। রোজই যেন আমার আশা কমে আস্‌ছে।

নিজেদের বাইবেলখানি নিয়ে যদি হের ব্যাড, আপনি বৃদ্ধ জেরেমিয়া কি বলেছিলেন পাঠ করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, তিনি বলেছেন, "যখন শান্তি নেই কোথাও তখন বলা হচ্ছে শান্তি, শান্তি"। হয়তো এমন দিন আস্‌ছে, যেদিন আপনি সেই প্রাচীন ভবিষদ্বক্তার বাণী উচ্চারণ করবেন : "তারপর আমি বললাম, হে বিধাতা! নিশ্চয়ই তুমি এই লোকদের ও জেরুজালেমকে প্রতারণা করেছিলে এই বলে যে, তোমরা শান্তি লাভ করবে। শান্তির পরিবর্তে তরবারীর আঘাত আত্মা পর্যন্ত গিয়ে পেঁাছেছে।"

পরবর্তীকালে যখন ল্যানি এসম্পর্কে চিন্তা করেন, তিনি বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন যে, হিটলারের সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি ইহুদীদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বাণী আওড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি একথা বললেন না, বরঞ্চ তিনি মন্তব্য করলেন, আমাদের একটী সরকারী ষ্টোরে জিনিষপত্র কেনার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। দেশের খাবার দাবার সাধারণতঃ গতানুগতিক হয়ে পড়ে—আমি আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত কোন ভাল জিনিষের কথা চিন্তা করেছিলাম। আমি একঝুড়ি কমলা আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।

না, না, এটা করতে আমি আপনাকে দেব না। আত্মগৌরবে গর্বিত অভিজাত কাউন্ট বলে উঠলেন : এটা বাস্তবিকই—

মনে করে দেখুন জেনারেল গ্রাফ, সেই পুরানো সুখের দিনে আপনার আতিথেয়তা আমি কতো ভোগ করেছি। মনে করে দেখুন কতোকিছু খাইয়েছেন আমাকে। আমার নিশ্চয়ই কিছুটা পরিশোধ করার অধিকার আছে?

ভাল কথা, আপনি যখন এভাবে কথাটা নিয়েছেন হের ব্যাড্‌—

আমাকে আপনার ওভারকোটটা পরিয়ে দিতে দিন, তারপর অনুগ্রহ করে

আসুন আমার সঙ্গে, আমার মোটরের ভাঁড়ারে কি আছে দেখবেন চলুন।

বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে। ল্যানি তাঁর ছোট্ট মোটরখানার ট্রাঙ্ক খুললেন। একহাতে তুলে ধরলেন একঝুড়ি কমলা, অন্যহাতে একটী হ্যাম। কাউণ্ট বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, এ দুষ্প্রাপ্য বস্তু পেলেন কোথায়? যাহোক তিনি আবার প্রতিবাদ করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু ল্যানির সঙ্গে পারবার উপায় নেই। ল্যানি নিয়ে গেলেন বাড়ীতে হ্যাম আর গ্রাফ নিজে কমলার ঝুড়ি। তারা দুজনে করমর্দন করলেন। ল্যানি প্রতি সপ্তাহে তাঁকে তাঁর শান্তি পত্রিকা পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর—'কুপে'র ইঞ্জিনটী আবার সচল হয়ে উঠ্‌ল। ছোট কালো বাক্সটী পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে লাগল—তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

(৮)

নুরেনবার্গের রাস্তাগুলো ভাল। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর দ্রুত-গতিতে ছুটে চলল ল্যানির মোটর। দু'বছর আগের সেই স্মরণীয় সপ্তাহটীর পর আর এমিল মেইসনারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। সে সময়ে ল্যানি এই উচ্চপদস্থ জার্মেন কর্মচারীকে মেটজ্‌ দুর্গটী অধিকারে হিটলারকে ত্যাগ করে প্যাটনের সৈন্যদলকে অন্ধিসন্ধি বাৎলে দিতে সম্মত করিয়েছিলেন। তারপর থেকে এমিলের খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, এটা অনুমান করা যায়। সে একটী বিশ্বাসঘাতক। এরকম লোককে কেউ ভালবাসে না। যাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা তো নয়ই, যাদের সাহায্য করেছে তারাও নয়। এমিল আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন পদপ্রার্থী হতে পারতো। তার এ প্রার্থনা নামঞ্জুর করা সহজ ছিল না। কিন্তু সে তা করেনি, নীরবেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। অসামরিক একটী কাজে নিয়োজিত হয়ে সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে থাকে। বোর্ডিং হাউসে থাকে সে, নিজের চিন্তাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে।

বড়দিনে ষ্টুবেনডর্ফে যখন বাড়ী এসেছিল তখনই ল্যানির সঙ্গে মেইসনারের প্রথম দেখা হয়। দীর্ঘাকৃতি, তরুণ একজন ক্যাডেট সে। এমিল কঠোর শ্রম ও বিশ্বস্ততায় নিজের উন্নত কর্মজীবন গড়ে তুলেছিল। প্রথমে সে সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যায়, তারপর আমেরিকানদের সঙ্গেও লড়েছে। প্যাটনের বাহিনী যখন বিপুলে বিক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন এমিল বন্দী হয়। ল্যানি

ব্যাড তাকে জান্তেন্ তাই তাঁকে এমিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠান হয়। ল্যানিকে তাকে একথা বুঝাতে হয়নি যে, তাদের ফুরার একটী বর্বর ও উন্মাদ—কারণ তখন এটা তার নিজেরই ধারণা হয়ে গেছে। ল্যানি কেবলমাত্র একথাই বুঝতে চেষ্টা করেন যে, একটীমাত্র পথেই যুদ্ধ শেষ হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হবে ততই অধিক লোকের জীবন রক্ষা পাবে। আমেরিকানরা বাঁচবে, জার্মেনরা বাঁচবে। এমিল স্বীকার করে নিয়েছিল তাঁর যুক্তি। সে আমেরিকান সামরিক কর্মচারীদের এক বৈঠকে বসে, জার্মেনীর সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ সম্পর্কে তার সমস্ত গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করেছিল। তারপর ছুটিতে তাকে বন্দী শিবির থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত জানেন ল্যানি।

আবার সব জানলেন ল্যানি, সত্বরই। ওপরের তলার একটী ঘরে থাকে এমিল। ঠাণ্ডা সেঘর, গরম করবার কোন ব্যবস্থা নেই। সকালে স্কুলে চলে যায়, ছেলেদের ক্লাশে পড়ায়। ক্লাশ শেষ হলে হেঁটে বাড়ীতে ফিরে আসে। অপরাহ্নটা কাটে ছেলেদের খাতাপত্র দেখে। সে একাকী। যুদ্ধে মারা গেছে তার স্ত্রী। ছেলেরা বাবা কি করেছেন সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। নিজের কথা নিয়ে সে কারো সঙ্গে কোন কথাই বলে না। নিজেকে রাখে সর্বদা নির্লিপ্ত ও স্তব্ধ। কবি হোরেসের একটী কবিতা মনে পড়ে যায় ল্যানির : মানুষটী তার মতকে মনে করে ন্যায়সঙ্গত, তাতে থাকে সে দৃঢ়। নিষ্ঠুর অত্যাচারীর নির্মমতা কিম্বা জনতার চীৎকারেও সে থাকে নির্বিকার। যদি গোটা পৃথিবীটা তার চারপাশে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তথাপি সে বিচলিত হবে না।

এমিলকে মোটরে নিয়ে ল্যানি সহরের দিকে এগিয়ে চললেন। এখানে একদা ল্যানি ন্যাৎসীদের একটী সভায় উপস্থিত ছিলেন। নাম ছিল অনুষ্ঠানের 'পার্টিদিবস' কিন্তু সভা চলেছিল এক সপ্তাহব্যাপী। প্রায় দশলক্ষ উন্মাদ চীৎকার-কারী লোক সহরে এসে জমায়েত হয়েছিল ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে। উপকণ্ঠে তাদের জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা চারদিকে মার্চ করে বেড়াত, গান গাইত, চীৎকার করত। একটী খোলা মাঠে বসত সভা, শত শত মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়ে তাদের দলের নেতাদের বক্তৃতা শুনত। সেই সহর। শেষবার যখন ল্যানি আসেন, পুরানো সহরাংশটী গোলা ও বোমার আঘাতে ধূলিতে ইট্-পাটকেলে পরিণত হয়েছে। এই সহরেই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছিল আন্তর্জাতিক আদালতে। বহির্বিশ্বে নুরেনবার্গ এই কারণেই বিখ্যাত হয়ে থাক্‌বে চিরকাল।

একটী কাফে ছিল ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে। ল্যানি তাঁর পুরনো বন্ধুকে সেখানে নিয়ে ভাল করে খাওয়ালেন। খাওয়ার টেবিলে বসে তিনি তাঁর আসার উদ্দেশ্যও বর্ণনা করলেন। তিনি এখানে এসেছেন শিল্পসম্পদের সন্ধানে। তিনি মোটরে একবার স্টুবেনডর্ফ যাবেন। সম্ভবতঃ কুর্টের সঙ্গেও দেখা করবেন। যদি তার সঙ্গে মনোমালিন্যটা দূর করা যায়। তাঁরা দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কুর্টের তিক্ততা তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। কুর্টের ভাই এমিলের এসম্পর্কে অভিমত কি?

এমিলের অভিমত হল : তার পক্ষে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। দুবছর যাবত কুর্টের কোন সংবাদই সে পায়নি। সে জানে না যুদ্ধ বন্দীশিবির থেকে কবে কুর্ট মুক্তি পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে শুধু স্টুবেনডর্ফে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জান্‌তে পারে সে। ল্যানির সঙ্গে মনোমালিন্যের ব্যাপারে সম্ভবতঃ মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর মনের তিক্ততা কিছুটা কমে থাকবে। কুর্ট তাঁর দেহমন স্বর্বস্ব হিটলারের অভিযানে সমর্পণ করেছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। ল্যানি ব্যাড এই ব্যর্থতার সহায়তার জন্যে দায়ী। সম্ভবতঃ কুর্ট সেটাকে ক্ষমা করতে পারেন না।

ল্যানি বললেন : আমি ভাবছি, তিনি হয়তো পোলদের পছন্দ করেন না। এতদিনে হয়তো তাঁর এ ধারণা হয়েছে যে পোলদের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক একশ্রেণীর লোক আজ স্টুবেনডর্ফ অধিকার করে আছে। একটী কম্যুনিস্ট দেশে কিভাবে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলবেন? তাদের সত্যিকার ভাল জার্মেনরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু কম্যুনিস্টরা তাদের শিক্ষা দেবে বাবার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদের কাছে রিপোর্ট দিতে। কি করে তিনি তা রোধ করবেন?

আমি জানি না, এমিল উত্তর দিল : তাঁর পক্ষে এটা সহজ হবে না—যাই তিনি করুন না, যাই তাঁর বিশ্বাস হোক না কেন। আমি জান্‌তে পেরেছি তাঁর বড় ছেলে ফ্রিট্‌জ্ ন্যাৎসীদের প্রবল বিরোধী হয়ে উঠেছে। সে পূর্ব বার্লিনে 'ওবারচুলে'র একজন। সেখানে আমার এক বন্ধু মাষ্টারী করেন। কুর্ট তাঁর ছেলেমেয়েদের মনকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে কঠোরভাবে চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু চারদিকের পরিবেশ মারাত্মকভাবে তাঁর প্রতিকূল। আমি যতদূর জানি, তিনি নিজেই কম্যুনিস্ট হয়ে যেতে পারেন—অবশ্য কেবলমাত্র আমেরিকানদের

শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই। হাজার হাজার ন্যাৎসী এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওই দলে ভিড়েছে।

ভগবান রক্ষা করুন, বলে উঠলেন ল্যানি : কুর্টের সম্পর্কে একথা আমার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

এমিল মেইসনার মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, আমরা যা কল্পনা করতে পারি না এমন অনেক ব্যাপার এই পুরানো ইউরোপে ঘটেছে, ভয় হচ্ছে আরো অনেক-কিছুই ঘটবে। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।

এমিলের বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে মাত্র। এই বয়সেই তার মুখে বার্ধক্যের ছাপ, বিষাদগম্ভীর অভিব্যক্তি। যৌবনে তার চুলের রঙ ছিল খড়ের মতো হল্‌দে, এখন তা ধূসর। প্রুশিয়ান ধরনে চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। মনে হয় নিজের হাতেই ছেঁটেছেন। একটী কালো স্যুট তার পরিধানে। হয়তো বিশ বছর আগে তার বাবার অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এটা কেনা হয়েছিল। স্যুটটী সযত্নে ব্রাস করা, কিন্তু কোটের ও ট্রাউজারের দু'টী যায়গায় রঙ চটে সবুজ হয়ে গেছে। এই ১৯৪৬ সালে অল্প জার্মেনই আছেন যারা ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে পারেন।

ল্যানি এবার 'হিমলারী টাকার' কথা তুললেন।

এমিল বল্‌ল, এতো সত্যিই। এই নুরেনবার্গেই তার একটা কালোবাজার আছে। আমার ছাত্রেরা আমাকে এসম্বন্ধে বলেছে। তাদের কাছে এসে বলা হয়েছে ওই টাকাগুলি চালাতে সাহায্য করতে। যেসব জার্মেন ছেলেরা পড়তে চায় কিন্তু উপযুক্ত খাবার-দাবার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, তাদের কাছে এটা একটা মস্ত প্রলোভন।

ল্যানি বললেন, আমেরিকা সরকারের দপ্তরে তাঁর একজন বন্ধু আছেন, তিনি তরুণদের এভাবে বিপথে নিয়ে যাবার যারা প্রলোভন দেখায় তাদের আবিষ্কার করতে চান। এমিল কি এমন দৃঢ় চরিত্রের একটী তরুণকে জানেন যে নির্ভীক চিত্তে ওই সব দুষ্টলোকদেব সনাক্ত করে তাদের শাস্তি দিতে সহায়তা করবে? এটা ছাত্রদের পক্ষে খাদ্যসংগ্রহের সম্মানজনক পন্থা হবে।

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কিছু সময় নীরবে চিন্তা করলে, তারপর জানালে, এরকম দুটি ছেলের নাম তিনি দেবেন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই ল্যানি এখানে আসেননি, কিন্তু যদি এমনি দু'টি লোক মিলেই যায় তো মন্দ কি? বড়দিনের ছুটি আসছে। ওদের পক্ষে ষ্টুবেনডর্ফে যাওয়া অসম্ভব হবে না। এমনও

হতে পারে যে, জালটাকা যারা চালায় তারাই ওদের সেখানে পাঠাবে।

জার্মেনীর নূতন যুগের মানুষদের সম্পর্কে এমিলের অভিমত ল্যানির কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছে। বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি? তাদের প্রত্যেকেই অবশ্য খণ্ডিত পিতৃভূমি—আবার এক হয়ে যাবে এটা দৃঢ় চিত্তে কামনা করে। কিন্তু তার পথ কি? পূর্ব কি পশ্চিমের সঙ্গে মিলবে না পশ্চিম পূর্বের সঙ্গে। এককালের সেনাপতি বর্তমানের শিক্ষক এমিলের অভিমত হল. তারা বিভ্রান্ত ও বিভক্ত। কম্যুনিষ্টদের ব্যবহার হুনদের মতো কিন্তু তাদের প্রচারকার্য অত্যন্ত বিচক্ষণ, তারা প্রচারে অক্লান্ত।

বুঝিয়ে বললে এমিল ঃ আপনি বুঝতে পারবেন প্রায় বার বছর যাবত জার্মেনীর লোক পশ্চিমী জগৎ সম্পর্কে সত্য কথা প্রায়ই শুনতেই পায়নি। একালের যাদের আমি পড়াচ্ছি তারা একটি মুক্ত সমাজে কিভাবে বাস করতে হয়, তাই জানে না। জানে না সে জগতে সমস্ত সত্য তথ্য প্রকাশ পায়, সকলেরই নিজস্ব যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবার সুযোগ দেওয়া হয়। তারা অল্পই জানে, দু'পক্ষের কথা শোনার অর্থ কি। তারা শিখে এসেছে এটা তার বিরোধী। তারা এটাই শিখেছে, যা' তাদের বলা হয় তাই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। ইংরেজ ও আমেরিকানদের পক্ষে বলবার যথেষ্ট আছে কিন্তু কম্যুনিষ্টরা নিজেদের কথা উপস্থিত করতে অধিক পারদর্শী। তারা অক্লান্ত প্রচারকারী, তাদের একমাত্র কাজই হল নিজেদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া। আমেরিকানদের এসব সম্পর্কে কোন উদ্যোগই নেই বলে মনে হয়।

ল্যানি বললেন, এটা আমাদের ঐতিহ্যবিরোধী যে সরকার প্রচারকার্য চালাবেন, এমন কি সংবাদ পরিবেশন করবেন। আমরা এটা ধরে নিয়েছি যে, বে-সরকারী মহলেরই সেটা কর্তব্য।

আপনারা যদি চান যে পূর্বজার্মেনী পুরোপুরি লাল হয়ে যাবে না, তাহলে নীতি পরিবর্তন করতে হবে। মনে হচ্ছে যেন কিছুটা কাজ আরম্ভ হয়েছে। শুনেছি একটি ছোট্ট রেডিও ষ্টেশন খোলা হয়েছে। সেটাকে নাকি বলা হয় ডি. আই. এ. এস। এটাই তো নাম?

আমিও শুনেছি। এটা তারের বেতার—টেলিফোঁ লাইনে চলে। ওটা সৈনিকদের ট্রাকের ওপরে বসান হয়েছে। নামটা আর. আই. এ. এস।

সেটা দ্বারা পূর্বজার্মানীতে বার্তা পাঠান হয়। এখানেও আমরা তা' শুনতে পাই। লোক যেভাবে আগ্রহের সঙ্গে তা' শোনে তা আপনি ধারণা

করতে পারবেন না। তারা আমেরিকান বই এমন কি কোন ম্যাগাজিনও কিন্‌তে পারে না। তাই একটি ছোট্ট রেডিও সেট তাদের পক্ষে যথেষ্ট, তারা সত্য তথ্য জান্‌তে পারে। পৃথিবীর মধ্যে আজ এটাই তাদের কাছে বড় কাম্য। কি কি ঘট্‌ছে চারদিকে তা' তারা জান্‌তে চায়।

তাঁরা আবার কিছুক্ষণ কুর্ট সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ল্যানি কি তাঁকে বাগাতে পারবেন? এমিল বললে, তাঁর ভাইকে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে মনের সঙ্গে যে, মুক্ত জগতের না কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেবেন। পুরনো প্রবাদ আছে, 'দুই চরমে মিলন হয়'। আজকার দিনের চেয়ে একথা কখনো বেশী সত্য ছিল না। বৃটিশ ও আমেরিকানদের কুর্ট ঘৃণা করেন। লালেরাও তাই করে। কাজেই দু'পক্ষের মিলন ঘটেছে। এখানে তরুণদের মধ্যেও আমরা তাই দেখ্‌ছি।

কিন্তু এমিল, কুর্টের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, পরিণতবুদ্ধি তিনি। নিশ্চয়ই তিনি এটা দেখতে পারেন যে, কম্যুনিষ্টরা মুখে যা' বলে কাজে তা' করে না?

খৃষ্টানদের অনেকেও তাই করে, তাই বলে লোকদের স্বধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করে। কুর্টের বাড়ী পোলাণ্ডে। তিনি সেখানে বাস করবেন অথচ কম্যুনিষ্টদের ঘৃণা করবেন এ চলতে পারে না। অপরপক্ষে তিনি যদি তাদের দলভুক্ত হন অথবা তেমনি ভাঁওতা দেন তাতে তিনি নিঃসন্দেহ আবার সম্মান ও খ্যাতি লাভ করবেন। তারা তাঁকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে। সেখানে একজন বিশিষ্ট শিল্পীরূপে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবে। জার্মানদের কাছে তাঁর প্রচার-মূল্য অনেকখানি। যখনই কোন সংবাদপত্র হাতে পাই তখনই আমি অস্বস্তি বোধ করি—ভয় হয়, এই বুঝি এমনি একটি সংবাদের সাক্ষাৎ পাব।

ল্যানি প্রতিশ্রুত হলেন এমন দুর্দিন ঘটতে না দিতেই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এবং এমিলকে জানাবেন কতটুকু তিনি সফল হয়েছেন। এমিলকে ল্যানি তাঁর সঙ্গের অবশিষ্ট খাদ্যবস্তুগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। ভোরবেলা আবার ফিরে চললেন বার্লিনে। সেখানে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে প্রস্তুত হবেন অধিকতর কঠোর কর্তব্য সাধনে আবার যাত্রা করবার জন্যে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজের ফাঁদেই ধরা দিল

(১)

মার্শাল সকলোভস্কির হেড কোয়ার্টার। সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ল্যানি ব্যাড। তাঁর পারমিট সম্ভবতঃ প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটি রসিদে তিন জায়গায় তাঁকে দস্তখত করতে হল।

বার্লিনের পশ্চিমাংশে ফিরে এসে ল্যানি আর এক দফা খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিলেন। এবার তাঁর নিজের জন্যেই হয়তো প্রয়োজন হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পোলাণ্ডের এখন কি অবস্থা কে বলতে পারে? সেখান থেকে তিনি গেলেন পোলিশ কনসালের অফিসে। বলা হয় যে, পশ্চিম বার্লিনে ওটা আছে শুধু গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে। দেখা হল বয়স্ক একজন কর্মচারীর সঙ্গে। পোষাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত জীর্ণ, চেহারা দেখলে মনে হয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তা' ভেঙে পড়েছে। কর্মচারীরা ল্যানির দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ল্যানি পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন, তা' থেকে একটা দিলেন লোকটির হাতে। তারপর যেন ভুলে গেলেন কাউণ্টার থেকে বাকি প্যাকেটটি তুলে নিতে। পোলরা আত্মম্ভরী অভিজাত্যগর্বী।

ল্যানি বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে বললেন, তিনি একজন আমেরিকান শিল্পবিশেষজ্ঞ। তিনি পোলাণ্ডে যেতে চান। সেখানে কয়েকখানি চিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চান। জার্মেনীতে সেগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল, তারপর আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি স্টুবেনডর্ফ সহরে ঘুরবার জন্যে একখানা ভিসা চান। স্টুবেনডর্ফের বর্তমান নাম হয়েছে ষ্টিয়েলস্ক্জ্। ভিসা সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার চুকে যাবার পর ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, পোলাণ্ডের টাকা পাবার এখানে কি ভাল ব্যবস্থা আছে? কর্মচারীটি তাঁকে নিকটবর্তী কালোবাজারের সন্ধান দিল। ল্যানি আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন তাকে এবং অন্যমনস্কতার ভান করে একটি বড়ো সাইজের চকোলেট বার সেখানে সিগারেটের পাশে ফেলে রেখে এলেন।

কালোবাজারে পোলাণ্ডের জ্লোটি চাইলেন ল্যানি। দাম শুনে অত্যন্ত বেশী বলে তিনি বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তার ফলে দশ পার্সেণ্ট কমেই

রফা হল। তিনি তাঁর সব টাকাই ভাঙ্গালেন না। তিনি জানেন যে-কোন রকমের কেনাকাটায়ই আমেরিকান ডলার চালান যাবে। সেটা বে-আইনী সত্য, কিন্তু তা'তেই তার মূল্য বেশী।

নিজের সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ল্যানি গেলেন মঙ্কদের বাড়ীতে। সেখানে ভোজের টেবিলে তাঁরা সমবেত হলেন। তিনি রাত্রিবেলা মোটরে পথ চলতে চান না। সোজা তিনি স্টুবেনডর্ফে চলে যাবেন। মনে মনে জায়গাটিকে স্টুবেনডর্ফই বলেন, সেখানকার পোলিশ অধিকার এবং স্থানটির নাম পরিবর্তন তিনি মেনে নিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। ল্যানি মঙ্কের সঙ্গে সেই দুইজন জার্মেন সেনাপতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। দু'জনই ভুল পথে চলেছিলেন, একজন একেবারে পথের শেষে পৌঁছে পথটি ছেড়ে দিয়ে নিজের কোন সৌভাগ্য অর্জন না করলেও নিজের মনে এবং বিবেকে কিছুটা সান্ত্বনালাভ করছেন। কুর্ট মেইসনারের মনস্তত্ব নিয়ে তাঁরা দু'জনে আলোচনা করলেন। মঙ্কের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি কোন কালেই, তবে দীর্ঘকাল যাবতই তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শুনে এসেছেন। মঙ্কের মন্তব্য হল ঃ কুর্টের হৃদয়মন জয়ের অভিযান মূলতঃ প্রায় মধ্য ইউরোপের কোটি কোটি লোকের হৃদয়মন জয়ের সংগ্রামের সমতুল্য।

(২)

যুদ্ধোত্তর কালের চুক্তিতে বার্লিনের চারটি অধিকৃত অঞ্চলেই অবাধ চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। হাজার হাজার কর্মী পশ্চিমাঞ্চলে থাকে, কাজ করতে যায় পূর্বাঞ্চলে। তেমনি পূর্বাঞ্চলের কর্মীরা যায় পশ্চিমে। তারা ভূগর্ভস্থ রেলে যাতায়াত করে, কেহ বা সাইকেলে, কেহ কেহ হেঁটে। যখন বার্লিন ছেড়ে কেহ আসল সোভিয়েট এলাকায় প্রবেশ করে তখন তাকে নানা প্রশ্নের ও তল্লাসীর সম্মুখে পড়তে হয়। ল্যানির জ্বলজ্যান্ত পারমিট আছে। তদুপরি তাঁর সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারও কম সম্পদ নয়। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে ভ্রমনকালে সেদেশের অনেকগুলি কথাবার্তাও আয়ত্ত করে এসেছেন।

তাঁর যাত্রাপথটি সোজা পূর্বে নূতন পোলিশ সীমান্তের দিকে। সেটা ফ্র্যাঙ্কফার্ট-এন-ডার-ওডারে। সেটা জার্মেনীর গড়ে তোলা রাস্তা, যুদ্ধকালের অবিরাম যানবাহন চলাচলে ক্ষতবিক্ষত। নারী শ্রমিকেরা মেরামত করছে। চারদিকে যা'কিছু দেখা যায় সবকিছুই রুশগোলার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত। রুশ কামানবাহিনী পৃথিবী বিখ্যাত, শক্তিধর—স্ট্যালিন বলতেন, 'কামানই হচ্ছে যুদ্ধের

দেবতা'। ধ্বংসস্তূপের মাঝে যে গুহা তৈরী করা হয়েছে তাতেই বাস করে কৃষকেরা। অল্প কিছু সংখ্যক ঘোড়াই অবশিষ্ট আছে। যাদের লাঙল আছে তারা নিজেদের পরিবারের লোক দিয়েই তা' টানাচ্ছে অথবা কোদাল দিয়ে মাটী কুপিয়ে তা'তে শস্য বুনছে। এমনি করে প্রয়োজনীয় ফসল ফলিয়ে নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা এই জমিকে বার বার তৈরী করছে, পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের যে ভয়াবহ রূপ তারা দেখ্‌ছে, তা'তে মনে হয় মানুষের সহনশীলতা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে। শান্তিপ্রিয় আমেরিকানদের অন্ততঃ এই ধারণা।

পোলিশ সীমান্তে ল্যানি তাঁর প্যাসপোর্ট ও ভিসা দেখালেন। উপহার দিলেন সঙ্গের সিগারেট আর স্বভাবসুন্দর হাসি। এবারও তাঁকে কোন হাঙ্গামা পোহাতে হল না। তিনি ওডার নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে দক্ষিণ পূর্বদিকে মোটর চালালেন। সম্মুখে তাঁর গোলাবিধ্বস্থ ব্রেস্‌লো সহর, প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। ব্রেসলোর আবার সেই পুরানো পোলিশ নারকরণ হয়েছে রোক্‌লো। এই সমতল ভূমিখণ্ডের ওপর দিয়ে তখন একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। এটা বৃষ্টিপাতের সময়। ল্যানির গরম ওভার কোট গায়ে, এ যাত্রায় তা' গা থেকে খোলা সম্ভব হচ্ছে না। ল্যানি এই উৎসন্ন জনপদের চারদিক ভাল করে দেখছিলেন। ছিন্ন পোষাক পরিহিত দুর্দশাগ্রস্থ লোকজন রাস্তা দিয়ে চল্‌ছে। অধিকাংশই চল্‌ছে পশ্চিমের দিকে। তাঁর হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়ে উঠল। তিনি শান্তির জন্য অধিকতর উন্মাদনা অনুভব করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু যেন নিরাশ হয়ে পড়েছেন শান্তি সম্পর্কে।

কুর্ট মেইসনার সমস্যা নিয়ে চিন্তার অবসরে পেট্রলের চিন্তা করছিলেন তিনি—কোথায় আরো পেট্রল পাওয়া যায়। মরিসন তাঁকে বলেছেন তাঁকে শিকারের সন্ধানে বহুদূর পথ ভ্রমণ করতে হবে। কাজেই মোটরের ট্যাঙ্কটী অর্ধেকের বেশী কখনও খালি রাখা চল্‌বে না। চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে পেট্রল, দাম হবে বেশী। কিন্তু চাচা শ্যামের এ অভিযান, অর্থের অভাব হবে না চাচা শামের—ইউরোপে ছড়াবার। প্রথমে শত্রুকে বিনাসর্তে আত্মসমর্থন করবার সর্ত স্থির করা হয়েছিল। তারপর দেখা গেল এতে করে শত্রু ঘাড়ে চড়ে বসেছে। অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। তোমার ঘাড়ে চেপে থেকে সে তোমাকেই সর্বদা ঘৃণা করবে। কিন্তু উপায়ান্তর নেই, তা' না করলে সে কম্যুনিস্টদলে ভিড়ে পড়বে।

ব্রেস্‌লো একটী বড় সহর। স্টুবেনডর্ফে যেতে হলে একটী শাখা লাইন ধরে যেতে হবে। তার অধিকাংশই এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার পেছনেই খনি অঞ্চল। খনিগুলি ধ্বংস ও স্তব্ধ অকর্ম্মন্য হয়ে পড়েছে এখন। উচ্চ-ভূমিতে আরোহণ করে তিনি মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখতে পেলেন। একদা ওই প্রাসাদটী ছিল প্রত্নতাত্ত্বিকদের সুপরিচিত। পাষাণ দিয়ে গড়া বিরাট স্কলোস্ ষ্টুবেনডর্ফ। গর্ব ও আনন্দের বস্তু ছিল ওটা। এখন সেখানে দেখা যায় শুধু বিরাট প্রস্তর-স্তূপ। চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম এই আড়ম্বর, সৌন্দর্য ও রহস্যে ঘেরা স্থানটীতে গিয়েছিলেন ল্যানি। খৃস্টমাসের সময় তখন। ওর উচ্চ ছাদ ও আকাশচুম্বী চূড়া বরফে ঢেকে গেছে। তিনি প্রভাতের নূতন উজ্জ্বলতায় তাকে দেখেছেন, দেখেছেন অস্তগামী সূর্যের আলোতে। সেখানে তিনি নানা বিচিত্র খাদ্য আহার করেছেন। আনন্দ ও ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিয়েছেন। সেখানে শিষ্টাচার, সৌজন্য ও স্নেহভালবাসা পেয়েছেন প্রচুর। এখন তিনটী লোক শাবল ও লোহার ডাণ্ডা নিয়ে নিযুক্ত আছে পাথরগুলিকে ট্রাকে বোঝাই করতে। সেগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে, তারা অন্য প্রাসাদের উপাদান হবে। এটাও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে অজানিত নয়।

ষ্টুবেনডর্ফ এককালে একটী উন্নত ও আনন্দদায়ক গ্রাম ছিল। এখন সেখানে একটীও আস্ত বাড়ী খুঁজে পাওয়া ভার। লোকেরা যেসব ঘরে বাস করছে তার ছাদের অর্ধেক হয়তো আছে, বাকি অর্ধেক ঢেকে দেওয়া হয়েছে ক্যানভাস দিয়ে। তারা নিজেরা মাটীর নীচে থাকবার জন্যে যায়গা করে নিয়েছে কোথাও, প্রবেশ পথে বৃষ্টিপাত আটকাবার জন্যে বোর্ডের ঢাকনি দিয়েছে।

কুর্টের কটেজ অরণ্যভূমিতে প্রায় মাইলখানেক দূরে। জায়গাটা ছিল গ্রাফের জমিদারীভুক্ত। ল্যানি জান্‌তেন তাঁর বাড়ী, তাই কা'কেও জিজ্ঞাসা করবার জন্যে থামলেন না। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তা পিচ্ছিল, খানা ডোবায় ভর্তি। তাই প্রয়োজন সতর্ক মন্থর মোটর-চালনার। স্পষ্টই দেখা যায় ওই বনেও যুদ্ধ হয়েছিল। অনেকগুলি গাছপালা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সেগুলি পড়ে নেই সেখানে, জ্বালানী কাঠের জন্যে লোকে নিয়ে গেছে। ল্যানির হৃদয়স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। বাড়ীটার নিকটে এসে গেছেন তিনি। ভয় হয়েছিল তাঁর চরম দুর্দশা দেখ্‌বেন এবং সে ভয়ই সত্য হল। বড় ছোট দু'টী দালানই আগুনেপোড়া কালো ধ্বংসস্তূপ। একখানি পাথরের ওপর আর একখানি পাথর গাঁথা আছে সহজে চোখে পড়ে না। স্পষ্টই মনে হয় লুটে নিয়ে গেছে

অনেককিছু, এমনকি বাড়ী তৈরীর মালপত্রও গাড়ীতে চড়ে উধাও হয়েছে, লোহালক্কড় কিছুই নেই। দু'বছরের বর্দ্ধিত লতাপাতা সেই মর্মন্তুদ দৃশ্যকে আচ্ছাদন করে রয়েছে।

ল্যানি মোটর থেকে নেমে ষ্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেলেন। ষায়গাটার স্মৃতি ভুলবার নয়। সেখানে কতো আনন্দপূর্ণ মুহূর্ত কেটেছে। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন আগেকার সেই প্রশস্ত পাথরে-বাঁধান সিঁড়ির ওপর। লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন: একটা জিনিস তাঁকে স্মৃতির বেদনায় অধীর করে তুলল। সেটা একটী সরু তারের মোচড়ানো দড়ি। সঙ্গীতশিল্পীর পিয়ানোর এইটুকুই অবশিষ্ট আছে। একদা এই পিয়ানোয় উঠ্‌ত বিঠোফেনের অপূর্ব সঙ্গীতলহরী 'এপাসিওনাটা'। ল্যানির কানে তা' আজো বাজ্‌ছে, 'টারার হলে একদা যে বীণা সঙ্গীতের আত্মাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল'।

চোখে জল এসে গেল তাঁর, তিনি মুখ ফেরালেন সেদিক থেকে। মনকে নিবন্ধ করলেন বাস্তব সমস্যায়, কি করে কুর্ট মেইসনার অথবা পুরানো দিনের লোক কাউকে পাওয়া যায়। যখন এসম্পর্কে চিন্তা করছেন তখন বন থেকে কুঠারের শব্দ শুন্‌তে পেলেন। তিনি মোটর নিয়ে সেদিকেই চল্‌লেন। বনপথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। বাল্যকালে তিনি ও কুর্ট এই বনে খরগোস শিকার করেছেন। কাঠুরেকে দেখেই তিনি চিনলেন সে জমিদারিরই একটী পোলিশ শ্রমিক। এখন সে বৃদ্ধ। যুদ্ধ তরুণ ও মধ্যবয়সীদের বলি গ্রহণ করেছে, রেখে গেছে শুধু শিশু ও বৃদ্ধদের।

লোকটী অমার্জিত জার্মেন ভাষায় কথা বলে। সে খুশী হল এই শুনে যে, ল্যানি এখানে পুরানো আগন্তুক। সে কাজ বন্ধ করে খুশীর সঙ্গে ল্যানির সঙ্গে সেই পুরানো দিনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বল্‌তে লাগল। ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন কারা কারা এখানে আছে এখনও। একজন পোলিশ স্কুলশিক্ষকের খবরও জান্‌তে চাইলেন তিনি। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এক সময়ে এখানে এসে তিনি কুর্টের বাড়ীতে ওই শিক্ষিত ও সংস্কৃতমনের অধিকারী লোকটীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কাঠুরে উত্তর দিল, তিনি হয়তো গ্রামের কোথাও বাস করেন। কোথায় সঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে সে ল্যানিকে বাৎলে দিল। ল্যানি সেখান থেকে ফিরে চল্‌লেন। সেই বৃদ্ধকে এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিয়ে আস্‌তে তিনি ভুললেন না।

(৪)

প্রায় দিনের শেষে এসে পেঁাছলেন ল্যানি গ্রামে। জানেন না রাত্রিটা কোথায় কাটাবেন। সদর বড় রাস্তাটী দিয়ে তিনি মোটর চালিয়ে চললেন। একটী ছোট কাফে আছে তিনি জান্তেন। তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা' তিনি দেখ্তে পেলেন। তার পেছনের দিকটা আর নেই। কাফের সাইনবোর্ডটার নামটী পোলিশ ভাষায় অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে লেখা হয়েছে। তিনি মোটর থেকে নামলেন, দেখা যাক না অবস্থাটা কি?

হ্যাঁ, এখনও কাজকর্ম চালাচ্ছে তারা। পেছনের দিকটায় কাঠের খোঁটার ওপর অস্থায়ী ছাদ করা হয়েছে। কাফের পরিচালিকা একজন বিষাদক্লিষ্টমুখী পোলিশ রমণী। সম্ভবতঃ মেয়েটী বিধবা। একজন অর্থবান খদ্দেরের উপস্থিতিতে মেয়েটী দস্তুরমতো উত্তেজনা অনুভব করছিল। সে তার সংগে অশুদ্ধ জার্মেন ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে দিল। 'আচ্ জা'—তার দোকানে রুটী আছে, একেবারে বাড়ীর তৈরী উৎকৃষ্ট রুটী। দুঃখের বিষয় মাখন নেই, শুকরের চর্বি আছে। আর হ্যাঁ, চিজ্ও পাওয়া যাবে। তিনটী তাজা সুন্দর টাটকা ডিম দিয়ে একটী ওমলেট ভেজে দেবে তাঁকে। ল্যানি বল্লেন, 'উত্তম'—তারপর একখানা টেবিল নিয়ে বসলেন।

তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জল যেন তিনি পান না করেন। তাঁর সংগে ছোট্ট এক বোতল 'ভিসি ওয়াটার' ছিল। তাঁকে শুকনো রুটী ও চিজ এনে দিল। তিনি আনন্দের সংগে খেতে আরম্ভ করলেন। ওমলেটের জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন মনে মনে ভাবছিলেন তাঁর পরবর্তী পন্থা সম্পর্কে। তিনি ভাবছিলেন এই বাচাল মেয়েটীকে সেই স্কুলমাষ্টারের সন্ধান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কিনা। জানে কি মেয়েটী? শিক্ষকটী সাধু ব্যক্তি। ল্যানি যদি বলেন যে, তাঁকে একখানি আমেরিকান অথবা ইংলিশ জাল নোট দেওয়া হয়েছিল তা'হলে সে বুঝতে পারবে এ সম্পর্কে ল্যানি অত্যন্ত বিরক্ত এবং অপরাধী যাতে শাস্তি হয় তাই তিনি চান। 'হিমলারী টাকা' সম্পর্কে তিনি আলোচনা করবেন। জান্তে চাইবেন এ অঞ্চলে কি কেউ জাল টাকার কারবারে লিপ্ত আছে? প্রত্যেকটী জরুরী অবস্থার জন্য ল্যানিকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। মনে মনে তিনি কথাবার্তার একটা ছক আঁকছিলেন। কথা চল্তে চল্তে কখন কিভাবে মোড় ফিরতে পারে তাও কল্পনা করছিলেন। কি অবস্থায় তাঁকে কি কথা বল্তে হবে, কোন প্রশ্নে কি উত্তর, আগে থেকেই

তার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।

(৫)

দার্শনিক আদর্শবাদ বলে একটা কথা আছে। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোকে নিয়ে তার আরম্ভ। তারপর জার্মেনীর হেগেল, বৃটেনের বিশপ বার্কলে। তারপর এসে তা' পেঁাছাল এমার্সন ও নূতন ইংলণ্ডের তুরীয় দর্শনবাদী পর্যন্ত। ওই সব দার্শনিকদের শিক্ষা হল, শেষ পর্যন্ত বাস্তব সত্য হল মন। চিন্তা ও বস্তুর ধারণা আসে বস্তু অথবা ঘটনার আগে। কেহ কেহ এটাকে একেবারে চরমে নিয়ে যান। নব্য ইংলণ্ডের ম্যারি বেকার এড্ডি স্থির নিশ্চয়ভাবে ল্যানিকে বল্‌লেন, তাঁর মনের সবল চিন্তাই তাঁর পরবর্তী ঘটনাগুলির সৃষ্টি করবে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বের ঘটনা ও গতি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই অতি সহজ হয়ে পড়ে।

যাহোক, সত্য যা' ঘটল এর পর। কাফের দোর খুলে একটী লোক প্রবেশ করল। ল্যানি একবার তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। লোকটী ছোটখাট, বয়সে তরুণ। পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ যেমন গ্রামের সকলেরই। বৃষ্টির দিনে ছাতা ছাড়া পথ চল্‌তে হয়েছে, তাই লোকটী ভিজে গেছে। টেবিলের ধারে ছ'খানা চেয়ার আছে। লোকটী যে কোন চেয়ারেই বস্‌তে পারে। সে ল্যানির পাশাপাশি চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করতে লাগল।

লোকটী প্রথমেই পোলিশ ভাষায় কথা বল্‌ল। ল্যানি মাথা নাড়লেন। তারপর সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানে বসতে পারি কি? ল্যানি বললেন, স্বচ্ছন্দে। লোকটী বসে পড়ল।

ল্যানি অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন লোকটীর সঙ্গে। লোকজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসেন। সহরটী সম্পর্কে তাঁর কৌতুহলের অন্ত নেই। সহরটী একটা আশ্চর্যজনক পরিবর্তনেব মধ্য দিয়ে চলেছে। ল্যানি খারাপ আবহাওয়ার কথা তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন কায়কারবারের অবস্থা কিরূপ। লোকটী জানালে যে ঠিক আবহাওয়ার মতোই। লোকটীর জার্মেন কথাবার্তায় যেন বিদেশী টান, ল্যানি বুঝ্‌তে পারলেন না কোন দেশী টান ওটা।

মেয়েটী আস্‌তেই লোকটী চিজ্‌ ও রুটীর ওর্ডার দিলে। ল্যানির জন্যে ওমলেট এল এবং তিনি তা' খেতে আরম্ভ করলেন। সম্ভবতঃ ল্যানির ভোজন-বিলাস লোকটীকে আকৃষ্ট করল—তার চেয়েও বড় কথা হতে পারে ল্যানির ওভার-

কোটটী। ঘরটীকে গরম রাখবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সেখানে, তাই তিনি সেটা গায়ে দিয়েই বসেছিলেন।

লোকটী প্রশ্ন করল, মশায় কি আমেরিকান?

ল্যানি জানালেন, তাই।

লোকটী আর এক কামড় রুটী ও চিজ মুখে নিয়ে যে প্রশ্ন করল, তাতে ল্যানির হৃদয় আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। প্রশ্ন করল ঃ আমেরিকান টাকার প্রয়োজন আছে আপনার, নয় কি স্যার?

তাঁর মনের উত্তেজনা মুখেও প্রকাশ পেল ঃ নিশ্চয়ই, আমেরিকান টাকার কার না প্রয়োজন?

সেই অপরিচিত আগন্তুক বলল, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। কিন্তু বিধাতার পরিত্যক্ত এ দেশে এ টাকা খরচ করা কঠিন। আপনি যদি এর পরিবর্তে আমাকে পোলাণ্ডের টাকা দিতে পারেন তাহলে ভাল বাট্টা দিতে পারি।

ল্যানি জান্‌তে চাইলেন, 'আমেরিকান টাকা তুমি কোথায় পেলে?' অবশ্য এ নিয়ে এমন ভাব দেখান তার চলে না যে, যাতে লোকটীর মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগে।

লোকটী বলল, আমার একটী সম্পর্কিত ভাই আছে আমেরিকায়। সে এখানে এসেছিল। ব্যবসার জন্যে একখানা মোটর কেনবার তার দরকার পড়েছিল। আমার গাড়ীখানা আমি তাকে বেঁচে দিই, সে দামটা দিল আমেরিকান ডলারে। সে বার্লিনের ব্যাঙ্ক থেকে টাকাগুলি পেয়েছিল।

তোমার ভাইটী কি আমেরিকান? ল্যানি প্রশ্ন করলেন।

লোকটী উত্তর দিল, হ্যাঁ। এ সহরের কর্তাদের যদি আমি জান্‌তে দিই যে আমার কাছে টাকাগুলি আছে তাহলে তারা সেগুলি কেড়ে নেবে। টাকাগুলি খরচ করবার জন্যে আমাকে আমেরিকান এলাকায় যেতে হবে। কিন্তু পরিবার পরিজন আছে, আমার যাওয়া তাই খুব কঠিন। কাজেই, আমি আপনাকে ভাল বাট্টা দিতে রাজী আছি।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, নোটের নমুনা দেখাতে পার তুমি?

লোকটী বলল, হ্যাঁ স্যার, দেখাতে পারি। সে তার জীর্ণ কোটের নীচে ট্রাউজারের পেছনের পকেটে হাত গলিয়ে অনেক হাতড়ে একখানা নোট বের করলে। একখানা পাঁচ ডলারের নূতন আমেরিকান ব্যাঙ্ক নোট। তার ওপর এব্রাহাম লিনকনের ছবির ছাপ।

সতর্কতার সংগে পরীক্ষা করতে লাগলেন ল্যানি নোটখানি। অথবা তারই ভান করতে লাগলেন। তিনি একথা জানেন যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া পার্থক্য ধরতে পারবেন না। একখানা নোট তাঁর পকেটেও আছে কিন্তু সেখানা বের করে মিলিয়ে দেখা উচিত নয়। সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মাল, এখানা হিমলারী টাকার নোট। তাঁর ইচ্ছার প্রাবল্য, চিন্তার একাগ্র অভিনিবেশ যেন এটাকে হিমলারী নোটরূপে এনে তাঁর কাছে উপস্থিত করেছে।

ঠিক আছে, বললেন ল্যানি, তোমার কাছে এরকম টাকা কত আছে?

অত্যন্ত সতর্কতার সংগেই উত্তর দিল লোকটী: হাজার ডলারের কিছু বেশী। কিন্তু দয়া করে একথা আর কারো কাছে বলবেন না।

কেবলই পাঁচ ডলারের নোট?

তাই স্যার। ব্যাঙ্ক যেরকম দিয়েছিল, প্রত্যেক দশখানা নোটের প্যাকেট করা ঠিক তেমনি আছে। ভাইটী ছোট নোটই চেয়েছিল কারণ বড় নোট ভাঙ্গান কঠিন।

কিন্তু আমার সংগে তো এতো পোলিশ টাকা নেই? এটা আমার স্বভাব— প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আমি সংগে নিয়ে চলাফেরা করি না। তুমি সহজেই বুঝতে পার, এরকম চলাফেরা বিপদজ্জনক।

সে তো ঠিকই স্যার, কতো বিপদ। তা' আপনি কবে পাবেন পোলিশ টাকা?

জানি না, এ সম্বন্ধে আমি ভাবিনি।

আপনার তো বাজারে সুনাম আছে, ধারও পেতে পারেন নিশ্চয়?

অতীতে তা করেছি। কিন্তু আগে যেরকম করত সেরকম এখন আর লোকে আমেরিকানদের বিশ্বাস করে না। আমাকে ভাবতে দাও, দেখি কিছু করা যায় কিনা।

(৬)

ল্যানির মনে মনে একটি পরিকল্পনা আছে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি তা' প্রকাশ করা যায় না। তাই একথা সেকথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন তিনি। সাধ্য থাকলে ল্যানি মিথ্যাকথা বলেন না। বুঝিয়ে বললেন লোকটিকে, তিনি একজন শিল্প বিশেষজ্ঞ। এখানে এসেছেন শিল্পদ্রব্যেরই সন্ধানে। এগুলির সন্ধান

পেলে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করা যেতে পারে। পছন্দ মতো জিনিস পাওয়া গেলে বার্লিনের আমেরিকান অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে দাম দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। হের গুজম্যান কি জানে এরকম জিনিসের সন্ধান? লোকটি তার নাম বলেছিল গুজম্যান। এরকম লোকও জানা থাকতে পারে তার? হের গুজম্যান জানাল দুঃখের সঙ্গে, সে কোন খবর রাখে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারে, হয়তো কারো সন্ধান মিলে যাবে।

ল্যানি জানেন এসব কাজ এ লোকটিকে দিয়ে হবে না। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথাবার্তা বলা বৃথা। ল্যানি বললেন, দুঃখের বিষয় যে হের গুজম্যান আমাকে জানেন না, আমার যে একটুখানি সুনাম আছে বাজারে তাও জানা নেই। নইলে তিনি ওই হাজার ডলারের নোট নিয়ে গিয়ে বার্লিনে তারই নামে কোন ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে পারতেন।

জান্তেন ল্যানি যে, প্রস্তাবটা শুনে লোকটি ভয় পেয়ে যাবে—তাই তিনি চাইছিলেন।

গুজম্যান বলল, আমি গরীব লোক। আমার টাকা আছে একথা লোকের জানবার কথা নয়। যদি কেড়ে নিয়ে যাবে বলে ভয় না থাকত তাহলে আমি গাড়িখানা বেচতাম না।

তোমার ভায়ের কাছ থেকেও সেটা তারা নিয়ে যেতে পারত, মৃদু হেসে বল্লেন ল্যানি : মনে হচ্ছে তুমি বড়ো বেকায়দায় পড়েছ, কিন্তু জানি না তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি।

এটাই হচ্ছে দরকাষাকষির ধরণ, আবহমান কাল থেকে এমনি চলে আস্ছে। যতো পূর্বদিকে যাবে ততোই এটাতে অনেক সময় ব্যয় হবে।

যতোক্ষণ খাওয়া শেষ হল না ততোক্ষণ এমনি ধরনের কথাই চলল। মেয়েটি আসার পর ল্যানি তাঁর মানিব্যাগ খুলে দু'জনেরই বিলটা মিটিয়ে দিলেন। সামান্য কিছু পোলিশ টাকাই আছে তাঁর ব্যাগে। ল্যানি তারও দেয় মিটিয়ে দিলেন, এতে তেমন আপত্তি করল না গুজম্যান। মেয়েটি চলে যাবার পর ল্যানি বল্লেন, দেখ, তোমাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি মাত্র দু'খানা আমেরিকান নোট নেব।

ল্যানি সহৃদয়তা দেখাতে চান, কিন্তু খুব বেশী নয়। কাজেই দামদস্তুর করতে লাগলেন বাট্টা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল দুখানা পাঁচ-ডলারের নোটের বদলে তিনি সাতশ জ্লোটি দেবেন। এক জ্লোটি বর্তমানে এক সেন্টেরও কিছু

কম, অবশ্য সবই কি ধরনের কালোবাজারে টাকা ভাঙাবে, তার উপরই সব নির্ভর করে।

তারপরেই মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলেন ল্যানি। বল্লেন, আমার সঙ্গে বার্লিনে এসো না? আমেরিকান এলাকায় প্রবেশ করতে তোমাকে কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হবে না। তোমার যতোখানি পাঁচ-ডলারের নোট আছে তার প্রত্যেক-খানির জন্যে আমি ৩৫০ জ্লোটি করে সেখানে দেব। কেউ কিছু এ ব্যাপারে জান্তে পারবে না। টাকাগুলি নিয়ে যা' খুশী করতে পারবে। ইচ্ছা হয় সেগুলি লুকিয়ে রাখবে অথবা কোন নিরাপদ ব্যাঙ্কে জমা রাখবে।

সর্বনাশ, লোকটি বলে উঠল, আমি বার্লিনে যাব কি করে?

কেন, আমার সঙ্গে মোটরে যেতে পার। আমার ইচ্ছা আজ রাতেই ফিরে যাই। মোটরে আমার জায়গা আছে।

'সে কি হয়!' লোকটি যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বার বার মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করছে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে আছে। ওদিকে বেজায় ঠাণ্ডা। ল্যানি বল্লেন যে, তাঁর সঙ্গে কম্বল আছে। সেখানা জড়িয়ে সে গরম হয়ে উঠ্তে পারবে। আবার আপত্তি, এই 'রাত্রিকাল!' কিন্তু ল্যানি যে এ রাস্তায় মোটর চালিয়ে অভ্যস্ত। রাতের বেলা বলে কোন অসুবিধাই হবে না, রাস্তা বেশ ভাল।

কিন্তু—লোকটার তবু আপত্তি : টাকাগুলি তো আমার সঙ্গে নেই, সেগুলি আন্তে হবে।

বেশ তো, ল্যানি বললেন : গাড়ীতে উঠে বস, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, টাকাগুলি সঙ্গে নেবে যেখানে আছে সেখান থেকে। তারপর আমরা বার্লিনের দিকে রওনা হব।

এই অদ্ভুত প্রস্তাবটিতে সায় দিতে ইতস্তত করতে লাগল লোকটি। ভয় পেয়ে গেছে সে। যুদ্ধবিধ্বস্ত জগতে প্রত্যেকেরই আজ ভয়ের অন্ত নেই। কিন্তু অবশেষে সে রাজী হল,—বল্ল কোথায় যেতে হবে নোটগুলি আনবার জন্যে। একটি পুরানো চালা বাড়ীতে একটি কক্ষে তার আস্তানা। তার পরিবার পরিজন সম্পর্কে কোন কিছুই সে বলল না। ল্যানির ধারণা হল, পরি-বারের কথাটা কাল্পনিক। যথাস্থানে গিয়ে আস্তানায় প্রবেশ করল লোকটী, বেরিয়ে এস বল্ল, নোটগুলি দু'টো প্যাকেট করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

ল্যানি বল্লেন, দেখ হের গুজম্যান, যদিও কথাটা বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে, তথাপি না বলে উপায় নেই। স্পষ্ট কথায় বলতে হবে আমাকে। তোমার

সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কোন কিছুই তোমার সম্বন্ধে আমি জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটী লোককে আমি গাড়ীতে নিচ্ছি এবং তাকে রাতের বেলা আমাকে মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে কর, অপরিচিত লোকটী একটী বন্দুক বের করে আমাকে রাস্তায় আটকাল অথবা গুলিই করল—তারপর মোটরখানি নিয়ে পালিয়ে গেল।

না, না হের, এরকম কোন কিছু আমি করব না। আমি একজন সৎ লোক।

আমিও তাই আশা করি। কিন্তু কি করে জানব? একমাত্র উপায় হতে পারে যে, গাড়ীতে চড়বার আগে তোমাকে আমি তল্লাসী করে দেখব। তোমার ইচ্ছা হলে, তুমিও আমাকে তল্লাসী করতে পার। কারণ, আমিও তোমার অপরিচিত।

আপনি একজন ভদ্রলোক, আমি নিশ্চয় জানি একজন আমেরিকান ভদ্রলোক। আপনি ডাকাত নন কিছুতেই।

আমি আমাকেও তল্লাসী করতে বলছি এজন্যে যে, তুমি এ ব্যাপারে অসম্মান বোধ না কর। ঘটনাচক্রে এটা অপরিহার্য।

সেই ক্ষুদ্রকায় উদ্‌গ্রীব অপরিচিত লোকটী রাজী হল তল্লাসীতে। খুব ভাল করে তার দেহ তল্লাসী করলেন ল্যানি। শুধু তার ভিজে কোট ও প্যাণ্টের পকেটগুলিই তিনি হাতড়ে দেখ্‌লেন না, তার দু'টী বাহুতে ও অন্যান্য স্থানে অস্ত্রশস্ত্র গোপন করে রাখার যেখানে সম্ভাবনা রয়েছে, সেস্থানগুলিও খুঁজে দেখ্‌লেন। না, তার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্রই নেই। নোটের যে প্যাকেট দু'টী ছিল, সেগুলি শক্ত করে বাঁধা। ল্যানি দেখ্‌লেন, পথে যেতে সেগুলি খুলে ফেলতে না পারে। তিনি তাঁকে তল্লাসী করবার জন্যে বললেন লোকটীকে, কিন্তু সে বলল, না, না, সে আমেরিকান হেরের কথায়ই যথেষ্ট বিশ্বাস করে। তাঁরা মোটরে চেপে বসলেন। ল্যানির দেওয়া কম্বলে সারা দেহ জড়িয়ে বসল লোকটী। বার্লিনের পথে মোটর চালালেন ল্যানি।

(৭)

সম্মুখে দীর্ঘ পথ। ওই যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন-বিকৃত রাস্তাটী দিয়ে ছয় থেকে আটঘণ্টা মোটর চালিয়ে যেতে হবে। ল্যানির পক্ষে এটা কিছু নয়। প্রায় পাঁচদিনে তিনি গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন মোটর চালিয়ে।

রাতে গাড়ী চালিয়ে তিনি খুশী হয়েছেন। এ হতশ্রী দেশে রাতে বিছানায় ঘুমোবার চেয়ে এটা অনেক আরামদায়ক। শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে মানুষেরা একে অন্যকে শিকার বলে ভেবেছে। মাছি, ছারপোকা, উকুনেরা শোষণ করেছে মানুষকে। গাড়ীতে এ উপদ্রব নেই। ঘুমটা স্থগিতই থাকুক না। আসবার পথে ৭৫০ জ্লোটী দিয়ে পেট্রল বোঝাই করে এসেছেন, ফেরবার পথে সে জায়গায়ই আবার নেবেন পেট্রল।

এ ক'ঘণ্টা পথ চল্‌তে চল্‌তে স্থির করবেন ল্যানি, এই হের গুজম্যানকে নিয়ে কি করা যায়। লোকটী নিঃসন্দেহে হিমলারী টাকার একটী দালাল—'পুসার'। হয়তো বা নাৎসীদের, অথবা কম্যুনিষ্টদের হয়েই সে কাজ করছে। কিম্বা নিছক দুর্বৃত্তদলেরই একজনও হতে পারে। তিনি নিজের কথা নিয়ে ওর সংগে সুরু করবেন আলোচনা, তারপর আমেরিকার বিচিত্র সব কাহিনী বলে যাবেন, সেখানে কিভাবে বিপুল ভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এতে করে তাকে প্রলুব্ধ করবেন নিজের কাহিনী বল্‌তে। যদি সে মিথ্যা গল্প ফেঁদে বসে, তাহলেও তার পরস্পর বিরোধী উক্তিতে অনেক সত্য আবিষ্কার করতে পারবেন ল্যানি। সে জ্ঞাতসারে যা বলবে তার চেয়েও অনেক বেশী জান্‌তে পারবেন তিনি। এমনও হতে পারে লোকটী খোলাখুলিভাবেই সব বলে ফেলবে। অথবা তাকে গ্রেপ্তার করাবারও প্রয়োজন পড়তে পারে। যাই হোক না কেন, ল্যানির উদ্দেশ্য কিছুতেই বিফল হবে না।

ল্যানির এ ব্যাপারে শিক্ষা আছে, অভিজ্ঞতা আছে। লোকমনস্তত্ত্ব তিনি অধ্যয়ন করেছেন। তিনি জানেন কিসে তাদের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়, কিসে তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। লোকটীর মনকে ব্যস্ত করে রাখতে হবে এখন। ভয় বা সন্দেহের যেন কোন অবকাশই পায় না সে। রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথা তুলতেই চান না তিনি। কে জানে সে 'লাল' অথবা পিংগল কোনটী? লোকটী অর্থলুব্ধ এবং অর্থই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। ওই টাকার কথাটা পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কাছেই লোভনীয়।

ল্যানি তাঁর নিজের ব্যবসার কথা তুললেন। স্পেনের একটী সুদূরবর্তী অঞ্চলে একটী প্রাচীন প্রাসাদে কি করে তিনি 'গোয়া'র একখানা চিত্র আবিষ্কার করলেন, তারই কাহিনী বলতে লাগলেন। আমেরিকায় সেখানাকে নিয়ে গিয়ে তিনি পঁচিশ হাজার ডলারে বিক্রী করেছিলেন। জেনারেল গ্রাফ স্টুবেনডর্ফের পিসীর নিকট থেকে একখানি 'ভান আইক' কিনে তার উচ্চমূল্যের ওপর শতকরা

দশ হারে কমিশন পেয়েছিলেন। কি করে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর দু'খানি পা'ই ভেঙেগ গিয়েছিল, সে কথাও বাদ গেলনা। তিনি তাঁর বধূকে নিয়ে চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। এককালে সুদিন ছিল তখন সারা ইউরোপই চষে বেড়িয়েছেন। খোঁজ করেছেন সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলীর। কখনো কখনো একজন দু'জন ক্রেতাও মিলে গেছে। আর আমেরিকায় ঘুরে বেড়ান? সেই বিচিত্র দক্ষিণপশ্চিম দেশে পথ চলতে মোটর চালাতে পারা যায় ঘণ্টায় ষাট সত্তর মাইল করে। দিনে ছ'শ সাতশ মাইল মোটর চালান, কিছুই নয়। রাস্তা তীরের মতো সোজা হয়ে একশ মাইল চলে গেছে মরুভূমির বুক চিরে, তারপরই গভীর খাদের পাশ দিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করতে হবে—লাল, হলদে, পিঙ্গল ধূসর, কাল সাদা পাথরের স্তূপ, কখনও বা এমনভাবে একখানে জমা হয়ে আছে, মনে হবে হয়তো একটা বিরাট প্রাচীন গীর্জা অথবা দৃঢ় দুর্গের ধ্বংসস্তূপ।

আশ্চর্যজনক ওই দেশ, বললেন ল্যানি · হের গুজম্যান, আমেরিকায় এস না তুমি? সেখানে জীবিকা অর্জন কতো সহজ! এই দুর্ভাগা দেশে যে ভয় ভাবনা নিয়ে কাটাতে হয়, তারও কোন বালাই থাকবে না সেখানে।

গুজম্যানের কি ইচ্ছা নাই, বরং যথেষ্টই আগ্রহ আছে। কিন্তু লোকে বলে সেখানে যেতে হলে অনুমতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ল্যানি জানালেন, এককালে কঠিন ছিল বটে, তবে যদি প্রভাবশালী কোন বন্ধুলোক থাকেন আর তাঁর জানা থাকে কিভাবে কি উপায়ে অগ্রসর হলে অনুমতি পাওয়া যায়, তা'হলে কোন অসুবিধাই হবে না। এটা যেন কথায় কথায় বলছেন তিনি, কিছু মনে না করেই।

আমেরিকান এই শিল্প বিশেষজ্ঞের চেয়ে আর কেহ এমন উদার ও বিবেচক দেখা যায় না। তিনি জেনে নিলেন ভাল করে হের গুজম্যান কম্বল গায়ে দিয়ে আরাম বোধ করছে কিনা। সে কি ঘুমুতে চায়, বড় পরিশ্রান্ত সে? যখন মোটরে পেট্রল নেবার জন্যে থামলেন তিনি তখন পরিহাসভরে কালোবাজার সম্পর্কে দু'একটা মন্তব্য করলেন। উদ্দেশ্য যদি গুজম্যান কথায় কথায় এসম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে। সে করলও তাই, কিন্তু সেগুলি এমন কিছু সারবান তথ্য নয়। ল্যানি বুঝলেন, যা 'তিনি ভেবেছিলেন তা' নয়। লোকটী অধিকতর চালাক। চেহারা ছবিতে তা' মনে হয় না। সে এমন কিছু বলতে রাজী নয়, যা' বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে কোথায় জন্মেছে, এতোকাল কি করেছে তা' সে প্রকাশ করতে চায় না। সেই মোটরগাড়ী সম্পর্কেও আর কিছু বলছে

না—সেই তার রহস্যজনক ভাইটী কিনেছিল গাড়ীখানি। সে কেবল ল্যানির কথাবার্তাই শুনে যাচ্ছে, তার কাহিনী খুব উপভোগ করছে। সে মাঝে মাঝে প্রশংসা করে আর কৃতজ্ঞতা জানায়—এর বেশী কিছু নয়।

দিনের আলো নিভে গেছে। আবার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। পথচলা হয়ে উঠেছে একঘেয়ে বিরক্তিকর। ল্যানি ঘুম তাড়াবার জন্যে অবিরাম কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আসে বড বড় ট্রাক বিকট গর্জ্জন করতে করতে। বৃষ্টি পড়ে ট্রাকের আলোগুলি হাজার হাজার আলোর বিন্দুর মতো দেখায়। তাঁরা ওডার নদীর কাছে এসে পৌঁছাচ্ছেন। এখানেই পোলাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে পূর্ব জার্মানীতে প্রবেশ করতে হবে। গুজম্যানের ধারণা সেখানে বিপদ ঘটতে পারে। যদিও দুটী দেশের কর্তৃত্বই কম্যুনিষ্টদের হাতে তথাপি ব্যবসা বাণিজ্য অবাধ নহে। তল্লাসীটা গুরুতর রকমের হবে। তা হলে গুজম্যান এপথে আগেও যাতায়াত করেছে, এটা বুঝতে আর কষ্ট হবার কথা নয়। ল্যানি কথাটা চিন্তা করলেন। কিন্তু তাঁর কাছে মার্শাল সকলোভস্কীর অফিসের পাশ আছে, তার ওপর নির্ভর করতে পারেন তিনি। এই পাশ তাঁকে পোলাণ্ডে প্রবেশ করতে দিয়েছে আবার বেরিয়ে যেতেও দেবে।

কিন্তু গুজম্যানের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সোভিয়েট কর্তাদের কড়া পাহারার হাত গলিয়ে কি করে সে তার নোটের তাড়াগুলি পার করে নেবে? ল্যানির লোভনীয় প্রস্তাবে সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর সেই চমৎকার চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা। অতখানি তলিয়ে বিপদটার কথা ভাববার অবসর পায়নি সে। নিশ্চয়ই মোটরখানি তল্লাস করা হবে। ল্যানি তাদের একথা বুঝাতে পারবেন যে, খাবার জিনিষগুলি সবই আমেরিকান ষ্টোর থেকে কেনা হয়েছিল। বড়জোর তারা খাবারগুলি বাজেয়াপ্ত করবে। ল্যানি তা' সইতে পারবেন। কিন্তু গুজম্যানের এই দু'হাজার ডলারের নোটের তাড়াগুলি? ল্যানি প্রশ্ন করলেন, আমেরিকান আমি, আমার কি আমেরিকান টাকা রাখবার অধিকার নেই? গুজম্যান উত্তর দিল, তারা বলবে এতো বেশী টাকা কেন? কখনও তারা ছেড়ে দেবে না এতোগুলি টাকা। টাকাগুলি তারা বাজেয়াপ্ত করবে। আমার যে এই সব, আর কিছুই নেই।

সেই বাদলা রাতে পথ চলতে গুজম্যান ল্যানিকে ধীরে মোটর চালাতে অনুরোধ করল। সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।, সে বলল, হের ব্যাড্. আপনি একজন ধনী আমেরিকান ভদ্রলোক। আপনার হয়তো টাকা নিয়ে যাবার

অধিকারও আছে। কিন্তু আমার কোন কাগজপত্র নেই, আমার কি অধিকার? এ গাড়ীতে চড়বারও কোন অধিকার নেই আমার। তারা টেনে নামাবে আমাকে তারপর ভাল করে তল্লাসী করবে। আমাকে এখন মোটর থেকে নেমে যেতেই হবে এবং যে কোন ভাবেই হোক গোপনে আমার সীমানার ওপারে যাওয়া উচিত। বার্লিনে যাবার একটা পথ আমার জানা আছে। একাধিক বার আমি ওপথে যাতায়াত করেছি।

ল্যানি আগেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন, সুতরাং বিস্মিত হলেন না তিনি এতে। বার্লিন একটা মহানগরী এ তিনি জানেন। আয়তন তার ৩৪০ বর্গ মাইল। বার্লিনের সীমানা পাহারা দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তিনি বললেন, তাই ভাল, আমি স্যাভয় হোটেলে একখানি ঘর নিয়ে থাকব। তুমি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করো।

(৯)

কিন্তু তা'তেও বিপদ আছে। গুজম্যানের মনে নানা সন্দেহ। হয়তো বা, বহু অপরাধ করেছে সে অতীতে। যারা তাকে সীমানা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে, তারাই হয়তো তার টাকাগুলি কেড়ে নিতে পারে। এমন কি তাকে হত্যাও করবে না কে বলতে পারে? সীমানায় গিয়ে পেঁছাবার আগেই কোন দস্যুর হাতে পড়া অসম্ভব নয়। আঁধার রাতে কত কি দুষ্কার্য অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সীমান্তগুলিতে ভারী কড়া পাহারা আছে। সোভিয়েট এলাকা থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে যাচ্ছে সর্বদা।

আমতা আমতা করে বল্ল গুজম্যান, হের ব্যাড, নোটগুলি যদি আপনিই নিয়ে যান, সেটা কি ভাল হয় না? আপনি একজন ধনী আমেরিকান ভদ্রলোক (একথাটা যেন স্বতঃসিদ্ধে দাঁড়িয়েছে)। তারা আপনার আমেরিকান টাকা রাখার অধিকার অস্বীকার করবে না।

ভাল কথা, ল্যানি বললেন, তুমি যদি চাও, আমি নিয়ে যেতে পারি।

কোথায় লুকিয়ে রাখবেন টাকাগুলি, বসবার জায়গার নীচে?

মোটেই আমি টাকাগুলি লুকিযে রাখব না। আমার নিয়ে যাবার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। আমি একজন ব্যবসায়ী, হাজার হাজার ডলার নিয়ে সর্বদাই আমি যাতায়াত করি। এ ব্যবসায়ে আমি সুপরিচিত ব্যক্তি। আমার এতে কোন অসুবিধা হবে না।

অনেকক্ষণব্যাপী স্তব্ধতা। ল্যানি অনুমান করতে পারেন গুজম্যানের মনে কি দ্বন্দ্ব। সে কি বিশ্বাস করবে এই আমেরিকান ভদ্রলোকটীকে? অতি সহজেই তিনি মোটর নিয়ে পাড়ি দিতে পারবেন পশ্চিম জার্মানীতে। তারপরও মোটর তার গতি না থামাতে পারে। অথবা কোন বিমানে চড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন আকাশের নীলে। নামটাও তাঁর আসল না হতে পারে—গল্পগুলি হয়তো কাল্পনিক। এক কথায়, কে জানে তিনিও গুজম্যানের মতোই একজন কিনা।

একটা মৃদু উচ্চারিত বিড়বিড় কথায় স্তব্ধতা ভংগ হল : আপনি আমাকে পথে বসাবেন হের ব্যাড্?

ল্যানি কৌতুক অনুভব করতে লাগ্লেন, মুখে ফুটে উঠ্ল মৃদু হাস্য : না, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাকে পথে বসাব না।

পৃথিবীতে আমার যা কিছু সম্পদ সে এই টাকাগুলি হের ব্যাড্!—কণ্ঠস্বর দুঃখভারাক্রান্ত। যদি জাল টাকা না হত, তা'হলে এটা হতো মর্মস্পর্শী।

আবার মৃদুহাস্য করলেন ল্যানি : শোন গুজম্যান! এবার হের গুজম্যান বলে সম্বোধন করলেন না তাকে। ভাব দেখালেন, সামাজিক ও অর্থনীতিক দিক দিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্বের : এ লেনদেন আমার কাছে কিছু নয়। একখানি প্রাচীন চিত্র বিক্রয় করে দশগুণ বেশী টাকা আমি প্রায়ই পেয়ে থাকি। এক হাজার ডলার দিয়ে একখানি ছবি কিনে আমি পঁচিশ হাজার ডলার বিক্রী করেছি। তোমার ব্যাপারে আমি হাত দিয়েছি শুধু তোমারই অনুরোধে, আর তোমাকে দেখে খুব কষ্টে আছ মনে হল বলে। তোমার টাকাগুলি নিয়ে তুমি কি করবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি যদি চাও তা'হলে আমি নিয়ে যেতে পারি। বার্লিন-চারলোটেনবার্গে স্যাভয় হোটেলে কাল পর্যন্ত আমি থাকব। অথবা তুমি নিজের কাছেও রাখতে পার টাকাগুলি। মনের সংগে বোঝাপড়া করে একটা ঠিক কর।

আমার ভয় আমি প্রতারিত হতে পারি। বল্লে গুজম্যান : লালেরা আমাকে তল্লাসী করবে হের ব্যাড্। টাকাগুলি দেখ্তে পেলে তারা আমাকে গুলিও করতে পারে। আমি একটী হতভাগ্য দরিদ্র; আমার আমেরিকান টাকা রাখার কোন অধিকার নেই।

তুমি কি বল্তে পার না যে তোমার ভায়ের কাছে গাড়ী বিক্রী করেছ?

বল্তে পারি কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না। আমি বিদেশী—আধা

স্পেনিশ, আধা রুমানিয়ান। তারা আমাকে বলবে 'গুপ্তচর'। আমাকে দিয়ে কোন কিছু, যা'ইচ্ছে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইতেও পারে।

বোঝা যায় স্পষ্টই লোকটী অতীতেও বিপদে পড়েছিল। আর একবার তার মাঝে জড়াতে চায় না। অবশেষে সে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে বলল, তাই হোক হের ব্যাড্, টাকাগুলি আপনার কাছেই থাক।

স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। মোটর থামালেন ল্যানি পথের ধারে। নোটের তাড়াগুলি বের করা হল। ল্যানি আবার মোটর চালাতে লাগলেন, গুজম্যান তাড়াগুলি খুলল। অল্প নয়। ল্যানি একহাতে ষ্টীয়ারিং ধরে অন্য হাতে নোটের তাড়াগুলি একে একে ভেতরের পকেটে গুঁজতে লাগলেন। ভাগ্য ভাল গায়ে তাঁর ওভার কোটটী আছে। দেহটা যে নোটে ঠাসাঠাসি বোঝাই হয়ে গেছে বাইরে থেকে তা' বোঝা যায় না। তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, তাঁকে ওরা তল্লাসী করবে না। যদি করে, তা'হলে মার্শাল সকলোভস্কীকে টেলিফোন করতে বলবেন তিনি।

গুজম্যানের কাছে নোটগুলি হাতছাড়া করা একটা গুরুতর পরীক্ষা। যখন কাজটা শেষ হয়ে গেল তখন কণ্ঠে তার যথেষ্ট জোর নেই কথা বলবার। সে বলল ক্ষীণকণ্ঠে, যদি কোন কারণে আমি সীমানা পার হতে না পারি, তা'হলে কি হবে হের ব্যাড্?

ল্যানি উত্তর দিলেন : আমি দু'তিন দিনের বেশী বার্লিনে থাকব না। এর মধ্যে যদি তুমি গিয়ে না পেঁাছাও, তা'হলে টাকাগুলি প্যাকেট বেঁধে সিল করে হোটেলের সিন্দুকে তোমার নামে জমা রেখে যাব। তুমি সেগুলি নিয়ে আস্তে পারবে।

ওডার নদী আর আধ মাইল দূরে। গুজম্যান বলল, এবার আমার নেমে যাওয়া উচিত।

ল্যানি মোটর থামালেন রাস্তার ধার ঘেঁসে। গুজম্যান মোটর থেকে নেমে বলল, আপনি অত্যন্ত ভাল ও বিচক্ষণ ভদ্রলোক হের ব্যাড্। কণ্ঠে তার কাতরতা।

ল্যানি তাকে বিদায় অভিবাদন জানালেন, তারপর চালিয়ে দিলেন মোটর সেই দুরন্ত বৃষ্টিধারার মাঝে। গুজম্যান দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ওপর। এ অঞ্চলে শরতের শেষের দিকে এরকম যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। ফলে, মাঠগুলি হয়ে ওঠে কর্দমাক্ত। এ জন্যেই সামরিক বিজেতারা বসন্তের বৃষ্টির জল শুকিয়ে

আসার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযান আরম্ভ করে দিতেন। হিটলার জুনের বাইশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন, কাইজার একেবারে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত। তাঁদের দু'জনেরই খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল।

(১০)

সেতুতে এসে পেঁাছালেন ল্যানি। তিনি মোটর থামিয়ে নেমে পড়লেন। 'জনগণে'র সৈনিকদের সঙ্গে সমান সমানরূপে সাক্ষাৎ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। একথা তিনি জানেন। তিনি তাঁর অনুমতিপত্র ও পাসপোর্ট দেখালেন তাদের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জানা রাশিয়ান ভাষার কয়েকটি বিশেষ ধরণ অনুকরণ করে কথা বললেন। নিতান্ত সাধারণ পোষাকধারী রাশিয়ান সার্জেণ্ট ইংরেজী জানে না। সে ল্যানির কয়েকটি রাশিয়ান শব্দ সম্পর্কে উল্লেখ করলে। ল্যানি বললেন, ১৯২১ সালে তিনি লেনিনগ্রাডে গিয়াছিলেন। দু'তিন বৎসর পর যান ওডেসাতে। তারপর মস্কোতে গিয়েছেন তিনবার। ল্যানি মনে মনে শঙ্কিত ছিলেন তাঁর ঠাস-বোঝাই করা গায়ের পোষাক সম্পর্কে কিন্তু তাঁর ভারী ওভারকোট সবকিছু ঢেকে রেখেছিল। তিনি আমেরিকান সিগারেটের দু'টি প্যাকেট বের করে ওদের সম্মুখে ধরলেন—'ক্যামেল' নামে ওই সিগারেটগুলি সর্বত্র পরিচিত। সৈনিকেরা আনন্দের সঙ্গে সিগারেট গ্রহণ করল এবং হাত নেড়ে তাঁকে চলে যেতে অনুমতি দিল।

বার্লিনে পেঁাছে আবার ল্যানিকে আর একদফা সীমান্ত-প্রহরীর পাল্লায় পড়তে হল। গ্রেট ব্রাণ্ডেনবার্গ গেট—রাশিয়ান ও আমেরিকান বিভাগের মাঝখানের সীমান্ত। যদি তিনি পদাতিক হতেন তা'হলে বিনা প্রশ্নেই চলে যেতে পারতেন—কিন্তু মোটরের যাত্রী তিনি, তাঁকে থামতেই হল। আর একবার তল্লাসীর সম্মুখীন হলেন তিনি। মোটর থেকে নেমে তিনি তাঁর মূল্যবান অনুমতিপত্রখানি বের করলেন। এবারকার রক্ষীদল জার্মেন। অ-সোভিয়েট জার্মেনরা তাদের বলে 'সোভিয়েট জার্মেন'। গাঢ় নীল বর্ণের পোষাক তাদের পরিধানে। তারা মার্কগ্রাফ পুলিশ নামে পরিচিত। তাদের কর্তা কর্নেল মার্কগ্রাফ। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নাৎসী সেনানী, স্টালিনগ্রাডের পথে তিনি লালফৌজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় কি করে দুই 'চরম' এসে মিলিত হয় আর—ডিক্টেটারসিপ সবই এক।

দু'জন রক্ষী অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছিল। একজন অন্যজনের ওপর

চোখ রাখছে। যে ল্যানির সঙ্গে কথা বলছিল, তার কথা বলার ভঙ্গী উগ্র স্যাক্সন ধরনের। কথাবার্তা যখন শেষ হল রক্ষীটি ল্যানিকে তাঁর চমৎকার জার্মেন ভাষার জন্য ধন্যবাদ জানাল। অনুমতিপত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে সে, যদিও সে হয়তো তার একটি অক্ষরও পড়তে পারেনি। সবিনয়ে সে বলল, আপনি এগিয়ে যেতে পারেন হের ব্যাড।

ল্যানি সেখান থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মোটরখানা রাখার ব্যবস্থা করে নাম রেজিষ্টারী করলেন হোটেলের খাতায়, তারপর চলে গেলেন নিজের নির্দিষ্ট কামরায়। তখন সকাল সাড়ে চারটা। এ সময়ে ফোনে কাকেও ডাকার পক্ষে মারাত্মক অসময়। কিন্তু মরিসনের বাড়ীর টেলিফোন নম্বর তাঁর কাছে আছে, আর একথাও তিনি জানেন যে, যে খবর তিনি দেবেন তার জন্যে ঘুম ছেড়ে উঠতে মরিসন আনন্দিতই হবেন। তাছাড়া—এটা প্রয়োজনীয় কাজ, অনাবশ্যক বার্তা বিনিময়ের বিলাস নহে।

কিছু সময় ফোন বাজতেই থাকল, তারপর একটা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ল্যানি। ল্যানি বললেন, আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম বলে ক্ষমা করবেন। ক্রিস্টফার কলম্বাস কথা বলছি। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি একজন প্রয়োজনীয় লোককে নিয়ে এসেছি। এখন আপনাকে কি কি করতে হবে বল্‌ছি। দুজন লোককে তাড়াতাড়ি স্যাভয় হোটেলে পাঠিয়ে দিন। তারা এখানকার লবিতে বসে থাকবে। ঠিক কখন সে লোকটি এসে পেঁছাবে ঠিক বল্‌তে পারি না। আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে লবিতে নিয়ে আস্‌ব। যদি সে আমার টোপ গেলে তাহলে ওই দু'জনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেব। আমার কথায় রাজী না থাক্‌লে আমাদের লোকদের আমি ইশারায় জানাব। সবই বুঝ্‌তে পারলেন তো?

আমি বুঝেছি। সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আর সে কণ্ঠস্বর নিদ্রাজড়িত নয়ঃ ধন্যবাদ! একটা কথা, আপনি কি তার কোন কিছু এই আমেরিকান এলাকায় খরিদ করেছেন?

ল্যানি বলল, না, কিন্তু করব।

তাই করবেন। তা'হলেই আমরা তাকে হাতে পাব।

ল্যানি উত্তর দিলেন, এবার আমি বিশ্রাম নেব। সারা রাত মোটর চালিয়েছি। স্যাভয় হোটেলের লবি। গুড্ বাই।

ল্যানি তাঁর বোঝাই-করা কোট আর ট্রাউজার খুলে ফেলে বিছানায় শুয়ে

পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন, যাকে বলে 'খেটে-খাওয়া মানুষের ঘুম'।

(১১)

তখন দিনের বেলা। টেলিফোন বেজে উঠল। হোটেলের কেরাণী ডাকছে ল্যানিকে : 'গুজম্যান নামক একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ল্যানি বললেন, তাকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।

দুজনের জন্যে প্রাতঃরাশের অর্ডার দিলেন তিনি। সঙ্গে এক পট গরম কফি।

হতভাগা শয়তানটি এসে উপস্থিত হল, সর্বাঙ্গ তার ভেজা। তার ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে। শীতে থরথর করে কাঁপছে লোকটি।

ল্যানি বললেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়।

গুজম্যান সেই সাদা ধব্‌ধবে বিছানার দিকে এমনভাবে চাইতে লাগল যেন জীবনে এরকম বিছানা আর আগে কখনও দেখেনি। সে ল্যানির আদেশ পালন করল। ল্যানি দুখানা কম্বল তার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। ল্যানি বেল-বয়কে ডেকে পাঠালেন। তাকে আদেশ দিলেন গুজম্যানের কাপড়চোপড়গুলি তাড়াতাড়ি কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে দিতে। অবশেষে 'পুসার' গুজম্যান আয়ত্তে এসেছে। সে যেন নিরাপদ বন্দী—তার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ী।

ওয়েটার প্রাতঃরাশ নিয়ে আসলে, গুজম্যানের জন্যে ল্যানি এক পেয়ালা গরম কফি তৈরী করলেন। লোকটি উঠে বসে লুব্ধভাবে তা পান করলে। এই অবসরে ল্যানি উঠে কামরার দোর চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন, বাইরের কেউ যেন এসে প্রবেশ করতে না পারে। তারপর তাঁর কোট ও ট্রাউজারের পকেটগুলি থেকে নোটের তাড়াগুলি বের করতে আরম্ভ করলেন। প্রাতঃরাশের ট্রের পাশাপাশি তিনি নোটগুলি সাজিয়ে রাখলেন ঃ এই তোমার টাকা, গুণে দেখ ঠিক আছে কিনা।

কিছু মনে করবেন না হের ব্যাড—লোকটি বলল, যেন কুকুরের মতো প্রভুভক্তি : আমি গুণে দেখ্‌তে চাই না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আমি সত্যি লজ্জিত যে আমি একসময়ে আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম।

বেশ ভাল কথা, ল্যানি বললেন ঃ আমরা খুব সাধু জগতে বাস করি না। সর্বদাই এমন লোক দেখ্‌তে পাবে, যে তোমাকে প্রতারণা করতে চাইবে। পথে কি তোমার কোন বাধা-বিপত্তি ঘটেছিল?

বিন্দুমাত্র নয়। রাজপথ দিয়ে না চল্‌লে আর কোন বাধাবিপত্তি থাকে না।

লোকটির গাল দু'টিতে যেন রক্ত ফিরে আস্‌ছে। কৃতজ্ঞতায় সে বিগলিত হয়ে পড়েছিল। ল্যানি আরও তা' বাড়িয়ে দিলেন। তিনি খাবার টেবিলটি ঠেলে নিয়ে গেলেন বিছানার ধারে। বললেন, খেতে আরম্ভ কর। দু'জন পাশাপাশি বসলেন প্রাতঃরাশ করতে। বিশ্ববিপর্যয়ের শিকার হতভাগ্য গুজম্যান হয়তো বহু বছরের মধ্যে এরকম প্রাতঃরাশ করেনি। তার টাকাগুলি তারই নিকটে টেবিলের ওপর সাজান। দশখানি করে এক-একটি প্যাকেট, কাগজের স্লিপে মোড়া, ব্যাংক থেকে যেমন করে মোড়ে। এরকম ৪০টি থাকবার কথা—তার দৃষ্টি এমনভাবে ওগুলির ওপর পড়েছিল। যেন সে গুণে দেখ্‌ছে, অন্ততঃ একটা অনুমান করতে চাইছে।

তুমি পুরোপুরি সব নোট ওখানে দেখ্‌তে পাবে, ল্যানি আবার তাকে আশ্বস্ত করলেন ঃ তুমি যখন আমাকে দাও তখন গুণে দেখিনি। কিন্তু তুমি বুঝে নেবার বেলা গুণে নাও।

সে আবার হাসল। তারা দু'জন এখন বন্ধু। সব কিছুই মনোরম। এমন সুন্দর একটি হোটেলের কামরায় থাকা সত্যিই খুব চমৎকার। কামরাটিতে স্টীমের গরম যথেষ্ট। প্রাতঃরাশের টেবিলে ক্রিম দেওয়া গরম কফি, ডিমের পোচ্‌, মাখন ও ম্যারম্যালেড (একরকম মোরব্বা) দেওয়া গরম রোলস্‌। এইসব আমেরিকানদের ব্যাপারই আলাদা। মহাযুদ্ধের পরও এমনি থাকা-খাওয়া!

ল্যানি বললেন, তুমি গরম জলে ইত্যবসরে চান্‌ করে ফেলতে পার। মনে হচ্ছে, তোমার চান্‌ করা দরকার।

গুজম্যান বলে উঠ্‌ল, হের ব্যাড, শীতকালে গরম করার ব্যবস্থাহীন কোন সেডে কখনও আপনি চান্‌ করেছেন? প্রত্যেকদিন সকালেই জল জমে বরফ হয়ে থাকে।

(১২)

প্রাতঃরাশের শেষে ল্যানি ব্যবসায়ে মনোযোগ দিলেন।

ল্যানি বললেন, তোমার কাছ থেকে যে নোট ক'খানি কিনেছিলাম সেগুলি খরচ করে ফেলেছি। আমার আর একখানি এখনি প্রয়োজন বকশিশ্‌ দেবার জন্যে। তাই আর একখানা এখনি একই দামে কিনতে চাই।

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত গ্রুজম্যান বলল, একখানি আপনাকে অমনি আমি উপহার দেব।

ল্যানি বলল, না, না, আমি কিনেই নেব।

তিনি আরও ৩৫০ জ্লোটি গুণে তার হাতে দিলেন। 'এখন যদি আমি একখানি নোট নিই এই টেবিল থেকে তাহলে অন্যায় হবে না?' বলে তিনি একখানা নোট তুলে নিলেন।

তারপর অভিনেতাসুলভ কণ্ঠে বললেন, এবার ঠিক হয়েছে, বেচা-কেনা শেষ হল? নয় কি?

হ্যাঁ বেচা-কেনা হল। গ্রুজম্যানের কণ্ঠ সহজ।

ল্যানি বললেন, এখন তোমাকে আমি দেখাতে চাই টাকাপয়সা কি করে গোপনে রাখা যায়।

তিনি তাঁর ট্রাউজার হাতে নিয়ে বিছানার পাশে বসলেন। সেই ট্রাউজারের বেল্টের নীচে সম্মুখ দিকে গুপ্তস্থানটি গ্রুজম্যানকে দেখালেন। নখ কাটবার যন্ত্রটি দিয়ে তিনি একগাছি সুতো কেটে সেটাকে টেনে বের করলেন। গুপ্ত পকেটটির মুখ খুলে গেল। সেই পকেট থেকে তিনি বের করলেন মসৃণ, নূতন, চকচকে একখানা নোট, পেছন দিকটা উজ্জ্বল সবুজ। এবার নোটে বিষাদগম্ভীর এব্রাহাম লিনকনের ছবি নয়, আছে বৃদ্ধ সুচতুর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতামহসদৃশ আকৃতির প্রতিকৃতি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এ চেহারা খুবই খাপ্ খায়। এখানা পাঁচ-ডলারের নয়, একশ-ডলারের। নোটখানা ল্যানি তাঁর নূতন বন্ধুর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে রাখলেন। তারপর টেনে বের করলেন আর একখানা—আর একখানা। এরকম পাঁচখানা একশ-ডলারের নোট বের করলেন তিনি—প্রত্যেকবারই তাঁর বন্ধুর চোখের দিকে চেয়ে দেখছিলেন।

এখন গ্রুজম্যান, বললেন ল্যানি : এই যে টাকা এতে নিশ্চয়ই তোমার আগ্রহ আছে। এটা আসল টাকা, নিউ ইয়র্কের একটি খাঁটি ব্যাঙ্ক থেকে এসেছে। এগুলি তোমার গুলির মতো জাল টাকা নয়।

ল্যানির দৃষ্টি নিবদ্ধ লোকটির মুখের ওপর। তার চোখ দু'টি হয়ে এসেছে বিস্ফারিত, চোয়াল নেমে পড়েছে এবং দৃষ্টিতে গভীর ভয়বিহ্বলতা।

সে বলল, এ কি বলছেন, হের ব্যাড।

ল্যানি উত্তর দিলেন, আমাকে বোকা বানাতে আর সময় নষ্ট কোরো না।

তোমার টাকাগুলি হিমলারী টাকা, এটা তুমি জান আর আমিও এ সম্পর্কে তোমার প্রথম কথা বলার সময় থেকে জানি।

লোকটি আবার কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠে ভাষা ফুটল না। দেখা গেল, সম্ভবতঃ কি বল্‌বে তা' খুঁজেও পাচ্ছিল না সে।

সোজাসুজি কথা বল গুজম্যান, বললেন ল্যানি : তুমি পোলাণ্ডে আমাকে এর তিনখানি নোট দিয়েছিলে, পোলিশ আইনে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারতাম। কিন্তু সে বোকামি আমি করিনি। তোমাকে এখানে আমেরিকান এলাকায় নিয়ে এসেছি। এখানে তুমি এক্ষুণি আমাকে একখানি নোট বিক্রি করেছ। এখন তুমি আমেরিকান মিলিটারী আইনের আওতায়।

লোকটি বিছানায় উঠে বসল, যেন এখনি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই ঘরের বাইরে দৌড়ে যাবে। কিন্তু তার শুভবুদ্ধি জাগ্‌ল, সে চীৎকার করে উঠল, ওহো, হের ব্যাড, আপনি আমার এমন সর্বনাশ করবেন না।

তুমি আমার কি সর্বনাশ করছিলে ভেবে দেখ, ল্যানি বললেন : সাধ্যমত আমার সর্বনাশ করছিলে। কিন্তু বেশী উত্তেজিত হয়ো না। তোমার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে। বিছানায় শুয়ে সহজ শান্ত মনে ভেবে দেখ ব্যাপারটা।

গুজম্যান আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বালিশের ওপরে তার মাথাটি উঁচু হয়ে আছে। তাই ল্যানির কাছ থেকে তার ভয়ভীত দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারেনি।

ল্যানি বল্‌তে লাগলেন, এই দেখ পাঁচখানি একশ-ডলারের নোট আমি রেখেছি এখানে। অনায়াসে তুমি এই পাঁচখানি নোট পেতে পার। আমি শুধু জান্‌তে চাই, কোথায় তুমি এই জাল নোটগুলি পেয়েছ আর কারা এরকম নোট তৈরী করে ও চালাবার চেষ্টা করে। তাদের সম্বন্ধে তুমি যা জান সব কথা বলতে হবে।

ল্যানির কথায় লোকটীর মুখের ভয়কাতরতা তিরোহিত হল না। বরঞ্চ সে আরও ভীতিগ্রস্ত হয়ে উঠল : হায় ভগবান! যদি বলি হের ব্যাড, আমি আস্ত থাক্‌ব না। তারা আমাকে একদিনও বাঁচতে দেবে না।

উত্তরে ল্যানি বললেন, আমি তোমাকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি। আমেরিকায় তোমাকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, কারণ আমাদের দেশে বহিরাগত সম্পর্কিত কড়াকড়ি আছে, কিন্তু তুমি মেক্সিকোতে

যেতে পার, দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন দেশে যেতে পার। যদি তুমি সাধুতার সঙ্গে নূতনভাবে জীবন কাটাবার ইচ্ছা কর, তাহলে তার জন্যে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট টাকাও তুমি পাবে।

তারা আমাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করবে হের ব্যাড। এটা হল ভেহম্—ভেহম্গারিচ্ট্। আপনি কি জানেন এটা কি?

জানি। আমি জার্মানীর ইতিহাস পড়েছি। কিন্তু নিজেকে বোকা বন্তে দিও না। কোন মধ্যযুগের একটী গুপ্ত সমিতি, নির্মমতার কুখ্যাতি তাদের ছিল—আজ সেই সমিতির নাম নিয়ে একদল দস্যু তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

তারা অমনি বড় নিষ্ঠুর হের ব্যাড্। নিশ্চয়ই তারা আমাকে খুঁজে বের করবে, এবং অত্যাচারে অত্যাচারে আমাকে মেরে ফেলবে।

মনোযোগ দিয়ে শোন। মনে মনে পরিষ্কার বুঝে নাও তোমার অবস্থাটা কি। তুমি বহু বছরের জন্যে দণ্ডিত হবে। হয়তো দশ অথবা কুড়ি বছর তোমাকে এখানে জেলে বাস করতে হবে। আমেরিকানরা জেল চালাবে, জার্মানরা নয়। পক্ষান্তরে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত থাক্তে পার। তোমাকে আদালতে গিয়ে আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে না। আমি তোমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা ওই দলের ওপরওয়ালাদের নামগুলি জান্তে চাই। তারপর সব খবর আমরা খুঁজে বের করব। তুমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পার আর একটী নাম নিয়ে, কেউ জান্তে পারবে না কোথায় তুমি গিয়েছ। নিশ্চয়ই পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত আনন্দপূর্ণ অংশ সম্পর্কে তুমি চিন্তা করতে পার—ওই তোমার বর্ষা আর শীতপূর্ণ পোলান্ড নয়। তোমাকে ওখানে জীবনধারণ করতে হয়েছে কপি আর আলুর ওপর ভরসা করে। বেঁচে রয়েছ মাছি, ছারপোকা আর উকুণের মাঝে।

এবার ক্ষীণকণ্ঠে বলল গুজম্যান. হ্যাঁ হের ব্যাড, আমি যদি নিশ্চিত বুঝতাম—

ল্যানি উত্তর দিলেন, তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। আমি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তবিভাগের একজন এজেণ্ট। আমার অধিকার আছে তোমাকে আশ্বাস দেবার। ওইসব ক্ষুদে 'পুসার'দের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের কয়েকজনকেই হাতে পেয়েছি। আমরা চাই ওই জোটের মাথাগুলি ছেঁটে ফেলা। তুমি যা জান তাই আমাদের বল। আমরা যতদিন এসম্পর্কে অনুসন্ধান

করব ততদিন তোমাকে নিরাপদে ও আরামে রাখব। এটা বলার আবশ্যক করে না যে আমাদের বোকা বানাতে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে টেক্কা মারতে আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না। যদি তুমি সরলভাবে সবকথা আমাদের জানাও, তাহলে তুমি পৃথিবীর যে যায়গায় যেতে চাইবে, তোমার জন্যে সে যায়গার টিকিট কেটে ষ্টীমারে অথবা বিমানে তোমাকে নিরাপদে তুলে দেব এবং তোমাকে এই পাঁচশ ডলারের নোট বা যে ধরনের টাকা তুমি চাইবে তাই দেব। তুমি নূতন নাম নিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করতে পার। এমন কোন পন্থা থাক্‌বে না, যাতে তোমার ওই তথাকথিত ভেহমগারিচ্‌ট্‌ দল তোমার সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে পারবে।

গুজম্যান আবার বলল, হ্যাঁ হের ব্যাড, আমি যদি সত্যি সত্যি—

ল্যানি বললেন, তুমি কি বুঝ্‌তে পার না, আমরা ওইসব অপরাধীদের খুন করে বেড়াতে দেব না? এর ফল হবে এই যে আমাদের পক্ষে সাক্ষী পাওয়া অসম্ভব হবে। আমরা তোমার দায়িত্ব নেব এবং তুমি যাতে ভাল থাক তার ব্যবস্থা করব। আমরা ন্যাৎসী এবং কম্যুনিষ্টদের মতো চলি না। আমরা লোকের ওপর নির্যাতন করি না, আমাদের প্রতিজ্ঞাও ভংগ করি না। বল, ওইসব ওপরওয়ালাদের সংগে তোমার কি বাধ্যবাধকতা আছে? তুমি কি তাদের উদ্দেশ্যের কোন একটীর সংগে সংযুক্ত অথবা তোমার কমিশার হবার আশা আছে অথবা ওই রকম একটা কিছুর প্রত্যাশা কর?

না, হের ব্যাড।

এটা তোমার কেবলমাত্র জীবনধারণের উপায় ছিল?

হ্যাঁ, হের ব্যাড, এবং উপায়টা ভাল নয়।

ভাল কথা। আমি তোমাকে আরো ভালভাবে থাকবার উপায় করে দিচ্ছি। তোমার শুভবুদ্ধি এ উপায় গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই বলবে। তুমি মুক্ত বিবেকে এটা গ্রহণ করতে পার। কারণ এটা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, এই জাল টাকা চালিয়ে তুমি সমাজের অনিষ্ট করছ। তুমি যে পরিমান জাল টাকা চালাও, যে টাকা বাজারে চল্‌তি আছে, সেই অনুপাতে তার মূল্য কমিয়ে দাও। এতে জিনিষপত্রের মূল্য বেড়ে যায় এবং দরিদ্রদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে। যদি তুমি প্রচুর জাল টাকা ছড়িয়ে দিতে পার, তুমি হয়তো পৃথিবীর সবকিছু কিনতে পারবে কিন্তু দরিদ্রেরা অনশনে পড়ে পড়ে মরবে। এটা তো সাধারণ বুদ্ধির কথা, নয় কি? যাদের সংগে তোমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই এমনই একদল দুবৃত্তকে বাঁচাবার জন্যে তুমি জেলে যেতে চাইছ

কেন? ভেবে দেখ বিষয়টা, সুবুদ্ধির পরিচয় দাও।

আপনি খুব চালাক লোক হের ব্যাড, অকস্মাৎ 'পুসার' বলে উঠল।

তাঁর স্বাভাবিক হাস্যে ল্যানি মন্তব্য করলেন, আমাকে তোষামুদে তুষ্ট করতে চেষ্টা করো না। আমার পেছনে প্রচুর শক্তিশালী একটী সংগঠন রয়েছে, এবং তাঁরা যা করতে বলছেন তাই আমি করছি। আমরা আইন রক্ষা করছি, এবং আমরাও সে আইনকে মান্য করি। আমরা যদি স্থির করি কিছু করব, তা'হলে তা' করবই।

আমাকে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হয়েই একটা সুযোগ নিতে হবে। বল্‌ল গুজম্যান : এছাড়া আর আমি কি করতে পারি?

(১৪)

ল্যানি স্যুটকেস থেকে একটী লেখার কাগজের প্যাড বের করলেন। পকেট থেকে নিলেন ফাউণ্টেনপেন।

বললেন : এখন তোমাকে সবকিছু বলতে হবে আমাকে। কিন্তু আবার তোমাকে বল্‌ছি, মিথ্যা কিছু বলো না। যদি বল, আমি ধরে ফেলতে পারব আর আমি দেখব তুমি যাতে দ্বিগুন শাস্তি পাও।

তাই হবে হের ব্যাড। গোলমাল করে আমার লাভ কিছুই নেই। আমি যখন বলব তখন সোজা সত্য কথাই বলব।

ওই গুপ্তদলটীর কথা বল, যাদের তুমি ভেহমগারিচ্‌ট্‌ বল্‌ছ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গুপ্ত-সংগঠন। তারা তাদের বলে 'ভোলকিশ্চারব্যাণ্ড'—রক্তের সৌখ্য তাদের, দলের লোক ছাড়া কাকেও দলের নামটী পর্যন্ত বললে মৃত্যু অবধারিত।

ওঃ, তাহলে তারা ন্যাৎসী?

তারা সকলেই উচ্চপদস্থ ন্যাৎসী। যারা এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্মদাতা, তাদের সকলেরই গায়ে যুদ্ধের আঘাতচিহ্ন। ছ'জন কর্তা ছিলেন। তাদের প্রত্যেককে তিনজন করে সদস্য সংগ্রহ করতে হবে, কিন্তু কেবলমাত্র একজনই জান্‌বে সেই তিনজনের নাম। সেই তিনজন আবার তিনজন করে লোক সংগ্রহ করবে। এমনি করে দলের সদস্যসংখ্যা বেড়ে চলবে। তারা বলে, জীবানু যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এটা ছড়াবে। জার্মেনীর সর্বত্র এটা ছড়িয়ে পড়বে। কেউ জানবে না কতদূর, কত দ্রুত সেটা ছড়িয়ে পড়ছে। ডার ট্যাগ্‌ আসবে, চরমদিন,

সেদিন প্রকাশ্যে তা' বিস্ফুরিত হবে।

সেটা একটা পুরানো কাহিনী। তাদের কি কোন প্রচারিত উদ্দেশ্য আছে?

তারা সর্বত্র প্রচার করে যাকে তারা বলে 'ড্যাস্ ওয়র্ট'। প্রতি সপ্তাহে মাত্র একটা লাইন। প্রত্যেকটী জার্মান এটা পড়বে এবং মনে রাখবে। প্রত্যেক সদস্য তার তিনজনকে কথাগুলি জানাবে, এমনি করে তা' প্রচারিত হবে।

তুমি কি ওই প্রতিষ্ঠানের সদস্য?

না, হের ব্যাড। আমি ওদের টাকা কমিশন নিয়ে চালিয়ে বেড়াই। আমাকে অন্ততঃ তিন ডলারে পাঁচ ডলারের একখানা নোট চালাতে হবে। আমি তাদের দিই দু'ডলার।

সদস্য না হয়েও তাদের সম্বন্ধে এতো কথা তুমি জান কি করে?

সে এক ঘটনা, আমার ভয় হয়ে গিয়েছিল মারা পড়ব। ষ্টুবেনডার্ফে একটা ভাঙ্গা গুদামঘর আছে। একটী কোণেব ওপরে ছাদটা রয়েছে। সেখানেই আমি টাকা নিতে যেতাম। সেখানে যাই আমি এক রাত্রে। আপনার সঙ্গে যেমন দেখা হয়েছিল তেমনি সেদিনও ভিজে শীতে কাঁপছি। একটী পোড়োবাড়ী থেকে কয়েকখানি কার্পেট উদ্ধার করে সেই কোণে জমা করে রাখা হয়েছিল। আমি সেকথা জান্তাম। আমি সেগুলির নীচে ঢুকে পড়লাম নিজেকে গরম করে তুলবার জন্যে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। কর্তাদের দু'জন লোক এসে সেখানে প্রবেশ করল। তারা ভাবল সেখানে আর কেউ নেই, তাই নিজেদের বিষয়কর্ম সম্পর্কে মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করতে লাগল। ভয়ে আমার সব বোধশক্তি স্তম্ভিত হয়ে পড়ল, দেখতে পেলেই আমার বুকে তারা ছুরি বসিয়ে দেবে। ভয় হল, আমি হয়তো হেঁচে অথবা কেশে ফেলব অথবা অন্য কিছু। কিন্তু তাদের বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। এই করেই আমি তাদের কথা জান্তে পেরেছি।

ওদের মাথায় কোন লোকটী আছে?

তার নাম ব্রিংকম্যান—হেইনরিক ব্রিংকম্যান। গোয়েরিংএর লুফটওয়েফ্এ সে একজন কেউকেটা ছিল। সে মোটা সোটা কালো। ষ্টুবেনডার্ফের কাছে একটী বনে সে লুকিয়ে থাকে।

আমার ধারণা ছিল পোলাণ্ড থেকে সমস্ত জার্মানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

যারা পোলিশ ভাষায় কথা বলে এরকম জার্মানরা রয়েছে সেখানে। তারা নিজেদের পোলিশ বলে ধাপ্পা দেয়। তারা পার্টিতে যোগ দেয়, কম্যুনিষ্টদের

মতোই কথা বলে। কিন্তু গোপনে তারা ওই পার্টি সম্পর্কে লোকের মনে বিরুদ্ধ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে। যারা গোপনে লুকিয়ে আছে তাদের তারা সাহায্য করে। আমার ধারণা তারা পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট সেজে থাকে, পশ্চিমে এসে হয় ডেমোক্রেট। ঠিক ঠিক আমি জানি না। ওদের দলটী গুপ্তদল।

তুমি কি জান টাকাগুলি তারা কোথায় রাখে?

না, আমি শুধু জানি টাকা আনবার জন্যে আমাকে কোথায় যেতে হত। আমাকে একটী প্যাকেট দেওয়া হত। তা' গুণে দেখ্‌তেও আমি পারতাম না। শুধু সেটা নিয়ে আমাকে চলে আস্‌তে হবে। কিন্তু যে পরিমাণ বলে দেওয়া হত, সর্বদাই তা' ঠিক পেতাম। আমার ওপর কঠোর আদেশ থাক্‌ত, আমি যেন পোলাণ্ডে বা পূর্ব জার্মানীতে একখানি নোটও না চালাই। আমি আপনাকে পেয়ে শুধু ভাগ্যপরীক্ষা করছিলাম, দেখলাম যে আপনি বাইরের লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি যখন আমাকে বার্লিনে নিয়ে আসতে চাইলেন তখন আমি খুশীই হয়েছিলাম। আপনি বড়ো সহরে কাজকর্ম করবেন, সেখানে কে আপনাকে আবার খুঁজে পাবে? আপনাকে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতে হবে।

ল্যানি সহাস্যে উত্তর দিলেন, কথা সত্য, তোমার পেছনে লোক লাগবে। আচ্ছা, বল দেখি প্লেটগুলি সম্পর্কে কোনকিছু জান কি না?

প্লেট? প্রশ্ন করল গুজম্যান। ল্যানি তাকে বুঝিয়ে বললেন, প্লেট হচ্ছে তামা দিয়ে তৈরী ব্লক, যেগুলি থেকে নোট ছাপা হয়।

উত্তর দিল গুজম্যান, আমি এসম্পর্কে কখনো কিছু শুনিনি। এমনও হতে পারে যে অনেকদিন পর্যন্ত তাদের কোন নোট ছাপাতে হবে না। হয়তো হাতে প্রচুর নোট আছে।

আমি ধরে নিতে পারি এই টাকাগুলি কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হচ্ছে, এবং তারা নিজেরাও বেঁচে আছে এই টাকার ওপরেই নির্ভর করে। নয় কি?

আমার ধারণা, তাই হের ব্যাড! তারা এই টাকায়ই সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের সেই 'বাণী' (The Word —তারা নামকরণ করেছে) প্রচার করে।

'বাণী'টা কি বলতে পার?

আমাকে তা তারা বলে না হের ব্যাড। আমি একটী ছিঁচকে লোক, তাদের ওই নোট চালাবার জন্যে চারদিকে ঘুরে বেড়াই, মাঝে মাঝে আরও নোট চাইতে তাদের কাছে যাই।

আমার কাছে তোমার পরিবারের কথা বলেছিলে? সত্যি কি সেকথা?

ওটা আমার বানান কথা হের ব্যাড। আমার একটী স্ত্রী ছিল কিন্তু সে আর একজনের সংগে চলে গেছে। মনে ছিল আবার বিয়ে করি, কিন্তু আমার মতো লোকের পক্ষে তা সম্ভব কোথায়? এক যায়গায় বেশীদিন থাকতে পারি না। সর্বদা পুলিশ আর যাদের ঠকিয়েছি তাদের হাতে ধরা পড়বার ভয়।

তুমি যাদের নাম করেছ এছাড়া কি ওই দলের সংগে যুক্ত আছে এমন আর কাউকে জান না?

একটী লোককে জানি যে ওই 'বাণী' রচনা করে। সে বাণীগুলির সংগে কখনও পরিচয় ঘটেনি তবে লোকটীর নাম শুনেছি। নাম হল মেইসনার।

(১৫)

ল্যানি জানেন কি করে মনের উত্তেজনা গোপন করতে হয়। তাঁর সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ সুন্দরী মা তাকে শিখিয়েছেন কেউ কাউকে কখনো সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বাস করো না। আরও শিখিয়েছেন কাকে বিশ্বাস করা চলে এবং কাকে একেবারেই বিশ্বাস করা চলে না। তিনি দেখেছেন সংসারী লোক সংসারী লোকদের সংগে এইভাবেই ব্যবহার করে—যাকে বলা হয় 'বিষয়বুদ্ধি'। চিত্র ক্রয় করতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওই সব চিত্রসম্পদের অধিকারীদের দেখে—তাঁরা যা দাম হাঁকেন, তার মধ্যে কি তাঁরা সত্যি সত্যি প্রত্যাশা করেন। ব্যাড্ গানমেকারস্ কর্পোরেশনের ইউরোপের প্রতিনিধির ছেলে তিনি, তিনি কেনাবেচা. ক্রেতাদের হাবভাব সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ব্যাড্ অর্লিংএর ছেলে তাঁর বাবাকে সেই প্রচণ্ড দুর্বৃত্ত হারমেন গোয়েরিংএর সংগেও ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন। তারপর গুপ্ত এজেণ্টরূপে লোকদের কথাবার্তা ও হাবভাব লক্ষ্য করা এবং নিজের মুখখানিকে ভাবলেশশূন্য করে রাখায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

কাজেই তিনি যখন ওই জালনোটের 'পুসারে'র মুখে মেইসনারের নামটী শুনলেন, মুখে তার কোনরূপ বিস্ময়ের আভাষ ফুটে উঠতে দিলেন না। আর সত্য বলতে কি তিনি বিস্মিত হননি। কারণ তিনি প্রায় দু'একসপ্তাহ যাবত ক্রমাগতই ষ্টুবেনডর্ফের কুর্ট মেইসনার সম্পর্কে চিন্তা করে আসছেন। এ সম্ভাবনাও তাঁর মনে জেগেছে কুর্ট হিমলারী টাকা সম্পর্কে কিছুটা অবগত আছে এমন কি সেই টাকা সে ব্যবহারও করতে পারে। অবশ্য জার্মেন দার্শনিক আদর্শবাদ অনুসারে কোন উচ্চ উদ্দেশ্যপূরণের জন্যই টাকাগুলি সে ব্যবহার করবে।

এবার কোনরূপ বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়েই ল্যানি প্রশ্ন করলেন : তুমি মেইসনার সম্পর্কে কি জান?

জানি তিনি একজন সংগীতজ্ঞ এবং তাঁর নামের পূর্বে আছে কুর্ট। ষ্টুবেনডর্ফে তাঁর সম্পর্কে নানা আলোচনা হয়। নিশ্চয়ই মনে হয় লোকটী বিখ্যাত, কিন্তু আমি সংগীত সম্পর্কে কিছুই জানি না।

মনে হচ্ছে যেন তাকে কনসার্ট বাজাতে শুনেছি, ল্যানি বললেন। অনাবশ্যক মিথ্যা বলা সর্বদাই তাঁর নীতি-বিরোধী।

যুদ্ধের সময়ে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় আর মেইসনার বাজাতে পারেন না। পরিবার পরিজন নিয়ে একটী ক্ষুদ্র কটেজে তিনি থাকেন। কটেজটীও ভাঙা।

তুমি কি জান ভদ্রলোক এখন কোথায় আছেন?

শুনেছি তিনি জার্মেনীর পূর্ব অঞ্চলে থাকেন। হার্জ পর্বতমালায় ওয়েনডেফার্থ গ্রামে বাস করেন। এই পর্যন্তই আমি জানি।

আমার মনে হয় ঐ হিমলারী টাকার ওপরই নির্ভর করেন তিনি।

আমি ওই নোটগুলি চালিয়ে যা আনি ওর কিছু টাকা তাঁর কাছে যায়। আর তিনি ওই 'বাণী' রচনা করেন। ওগুলি খুব পবিত্র ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী বলে কথিত হয়। প্রতি সপ্তাহে একবার করে বাণী প্রচারিত হয়। জার্মানরা ওগুলি হৃদয়ে গেঁথে নেবে এবং পিতৃভূমির প্রতি এবং হিটলার যে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ করবে। আমি মনে করি এগুলি উন্মত্ততা, মনে হয় না কুড়িটীর মধ্যে একটী জার্মানও ওই বাণীতে কান দেবে।

ল্যানি পরীক্ষা করছিলেন, গুজম্যান সত্যি কথা বল্‌ছে কি না। ব্যাপারটা পুরোপুরি কুর্ট মেইসনারের উন্মত্ততার মতোই মনে হয়। নিঃসন্দেহ এটা পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ন্যাৎসী নায়কেরা দেখ্‌লে যে পরাজয় অনিবার্য। তখনই তারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করলে, যাকে তারা বলে, 'বাভারিয়ান রিডাউট'। তারা উচ্চ পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। সেখানে আগে থেকেই অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র জমা করে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে তারা বরাবর যুদ্ধ করে যাবে। কিন্তু জর্জ প্যাটন বড়ো বেশী দ্রুত এগিয়ে এলেন। ল্যানি মনে করেছিলেন হ্যারি ট্রুমানও অতি দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, জার্মানরা গণতান্ত্রিক শাসন লাভ করবে।

এবার নূতন প্রশ্ন করলেন ল্যানি।

মেইসনার কি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছেন?

আমি জানি না হের ব্যাড। তবে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে একটা আপোষ হয়েছে তাঁর। তা নাহলে তাঁকে সেখানে তারা থাকতে দেবে কেন। তিনি কি করেইবা তাঁর ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান?

আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথাই বলছ গুজম্যান। আমার কাছে যা যা বললে সব কথা তোমাকে আমেরিকান অঞ্চলের গুপ্তবিভাগের কর্তার কাছে বলতে হবে। ন্যাৎসীদের 'গেহেইম ডিয়েনষ্ট' নামে তুমি ভীত হয়ো না। আমাদের এরকম কোন কিছু নেই। আমরা তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব, যারা তোমার ক্ষতি করতে চাইবে তাদের নাগাল থেকে দূরে রাখব। তোমার কাহিনীর সত্যাসত্য অনুসন্ধানে অধিক সময় লাগবে না. ইতিমধ্যে তুমি নানা ভ্রমণবিবরণী পড়ে দেখবে এবং স্থির করবে কোন দেশে কোথায় তুমি যেতে চাও। এখন উঠে গরমজলে স্নান করে নাও। তোমার কাপড়চোপড় শুকানো দরকার।

ল্যানি ফোনে নীচে খবর দিলেন লবিতে তাঁর জন্যে দু'জন লোক অপেক্ষা করছে, তাদের যেন ওপরে তাঁর কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ডাকলেন হোটেল পোর্টারকে, গুজম্যানের কাপড়চোপড়গুলি পাঠিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে একবার ডি. ডি. টি ছড়িয়ে দিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

গুজম্যান যখন স্নান করছে তখন ওই দুজন কর্মচারী এসে প্রবেশ করল। ল্যানি সমস্ত কিছু তাদের বুঝিয়ে বললেন। ওদের অনুরোধ করলেন বন্দীর প্রতি যেন ভাল ব্যহবার করা হয়, অবশ্য যেন তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া না হয়। তাদের গাড়ীতে করে তারা গুজম্যানকে নিয়ে যাবে, ল্যানি তাঁর নিজের গাড়ীতে তাদের পেছনে যাবেন।

ল্যানি পাঁচশ ডলারের নোট তাঁর গুপ্ত পকেটে আবার বেঁধে রাখলেন। তিনি কামিয়ে পোষাক পরে নিলেন। তারপর তাঁর বন্দী ও গার্ডদের নিয়ে মরিসনের অাঁপিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মরিসনের জার্মেন ভাষা জানা আছে, অাঁপিসে একটি জার্মেন স্টেনোগ্রাফারও রয়েছে। আবার গুজম্যান বলতে লাগল তার কাহিনী। ল্যানি মনোযোগ দিয়ে তাঁর নোটের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, যদি কোথাও কিছু গোপন করে সে। সেই একই কাহিনী। নিঃসন্দেহ সে সত্য কথাই বলছে।

প্রশ্নোত্তর শেষ হয়ে যাবার পর গুজম্যানকে ওপরের তলায় একটি ঘরে নিয়ে

যাওয়া হল। সেখানে সে একজন সরকারী এজেন্টের সঙ্গে বাস করবে। শিখবে সে সেখানে চেকার্স খেলতে আর পাঠ করবে পৃথিবীর নানা দেশের ভ্রমণ-বিবরণী, দেখবে সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি। মরিসন ল্যানির দেওয়া প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করলেন। ল্যানি সত্যই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গুজম্যানের বিবৃতিতে অসম্ভব কোন কিছুই নেই। সামরিক গুপ্ত বাহিনীর এটা জানা যে এই ষড়যন্ত্রকারীর দল জার্মেনীর সর্বত্র ঐরূপ ষড়যন্ত্র করছে। তারা সত্যি সত্যি কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। মরিসনের কথায় ওরা "বিয়ারের দোকানের জটলাকারীর দল"।

ল্যানি বললেন, নজর রাখবেন, বিয়ারের আড্ডা থেকেই এডলফ্ হিটলারের অভ্যুদয় আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জনৈক বন্ধুর ক্ষত

(১)

সরকারী দপ্তরে বসে ল্যানি আলোচনা করতে লাগলেন, গুজম্যানের কাছে যে সূত্র পাওয়া গেল, সে সূত্র ধরে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। মরিসনের অভিমত হল : ব্যাপারটা খুব কঠিন। ওরা সন্দেহপ্রবণ ও নরঘাতক। মনে হচ্ছে আমাদের কুর্ট মেইসনারের মারফতেই এগুতে হবে। দৃশ্যতঃ সে খুব নির্জন জীবন যাপন করছে। মিঃ ব্যাড, আপনি আমাদের হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?

উত্তর দিলেন ল্যানি : যদি ইচ্ছা করেন তাহলে চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু আমার ভয়, কুর্ট এমন লোক যাকে আমি ধাপ্পা দিতে পারব না। পুরানো কথাটা জানেন তো, 'আমাকে একবার বোকা বানান তোমার দোষ, যদি দু'বার বোকা বানাও তবে সে দোষ আমার।' কুর্ট আমার সবকিছু কূট কৌশলের সঙ্গে পরিচিত।

তার ঝুলিতে কি বস্তু আছে আমাদের বলুন মিঃ ব্যাড। গুপ্ত এজেন্ট-রূপে তার কর্মতৎপরতা কি বলুন আমাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই আমি তার কাজকর্মের কথা জানতে পারি। জার্মান সামরিক বিভাগের এজেন্টরূপে সে প্যারিসে ছিল। সে গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিল। তখন সে নিযুক্ত হল ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে, উদ্দেশ্য জার্মেনীর পক্ষে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে ভাল সর্ত আদায় করা। যদি সে ধরা পড়ত তাহলে তখন তাকে গুলি করে মারা হত। কিন্তু সে আমার বন্ধু ছিল, আমি ছিলাম বোকাও। আমি তাকে বাঁচালাম, প্যারিস থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলাম। প্রায় ১২।১৩ বছর পর সে আবার প্যারিসে আসে—অনেক টাকা তার হাতে। সে ফরাসী প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করল হিটলারের সঙ্গে আপোষের। আমি তাকে সাহায্য করলাম এই কারণে যে ওটা ছিল আমার ভাঁওতা। আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হয়ে তখন কাজ করছি। রাইনের দিকে আমাদের

সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে যাবার সময় যখন এল কুর্ট তখন টুলায়। আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। বুঝতেই পারেন সে একটি পাকা ষড়যন্ত্রকারী।

আপনি যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তাহলে আমরা উপকৃত হব। তার সঙ্গে আবার বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নেবার জন্যে খুব চেষ্টা করুন। আপনাকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর গুরুতর কোন অনিষ্ট সে আপনার করতে পারে না। অন্ততঃ তা'হলেও আপনি জানতে পারবেন তার হাবভাব কি এবং সে কোথায় বাস করে। সম্ভবতঃ তার দলের কেউ কেউ তার কাছে-ভিতেই কোথাও থাকে। তারা মোটা টাকার নোটও সেখানেই লুকিয়ে রাখতে পারে। হয়তো সেই অঞ্চলেই প্লেটগুলি লুকিয়ে রেখেছে, এমন কি ছাপাখানাও থাকতে পারে। এবার আর পারমিট পেতে আপনার বিশেষ হাঙ্গামা হবে না,কারণ রাশিয়ানদের সঙ্গে এখন আপনার চেনাশোনা হয়ে গেছে।

ল্যানি রাজী হলেন। তিনি আবার তাঁর সেই 'কুপ' গাড়ী নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন পূর্ব-বার্লিনের কার্ল জেলায়। সেখানে আবার মার্শাল সকলো-ভস্‌কীর দপ্তরের তরুণ কর্মচারীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বর্তমানে তিনি স্ট্যালিনের একজন বন্ধুরূপে তাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেছেন। তিনি হারব্রেইম পর্বতে যাওয়ায় অনুমতিপত্র পেয়ে গেলেন। পাহাড়টি সোভিয়েট এলাকায়—সেটি বার্লিনকে বেষ্টন করে আছে এবং একশ মাইলেরও বেশী পশ্চিমদিকে প্রসারিত। ল্যানি জানালেন, স্টুবেনডর্ফে সবকিছুই তো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কোথায় খুঁজে পাবেন শিল্পবস্তু চিত্র ইত্যাদি। তবে তিনি জানতে পেরেছেন, তাঁর একজন পুরনো বন্ধু বর্তমানে হার্জএ আছেন এবং তিনি কিছু কিছু খবর রাখেন।

ল্যানির মোটর ছুটে চলল অল্প দক্ষিণে মাগডিবার্গের দিকে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে জায়গাটি। সর্বত্রই একই শোচনীয় দৃশ্য। পরাজিত অধি-বাসীরা চরম দুর্দশার মধ্যে বাস করছে। ভয়াবহ 'যুদ্ধ' নামক বস্তুটির প্রতি তাঁর মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কুয়েডলিনবার্গ। প্রথম রাজা হেনরিকের সময়ে জার্মেনীর প্রথম রাজধানী ছিল। সে প্রায় হাজার বছরেরও বেশী দিনের আগেকার কথা। স্থানটি সম্পর্কে বহু প্রাচীন উপাখ্যান আছে। পুরানো প্রাসাদগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেকালের গীর্জাও এখনও আকর্ষণ করে ভ্রমণকারীদের। হেনরিক হিমলার এ জায়গাটিকেই বেছে নিয়ে-

ছিলেন স্টুটজেন্টাফেল এবং হিটলারী-তরুণদের সমাবেশের জন্য। প্রতি বৎসর এখানে একটি বিরাট উৎসবানুষ্ঠান হত। হিমলার আসতেন, প্রথম হেনরিকের জন্মদিনের উৎসব পালনের জন্যে। হিমলার এখানেই তাঁর সমাধিস্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনিও সমাধিস্থ হবেন রাজা হেনরিকের কবরের পাশে। হায়! নিজের মৃত্যুতে তাঁর কোন হাত রইল না, বাঞ্ছিত মৃত্যু হল না তাঁর। যখন ছোট্ট সায়নাইড ক্যাপসুলটি গলাধঃকরণ করলেন হিমলার, তাঁর মৃতদেহ ইংরেজেরা অধিকার করল। তারা দেহটি নিয়ে গেল অরণ্যে, সেখানে একটি গর্ত খুঁড়ে সেটা সমাহিত করল। কফিনটা পর্যন্ত ভাল করে বেশী কাঠ দিয়ে তৈরী নয়। বলতে গেলে মাটিতেই দেহটা পুঁতে রাখা হল। ইংরেজ সার্জেন্ট বললে, 'ক্রিমিকীটের কাছেই ক্রিমিকীটকে দেওয়া হল।' জার্মেনরা হাজার বছরের পূর্বেকার রাজাদের সম্মান করুক কিন্তু নাৎসী কৃমি-কীটদের নয়।

ক্ষুদ্র বোড নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে ল্যানি কবি হেইনের কবিতার লাইন স্মরণ করলেন : "পর্বতের ওপর আমি আরোহণ করব—যেখানে দীর্ঘাকার বৃক্ষগুলি উচ্চে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে"। রোসট্রেইপ অতিক্রম করে গেলেন তিনি। বিরাট পাথরের পাহাড়। কথিত আছে, এখানে নাইট বোডো অনুসরণ করে-ছিলেন এক রাজকন্যাকে। তার সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে তিনি নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই নদীর জলের গভীরে পড়েছিল তাঁর রাজমুকুট। একটি বিরাট কুকুর সেই মুকুটটিকে পাহারা দিত। কেউ যদি ওই মুকুট উদ্ধারের জন্য সেই জলে ডুব দিত, তা'হলে সেই কুকুরের হাতে ছিল তার অবধারিত মৃত্যু। সেই উপত্যকার বিপরীত দিকে 'ডাইনীদের নৃত্যভূমি'। ওয়ালপার্গিস্ রাত্রে ল্যানি হয়তো দেখতে পেতেন ডাইনীদের—সেই সঙ্গে ছাগলেরা আর প্রেতাত্মারা নৃত্য করছে। কিন্তু ল্যানির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ক্রেমলিন আর বার্লিনের কার্লশর্ট জেলার দিকে—সেখানে দুষ্ট প্রেতাত্মারা নৃত্য করে ফিরছে।

(২)

ক্ষুদ্র উপত্যকাটিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন অভিযাত্রী। সেটা দিয়ে চলতে লাগলেন তিনি। উয়েনডেফার্থ নামক গ্রামে গিয়ে পেঁাছলেন। পাথুরে পাহাড়ের ঢালুতে চিরসবুজ বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ গ্রামখানি। পেট্রল কিনবার

জন্যে থামলেন তিনি এবং জান্‌তে চাইলেন কুর্ট মেইসনার কোথায় বাস করেন। রাস্তার পেছনে একটি কুটীর দেখিয়ে দেওয়া হল। তিনি মোটর চালিয়েই গিয়ে উপস্থিত হলেন কুটীরের এলাকায়। বেশ আরামদায়ক বাড়ীখানি। মনে হল ছ'খানি ঘর আছে তাতে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটি কুঞ্জের মাঝখানে একটি দুই-কামরার কুটীর। নিশ্চয়ই এটা কুর্টের স্টুডিও। দেখা যাচ্ছে হিটলারের তৃতীয় রাইখের সঙ্গীতরচয়িতা একেবারে হৃতসর্বস্বের মতো বাস করেন না।

মোটরখানি একপাশে রেখে তা' থেকে নেমে পড়ার পর ল্যানির হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। তিনি গিয়ে কড়া নেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একজন স্ত্রীলোক এসে ঘরের দোর খুলল। ভাল করেই জানতেন তিনি মেয়েটিকে, কিন্তু আজ যেন আর সহজে চেনা যায় না। বয়েস প্রায় চল্লিশ বছর কিন্তু মনে হয় ষাট বছরের বৃদ্ধা। মাথায় ছিল সোনালী কেশরাজি এখন সেগুলি ধূসর। দেহ ছিল তার গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট, এখন সে দেহ্‌ হয়ে উঠেছে শীর্ণ ও ভগ্ন। মুখখানি বলিরেখায় চিহ্নিত। মানব ইতিহাসের অতি ভয়াবহ সাতটী বছর তাকে কাটাতে হয়েছে, চেষ্টা করতে হয়েছে আটটী ছেলেমেয়েকে জীবিত রাখার। ল্যানি জানেন না মেয়েটী তাতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

মেয়েটী দেখ্‌ল তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন বিদেশীর মতো দেখতে সুশ্রী ভদ্রলোক। ছোট্ট লাল্‌চে গোঁফের রেখা তাঁর মুখে। প্রায় তার স্বামীর মতোই উঁচু। গায়ে ইংলিশ টুইডের ওভারকোট। মেয়েটী একবার চেয়ে দেখল আগন্তুকের মুখের দিকে, তারপরই তার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, "হের ব্যাড!" মেয়েটী এই বলেই সর্বদা সম্বোধন করত তাঁকে। কুর্টের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন সে ছিল তরুণী, ল্যানির বয়স তখন কম নয়। ল্যানি মৃদু হাস্য সহকারে মেয়েটীকে শুভেচ্ছা জানালেন, 'গ্রুইস্‌ গেটে, ইল্‌সা'। ব্যাভারিয়ান শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এটা। তিনি জান্‌তেন যে মেয়েটীর জন্মভূমি ছিল ব্যাভারিয়া অঞ্চলে।

মেয়েটীর চোখ দু'টী তেমনি বিস্ফারিতই রইল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে সে বল্‌ল : উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না হের ব্যাড।

নামটা উচ্চারণ করল না সে। তার জগতে একমাত্র 'উনিই' রয়েছেন।

ল্যানি জান্‌তেন এমনি অভ্যর্থনা তিনি পাবেন। দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি, আমাকে ঘরে যেতে দাও ইল্‌সা।

এক পা' এগিয়ে গেলেন তিনি, মেয়েটী পথ ছেড়ে দিল। ল্যানি ওদের থাকবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত সস্তাদরের গৃহসজ্জা। নিশ্চয়ই কুর্টের নিজস্ব রুচিসম্মত নয়। ভাড়াটে বাড়ীই সম্ভবত।

ল্যানি প্রশ্ন করলেন : ডরোথিয়ার আমাকে ভয় পাবার কারণ কি?

সে উত্তর দিল : উনি আপনার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

আমি তাকে ক্ষমা করেছি ডরোথিয়া। ল্যানি একথা বললেন তাকে অপ্রতিভ করে দেবার জন্যে। সত্যি সে তাই হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; কুর্ট এখন কোথায়?

ওই ছোট কুটিরটীতে আছেন তিনি। সেখানে পিয়ানোয় গানের সুর রচনা করছেন।

তাহলে তার কাজে এখন বিঘ্ন ঘটাব না। যদি থাকতে দাও, এখানেই অপেক্ষা করব।

তিনি এটা পসন্দ করবেন না হের ব্যাড। সেই অর্ধস্ফুটকণ্ঠ মেয়েটীর : আমার ওপর রাগ করবেন তিনি।

ওঃ, তাহলে এখানে বসব না আমি। সোজা ষ্টুডিওতেই যাব, তবে তার কাজে বিঘ্ন ঘটাব না। আমেরিকা থেকে এতোখানি পথ আমি এসেছি তার সঙ্গে দেখা করতে। পুরানো বন্ধুদেব মধ্যে ঝগড়াবিবাদ সত্যিই বড়ো খারাপ। এতে আমি আঘাত পেয়েছি, তারও নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছে। আমি ওটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।

আমার ভয় হচ্ছে হের ব্যাড, এটা সম্ভব হবে না।

অন্ততঃ আমাকে চেষ্টা করে দেখতেই হবে। আচ্ছা ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?

একটী ছাড়া আর সকলেই বেঁচে আছে। এর বেশী আর আমরা কি আশা করতে পারি।

কেমন চলছে তোমাদের?

আমরা বেঁচে আছি। এটা সহজ নয়। ছেলেমেয়েরা সাহায্য করে।

ভালকথা, আমি যাচ্ছি।

তিনি ধীরে ধীরে এগুলেন দ্বারের দিকে। 'আমার জন্যে প্রার্থনা করো ইল্সা'। তিনি জানেন মহিলাটী ধর্মপ্রাণ, একথাটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

(৩)

ল্যানি সেই সাদারঙের সাধারণ ছোট্ট কটেজখানির দিকে চললেন। পিয়ানো বাজছে সেখানে। ল্যানির কাছে মনে হল সুরটা বড়ো করুণ। ট্রেবলে বাজান হচ্ছে কিছুটা বাকিটা ব্যাসে। কুর্ট দু'টীকে মিলিয়ে একসঙ্গে শুন্‌বেন না, তবে একজন সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ মনে দু'টীকে এক করে নিতে পারে। ল্যানি বাল্যকালে ও তরুণবয়সে পিয়ানো নিয়ে অনেক সুরচর্চা করেছেন। তিনি দু'টীকে একসঙ্গে গেঁথে নিতে পারেন। কুর্টের সঙ্গে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক পিয়ানোতে কাটিয়েছেন, কখনওবা দু'টী পিয়ানোতে বসেছেন দু'জন।

দোরের ওপর ক্ষুদ্র একটী পোর্টিকোর মতো ছিল। ল্যানি সেখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলেন। কুর্টের আত্মা যেন এই সুরের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে—সেই পুরানো, ল্যানি যাকে জান্‌তেন, গম্ভীর ও দৃঢ়সংকল্প, মর্যাদা-সম্পন্ন ও কঠোর।

কুর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত। একটী থেকে আর একটী ঘাটে তিনি আঙ্গুল চালাচ্ছেন। তাঁর মনের গতি অনুভব করা যায়। তিনি 'ফুরারমার্চ' রচনা করেছিলেন, তাতে গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহন করেছিলেন তিনি। অথবা যদি ইচ্ছা হয় একে প্রগলভতাও বল্‌তে পারেন। এখন সেটা কবরের মার্চ—'গটার্ডএমারাভ্‌'। কুর্ট বল্‌তে চাইছিলেন সেই বীর্যশালী জার্মানীর কাহিনী—জার্মানী বিশ্বে একটা শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করছিল, এখন সে পরাস্ত, হিংস্র পশুদের পদদলিত। কুর্ট সুরের মধ্যে ব্যঞ্জনা করছিলেন বিষাদের, যা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তিনি একটা বিরাট সভ্যতার মৃত্যুতে শোকগাঁথা গাইছিলেন।

ল্যানি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল যেন ঘণ্টাখানেকই। এটা একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। প্রায় পাঁচ ছ'হাজার মাইল দূর থেকে তিনি এসেছেন কুর্টের সঙ্গে দেখা করতে এবং এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। যদিও একটি কথা না বলেও তাঁকে চলে আস্‌তে হয়, তথাপি তিনি মনে করবেন যে পুরানো বন্ধুত্বটা আবার প্রতিষ্ঠিত হল। কতো অতিপ্রিয় সময় তাদের কেটেছে দু'জনের সম্মিলিত সঙ্গীতচর্চায়।

(৪)

অবশেষে, স্তব্ধ হল পিয়ানো। ল্যানি দ্বারে আঘাত করলেন। একটা পদশব্দ এগিয়ে এল দ্বারের দিকে, তারপর উন্মুক্ত হল দ্বার। দু'জন দু'জনের

মুখোমুখী দাঁড়ালেন। 'হ্যালো কুর্ট' ল্যানি বলে উঠলেন। কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ কুর্টের স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি ল্যানির দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। ল্যানি জান্‌তেন হয়তো অনতিবিলম্বেই তাঁকে বিদায় নিতে হবে, তাই তিনি ত্বরিতে কথা বললেন : কুর্ট, নিউইয়র্ক থেকে এতোখানি পথ ছুটে এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

উত্তর হল : তোমার সঙ্গে দেখা করার আমার ইচ্ছা নেই।

দ্রুত বললেন ল্যানি : তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায় সত্যি আমি অসুখী। তুমি জাননা কুর্ট তুমি আমার কাছে কতটুকু। তুমি আমার শিক্ষক ছিলে।

ছাত্রটী তুমি ভাল নও।

আমরা দু'জনে বন্ধু ছিলাম কুর্ট। বন্ধুত্ব এতো সহজে ভেঙ্গে যায় না। তোমার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। আমাদের মধ্যে যা' ঘটে গেছে তার জন্যে আমি মর্মাহত।

কুর্টের কণ্ঠ হিমশীতল : তার কিছু করবার কোন উপায় নেই। আমার দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তোমরা হয়েছ বিজয়ী। তোমরা প্রভু, আমরা দাস। এটাই যথেষ্ট।

যথেষ্ট কখনই নয় কুর্ট। তোমার প্রভু হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। এ দাবী আমার কখনও নেই।

তোমার ধরণধারণ অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটীর সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করে দিয়েছিলাম আর তুমি আমাকে করলে প্রতারণা।

এখন আর সেই যুদ্ধের প্রয়োজন নেই কুর্ট। তোমার দেশ গিয়েছিল এক দিকে আমাদের অন্যদিকে। তুমি চলেছিলে তোমার পথে আমি আমার। কিন্তু এখন সেটা শেষ হয়ে গেছে। আজকার বিশ্বে আমরা নূতন অবস্থার সম্মুখীন।

হ্যাঁ। তুমি আবার সেই বন্ধুত্ব চাও, তুমি চাও, অতীতে যা' হয়ে গেছে গেছে?

আমি রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে চাই না কুর্ট। আমি তোমাকে বলতে চাই তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কখনও কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আমি চাই তোমার হৃদয় থেকে যেন সমস্ত তিক্ততা দূর হয়ে যায়। তুমি আমাকে ঘরে গিয়ে কথা বলতে দেবে না?

চরম প্রশ্ন এটা। কুর্ট দ্বার খুললেন ভাল করে, তারপর ঘরের ভেতর চললেন।

ল্যানি এক নজরেই বুঝে ফেললেন, পুরানো স্টুডিওর কিছুই নেই সেখানে। পিয়ানোটী ক্ষুদ্র ও সস্তাদামের। একদিকে একখানি টেবিল স্বরলিপির খাতা। স্টুবেনডার্ফ স্টুডিওর দেয়ালে তিনখানি প্রতিকৃতি ছিল : বিঠোফেন, ব্রাহমস্ ও ওয়েগনার। বর্তমানে কোন প্রতিকৃতিই নেই।

কুর্ট পিয়ানোর সম্মুখে বেঞ্চখানিতে বসে পড়লেন। ঘরের একমাত্র চেয়ারখানিতে বসতে ইংগিত করলেন ল্যানিকে। রাজনীতি ও যুদ্ধের আলোচনা এড়াবার জন্যে ল্যানি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলেন : তারপর কুর্ট, কেমন আছ বল। এটা জান্তে আমার গভীর আগ্রহ।

উত্তর হল : আমরা বিলাসব্যসনের মধ্যে বাস করছি না। কখনো তাতে আমরা অভ্যস্তও ছিলাম না। এই কোনরকম চলে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?

ছোট্ট 'এডল্‌ফ্'কে হারিয়েছি। বাকি সব কটি—বড় ফ্রিট্জ ছাড়া, এখানে স্কুলে পড়ছে। সে সতের বছরের, বার্লিনে আছে এখন।

আমার আশা যে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব কুর্ট।

ধন্যবাদ! কিন্তু সেটা অসম্ভব। আমরা ভিক্ষার্থী নই।

এটা সম্ভব হতে পারে যে, তুমি কিছু টাকা উপার্জন করবে। আমি এখনও চিত্র কেনাবেচার ব্যবসায় করছি। তুমি আমাকে ওরকম চিত্রের সন্ধান দিয়ে ব্যবসায়ে সহায়তা করতে পার।

আমি এসবের কোন খবরই রাখি না। আর, কোন আমেরিকান টাকাও আমি চাই না।

এর পর আবার রাজনীতি এসে পড়তে পারে। তাই ল্যানি দ্রুত বললেন, আমি আবার বিয়ে করেছি কুর্ট। আমাদের একটী সন্তান জন্মেছে, আর-একটীর জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি ও আমার স্ত্রী নিউইয়র্ক থেকে শান্তির পক্ষে প্রচার করে একটী রেডিও প্রোগ্রাম চালাচ্ছি। আমরা সমস্যাটা সতর্কভাবে অনুধাবন করছি এবং বিশ্বে যাতে আবার একটা দুর্যোগ না আসে তার জন্যে সাধ্যমত সবকিছু করছি।

আমি এটা শুনেছি। কুর্টের কণ্ঠে তেমনি শীতলতা : আমি মনে করি না যে, তোমাদের এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের কোন উপযুক্ততা আছে। তোমরা আমেরিকানরা নৈরাশ্যজনকভাবে সোজা-বুদ্ধির লোক। ইউরোপের তোমরা সবচেয়ে বড় উপকার করবে যদি তোমরা সমুদ্রের ওপারে তোমাদের

নিজেদের অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন কর এবং নিজেদের চরকায় তেল দাও।

সেই রাজনীতি! এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ কি? ল্যানি বললেন: তুমি নিশ্চয় জেনে রাখ কুর্ট কাল যদি আমেরিকানরা ইউরোপ থেকে চলে যায়, তা'হলে সপ্তাহ শেষ হবার আগেই 'লাল'রা হাত বাড়িয়ে আসবে। নিশ্চয়ই তুমি ইউরোপটাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে যাই আমরা, এটা চাইতে পার না। বহুবার বিশ্বের ওপর রাশিয়ার আধিপত্যের লালসা সম্পর্কে তোমাকে কথা বলতে শুনেছি।

রাশিয়ানদের সম্পর্কে আমার মতের পরিবর্তন ঘটেনি। পক্ষান্তরে আমেরিকানদের সম্পর্কেও মতের বদল হয়নি। আমি বলব, তারা ইউরোপকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের উন্নতিতে লেগে থাকুক।

কুর্টের অতীত প্রশংসাকারী বললেন, তোমার তিক্ততা তোমাকে অন্ধ করে তুলেছে কুর্ট। বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় তোমাদের আজ পাশ্চাত্য ও পূর্ব-জগৎ, গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক জগতের একটাকে বেছে নিতে হবে। জাতি-সংঘে আমরা বিশ্বসরকারের সূচনা করেছি। যদিও সূচনা অতি সামান্য, তথাপি যদি আমরা সাহায্য করি এবং এটাকে পরিণত হতে দিতে ইচ্ছা করি তাহলে সামান্যই বৃহৎ হয়ে দাঁড়াবে। নিশ্চয়ই জার্মানীর প্রকৃত স্বার্থরক্ষা ওই সংস্থার ওপর নির্ভর করে।

জার্মানীর সত্যিকার স্বার্থ জার্মান। সমস্ত জার্মানরা এক—আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করতে রাজী হতে পারি না। আমরা কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব সেটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যাপার। কুর্টের কণ্ঠে তুষারশীতলতা, এবং তিনি এমন দৃষ্টিতে তাঁর এককালের বন্ধুর দিকে চাইলেন যে, মনে হল যেন একটী অপরিচিত আগন্তুক অশিষ্টতার পরিচয় দিচ্ছেন।

ল্যানির মনে একটা নৈরাশ্যের আভাষ উঁকি মারছিল। তিনি বলে উঠলেন: কুর্ট! তুমি নিশ্চয়ই ওই নির্মম ডিক্টেটারসিপের সঙ্গে মিতালী করতে প্রস্তুত একথা বুঝাতে চাইছ না?

আমি বুঝাতে চাইছি, জার্মানীতে আমি জন্মেছি, এখানেই আমি বাস করব, এখানেই মরব।

কিন্তু কুর্ট! তোমার ছেলেমেয়েরা? তারা তাদের তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবে। তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল এক একটী ক্ষুদে কম্যুনিষ্ট ধর্মোন্মাদে পরিণত করবে। তারা তাদের শিক্ষা দেবে তোমার ওপর গুপ্তচর-

ব্যক্তি করতে, তোমার প্রত্যেকটী কথা এমন কি যা' তুমি বলনি সেকথাও তাদের কাছে রিপোর্ট করতে শেখাবে। তারা তোমার ছেলেমেয়েদের বাধ্য করবে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে।

ল্যানি, আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তোমরা আমেরিকানদের আমি যা' বলতে চাই তা হচ্ছে এই : আমাদের দেশ ছেড়ে তোমরা চলে যাও, আমাদের একা থাকতে দাও। আমরা আমাদের পথে নিজেদের সমস্যার সমাধান করব। তোমরা যদি এখানে না আস্তে তাহলে আমরা স্বাধীন থাকতাম। হাজার বছরের জন্যে বিশ্ব শান্তিলাভ করত। এ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন ফ্যুরার।

তা'হলে আর ভরসা নেই। কুর্ট অপরিবর্তিত ন্যাৎসী। তিনি কম্যুনিষ্টধর্ম গ্রহণও করতে পারেন। ল্যানি ও তাঁর মার্কিনী দল গোল্লায় যাক্।

(৫)

কিন্তু ল্যানি হতাশায় ভেঙে পড়তে রাজী নহেন। তিনি চরম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। আবার তিনি যুক্তি উপস্থিত করলেন : শোন কুর্ট! বালককালে আমি একটা যন্ত্র দেখেছিলাম, যাকে বলে কেলেইডোস্কোপ। তুমি ওটা চোখে লাগিয়ে দেখ্‌তে পেয়েছিলে সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণের একটী ছবি। তারপর সেটাকে নড়িয়ে দেওয়ার পর দৃশ্যটাও বদলে গেল। পৃথিবীটা তেমনি প্রবল একটা নাড়া খেয়েছে। তুমি, আমি বা আর যে কেহই আর তাকে আগের মতো দেখ্‌তে পাব না। আমাদের বেছে নিতে হবে গণতান্ত্রিক জগৎ ও স্বৈরাচারী জগতের একটিকে। গণতান্ত্রিক জগতে প্রতিটি মানুষের নিজের ভাগ্য গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। স্বৈরাচারী জগতে কম্যুনিষ্ট ধরণের শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে হবে দেশবাসীকে। পশ্চিম জার্মেনীতে আমরা পশ্চিম জগতের মানুষেরা স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্য গঠন করছি। পূর্বাঞ্চলে প্রত্যেকটী স্বাধীনচিন্তাশীল লোককে হয় গুলি খেয়ে মরতে হবে না হয় সাইবেরিয়ার খনিতে কাজ করতে যেতে হবে। ছেলেমেয়েদের মতবাদে দীক্ষিত হতে হবে, পিতামাতার ইচ্ছার অনিচ্ছার কোন বালাই থাকবে না, প্রয়োজন হলে তাদের প্রাণও যেতে পারে। তোমাকে আদেশ দেওয়া হবে কি সংগীত তুমি রচনা করবে, হতভাগ্য শোস্টাকোভিচ্‌কে যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি এমন একটী জগতে বাস করতে পারবে না। তোমাকে অনুরোধ করছি, তোমার পরিবার-

পরিজনকে পশ্চিম জার্মেনীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে আমাকে দাও। সেখানে তুমি বিপুল প্রভাবের অধিকারী হবে। তুমি এই নূতন যুগে একজন বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতারূপে খ্যাতিলাভ করতে পারবে। তুমি আবার একজন বাদকরূপেও পরিচয় দিতে পারবে।

বোঝা যাচ্ছে, তুমি ভুলে গেছ যে আমি একজন পঙ্গু।

সেকথা ভুলে যাইনি কুর্ট। আমি এই কিছুকাল আগে রেভেল সম্পর্কে যা' জেনেছি, তুমি তা জান্‌তে পার না-জানতেও পার। তার একটী পিয়ানো বাজিয়ে বন্ধু আছে। যুদ্ধে লোকটী একটী হাত হারিয়েছে। সেই বন্ধুটীর জন্যে সে এমন একটী কনসার্ট রচনা করে যে, তা' এক হাতেই বাজান যায়। এটা একটা অপূর্ব ব্যাপার।

আমি বুঝ্‌তে পারছি। আমার মানসচক্ষে আমি সেই অঙ্গহীন লোকটীর বাজনা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি কোনকিছুর জন্যেই নিজেকে ওই প্রদর্শনীয় বস্তু করে তুলতে পারব না।

তাহলে তুমি রাজী নও। কিন্তু যদি তুমি পশ্চিম জার্মানীতে এস তাহলে আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করব। এটা আমার পক্ষে চিন্তা করা ভয়াবহ যে, তুমি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছ, এবং ওদের ওই নির্মমতা, সর্বোপরি ওদের উন্মাদনাকে তোমরা সমর্থন করছ।

আমি একজন জার্মান। কুর্ট উত্তর দিলেন: আমার একমাত্র স্বার্থ জার্মানীকে সাহায্য করা। এছাড়া আমার কিছু বলবার নেই। নিশ্চয়ই আমাকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

নিশ্চয়ই নয় কুর্ট। ল্যানি বললেন: আমি দুঃখিত যে তুমি আমাকে সাহায্য করতে দেবে না। অন্ততঃ ভবিষ্যতে আমার সম্পর্কে সহৃদয়তার সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করো।

ভাল কথা। কুর্ট বললেন: আমি চেষ্টা করব, কিন্তু তোমার দেশের লোকের সম্পর্কে আমি সহৃদয় হতে পারব না।

এখানে আবার আলোচনার সূত্রপাত হতে পারত। কিন্তু ল্যানি দেখলেন, তাতে লাভ কিছুই নেই। তিনি বললেন: আমার নিজের সম্পর্কে আমি বলছি। তুমি যে ছোট্ট বালকটীকে জান্‌তে মনেপ্রাণে আমি আজও তাই আছি। আমার কাছে আজও তুমি পৃথিবীতে একজন সবচেয়ে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। তুমি কি মনে করতে পার না সেই অতীত দিনের কথা? আমরা নোটারড্যাম-ডি-বন-

পোর্টের গির্জাঘরের উঁচুতে বসে আলোচনা করতাম, তুমি আমাকে শোনাতে বিঠোফেন আর গোয়েতের কথা এবং জার্মান আদর্শের দার্শনিকদের কথা বলতে। আজ সেদিনের কথাই আমাদের স্মরণ করা উচিত—বর্তমান দুঃখজনক বাদ-বিসম্বাদ গোল্লায় যাক।

বেশ কথা, কুর্ট বললেন : তাই হবে।

কণ্ঠে কথাবার্তায় যবনিকা-টানার সুর, এই শেষ কথা। ল্যানি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, কুর্ট করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে।

বেরিয়ে আসার মুখে আগন্তুক বললেন, যতদিন না সেটা তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে, ততদিন তোমাকে আমাদের ছোট্ট পত্রিকাখানি পাঠাতে থাক্‌ব।

(৬)

মোটরে আরোহন করে মন্থরগতিতে ফিরে চললেন ল্যানি। ব্যর্থ হয়েছেন তিনি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি এমন কি জাল নোটের কথা পর্যন্ত উত্থাপন করেন নি। কারণ, তিনি বুঝেছেন কুর্টের বর্তমান মানসিক যে রূপ দেখতে পেয়েছেন, তা'তে এ সম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যই তাঁর কাছে আশা করা যায় না। সে কুর্ট আর নেই। তাঁর মনে এখনও সেই ঈর্ষাদ্বেষ বাসা বেঁধে আছে। ল্যানি যা' চান, কুর্ট তা' চান না। খোলাখুলিভাবে কোন কথা বলবেন না তিনি। যদিবা সেভাব দেখান, তথাপি তাঁর কথায় বিশ্বাস করা চলবে না। আমেরিকা বা বৃটেনের আর্থিক স্বার্থরক্ষার জন্যে তিনি মাথা ঘামাবেন না এটা স্থির নিশ্চয়।

ল্যানির বদ্ধমূল ধারণা কুর্ট কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কে আবদ্ধ; তা ছাড়া এখানে তাঁর বাস করার কোন পথ নেই। লাল-বিপ্লবের মাঝখানে জার্মেন নাৎসী! পুরানো দিনের কুর্ট হলে ওই সব অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে কথা বলতেন। ওরা তাঁর কাছে দস্যু-দল ছাড়া আর কিছু হত না। নূতন কুর্ট তাঁর মুখ বন্ধ করে আছেন আর নিজের ও পরিবারবর্গের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

ল্যানি বার্লিনে ফিরে এসে সরকারী দপ্তরে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। কুর্ট মেইসনার লোকটি যথাস্থানেই রয়েছে কিন্তু তিক্ত, মারমুখী—মুখটি সম্পূর্ণ বন্ধ, ঠিক যেন ঝিনুকের মতো শক্ত করে আঁটা। গুজম্যানের কাহিনী সত্য বলেই ধারণা, লোকটি নও-নাৎসীদের একজন নেতা। এটাও খুবই সম্ভব কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে।

লোকটিকে বাগ মানানো খুব শক্ত। মরিসনেরও এই অভিমত : আমাদের এমন একটি লোকের দরকার যে নিজেকে নাৎসী বলে পরিচয় দিতে পারে। এবং লোকটি ভেতরের ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল হবে।

ল্যানি বললেন, কুর্ট জানে কারা আসলে নাৎসী আর কারা নয়। তার গুপ্ত সূত্রে খবর পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমাদের পক্ষে এমন লোক পাওয়া শক্ত যার সম্বন্ধে কুর্টের কিছু জানা নেই বা তাকে সে চেষ্টা করলে না চিনতে পারে। আমার আর একটি ফন্দির কথা মনে হয়েছে। আমরা এমন একটি লোককে পাঠাতে পারি, যে নিজেকে সম্পূর্ণ কম্যুনিস্ট বলে ভাঁওতা দিতে পারে। গ্রামের কোন কিছু আমি জানি না, তবে সেখানে একজন কেউ পরিচালনা-কর্তৃত্বে রয়েছে নিশ্চয়ই। তাকে কম্যুনিস্টরা কমিশারই বলুক অথবা অন্য যে নামেই তাকে অভিহিত করুক, এরকম একজন কর্তা থাকা স্বাভাবিক। আমাদের লোক গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে—কিছু সময় সেখানে বাস করে নিজের কর্মতৎপরতার পরিচয় দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সে তথ্যও সংগ্রহ করবে। সে কুর্ট ও তার দলবল সম্পর্কে কিছুটা বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করবারও চেষ্টা করতে পারে। সেটা এমন নয় যে, তারা গ্রেপ্তার হয়ে যায়, তবে তাদের অন্ততঃ ভীত করে তুলতে হবে। অহলে তারা তাদের টাকার বোঝাগুলি আর নোট জালের প্লেটগুলি মোটরে তুলে অন্যত্র চলে যাবারও চেষ্টা করতে পারে। তারা আর কম্যুনিস্ট এলাকায় নিজেদের নিরাপদ মনে করবে না, তাই পালিয়ে আসতে পারে পশ্চিম জার্মানীতে। তা'হলেই আমরা তাদের হাতে পাই।

মরিসন উত্তর দিলেন, আপনি যা' বলেছেন! নাৎসী নয় একজন কম্যু-নিস্টেরই আমাদের প্রয়োজন।

ল্যানি বললেন, আমার মনে আর একটা ফন্দি জেগেছে। এমিল কুর্টের ছেলের কথা বলেছে, সে পূর্ব জার্মানীর 'ওবারস্কুলে' আছে। কুর্টের কাছেও একথার সমর্থন পেয়েছি। ফ্রিটজ্‌কে আমার খুব ভাল করেই মনে আছে। সে আমাকে ভালবাসত। আমি যখন ওদের ওখানে যেতাম তখন ছেলেমেয়েদের জন্যে নানা উপহার নিয়ে যেতাম। তার বাবার সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম, তার সঙ্গেও। মোটের ওপর আমি তাদেব পরিবারের একজন বন্ধু—এটাই সে জানে। সে যদি ন্যাৎসিজমের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে থাকে, তাহলে কোন্ নূতন পথে চলেছে সে? হয়তো সে 'রেড' হয়ে গেছে অথবা আমারই মতো 'পিঙ্কো'। আমার ইচ্ছা তার সঙ্গে কথা বলি, তার কথাবার্তা অভিমত শুনি।

হয়তো তা'তে কোন একটা পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারি।

সর্বরকমে চেষ্টা করুন, বললেন মরিসন : আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না। কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ছেলেটি আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন আভাসই না পায়।

ল্যানি বললেন, আমার ইচ্ছা, তাদের পরিবারের একজন পুরানো বন্ধু হিসাবেই তার সঙ্গে কথা বলা। সে যদি সত্যি সত্যি আমাদের পক্ষে হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে কোন বাধাই নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মরিসন, মিঃ ব্যাড, ন্যাৎসীরা মা-বাবার বিরুদ্ধে রিপোর্ট সংগ্রহে তাদের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগাত, কম্যুনিস্টরা এখন তাই করছে। কিন্তু আমাদের এটা রীতি নয়।

আমি তা জানি। ল্যানি বললেন : আমি ধরে নিচ্ছি যে, কুর্ট মেইস-নারকে শাস্তি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য আমাদের ওই দুর্বৃত্ত দলটিকে ভেঙ্গে দেওয়া আর জাল টাকাগুলি হাত করা। যদি ঘটনাক্রমে কুর্ট মেইসনার আমাদের হাতে ধরা পড়েই তাহলে আপনারা তাকে পালিয়ে যেতে দিতে পারেন, সে স্পেন অথবা আর্জেণ্টাইনে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

মরিসন বললেন, এটা সত্য। কিন্তু সাবধান হবেন, যেন আমাদের উদ্দেশ্যটা ফাঁস হয়ে না পড়ে। তাহলে সে নোট ও ছাপাবার প্লেটগুলি সঙ্গে নিয়েই পালিয়ে যেতে পারে।

(৭)

ফ্রিটজ্ মেইসনারকে পাওয়া একটি প্রশ্ন। রাশিয়ান এলাকায় গিয়ে ল্যানি ঘোরাঘুরি করতে পারেন এবং স্কুলে তার খোঁজ নিতে পারেন। এটা করলে নিশ্চয়ই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। ছেলেটি বিব্রত হয়ে পড়তে পারে। ল্যানি স্কুলের ঠিকানায় তাকে চিঠি লিখতে পারেন। চিঠিপত্রের যাতায়াত আছে বিনা সেন্সারেই। কিন্তু স্কুলের ঠিকানায় চিঠি গেলে কর্তৃপক্ষ তা' খুলে পাঠ করতেও পারেন। একটি কুখ্যাত নাৎসীর ছেলে, নিশ্চয়ই তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি আছে। মরিসন বললেন, তাঁর দপ্তরে একজন জার্মান যুবক কর্মচারী আছে। সে অত্যন্ত সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। তাতে জার্মানদের সঙ্গে মেলামেশায় সুবিধা হয়। সে-ই স্কুলে একখানা চিঠি নিয়ে যেতে পারে। স্বচ্ছন্দেই সে চিঠির উত্তরও নিয়ে আসতে পারবে।

ছেলেটির পুরো নাম এমিল ফ্রিডরিক মেইসনার। দু'জন পিতৃব্যের নাম যোগ করে এই নামকরণ। কাকা ফ্রিডরিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্ব যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। ল্যানি জান্‌তেন কিশোর ফ্রিটজ্‌কে—তিন বছর আগে তাকে শেষ দেখেছেন। হিটলারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি স্টুবেনডর্ফে গিয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়েস তখন ফ্রিট্‌জের। দীর্ঘাকৃতি—নীল আঁখি দু'টি। এখন সে আরও লম্বা হওয়ার কথা।

ল্যানি একখানি ক্ষুদ্র চিঠি লিখ্‌লেন : 'তোমার কাকা এমিলের একটা বার্তা জানাবার আছে তোমাকে। আজ বিকেল ৬টায় স্যাভয় হোটেলে আমার সঙ্গে ডিনার খেতে আস্‌তে পার কি?' পত্রবাহককে বলে দেওয়া হল, সে যেন স্কুল কর্তৃপক্ষের কারো কাছে খোঁজ না নেয়। খোঁজ নেবে ছেলেদের কাছে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ধরতে হবে ফ্রিট্‌জ্‌কে।

ল্যানি তাঁর হোটেলে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে রাত্রি জাগরণের অবসাদ কাটিয়ে নিলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ভ্রমণে। সেই পুরানো রাজকীয় বার্লিনের স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠল। বার্লিন সেদিনে গড়ে উঠেছিল সামরিক গৌরব, শক্তিমত্তা, রাজকীয় আভিজাত্য ও আধিপত্যের প্রতীকরূপে। আজকার দিনে বলা হবে এটাকে, বর্তমান ভ্রষ্ট পৃথিবীর আড়ম্বর ও অহমিকার ধ্বংসস্তূপ।

ছ'টায় তিনি হোটেলের লবিতে বসে সান্ধ্য-সংবাদপত্র পড়ছেন, এমন সময় সুন্দর চুল ও নীল চোখের অধিকারী ফ্রিট্‌জ এসে প্রবেশ করল। সত্যি চমৎকার! ছেলেটি ইতিমধ্যেই মাথায় ল্যানির সমান পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে। তারা জীবনকে কি গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে! তাও অপূর্ব। চরম বিপর্যয়ের মাঝেও তারা বিশ্বাস থেকে চ্যুত হয় না, সাহস হারায় না। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় ছেলেটি সংবেদন ও আগ্রহশীল একটি যুবক। সে এখানে এসে খুশী হয়েছে। কিন্তু এ ফ্যাসনদোরস্ত স্থানে তার নিজের দৈন্যদশাগ্রস্ত পোষাক-পরিচ্ছদও তাকে পীড়া দিচ্ছিল, মনে মনে সে অস্বস্তি বোধ না করেছে এমন নয়। তথাপি সে সেই বিস্ময়কর পুরুষ হের ব্যাডের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছে। শিশুকাল থেকে জানে সে তাঁকে। সেই ধনবান হের ব্যাড। স্টুবেনডর্ফে তিনি কখনও প্রচুর উপহার না নিয়ে আস্‌তেন না। তিনি সেই অসীম সম্ভাবনাময় দেশের লোক। গেল কয়েক বছরে ওই দেশটি নিজেকে মহৎ ও অদম্য বলে প্রমাণ করেছে। যা ছিল অবিশ্বাস্য অসম্ভব, তাই তারা

করেছে। হিটলার তাঁর ড্রিটেস রাইখ গড়েছিলেন, হাজার বছর তা স্থায়ী থাকবে বলে স্থির ছিল, তারা সেটাকে ভেঙ্গে গঁড়িয়ে দিয়েছে।

অনেককাল ফ্রিট্জ কোনরূপ আমেরিকান খাদ্য গ্রহণ করেনি, এটা স্পষ্ট। অপুষ্ট পাতলা দেহ তার; তার দু'টি গালে যে আভাস, সে শুধু উত্তেজনার। ল্যানি তাকে নিয়ে গেলেন সেই অপূর্ব ডাইনিং রুমে। এমন খাবার ব্যবস্থা করলেন, যা' তার মনে থাকবে। প্রথম এল সুপ, তারপর মস্ত বড় এক টুকরো রোস্টকরা গোমাংস। সঙ্গে আলু সেদ্ধ, আর ব্রুসেলস্ স্প্রাউটস্ (অঙ্কুর)। তারপর সালাদ। আইসক্রিম ও কফি। অভিভূত হয়ে পড়ল ছেলেটি। বল্তে লাগল, এতো কেন? কিন্তু সে কোনরকমে সবকিছুই খেয়ে ফেলল। ইত্যবসরে ল্যানি বলছিলেন তাকে, সেই দুইজন বিখ্যাত সামরিক অধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা—জেনারেল গ্রাফ স্টুবেনডর্ফ আর জেনারেল কাকা এমিল। বলছিলেন কোথায় কিভাবে তাঁরা আছেন। তিনি তাঁদের কিছু কিছু ভাল খাবার জিনিষ উপহার দিয়ে এসেছেন। কাকা এমিল ল্যানিকে অনুরোধ করেন তিনি যেন ফ্রিট্জ কেমন আছে খবর নেন, তার সঙ্গে দেখা করেন। ফ্রিট্জ উত্তর দেয়, সে ভালই আছে। সে জোর পড়াশুনা চালাচ্ছে। তার ইচ্ছা সে তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করে একটা কিছু করবে, তার পরিবারকে তাহলে সাহায্য করতে পারবে। তারা দু'জনে ইংরেজীতে কথাবার্তা বল্ছিলেন। ফ্রিট্জ দেখাতে চায়, সে কতটুকু এগিয়েছে।

(৮)

ডিনার শেষে ফ্রিট্জকে নিয়ে ল্যানি নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন। দোর বন্ধ করে তাঁরা বসলেন। এখানে তাঁরা নিরাপদে কথাবার্তা বলতে পারবেন। ল্যানি বললেন, পূর্ব জার্মানীর স্কুল কলেজেরে অবস্থা জান্বার তাঁর খুব আগ্রহ। ফ্রিট্জ জানাল, তাদের স্কুলের কর্তৃত্বে একটি কম্যুনিস্টকে বসিয়ে দিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া। কিন্তু সব ক'জন অধ্যাপককে তারা সরিয়ে নূতন লোক বসাতে পারেনি। অনেক লোকই আছেন যাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন। তাঁরা স্কুল কলেজের অতীত জার্মান স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য তাঁদের সাবধানতার সঙ্গে এগুতে হচ্ছে। তাঁরা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারেন না, বললেই বেরিয়ে যেতে হবে, গ্রেপ্তারও হতে হবে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কথা বুঝাবার চেষ্টা করেন কৌশলে।

ছেলেরা অবশ্য একটুখানি বেশী খোলাখুলি কথা বলে।

তাঁরা কি চিন্তা করছেন? ল্যানি প্রশ্ন করলেন।

ফ্রিট্জ বলল, তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। দলগুলি সবাই তর্কবিতর্কে মেতে থাকে। পুরানো স্বদেশপ্রেমিক কয়েকজন আছেন। কিন্তু তাঁরা চুপ করে থাকেন। জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা আছেন, সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিকরাও। কয়েকজন অকপট আসল কম্যুনিস্টও আছে। তাদের কম্যুনিস্ট হওয়ার কারণ সোভিয়েট বিজয়ীদের ল্যাজ ধরার জন্যে নয়, তাদের জীবনযাত্রার দুঃখদুর্দশাই তার কারণ। ছাত্ররা নিজেদের বিশ্বাসী মহলে খোলাখুলিই কথাবার্তা বলে। অনেকেই এমন কি কম্যুনিস্টরাও জার্মানিত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর, তারা রাশিয়ান আধিপত্য মাথায় করতে প্রস্তুত নয়।

ল্যানি বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, এম. ভি. ডি. যখন তাদের নাগাল পাবে, তখন অত্যন্ত বিপদে পড়তে হবে তাদের। সেদিন আস্ছে।

আমি তা জানি, উত্তর দিল ফ্রিট্জ : তারাও তা জানে। আমার একজন শিক্ষক আমাকে স্বাধীনতা বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল পড়তে বলেছিলেন। আমি তা পড়েছিও। আমি মিল্টনের 'এরিওপ্যাজিটিকা'ও পড়েছি। সেভাবেই আমি কথা বলা, চিন্তা ও লেখার স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়েছি।

যদি সত্যি সত্যি এই তোমার আদর্শ হয়, তাহলে ভয় হচ্ছে যে, তুমি সোভিয়েট এলাকায় বাস করতে পারবে না। এখনও সবকিছু বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, কম্যুনিষ্টরা সবকিছু নিজেদের ছাঁচে ঢেলে নেবে। তারা মিল ও মিল্টনের মতো লেখকদের বইগুলি স্কুলের লাইব্রেরীতে থাকতে দেবে না। যেসব শিক্ষকেরা ওরকম আদর্শের কথা নিয়ে কাণাঘুষা করে, তাদের তারা তাড়িয়ে দেবে—সাইবেরিয়ার কোন খনিতে কাজ করতে পাঠাবে।

আমি তা' জানি হের ব্যাড এবং সবকিছুর রন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। এমনও হতে পারে যে, আমেরিকান এলাকায় চলে আসতে পারি। কিন্তু আমাকে একটা কিছু কাজকর্ম করে খেতে হবে। অনেকগুলি লোক যেমন করছে তেমনি একটি আশ্রয় শিবিরে অকর্মণ্য হয়ে বসে সময় কাটাতে চাই না।

আচ্ছা, আমাকে বল কিভাবে ওখানে আছ তুমি।

আপনি জানেন, বার্লিনের ওই অঞ্চলে ঘরবাড়ীর কিরকম অভাব। কারণ, কম্যুনিষ্টরা ওখানেই তাদের বড় বড় কামান নিয়ে হানা দিয়েছিল। আমরা দু'টী ছেলে থাকি একখানি কামরায়। আমরা নিজেদের মনোমত দল বেছে

নিই, তাই আমরা ঝগড়া বিবাদ করি না। আমাদের কেউ কারো বিরুদ্ধে রিপোর্টও করে না, এই আমার ধারণা। কিন্তু, আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা বেশীদিন নাও চল্‌তে পারে।

টাকা-পয়সা তুমি কি করে পাও?

বাবা মাসে একশ মার্কস করে পাঠান। তিনি আমাকে বলেছেন, তাঁর সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে। সংবাদ আনা নেওয়ার কাজ ক'রে আরও সামান্য কিছু আমি উপার্জন করি।

তোমার বর্তমান মনের অবস্থা সম্পর্কে কি তোমার বাবা কিছু জানেন?

বল্‌তে আমার লজ্জা হচ্ছে হের ব্যাড, বাবাকে এসব কথা বলবার আমার সাহস নেই। তিনি আমাকে টাকা পাঠান বন্ধ করে দেবেন বলে নয়, আমি তাঁকে আঘাত করতে চাই না বলে। তিনি একথা জান্‌লে আমাকে নিজের পরিবারের একজন বলে মনে করবেন না। আমি যে ভাবে যে সব কথা বল্‌ছি, এ হচ্ছে আমেরিকান ও বৃটীশের চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। তাঁর কাছে এটা দেশদ্রোহিতা,—হোচ্‌ভেরাট।

কুর্ট তার ধ্যানধারণা একটুও বদলায়নি?

এসম্পর্কে কথা বলতে আমি সঙ্কুচিত হই হের ব্যাড। কিন্তু আপনার সব কথা শোনা উচিত। তিনি তাঁর ধ্যানধারণা বদলেছেন কিন্তু অত্যন্ত মন্দের দিকে। আমার দৃঢ় ধারণা, তিনি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছেন। ঠিক ষ্ট্যালিনী ধরণের কম্যুনিষ্ট।

বল্‌ছ কি ফ্রিট্‌জ! এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

'জুনু, জা'! হের ব্যাড, তাঁর মতবাদ শুন্‌লেই আপনি তা' বুঝ্‌তে পারবেন। আমাদের মতো একটা বৃহৎ পরিবার তাঁর মতো পঙ্গু লোক কি করে চালাবেন? তাঁর একটী বাড়ী চাই,—তাঁকে বাস করতে হবে, কাজকর্ম চালাতে হবে। 'আপ্পারাটকিস'দের (কম্যুনিষ্টদের সেখানে এই নাম) কাছে যেতে তিনি বাধ্য, তাঁদের সঙ্গে হাতও মেলাতে হবে। তিনি আমার সঙ্গে অকপট ন'ন। আমার সন্দেহ, কাকেও তিনি অকপটে মনের কথা বলেন না।

তুমি কি মনে কর তিনি কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে টাকা পান?

আমি এ সম্পর্কে ভেবেছি। এবং এজন্যেই আমি ডিগ্রীটা পাওয়ার জন্যে কঠোরভাবে চেষ্টা করছি।

ল্যানি বল্লেন, আমি জানি না, কম্যুনিষ্টদের স্কুলের কোন ডিগ্রী

আমেরিকা বা বৃটীশ অধিকারের কোন জেলায় বিশেষ কোন মর্যাদা পাবে কি না।

তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন ওই তরুণের মুখের দিকে। সেই আবেগময় মুখে ভাবনার ছাপ।

(৯)

ল্যানি চিন্তা করেছেন অনেক কি করে গুরুতর প্রসঙ্গটীতে আসা যায়।

তিনি আরম্ভ করলেন : তুমি শুধু একাই নও ফ্রিট্‌জ, এ সমস্যা অনেকেরই। পৃথিবীর সর্বত্রই এ সমস্যা। এটাই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। এক-শতাব্দী আগে আমাদের দেশে এমনি গৃহযুদ্ধ হয়ে গেছে। সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে লোকেরা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একটী পরিবারেরই লোক কেউ গেল উত্তরে, কেউ দক্ষিণে। বাবা একদিকে ছেলে অন্যদিকে, ভায়েরা দু'দলে,—তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে একে অন্যকে আক্রমণ করছে। হয়তো বা একজন গুপ্তচর, অন্যজন তাকে গ্রেপ্তার করল, অথবা তার বিচার করল, এমন কি মৃত্যু-দণ্ডই দিল।

আমি জানি হের ব্যাড। আমাদের স্কুল রিডারে একটী ছোট গল্প আছে এসম্পর্কে, এমব্রুজ বিয়ার্স'এর লেখক।

তোমার সমস্যাটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ আমার পরিবারে এমনি অবস্থার সংকটে আমাকে পড়তে হয়েছে। বেস নামে আমার একটী বৈমাত্রেয় বোন আছে। ছোট্ট বেলা থেকেই তাকে আমি জানি। ছেলেবেলায় কি সুন্দর মধুর-স্বভাব, বুদ্ধিমতী মেয়ে যে সে ছিল! তাকে দেখলে মনে হত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তা'র মাঝে লুকিয়ে আছে। আমারই মারফতে সে আমার বন্ধু বেহালাবাদক হ্যান্‌সী রবিনের সঙ্গে পরিচিত হল। তুমি নিশ্চয়ই তার নাম শুনেছ। তাদের বিয়ে হয়, বেস্‌ রবিনের সহকর্মিণী হয়ে উঠে। অনেককালই তাদের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য, তারা ছিল অত্যন্ত সুখী। কিন্তু এখন বেস কম্যুনিষ্ট হয়েছে, একেবারে পার্টিসদস্যা। সে উগ্র, আক্রমণশীল তার স্বভাব এবং নিজেদের পথে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, তার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি, হ্যানসীও করেছে—কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে যে স্বাধীনতা ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। আমাদের গঠনতন্ত্র তাকে যে অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকার সে ব্যবহার করছে অন্য সকলের অধিকার কেড়ে নেবার জন্যে। এতকাল সে শুধু

প্রচার করেই বেড়িয়েছে, কিন্তু এখন অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েটরা আক্রমণ আরম্ভ করেছে। তারা নিজেদের আন্তর্জাতিক বলে প্রচার করে কিন্তু তাদের কার্যে আন্তর্জাতিকতার কোন চিহ্নমাত্র নাই। তারা যেন ঠিক সেই পুরানো জারতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী। যা পাচ্ছে তাই নিচ্ছে। এটা ঠাণ্ডা লড়াই, সে লড়াই এখন তপ্ত হয়ে উঠ্‌ছে। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি : মনে কর এমন সময় এল, যখন আমি জান্‌তে পারলাম বেস্‌ আমাদের দেশের লোকের ওপর আঘাত হানছে, সে গুপ্তচরদের আশ্রয় দিচ্ছে, অথবা দলিলপত্র বা সামরিক গুপ্ততথ্য চুরিতে সাহায্য করছে, তাহলে আমি কি করব? আমি কি আমার নিজের বোনকে সরকারের হাতে ধরিয়ে দেব, তারা তাকে নিয়ে জেলে পুরবে? এমন কি হয়তো বা তারা দণ্ডদানকারী সৈন্যদের গুলির মুখে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে? এমন অবস্থায় তুমি কি করবে ফ্রিট্‌জ?

আমি জানি না কি করব হের ব্যাড। এ যে বড়ো ভীষণ—কি করব? মনে হচ্ছে, এ যদি আমার কর্তব্য হয়, তাহলে তাই করতে হবে।

অবশ্য বেস আমাকে বলে না সে কি করছে। সে আমাকে অন্ধকারে রাখতে চায়, খুব সতর্কতার সঙ্গে চলে। কিন্তু একদিন হয়তো আমাকে স্থির করতে হবে, সে কি করছে তা আমার জানা কর্তব্য—তার পর আমার মনের শান্তি শেষ হয়ে গেল। আমার মাথা থেকে এ ভাবনাটা তাড়াতে পারছি না।

কিছু সময় থামলেন ল্যানি, তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন : তোমাকে আর একটী কাহিনী বলব, সে বাবা ও ছেলের। নিউইয়র্কে আমার একজন জার্মান বন্ধু ছিল—বহু বছরের বন্ধু, নাম ফরেস্ট কুয়াড্রাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিউইয়র্কে সে কাইজারের এজেন্ট ছিল। তারপর সে হিটলারের প্রচারকারী হয়ে দাঁড়াল। গেল মহাযুদ্ধে সে কয়েক বছরের জন্যে কারাগারে আবদ্ধ রইল। তার একটী ছেলে ছিল। ঘটনাক্রমে সে তোমারই মতো চিন্তা করতে লাগ্‌ল। ছেলেটী একজন কবি ও কলেজের অধ্যাপক। সে প্রকাশ্যেই স্বাধীনজগতের পক্ষে এবং তার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। আমি জানি না, বাবাকে জেলে পাঠান ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল কি না, কিন্তু এতে তাকে কর্তব্যের চরম সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তোমাকে এসব কথা বলছি এজন্যে যে, আজকার তোমার সমস্যা অভিনব কিছু নয়। তোমাকে এ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং মনকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

আমি এসম্পর্কে চিন্তা করেছি হের ব্যাড্‌। আমি স্বাধীনজগতে বিশ্বাসী।

আমি তারই পক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত, তার ফল কি হবে সে চিন্তা করব না। হিট্‌লারের পাগলামী লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে—ইহুদীদের কথা বাদই দিলাম। এ আমি দেখেছি। ষ্ট্যালিনের ওই উন্মাদ-নীতি রাশিয়ার ও সীমান্ত দেশগুলির লক্ষ লক্ষ লোক বলি দিয়েছে। আমি জানি লক্ষ লক্ষ লোক বন্দী-শিবিরে এবং দাসরূপে খনিতে বাস করছে। ওই ধরণের ব্যাপার চলবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? এর সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

স্বচ্ছ সুনীল দু'টী চোখের দিকে চাইলেন ল্যানি। মনে হল তিনি ওই দু'টী দৃষ্টির পশ্চাতে যে মানুষটী, তার হৃদয় মন আত্মা নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে, তার মনের কথাই তিনি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করছেন।

প্রশ্ন করলেন ল্যানি : তুমি যা করতে চাও, তাতে যদি নিজের পরিবারের লোকের ওপরই আঘাত লাগে ফ্রিট্‌জ?

উপায় কি হের ব্যাড্? এতোকালযাবত চেষ্টা করে মানবতা যতটুকু প্রসার লাভ করেছে, যারা তাকে সমূলে ধ্বংস করতে চাইবে, তাদের তার পরিণামফল ভোগ করবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার এ ধারণাই জন্মেছে কম্যুনিষ্টরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তার মধ্য থেকে আদর্শবাদের সবটুকু চিহ্নই তারা মুছে ফেলেছে।

আমি তাই মনে করি। উত্তর দিলেন ল্যানি : এটা আমার পক্ষে বড়ো মর্মন্তুদ। কারণ আমি বড়ো বিশ্বাস করেছিলাম, অনেক আশা ছিল আমার। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। দীর্ঘকাল তোমাকে ওই মায়ামোহে কাটাতে হয়নি। আমি আমার জীবনের ত্রিশটী বছর কাটিয়েছি।

(১০)

দু'জন পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ল্যানি বললেন, তাহলে ফ্রিট্‌জ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। আমি এমন কয়েকটী কথা বলতে চাই, যাতে তোমার ভাবী সমস্ত জীবনের চলার পথ স্থির করার সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তার আগে তোমার প্রতিশ্রুতি চাই। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার একথা আমার সম্মতি ছাড়া একটী প্রাণীও যেন ঘুণাক্ষরে কখনো জানতে না পারে। প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছ?

আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি হের ব্যাড।

তোমার বাবার সম্পর্কে এমন সব কথা জানি যা তোমাকে ব্যাথা দেবে।

তুমি যদি জান্‌তে না চাও, তাহলে আমি বলব না। তুমি মন স্থির করো।

সব কিছুই আমি জানতে চাই। আমাকে তাঁর সংগে বাস করতে হবে, যদি অসম্ভব হয় তাহলে সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে। নিশ্চয়ই সমস্ত সত্য আমার জানা প্রয়োজন। তাতে করে আমি সুসিদ্ধান্তে আসতে পারব।

ভাল, তুমি যখন জান্‌তে চাইছ—তখন জানাচ্ছি। কাল আমি তোমার বাবার সংগে দেখা করেছিলাম। বললাম, আমি সেখানে গেছি মনে মনে পীড়া পাচ্ছি বলে—তার সংগে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। সে আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহারই করেছে কিন্তু বড়ো ঠাণ্ডা ভদ্রতা। অবশেষে সে রাজী হল, আমরা আর পরস্পরে কোনরূপ মানসিক ঘৃণা পোষণ করব না। এটা অবশ্য তার পক্ষে রাজনীতিই, এতে তার কোন অনিষ্ট হবে না।

আমি আশ্চর্য হচ্ছি হের ব্যাড যে, তিনি আপনার সংগে কথা বললেন!

তোমার বাবা তার কৌশল বদলেছে, এবং ভয় হচ্ছে তার স্বভাবও বদলে ফেলেছে। আগে আমি যাকে জানতাম, ভালবাসতাম, সে আর সে লোক নেই। তার সম্পর্কে আমি কিছু খবর পেয়েছি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেগুলি সত্য। তোমার বাবা কম্যুনিষ্ট নয় এবং তার কম্যুনিষ্ট হবার ইচ্ছাও নেই। ওটা তার একটা ছদ্মবেশমাত্র। সে এখনও সেই ন্যাৎসী ধর্মোন্মাদ। সে একটী ষড়যন্ত্রকারী-দলের মস্তিষ্ক। সেই পুরানো ভেহম্‌গারিচ্‌ট দলেরই মতো। তুমি তাদের কথা জান নিশ্চয়।

ফ্রিট্‌জ মাথা নেড়ে অস্বীকার করল।

এটা দুর্দান্ত দলের প্রতিষ্ঠান, মৃত্যুর নামে তারা গোপনতার শপথ নেয়। তারা তাদের বলে ভোলকিশ্চারবাণ্ড। কখনও শুনেছ তাদের কথা?

না, হের ব্যাড। তবে খবরটা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি না।

এবার হয়তো বিস্মিত হবে। ওরা সেই হিমলারী টাকা, ন্যাৎসীরা যা জাল করেছিল, তাই নিয়ে কারবার করছে। তারা ওই জাল নোটগুলি তৈরী করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যখন ইংলণ্ড অধিকার করবে তখন ইংলিশ পাউণ্ড নোট চালাবে, উত্তর আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার অধিকৃত স্থানগুলিতে গেলে আমেরিকান ডলার নোট চালাবে। তোমার বাবার বন্ধুরা এরকম অনেক-গুলি নোট নিয়ে পালিয়ে যায়, নোটের পরিমাণ কি আমরা জানি না। তারা আরো ছাপাতেও পারে। যদি প্লেটগুলি থাকে আর থাকে তার উপযুক্ত কাগজ। তথাকথিত পুনারদের কমদামে সেগুলি তারা বিক্রী করে। ওরা পশ্চিমে চলে

আসে ওগ্‌্লি নিয়ে এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেগ্‌্লি বাজারে চালিয়ে যায়। এভাবে তারা অনেক অনেক সম্পূর্ণ নির্দোষ লোককে প্রতারণা করে। এতে করে পরিণামে অবশ্যই টাকার ম্ল্যমান হ্রাস পাবে এবং বাজারে ম্দ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেকের উপার্জন ও সম্পদের একটী অংশ এভাবে অপহরণ করা হচ্ছে।

ওই জার্মান তর্ণটীর ম্খে গাম্ভীর্য। তাহলে একরেই আমার কাছে টাকা পাঠান হয়? সে বলে উঠল : আমি এ টাকা আর নিতে পারব না হের ব্যাড।

ল্যানি বললেন, তুমি যদি নিতে অস্বীকার কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমার বাবাকে বলা হবে যে, তুমি তার সবকথা জান্‌তে পেরেছ। তুমি ব্ঝতেই পার, সে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে। সে জানে তুমি শত্র্দের মাঝে বাস করছ—নানা রকমের শত্র্। তোমার মাঝে ওদের সর্বকিছ্ 'সংক্রামিত' হওয়ার সম্ভাবনা। সে সংক্রামিত হওয়াই বলবে। সে লক্ষ্য রাখবে তোমার প্রত্যেকটী কথার ওপর, তোমার হাবভাবের ওপর, তোমার ম্খের অভিব্যক্তির ওপর।

মনে হচ্ছে তিনি যেন আর আমার বাব্য ন'ন।

আমিও এরকমই ভাবি ফ্রিট্‌জ। ল্যানি বললেন, একথাই বলে এসেছি, আমি যে কুর্ট মেইসনারকে জানতাম সে আর নেই। এ অদ্ভুত লোক, অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। সে একটী অন্ধ ধর্মোন্মাদ। স্যামসন মন্দিরের থামগ্‌্লি ভেঙে নিজের ওপরও ফেলেছিল, উদ্দেশ্য ছিল যাদের সে ঘৃণা করে তাদের শাস্তিদান। আমরা যখন আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা ও ঐক্য গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি তখন জাতীয়তাবাদ প্রচণ্ড বাধাস্বর্প। হিটলারকে ফিরিয়ে আনার যেমন সম্ভাবনা নেই তেমনি হিটলারী জাতীয়তাবাদের প্নরাবির্ভাবও অসম্ভব। যা ঘটবে তা' এই : তোমার বাবা কম্যুনিজমের ম্খোশ পরবে। সে তাদের কথাই আওড়াবে, তাদের-ক্ট ষড়যন্ত্রের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। সে নিজেকে অধিকতর র্ঢ়-প্রকৃতি সন্দেহাত্মা করে তুলবে। সে দিন দিন অধিকতর ভাবে বিশ্বাস করবে যে, কেবলমাত্র ওরাই তাকে ক্ষমতালাভের পথ করে দেবে। তারা যা করবে, তারা যা করতে বলবে সে তাই করবে। সে কম্যুনিষ্ট হোক অথবা তাদের হাতের প্তুলমাত্র হয়ে দড়িধরে যেমন নাচাক তেমনি নাচুক, তাতে প্রভেদ কোথায় আসলে?

আমি স্বীকার করি, প্রভেদ কিছ্ই নেই হের ব্যাড।

সে একটা বিয়োগান্ত ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ট্রাজাডির দিকে। 'জালে'রা

তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করবে, তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কখনও তাকে সত্যি করে বিশ্বাস করবে না। কোন সময়ে যদি সে তার গোপন আদর্শের জন্য একটুখানি এদিক ওদিক হেলে, স্ট্যালিনীজাতীয়তাবাদ ছাড়া জার্মান জাতীয়তাবাদের জন্যে সামান্যমাত্র কাজ করে, তাহলে তাকে তারা বন্দী করে ঘাড়ের পেছনে গুলি করে মারবে। অধীনস্থ লোকদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা-বোধও তারা নির্মমভাবে মুছে ফেল্‌বে। যেসব কুলাক কৃষকরা প্রচুর শ্রমের বিনিময়ে একটী গরু ও একটী ঘোড়া খরিদ করবার মতো সঞ্চয় করেছিল তাদের লক্ষ লক্ষ জনকে তারা সাইবেরিয়ায় চালান দিয়ে শ্রমশিবিরে দাস করে রেখেছিল। তারা এখন তাই করছে পোল, চেক ও হাঙ্গারিয়ানদের নিয়ে—হ্যাঁ, জার্মানদেরও।

আমি তা জানি, তা জানি হের ব্যাড। আমি আমার নিজেকে প্রায়ই বলি, বাবা পাগল হয়ে গেছেন।

(১১)

ল্যানি দেখলেন, তিনি মনে মনে যে প্রস্তাব উত্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন, নিরাপদেই তা করা যায় এখন। তিনি ভাল করে বুঝিয়ে বললেন ফ্রিট্‌জকে, বাবাব বিরুদ্ধে ছেলেকে গুপ্তচর নিযুক্ত করায় আমেরিকান সামরিক বিভাগের প্রবল আপত্তি। এইক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একদল জালিয়াত সম্পর্কে অনুসন্ধান। যদি তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার পথ পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই কুর্টকে অব্যাহতি দিতে রাজী হবে। যদি তাকে হাতে পায় কোন সূত্রে তাহলে পালিয়ে যেতেও দেবে। ল্যানি বললেন, তোমার এটা কোন ভাবেই মনে করববার কারণ নেই যে, বাবার বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করছ। বরঞ্চ এটাই তুমি মনে করবে যে তাকে তথাকথিত নও-ন্যাৎসীদের কবল থেকে মুক্ত করবার সৎকার্যই করছ। এখন তার জন্যে সে তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন সে তার ভালমন্দ বোঝবার শক্তি ফিরে পাবে।

এটা মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন ল্যানি তিনি এই যুবকটীর ওপর কোন চাপ দেবেন না, সে নিজেই তার সিদ্ধান্ত করুক। এখন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই তিনি বললেন : স্পষ্টাস্পষ্টি কথা হয়ে যাক ফ্রিট্‌জ। তোমার ওপর আমি একাজটা চাপাতে চাচ্ছি না। আমি শুধু সমস্ত অবস্থাটা তোমার সম্মুখে উপস্থিত করছি। আমি এমন একটী লোকের কথা ভাবছিলাম যে ওয়েস্টফার্থে থেকে ওই ষড়যন্ত্রের মূল আবিষ্কার করতে পারবে। সম্ভবত এও সে খুঁজে বের

করতে পারবে জাল নোট ও তা' ছাপবার প্লেটগুলি কোথায় লুকানো আছে। আমার নিজের পক্ষে সেটা করার আশা নেই। কারণ কুর্ট আমাকে খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু তুমি তার কাছে গিয়ে বলতে পার তোমার স্কুলে তুমি নানা মতের সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছ। সব পক্ষের কথা শুনে এ সংকল্প দৃঢ়তর হয়েছে, তুমি তৃতীয় রাইখের আদর্শ অনুসরণ করেই চলবে। তুমি তার বিশ্বাস জন্মাতে পারবে তাড়াতাড়ি, তবে সে কতটুকু তোমাকে জানাবে, তা জানি না। অবশ্য তুমি একথা তাকে জানিও না যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। আমি এখানে এই আমেরিকান এলাকায় একজনের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে পারি, তিনি তোমাকে পরামর্শ দেবেন, তুমিও তাঁর কাছে সব রিপোর্ট করবে। আমার সন্দেহ আছে, তোমার বাবা নিজে কোন অপরাধ করেছে কি না, তবে তুমি হয়তো দেখ্‌তে পাবে সেই ওই ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক ও প্রাণ। সে হয়তো আবার তাই করবে, সেটা আমরা গ্রাহ্য করি না, কারণ আমরা জানি অনেক বিয়ারের আড্ডায় এরকম ছোটখাট ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাল নোট ও ছাপাবার প্লেটগুলি হাত করা।

আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন হের ব্যাড?

সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ কথা দিতে পারি। অবশ্য আমি একথা বলতে পারি না তুমি একাজটার চাপ কতটুকু সইতে পারবে। দশবছর যাবত একাজ আমি করে আস্‌ছি, জানি কাজটা কতো কঠিন, কি দুরন্ত চাপ পড়ে ওপরে। এটা আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রায়ই মনে হত আমি কি দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়ে পড়ছি? মনে হয়, হইনি। যে মিত্রশক্তির প্রতি আমি বিশ্বাসী, তাদের স্বার্থে আমি মিথ্যা বলেছি, প্রতারণা করেছি, চুরি করেছি। আমার কর্তা ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট, আমি জানতাম তিনি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—মৃত্যু পর্যন্ত এই নীতিতেই অবিচল থাকবেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সম্পর্কেও তাই সত্য। তাঁর সম্পর্কেও কথা দিতে পারি। জার্মানীতে ঐক্যবন্ধ, মুক্ত, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত সবকিছু তিনি করবেন এ আমি জানি। এই তো তুমি চাও, চাওয়া উচিত।

আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাই চাই হের ব্যাড।

তুমি যদি এ কাজ হাতে নাও, তাহলে তোমাকে নির্বান্ধব একাকী জীবন-যাপন করতে হবে। তোমাকে শত্রুদের মধ্যে যেতে হবে, তাদের দলের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে হবে, তারা যা করতে বলবে তাই করতে হবে। তোমার প্রতিটী

পদক্ষেপ, কথাবার্তা, মুখের হাবভাব সবকিছুর বেলা সতর্ক হয়ে চলতে হবে। মনে কল্পনা করতে হবে তুমি একটী স্বতন্ত্র মানুষ। তুমি হয়ে যাবে সেই ভূমিকার মানুষটী, তারই জীবন যাপন করবে—কেবল তোমার হৃদয়ের একটী ক্ষুদ্র কোণে আসল তুমিটী লুকিয়ে থাকবে। তুমি নির্বান্ধব একা হবে এজন্যে যে, সত্যিকার বন্ধুরা তোমাকে ঘৃণা করবে, নূতন যারা বন্ধু হবে তাদের সংগে সত্যিকার কোন বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। তারা সব অসৎ লোক, যাদের তুমি ঘৃণা কর। আমার পক্ষে এটা সহজ হয়েছিল কারণ আমি দু'টী মহাদেশেই বাস করতাম। স্বদেশ আমেরিকায় আমার অনেক পুরানো বন্ধু ছিল, তারা অনুমান করত আমি কি করছি এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো তাদের অনুমানের কথা উল্লেখ করত না। অধিকন্তু, আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করত। তুমি সেসব সুবিধা কিছুই পাবে না। কারণ জার্মানীতে মানুষের মনের এই বিভ্রান্ত অবস্থায় তুমি কা'কেও বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি এখনই তোমাকে কোন সিদ্ধান্ত করতে বলছি না। আমি এখানে বার্লিনে জ্ঞাতসার কয়েকটী লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করব। তুমি যদি আমার সংগে দেখা করতে চাও, তাহলে আসতে পার। এখন গিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে ভাল করে চিন্তা কর। কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আছে মনে করো না। কেবল তোমার নিজের বিবেক ও সামাজিক কর্তব্যের বাধ্যবাধকতাই আছে। যদি এটা করায় তোমার দ্বিধা থাকে, তা'হলে করতে চেষ্টা করো না। যদি মনে কর তোমার জানা কোন পথে মানবিক স্বাধীনতা ও ঐক্যবদ্ধতার অভিযানে অধিকতর সাহায্য করতে পারবে, সেটাই হবে তোমার কাজ। একমাত্র তুমিই স্থির করবে কি করা উচিত। কিন্তু একবার আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে। আর, তুমি যদি একাজে যোগ না দাও, তাহলে একথা ভুলে যেয়ো না যে, আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি যা বললাম এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আভাষ দিতে পারবে না পৃথিবীর একটী লোকের কাছেও।

আমি সম্মত—বলল ফ্রিট্‌জ।

এই সাক্ষাতকারের পর ল্যানির পক্ষে আর একটী মাত্র কর্তব্য রইল। তিনি মঙ্কোর কাছে গিয়ে সবকিছু বললেন। যদি ফ্রিট্‌জ রাজী হয়, তাহলে মঙ্কই হবেন মধ্যবর্তী এবং উপদেষ্টা। ল্যানি নিজে একক গুপ্তচর, মঙ্ক অনেক গুপ্তচরের পরিচালক। মঙ্ক যুদ্ধের শেষের এক কি দু'বৎসর সুইডেনে গুপ্তচরবাহিনীর কর্তা ছিলেন। মঙ্ক জার্মান এবং সমাজতন্ত্রী। ফ্রিট্‌জের আদর্শের ভাষায়ই তিনি কথা বল্লেন। তাঁদের যোগাযোগটা ভালই হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভেঙেপড়ার সময়

(১)

ল্যানি গেলেন জোহান সিড্‌লদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ওই বৃদ্ধ ঘড়ি-নির্মাতা বার্লিনে গেষ্টাপোদের হাত থেকে ল্যানিকে লুকিয়ে থাক্‌তে সাহায্য করেছিল। নগরের শ্রমজীবী পল্লীঅঞ্চল। মায়াবিট জেলায় সে বাস করে। বস্তীর ঘরগুলির ওপরের তলা বোমায় ধ্বংস্ হয়ে গেছে। যারা বেঁচে ছিল, তারা নীচের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। একটী অংশে দু'টী শোবার কামরা আর একটী রান্নাঘর—তাতেই বাস করে সাতজন লোকের দু'টী পরিবার। বোমার আঘাতের বিক্ষত অবস্থাটা কিছুটা মেরামত করে ঘুচানো হয়েছে। অন্ততঃ বৃষ্টির জল আটকাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই দু'টী পরিবারের কাছে এই ভদ্র আমেরিকানটী চমৎকার ভাল লোক বলে পরিচিত। এরকম লোক জীবনে তারা আর দেখেনি। আবার তিনি এসেছেন একঝুড়ি খাবারদাবার জিনিষ হাতে করে। বার্লিনের শ্রমজীবীদের কাছে এরকম জিনিষ দুষ্প্রাপ্য। ল্যানি বসে কথাবার্তা বলে জানতে চান কিভাবে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের ধ্যানধারণা কি? তিনি বললেন তা'দের প্রেসিডেণ্ট ট্রুমান তাঁকে পাঠিয়েছেন জানতে জার্মানীর সাধারণলোক কি চিন্তা করে, কি তাদের পরিকল্পনা, আশা আকাঙ্ক্ষা। ওই চমৎকার মানুষ ট্রুম্যান প্রকৃতই সাধারণ মানুষের বন্ধু, তিনি চান জার্মানদের স্বাধীন ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক করে তোলায় সাহায্য করতে। কিন্তু এমনই ভাগ্য, তিনি এখন আর পূর্ণ শক্তিধর নেই। কারণ সেদিন তারে ও বেতারে ১৯৪৬ সালের নবেম্বর নির্বাচনের ফল এখানে জানা গেছে। প্রতিনিধি পরিষদে রিপাব্লিকানরা অধিকাংশ সদস্যপদ অধিকার করেছে। এর অর্থ হল আইন পরিষদে প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধ-বাদীরাই কর্তৃত্ব করবে। এই অদ্ভুত অবস্থাটা ওদের বুঝিয়ে বললেন ল্যানি। জার্মান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নয় রিপাব্লিকানরা কিন্তু তারা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে। তিনি যা করতে বলবেন, তারা হয়তো তার বিরুদ্ধতা করবে।

জোহান সিড্‌লই বেশী কথা বলছিল। সে স্বয়ংশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক,

সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পুরানো সদস্য। তাকে জেনোস বলে সবাই, কমরেডের প্রতিশব্দ। সে জানাল, জার্মানীর সোশ্যালিস্টরা দু'টি সংঘর্ষকারী দলের মাঝখানে যেন বেওয়ারিশ এলাকায় পড়ে আছে। পূর্বদিকে কম্যুনিস্ট আর পশ্চিমে বিরাট শিল্পপতি দল—তাদের ইস্পাত আছে, রাসায়নিক দ্রব্য আছে আর আছে বিদ্যুৎ শিল্প। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কম্যুনিস্টরদের জীবন-মরণের বিরুদ্ধবাদী; কিন্তু দলের সাধারণ লোকেরা ইতস্ততঃ করছে,—সোভিয়েটের কৌশলপূর্ণ প্রচার আর প্রতিশ্রুতির প্রলোভনে পড়ে।

হায় রে, আমেরিকান প্রচারকার্যে তেমন কুশলতা নেই। প্রত্যেকবার আমেরিকানরা ঐ শিল্পপতিদের সাহায্য করবার জন্যে কিছু করলেই কম্যুনিস্টরা আর্তনাদ তুলছে, সে খবর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপছে, কিছু জার্মান পূর্বদিকে ঝুঁকেপড়ি-পড়ি করছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গণতান্ত্রিক জার্মানী গড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন সত্যিকার সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তাঁকে সমর্থন করবে। তবে, তাতে জার্মানীকে হয়তো দীর্ঘকাল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকতে হবে। এটা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন, সোভিয়েটরা কখনো জার্মানীতে অবাধ নির্বাচন করতে রাজী হবে। অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত না তারা জাতির একটা নূতন পুরুষ শিক্ষিত করে তুলতে পারবে যারা কম্যু-নিস্টদের ভোট দেবে, ততদিন পর্যন্ত তো নয়ই।

গুরুত্বের সঙ্গেই ল্যানি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি কয়েকজন ব্যবসায়ী-প্রধানদের সঙ্গেও কথা বললেন। অনেকের সঙ্গেই তাঁর অতীতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি ব্যাড-আর্লিংএর ছেলে একথা জানে বলে তারা নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠেই আলোচনা করে। তাদের দৃষ্টিতে জার্মানীর সংকট হল, শ্রমিকরা সোশ্যালিস্টদের ভোট দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ করেই হিটলার ক্ষমতার আসনে বসেছিলেন। এটা তারা বলে না যে, হিটলার ক্ষমতালাভ করেছিলেন তাদেরই অর্থবলে আর অস্ত্রবলে। সমস্যা হল জার্মানীর শ্রমজীবীদের গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দেওয়াতে হবে। আমেরিকায় গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা হল শিল্পক্ষেত্রে ধনতন্ত্র আর সরকারে গণতন্ত্র। আমেরিকানরা তা' কি করে করবে? ল্যানি বলেন, তা করতে হবে অংশতঃ শিক্ষার মাধ্যমে, বাকিটা উচ্চ মাহিনা দিয়ে। শিল্পপতিদের কথা হল : 'কিন্তু, আমেরিকায় যে মাহিনা দেওয়া হয়, তা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দেশে নিজস্ব বাজার খুব বড়ো নয় অর্থাৎ চাহিদা

বেশী নয়। আমাদের ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইটালী এমন কি ভারতের সঙ্গে পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করতে হয়। সত্বরই জাপানের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে হবে।' তবে তারা সকলেই একমত যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই করতে হবে—অন্ততঃ আমেরিকা যখন কর্তৃত্ব করছে। যদি আমেরিকা এখন তার সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাহলে লক্ষ লক্ষ জার্মান অনশনে মারা যাবে, অবশিষ্টরা স্টালিনের পক্ষে চলে যাবে।

ল্যানি সেই অতি সাধারণ পথের লোকের সঙ্গেও আলাপ করলেন। হোটেলের পোর্টার, রেস্তোরাঁর ওয়েটার, পেট্রল গুদামের কর্মী, যে সংবাদপত্র বিলি করে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। সকলেই একমত যে, আমেরিকানরা ভাল ব্যবহার করছে, কম্যুনিস্টরা দুর্ব্যবহার করেছে। সকলেরই আশা আমেরিকানরা থাকুক কিন্তু কম্যুনিস্টরা তাদের থাকতে দেবে কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি জার্মানীর অবস্থার সঙ্গে মুরগীর 'উইশবোনে'র তুলনা করল। দু'হাতে সেটাকে টেনে ছিঁড়ছে। যারা টানছে তাদের কেউই নিজের ভাগ্য সম্পর্কে ভাবছে না এবং যাকে নিয়ে টানাটানি করছে তার প্রতিও মমত্ব নেই।

(২)

ল্যানি টেলিফোনের ডাক প্রত্যাশা করছিলেন। ডাক এল অতঃপর।

ওপারের ভেসে আসা কণ্ঠস্বর : আমি স্থির করে ফেলেছি। আমি তাই করব।

ল্যানি উত্তর দিলেন : তুমি কি লাঞ্চ খেতে আসতে পার?

সতের বছর বয়সের ষড়যন্ত্রকারী ছেলেটীর অবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য। মুখখানি কিছুটা পাংশু। মনে হয় বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। হোটেলের খাবার টেবিলে বসে তারা আসল কথা সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করলেন না। কথাবার্তা চলল আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে। ল্যানি আমেরিকান গভর্ণমেন্টের অদ্ভুত পদ্ধতির কথা বুঝিয়ে বললেন। সেখানে এমনও হতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রাম চলবে। তাঁরা যা কিছু করবেন বা বলবেন সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। ইতিমধ্যে আমলারা তাদের যথাসাধ্য দেশের কাজ চালিয়ে যাবেন। কংগ্রেস তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চাইবেন অর্থ মঞ্জুর না করে, এবং তদন্ত কমিটি বসাবেন। কমিটীর বিরুদ্ধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আমলাদের।

অন্ততঃ পরবর্তী দু'টি বছর আমেরিকায় এই চলবে। এর চেয়ে বেশী সময়ও চলতে পারে। কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সমর্থকদের দক্ষিণ শাখা রিপাব্লিকানদের মতোই রক্ষণশীল, তাঁরা অর্থনৈতিক সমস্ত প্রশ্নেই রিপাবলিকানদের একযোগে ভোট দেবেন। আসলে দু'টি দলই এরকম প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। শুধু নামের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া ডেমোক্র্যাট আর রিপাব্লিকানদের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না।

ফ্রিট্জ বলল ঃ একই কর্মপন্থা নিয়ে সকলেরই একদলে যোগ দেওয়া উচিত, এই লোক আশা করবে।

ল্যানি তাকে বুঝিয়ে বললেন, সেখানে 'ঠাকুরদার ভোট' কি। ঠাকুরদা এইভাবে ভোট দিয়েছিলেন সুতরাং তাদেরও তাই করতে হবে। লোকটি ডেমোক্র্যাট হবে না রিপাবলিকান হবে এটা তার জন্মের বহু পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

উপরতলায় ল্যানির কামরায় গিয়ে দোর বন্ধ করে তাঁরা নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

ফ্রিট্জ বলল, বাবাকে লিখেছি স্কুলে আমি নানাভাবের আলাপ-আলোচনা শুনেছি। আমি স্থির করেছি তাঁরই মতের অনুসরণ করব পুরোপুরি। এর বেশী লিখতে সাহস করিনি। কারণ চিঠিখানা পথে খোলা হতে পারে। তিনি এতেই বুঝবেন এবং সুখী হবেন। বড়দিনে আমি যখন বাড়ী যাব তখন তিনি মনের কথা খুলে বলবেন। আমি বলব স্কুলে যে শিক্ষা হচ্ছে তাতে মনটা বিগড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তার চেয়ে বরঞ্চ বাড়ীতে থেকে নিজে নিজেই পড়াশোনা করব। এভাবে আমি কিছুটা তথ্যের সন্ধান পেতে পারি।

ল্যানি বাড়ীতে থেকে পড়াশোনায় রাজী আছেন, তিনি নিজেও শিক্ষালাভ করেছেন অধিকাংশ বই পড়ে পড়ে।

ফ্রিট্জ আরও জানাল যে, সে তার মানসিক পরিবর্তনের কথা স্কুলে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও বলেছে। তারা অবশ্য খুব রুষ্ট হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে, তাকে অনেক গালাগাল দিয়েছে। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভালই হয়েছিল তাতে। কারণ জল দেখে তারা বলতে বাধ্য হল তার মন বড়ো নরম।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ক্লাশের বন্ধুদের মধ্যে হিটলারের অনুগামী

কেহ আছে কি?

ফ্রিট্‌জ উত্তর দিল : সামান্য ক'জন আছে কিন্তু খোলাখুলি নয়। তাদের কাছে সে আনুকূল্য চেয়েছিল, তারা অবশ্য অভিনন্দনই জানিয়েছে। তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর নয়, কারণ তারা জানে যে, আমি 'ফুরার মার্চ' রচয়িতার ছেলে।

(৩)

মরিসনের সঙ্গে ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়ে গেছে ল্যানির। তিনিও একমত যে ফ্রিট্‌জের যোগাযোগটা মঙ্কের সঙ্গেই থাকা ভাল। যুবকটি ওই জাল নোটের ব্যাপার ছাড়াও আরও অনেক কিছু জান্‌তে পারে। তাই ল্যানি ফ্রিট্‌জকে জার্মান স্বাধীনতার অকৃত্রিম বন্ধু ওই মঙ্ক সম্পর্কে সব কথা বললেন। মঙ্ক শুধু স্পেনের পিপলস্‌ রিপাবলিকের পক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়েই নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন এমন নয়, তিনি জার্মানীতে গেষ্টাপোর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় বারবারই নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখী নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক ডাঃ প্লটজেনের বাটলার সেজে মঙ্ক তাঁর কাগজপত্রের ফটো তুলতেন রাত্রিবেলা। আঙ্কারায় বৃটিশ রাজদূতের দপ্তরে যেমন সিসারো করেছিল। প্রভেদ ছিল এই যে, সিসারো দাবী করেছিল ও পেয়েছিল একশ কি দু'শ পাউণ্ড (জাল নোটই অবশ্য) কিন্তু মঙ্ক সামান্য বেতনই পেয়েছিল আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে। এমনি বেতন পেয়েই গুপ্ত এজেন্টরা জীবন বিপন্ন করে থাকেন।

মঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ফ্রিট্‌জের। বেশী সময় লাগল না, ওই রকম আদর্শবাদীর অন্তস্তলে প্রবেশ করে তাকে বুঝে নিতে। ফ্রিট্‌জ আগ্রহে কাঁপছিল,—ছিল ভয়ের আভাস আর বিবেকবুদ্ধির নৈষ্ঠিকতা। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে মঙ্কও ছিলেন এমনি। তিনি যে পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন সেই পিতারই স্থলে আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলেন। 'আমি এসেছি একটি ছেলেকে তার পিতার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে। মেয়েকে মাতার বিরুদ্ধে, পুত্র-বধূকে শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে। নিজের পরিবারের লোকই হবে মানুষের শত্রু।'

সেদিন মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে এমিল ফ্রিডরিক মেইসনার গুপ্তচরবৃত্তির ছলাকলা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে লাগল। মঙ্ক তাকে একটি ছদ্ম নাম দিলেন। একখানা চিঠি হাতে নিয়ে দেখালেন কি করে তাকে খুলে আবার বন্ধ করতে হয়। তাকে কেউ অনুসরণ করছে না এ সম্পর্কে কিভাবে নিশ্চিত

হতে হবে, লোককে কিভাবে গোপন থেকে অনুসরণ করতে হবে। যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে তাহলে তার দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপায় হল, কোন জনবহুল বাড়ীতে প্রবেশ করে অন্য দোর দিয়ে বেরিয়ে আসা। একথা বুঝতে না দিয়ে যে তাদের গোপন কথা ব্যক্ত করবার জন্যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এমনিভাবে আস্তে আস্তে গুপ্ত তথ্য বল্‌তে বাধ্য করার কৌশলও শেখালেন মংক ফ্রিট্‌জকে। এ একটা নির্ধারিত কৌশল। ফ্রিট্‌জ সবকিছু লিখে নিল। পথে সেগুলি বের করে ভালভাবে শিখে নেবে, এর পর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে কাগজগুলি। এক এক টুকরো করে ফেলবে এক সময়ে। মংক তাঁর নিজের কার্যের এবং তাঁরই অধীনস্থ এজেন্টদের ইউরোপের নানা দেশের কার্যকলাপের কাহিনী বললেন।

ফ্রিট্‌জ তার নও-নাৎসী সহপাঠী বন্ধু ও শিক্ষকদের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হতে যাচ্ছে না, সে তার পিতামাতা ও বয়স্ক পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা একটি নূতন সম্ভাবনাশীল কর্মী পেয়ে উৎসাহবোধ করবেন তাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাঁরা তাকে যে কাজের ভার দেবেন, তাতেই প্রকাশ পাবে কি তাদের উদ্দেশ্য। কেবল জাল নোটের তথ্যই জান্‌লে চলবে না। নাৎসীদের হাতে প্রচুর সোনা ও মণিমুক্তা রয়েছে। সেগুলি তারা যুদ্ধে পরাজয়মুহূর্তে গুপ্ত-স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। সেগুলিরও তত্ত্ব নিতে হবে। অনেক শিল্পদ্রব্য চিত্র ইত্যাদি ছিল, যেগুলির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনি করে একটা তালিকা প্রস্তুত হল। সামান্য সূত্রও বিরাট আবিষ্কারের উপলক্ষ হতে পারে। বিজ্ঞ এজেন্ট সর্বদাই তার চোখ কান খুলে রাখবে।

ল্যানির হৃদয়ে অনুভূত হচ্ছিল বেদনা—এই একনিষ্ঠ তরুণটি একটা কঠোর নিরস কর্তব্য মাথায় তুলে নিচ্ছে। মিথ্যাকে তিনি জগতে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন। পঁচিশ বছর যাবৎ নাৎসীরা ক্রমাগত মিথ্যাচার করে যাচ্ছে এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। এখন প্রত্যক্ষ করছেন কম্যুনিস্টদের ক্রমাগত মিথ্যাভাষণ। দু'দলই সমান ঘৃণ্য তাঁর কাছে। মানুষ একে অন্যকে প্রতারণা করবে, এ তাঁর কাছে অসহনীয়, কিন্তু তার হাত এড়াবার পথ কোথায়? নাৎসীরা সভ্য-জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের পরাভূত করতে হয়েছে। এখন কম্যুনিস্টরা তাই করছে। কিন্তু তারা তা করছে অধিকতর বুদ্ধিমানের মতো। হিটলার, গোয়েবেলস্‌ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের বিভ্রান্তি থেকে তারা শিক্ষা-লাভ করেছে। অবশ্য কেহ কেহ বিবদমান মারাত্মক জগতের সঙ্গে কোন

সম্পর্ক না রেখেই চলতে পারে। প্রভূত অর্থের অধিকারী ল্যানি ব্যাড খুঁজে বেড়াতে পারতেন সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী, শুনতে পারতেন উচ্চ সংগীত, করতে পারতেন কাব্যপাঠ—তাঁর নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য বর্ধিত হত তাতে। কিন্তু তিনি এরকম ধাতুতে গঠিত নন।

(৪)

মরিসন ল্যানিকে জানালেন গুজম্যান জানা সবকিছুই ব্যক্ত করেছে। তাকে যা' দেবার কথা হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। সে গুয়াতেমালা যাচ্ছে। সে-ই ওই জায়গাটি বেছে নিয়েছে; পোলান্ড ছিল শীতের দেশ, সে মনে করে ওখানে গিয়ে আরাম পাবে। তার পাঁচশ ডলার নিরাপদে রাখা আছে। তার ইচ্ছা কোন কাজ করবে এবং সম্ভ্রান্ত জীবন যাপন করবে। সে তাই করবে অথবা জাহাজে নাবিকদের সংগে জুয়া খেলে তার সব টাকা হারাবে, তা' কারো পক্ষে অনুমান করা কঠিন। তাকে ব্রোমনে নিয়ে একখানা বৃটিশ জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিদায় নেবার পূর্বে ল্যানি মরিসনের সংগে আলাপ করলেন। মরিসন ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে। ল্যানি স্থির করেছেন মার্সেলিস হয়ে দেশে যাবেন। সেখানে তিনি তাঁর মার সংগে দেখা করবেন। তাঁর সংগে দেখা না করে চলে গেলে তিনি মনে আঘাত পাবেন। যখন সমগ্র ইউরোপের সর্বত্রই বিমানে যাতায়াত চলে তখন তাঁর সংগে সাক্ষাৎ না করে ফিরে যাওয়ার কোন কৈফিয়তই চলবে না। এক বা দু'খানা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে আরামদায়ক বিমান-আসনে বসে পাতা উল্টাও, দু'ঘণ্টার মধ্যেই তুমি পেঁাছে যাবে যেখানে যেতে চাও।

বিউটী ব্যাড এখন বহু বছর থেকেই মিসেস্ পারসিফ্যাল ডিংগল। তিনি একখানা চক্‌চকে নূতন আমেরিকান মোটরে চড়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ করতে। এ সময়ে এরকম মোটর ক্রয় করা আমেরিকায়ও কঠিন, ইউরোপে তো অসম্ভবই। ব্যাড-আর্লিং এয়ারক্র্যাফ্‌টের প্রেসিডেণ্ট তা' সংগ্রহ করতে পারেন। তিনিই বিউটীকে ওই মোটরখানি পাঠিয়েছেন। মাত্র এই সপ্তাহেই এসে পেঁাছেছে। বিউটী ব্যাডের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। সে কথা তিনি নিজে বলেন নি। তাঁর চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। তার ওপর পড়েছে একটা নীল আভা। তাঁর সংগে আছে মেয়ে মার্সেলিন, ফরাসী

স্বামী মার্সেল ডিটেজের ঔরসজাত। আর আছে মার্সেলিনের সাত বৎসর বয়স্ক ছেলেটি। মার্সেলিন একটি বন্দীশিবিরে ছিল, তার ওপর চলেছিল অত্যাচার। ল্যানি তাকে উদ্ধার করেন, তাঁরই সাহায্যে মার্সেলিন তার স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

চিরকালই বিউটী আগ্রহ ও কৌতুহলে পরিপূর্ণ। কিন্তু ল্যানি সর্বদাই মুখ বন্ধ করে থাকেন। মা বলেন, বোবা। ল্যানি এইটুকুই বললেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের জন্যে সংবাদ সংগ্রহে এসেছিলেন। তবে তিনি তাঁর পরিবারের সকলেরই খবর বললেন, এবং বললেন পরিবারটা আরো বেড়েছে, তাঁর 'শান্তিদল' গঠনে। এমিলি চেস্টারসওয়ার্থের টাকা দিয়ে কি করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে বিউটীর ব্যক্তিগত উৎকণ্ঠা রয়েছে। কারণ তিনি সে টাকার কথা জানতেন, ল্যানির জন্মের পূর্ব থেকেই ওই টাকা তিনি পাহারাও দিয়েছেন।

সেই চকচকে নূতন মোটরে চড়ে ল্যানিরা চললেন প্রায় একশ' মাইলের দীর্ঘ পথ। ফ্রান্স রিভেরিয়ার সুন্দর উপকূল দিয়ে গেছে সে পথ। ওদের যাত্রা শেষ হল বিয়েনভেনু নামক ছোট্ট জমিদারীতে। রোব্বি ব্যাড তাঁর প্রণয়িনীকে ওই জমিদারীটী উপহার দিয়েছিলেন। ল্যানি এখানেই তাঁর পুরো শিশুকালটী কাটিয়েছেন। কেবল মাত্র মাঝে মাঝে মোটরে ও জাহাজে করে ভ্রমণে গেছেন। এখানকারই পাহাড়ে বসে তিনি কুর্ট মেইসনারের কাছে জার্মান আদর্শবাদের কথা শুনেছেন। এখানে বসেই দু'বছর আগে প্রত্যক্ষ করেছেন বিরাট আমেরিকান অভিযাত্রী বাহিনী উপকূল ভাগে সজ্জিত জার্মান কামানশ্রেণীকে বিধ্বস্থ করেছে গোলার আঘাতে এবং অবতরণ-পোতগুলিতে করে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। ল্যানি তখন যাকে বলে 'অ্যাসিমিলেটেড' কর্ণেল, তিনিও উপকূলে এসে সৈন্যবাহিনীর সংগে যোগদান করেছিলেন। তিনি রাইন ভেলী পর্যন্ত তাদের সংগে ছিলেন অনুবাদক হিসাবে। যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে তিনি দ্বিভাষীরূপে কাজ করতেন।

এখন আবার শান্তি ফিরে এসেছে। হে ঈশ্বর! এ শান্তি কি স্থায়ী হবে? বিউটী তাই জানতে চান, তাঁর উৎকণ্ঠা অন্যের চেয়ে বেশী। তিনি মরোক্কতে নির্বাসিত হয়ে রয়েছিলেন প্রচুর বিলাস ও আড়ম্বের মধ্যেই। কিন্তু তিনি অন্যান্য লোকের দুঃখ দুর্দশা যথেষ্টই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন মার্সেলিন ও তার নূতন স্বামীর ওপর অত্যাচারও। একজন আমেরিকান [illegible]নিকের হাত কাটা গেছে। অন্যান্য আঘাতের ফলে সারাজীবন তাকে

খ‌ুঁড়িয়ে চলতে হবে। ল্যানি তাঁর মাকে খ‌ুব ভরসা দিতে পারলেন না। ক্রেমলিনের সামান্য কয়েকজন লোকের ওপর প‌ৃথিবীর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তারা এখন দ‌ুটী পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য, উচ্চাশা ও ভয়ের মাঝখানে পিষ্ট হচ্ছে। ল্যানি বললেন, আমার ধারণা, আমাদের তাদের ভয় বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এবাড়ীতেই আছেন বিউটীর দ্বিতীয় স্বামী পারসিফ্যাল ডিংগল। তাঁর বয়েস সত্তর, মাথার চুলগ‌ুলি সব সাদা। আমেরিকায় যাকে বলে 'ন‌ূতন চিন্তাধারা' ভদ্রলোক তারই অধ্যাপক। তাঁর রোগারোগ্য করার প্রতিভা রয়েছে। যেই তাঁর কাছে আসে তাকেই তিনি বিনা টাকায়ই চিকিৎসা করেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী উদারহৃদয় ব্যক্তি। বিউটী তাঁকে মনে করে অপ‌ূর্ব মান‌ুষ। সত্যিকার বিবাহের এটাই ম‌ূল ভিত্তি। ল্যানি তাঁর মতবাদ ও প্রয়োগকৌশল দ‌ু'টাতেই আগ্রহশীল। যখনই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হয়, তখনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে কাটান। বিউটী শ‌ুনে যান সে আলোচনা। শ্রোতা হয়ে থাকা তাঁর স্বভাববির‌ুদ্ধ। তিনি নানা জিনিষ ব‌ুনে যান। দরিদ্র যারা আসে তাদের বাড়ীতে তাদের জন্য জামা ও অন্যান্য জিনিষ তৈরী করেন। সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দিয়েছেন মার্সেলিনের ন‌ূতন স্বামী রিলির ওপর। সে এবং ল্যানি য‌ুদ্ধের সময়ে একই যায়গাগ‌ুলিতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান প্রদান চলে। মোটাম‌ুটী পরিবারের মধ্যে একটা সমপ্রাণতা রয়েছে।

(৫)

এই শান্তিপ‌ূর্ণ গ‌ৃহস্থালিতে দ‌ু'দিনের বেশী থাকা ল্যানির পক্ষে সম্ভব হল না। কর্তব্য তাঁকে ডাক্‌ছে। তিনি বিমানে করে লিসবনে গিয়ে পেঁীছলেন, সেখান থেকে নিউইয়র্কে। তিনি সন্ধ্যার পর এসে লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন। ব‌ৃহস্পতিবার সেদিন, শান্তি প্রোগ্রাম প্রচারের দিন। ল্যানি মনে মনে ভাবছিলেন ঠিক সময়মত এসে পেঁীছতে পারবেন কি না, ওই বেতার প্রচার যাতে শ‌ুন্‌তে পারেন। বিমান থেকে যখন তিনি নামলেন, তখন নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে। তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরলেন। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন প্রথমেই যে বসতি পাওয়া যাবে সেখানেই যেন নিয়ে যায়। ব্যাগ হাতে নেমে পড়ে ড্রাইভারকে প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন তিনি। সম্ম‌ুখেই যে বাড়ীখানি সেখানে গিয়েই ঘণ্টা বাজালেন। এটা

শ্রমজীবী এলাকা। ছোট ছোট ষ্টাক্কো বাড়ী, মাঝখানে ১০ থেকে পনের ফুটের ব্যবধান। বাসিন্দারা সম্পন্ন নয়, তবে এটা নিশ্চিন্তে অনুমান করা যায়, অল্প লোকই থাকবে যাদের রেডিও নেই।

সার্টপ্যাণ্ট পরা একটী লোক এসে দোর খুলল। ল্যানি বললেন, ক্ষমা করবেন। এইমাত্র আমি বিমানে ইউরোপ থেকে এসে নেমেছি। বেতারে শান্তি সম্পর্কিত প্রচারকার্যে আমি খুব উৎসুক। আমার নাম ল্যানি ব্যাড। আপনি যদি ওই প্রচার শুনে থাকেন, তা'হলে আমাকে কথা বলতে শুনেছেন। আজকার প্রচার এখনই আরম্ভ হবে। আপনি কি দয়া করে সেটা শুন্‌তে দেবেন?

উত্তর দিল লোকটী : নিশ্চয়ই, আপনি আসুন।

সম্ভবতঃ লোকটী জীবনে কোন বেতার-ঘোষকের দেখা পায়নি। কখনও দেখা হবে তাও আশা করেনি। এরকম একটী লোক। স্বর্গ থেকে আকাশবাণী ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠে। সে নিয়ে গেল ল্যানিকে তার ছোট্ট বাসগৃহে। তিনটী শিশু সেখানে মেঝেতে তাদের খেলনা ছড়িয়ে বসেছে। গৃহকর্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল গামছায় হাত মুছ্‌তে মুছতে। সে এই বিশৃঙ্খলার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিল। ল্যানি আবার তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বললেন মেয়েটীকে। ও বলল সেও শুনেছে ওই বেতার প্রচারের কথা। সে বেতারবার্তা শুনেছে বলে বলেনি। ল্যানি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, সম্ভবতঃ রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচার করা হয় একই সময়ে এটাই হয়তো না-শোনার কারণ।

ল্যানি তাঁর হাতের ব্যাগটী নামিয়ে রাখলেন। ওরা তাঁকে একখানি চেয়ার দিল বসতে। আর তিনচার মিনিট সময় আছে। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অমায়িকভাবে কথা বলতে লাগলেন। বল্‌লেন, তিনি বিমানে কি করে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, লণ্ডন, বার্লিন হয়ে মোটরে পোলাণ্ড পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। তারপর মার্সাই ও লিসবন হয়ে ফিরে এসেছেন। 'আহা! বিস্ময়কর, বিস্ময়কর— অতীব বিস্ময়কর, বিস্ময়কর!' বলেছেন সেক্সপিয়ার। তখন বিমান অথবা বেতার ছিল না।

সময় এসে গেল। চাবি ঘুরিয়ে দেওয়া হল। সৌভাগ্যের বিষয়, সেদিন কোন ব্যবসায়-বার্তা ছিল না। ঘোষণা শোনা গেল : 'রেডিও ডাব্লিউওয়াই জেড। এটা নিজস্ব প্রোগ্রাম নয়, এখানে যা বলা হবে ষ্টুডিওর কোন দায়ীত্ব নেই তা'তে।' তারপর জেরাল্ড ডি গ্রুটের প্রাঞ্জল ও সংস্কৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

শান্তিপ্রোগ্রাম। আমরা শান্তি লাভ করি এইই কামনা। এটা পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বসংস্থা ও বিশ্বশৃঙ্খলা গঠনের উদ্দেশ্যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'পিস্ ফাউণ্ডেশন' কর্তৃক। আজকার সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিচ্ছেন কালথর্প বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক জেমস্ অ্যালভারসন ফিলিপ্স্। অধ্যাপক ফিলিপস্ উদারপন্থী ও মানবতার বন্ধুরূপে বহুকাল যাবত পরিচিত, তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাঁর আজকার বক্তব্য হচ্ছে "যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক কারণ"। আমি আনন্দের সঙ্গে অধ্যাপক ফিলিপস্‌কে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে দিচ্ছি।

অধ্যাপক স্পষ্টতঃই অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বলার ভঙ্গী শান্ত, সংযত কিন্তু তীক্ষ্ম। ল্যানিই এই প্রোগ্রাম ঠিক করেছিলেন। তিনি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন কল্পনা করছেন, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছুটা খর্বাকৃতি, মোটাসোটা, চশমাধারী একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কথা বলছেন। তিনি তাঁরই অন্তস্থলের কথাই যেন প্রকাশ করছেন।

তিনি বলছিলেন : মানুষের মনেই বাসা বেঁধে আছে যুদ্ধের প্রাথমিক কারণটী। তারাই একে অন্যের বিরুদ্ধে বিরক্তি পোষণ করছে, পোষণ করছে সন্দেহ। সন্দেহ সৃষ্টি করছে ভয়ের। ভয় ঘৃণাকে বাড়িয়ে তুলছে। এই যে মানসিক অবস্থা তা থেকে দৈহিক সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু আসতে পারে না। অধ্যাপক ইতিহাস পাঠ করেছেন, তিনি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। তাঁর অভিমত হচ্ছে, শান্তিপ্রিয় প্রত্যেকটী লোকের প্রথম কর্তব্য অন্যান্যদের সঙ্গে তার মানসিক ও ভাবপ্রবণতামূলক ধারণার সামঞ্জস্য-বিধান। তাকে অবশ্যই শিখতে হবে যে, বিদেশীরাও তারই মতো মানুষ। তাদেরও ভয়ভাবনা আছে। তারা নৈতিক আবেদনে সাড়া দেবে।

অধ্যাপক বলছিলেন আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কথা। কিন্তু তাঁর মতে, আধ্যাত্মিকতা শব্দটী এখন ফ্যাসন-বিরোধী। তাই তিনি সেটাকে বাস্তবানুগ সাধারণজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে চাইছেন। দেশে এমনভাবে প্রচারকার্য চলেছে তাতে রাশিয়াকে সন্দিহান করে তোলা হচ্ছে। তিনি নাম বললেন, কারা এরূপ প্রচার চালাচ্ছে। তারা কি কি বলছে তার উদ্ধৃতিও কিছুটা দিলেন। এটা শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ নহে,—যুদ্ধ ডেকে আনার পথ। এবং যুদ্ধটা হবে মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়াবহতায় পরিপূর্ণ। এর মূলে রয়েছে উন্মাদনা।

তিনি আরও বললেন, রাশিয়ার লোক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরীক্ষা

আরম্ভ করেছে। তারা যদি ইচ্ছা করে, তাহলে সে পরীক্ষা চালাবার অধিকার তাদের রয়েছে। সেটার সূচনা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির কিছুকাল পর। তখন মিত্রশক্তিপুঞ্জ—বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন পরিচয় দিলেন যে, তাঁরা সূচনায়ই সে পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটাতে যান। প্যারি শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন উইনষ্টন চার্চ্চহিল। তিনি সেখানে তাঁর সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করেন, যা'তে মিত্রপক্ষ ওই কার্যের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানেই রাশিয়ার ভয়ের সৃষ্টি। এই সেদিনও সেই উইনষ্টন চার্চ্চহিল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এলেন মিসৌরীতে তথাকথিত "লৌহ-যবনিকা"র নিন্দা করবার জন্যে, অর্থাৎ রাশিয়ার সেই ভীতি আবার জাগিয়ে তুলতে। তাই এটা আমাদেরই কর্তব্য এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাশিয়ানদের বিশ্বাস করান যে, আমরা এমন বিশ্বেই বাস করতে চাই, যেখানে প্রত্যেকটী দেশের নিজস্ব সামাজিক পরীক্ষা চালিয়ে যাবার অবাধ অধিকার রয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে কোন প্রতিবেশীই তাদের আক্রমণ করবে না।

অধ্যাপক তাঁর ভাষণে পৃথিবীর সকল লোকেরই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে আবেদন জানালেন। তিনি এই শান্তিপ্রোগ্রাম পসন্দ করেন, কারণ এটা তাই চায় বলে মনে হয়। একদল লোক তাদের মন পরিবর্তন করেছেন, অন্যান্যদের সেই পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছেন। চারিদিকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ আন্দোলন প্রসারলাভ করবে। এটা পৌঁছাবে গিয়ে ইউরোপীয় জাতিগুলির কাছে। লৌহযবনিকার অভ্যন্তরেও তা' প্রবেশলাভ করবে। সেখানকার লোকেরা বুঝতে পারবে যে, বিদেশেও তাদের উদার ও অকপট বন্ধু দল রয়েছেন। তারাই বাধ্য করবে নেতাদের এ নীতি স্বীকার করতে। স্বীকার না করলে তারা ধিকৃত হবে বলেই স্বীকার করবে।

বিশ্বাসই এ পথে অগ্রসর করতে পারে। ঈশ্বরবিশ্বাস নয়, সমস্ত মানুষের অন্তর্নিহিত নীতিগত বিশ্বাস। আমরা এ বিশ্বাস অন্যের মধ্যেও নিহিত রয়েছে এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিতেই শিক্ষা করেছি। এই নীতির ওপরই খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর সব লোকই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি এই জন্যে যে, এর প্রচারকরা মানুষের আত্মিক ধর্মের ওপর আস্থাস্থাপন না করে করেছে আনবিক বোমার ওপর। আমাদের আদর্শ যাই হোক, আমাদের মন থেকে সন্দেহ ও ভয় দূর করতে হবে এবং সকলকে ভালবাসার ভিত্তিতে স্বীকার করে

নিতে হবে। বাইবেল আমাদের সত্যপথ নির্দেশ করেছে। বাইবেলে দু'টী কথা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে : "পৃথিবীতে শান্তি—মানুষের কল্যাণ।" অধ্যাপক বললেন, আজকার দিনে ওই দু'টী কথাকে আগুপিছু করে নিতে হবে : প্রথমে আসবে মানবের কল্যাণবোধ, তারপর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৬)

রেডিও বন্ধ করে দেওয়া হল, বক্তৃতা শেষ হয়েছে। সেই শ্রমজীবীদম্পতি তাদের এই অপ্রত্যাশিত অভ্যাগতের সঙ্গে বিনামূল্যে তাদের যে জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাবার ব্যবস্থা করেছেন, সে নিয়ে আলোচনা করল। মিসেস মাপেলের কাছে খুব ভাল লেগেছে ওটা, অধিকন্তু মিঃ ব্যাডের উপস্থিতি আরও সেটাকে সুন্দর করে তুলেছে। হেনরী মাপ্‌ল বলল যে, তার স্ত্রী তার একটী ভাইকে ফ্রান্সের যুদ্ধে হারিয়েছে। অন্য ভাইটী দেশে সম্প্রতি ফিরে এসেছে। সে নিশ্চয়ই আর যুদ্ধ চায় না। ল্যানি অনুভব করলেন তিনি আমেরিকার মানুষ সহজ সরল মানুষ, যাকে বলা হয় সাধারণ মানুষ—তার আর তার স্ত্রীর সংস্পর্শে এলেন, তাদেরই বাড়ীতে। তিনি তাদের আশ্বাস দিলেন, তাদের অভিমত জানবার জন্যে তিনি আগ্রহান্বিত এবং তারা যদি অকপটে তা ব্যক্ত করে তাহলে বাধিত হবেন।

মিসেস্ মাপল্ বলল, যা সে চিন্তা করে সর্বদাই তাই প্রকাশ করে। তার স্পষ্ট অভিমত এই যে, পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার কোন যুক্তিই সে খুঁজে পায় না। অনেক দেশ আছে, সব-গুলির নামই স্পষ্ট সে মনে করতে পারছে না। আমরা কেন তাদের একা থাকতে দেবনা, তাদের ইচ্ছামত নিজেদের দেশ চালাতে বাধা দেব? যদি তাদের সেখানে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন বিপর্যয় দেখা দেয়, আমাদের ধর্মানুগ কর্তব্য হবে, খাদ্যবস্তু পাঠিয়ে সাহায্য করা। তারা কি করে তাদের দেশ চালাচ্ছে এ নিয়ে আমরা যুদ্ধ বাধাতে যাব কেন?

এবার কথা বললে স্বামীটী : তার পাশে বসেই আর একটী লোক কাজ করে। সে সর্বদাই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে অনর্গল বকে যায়। কিন্তু তার ওসব পছন্দ হয় না। তার ধারণা এখানে এই আমেরিকায় এমন অনেক কিছু আছে যা'র উন্নতি করা যায়। তা'নিয়েই চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য। মিসেস বলল, তার যে ভাই দেশে ফিরে এসেছে, সে বলে এমন বহু জার্মানদের সে

দেখেছে যারা মনে হয় বেশ ভাল লোক। তার ধারণা আমরা হয়তো ওদের সঙ্গে ভুল করেই যুদ্ধ করেছি।

ল্যানি প্রশ্ন করলেন, তারা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে কি মনে করে? মিঃ মাপ্‌লের অভিমত হচ্ছে এই যে, অবশ্য সেটা ছিল স্বতন্ত্র। তারা আমাদের পার্লহারবারে আক্রমণ করেছিল। তবে আমাদের উচিত ছিল ওরা এতো বেশী বিমান তৈরী করবার বহু পূর্বেই তাদের দমন করা। কাজেই ল্যানির এই অভিমত সংগ্রহ প্রচেষ্টায় দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক প্রশ্নে আমেরিকার লোকরা অনেকটা বিভ্রান্ত হয়ে আছে। মেয়েরা চাইছে অন্যান্য দেশগুলিকে তাঁদের নিজেদের মতে চলতে দাও, পুরুষেরা চাইছে তারা দুর্বল থাক্‌তে থাক্‌তে, যখন তাদের সহজেই পরাজিত করা চলবে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

টেলিফোন করে ট্যাক্সি আনিয়ে নিলেন ল্যানি। তিনি সকলের সঙ্গে—এমনকি ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও করমর্দন করে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন। তিনি এজমেয়ারে ফোন করতে চেষ্টা করেননি, কারণ জানেন যে, এখন ষ্টুডিওর ফোন ব্যস্ত থাক্‌বে অনেক সময় পর্যন্ত। নিজেই মোটর চালিয়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন সহরের পেনসিলভানিয়া ষ্টেশনে। রাত্রের লোকাল ট্রেণ ধরে তিনি এজমেয়ারে গিয়ে পৌঁছলেন। সমস্ত পথ তিনি চিন্তা করছিলেন অধ্যাপকের বক্তৃতার কথা আর আমেরিকান শ্রমজীবী পরিবারে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে। চিন্তার ফলে তিনি স্থির করলেন, স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুতরভাবে আলোচনা করতে হবে—যদি তা' খুব সঙ্কোচজনকও হয়।

(৭)

অফিসের সকলকে বিস্মিত করে দিলেন ল্যানি। প্রোগ্রামের পর তারা সকলেই সেখানে থাকে। কেবল টেলিফোনের কল থাকলে তাতেই সাড়া দিতে হয়। নইলে অবসর পেলে তারা সেদিনকার বক্তৃতা নিয়েই আলোচনা করে। অধ্যাপক নিজেরই মোটরে এসেছিলেন, ততক্ষণে চলে গেছেন। কাজেই ল্যানির সুযোগ হল না তাঁর সঙ্গে এই গুরুতর প্রসঙ্গে আলোচনা করা। ল্যানি লরেলকে বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তিনি ভ্রমণ শেষ করেছেন এবং বিদেশে তাঁর আত্মীয়স্বজন সবাইকে সুস্থ ও সুখী দেখে এসেছেন। তিনি পেনসিলভানিয়া থেকে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে একখানি তার পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে রিপোর্ট দাখিল করতে চান। সম্ভবতঃ কাল সকালেই উত্তর আসবে। যদি তাই হয়,

তাহলে এবারও লরেল তাঁর সঙ্গিনী হয়, এই তাঁর ইচ্ছা।

জাল নোট সম্পর্কে কিছুই বললেন না তিনি। কুর্ট মেইসনার বা বার্নহার্ডট মঙ্ক সম্পর্কেও নয়। কিন্তু একথা বলতে বাধা নেই যে, ট্রুম্যান তাঁকে বলে দিয়েছিলেন জার্মানীতে মিত্রপক্ষের সামরিক গবর্ণমেণ্ট কতটুকু সাফল্যের সঙ্গে চলছে এবং তাদের প্রতি ক্রেমলিনের হাবভাব কি, ওদের উদ্দেশ্যই বা কি এসম্পর্কে যেন তিনি তথাকার অভিজ্ঞ মহলের অভিমত সংগ্রহ করে আসেন। ওয়াশিংটনে যাবার পথে তিনি সবকিছু লরেলকে বলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একটা ঘুম দিয়ে অনিদ্রার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবেন। লরেলকে তাঁর ভয় আছে। যে রাতে প্রেগ্রোম থাকে, সে রাতে সর্বদাই সে উত্তেজিত হয়ে উঠে। সে রাতে অর্ধরাত্রি কাটিয়ে দিতে চায় বসে বসে এ নিয়ে এবং যে বিশ্বসমস্যার কথা এতে উত্থাপিত হয়েছে তার আলোচনায়।

প্রাতঃকালে ল্যানি নিউক্যাসেলে তাঁর পিতাকে ফোন করে তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিলেন। তারপরই মনোযোগ দিলেন বিগত কয়েক দিনের জমাকরা চিঠিপত্র পাঠে। অর্ধেকও শেষ করতে পারেননি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল : হোয়াইট হাউস জানাচ্ছে যে, অপরাহ্নে যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে ল্যানি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি আনন্দিত হবেন। ল্যানি উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই তিনি সাক্ষাৎ করতে যাবেন। ল্যানি বুঝলেন, ঘটনাক্রমে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লোকটী জানেন কি তাঁর কর্তব্য এবং সে কর্তব্য তিনি ফেলে রাখেন না।

(৮)

ল্যানি একটী ব্যাগে আবার জিনিষপত্র ভর্তি করলেন। ডেস্ক থেকে একতাড়া কাগজ নিলেন। এগুলি প্রস্তুত করেছেন আজকার সাক্ষাৎকারেরই উদ্দেশ্যে। এই নভেম্বর শেষের সতেজ প্রভাতে তিনি আর লরেল মোটরে করে যাত্রা করলেন ওয়াশিংটনের পথে। এবার, তিনি বললেন, আমরা কথাবার্তা শুরু করতে পারি। বল দেখি কালকার প্রোগ্রাম সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

লরেলের উত্তর হল : আমার মনে হচ্ছে, অধ্যাপক কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেননি।

তুমি লক্ষ্য করেছ কি যে, আমাদের দেশেরই যতো দোষ আর নৈতিক দায়িত্বটাও সবই আমাদের?

তা' ঠিক, আমার মনে হয় নৈতিক দায়িত্ববোধের এই স্বাভাবিক পথ। আমরা আমাদের শোধরাব, অন্যান্যরা তাদের শোধরাক।

তাই, কিন্তু মনে কর যদি অন্যান্যরা তাদের শোধরাতে চায় না, তার কোন ধারণাও তাদের নেই? সে একথা স্থির ভেবেই সন্তুষ্ট থাকব যে, আমাদের সব অপরাধ?

ল্যানি, তুমি কি সন্দেহ করছ! ওই চমৎকার বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কি একজন কম্যুনিষ্ট সহযাত্রী বলতে চাও?

আমি জানি না চমৎকার ভদ্রলোকটী সহযাত্রী কিনা। আমি এইমাত্র জানি, তিনি যদি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সদস্য হন, আর বুর্জোয়া শ্রোতাদের মহলে বিশ্বাস জন্মাতে চান, তাহলে তাঁর বক্তৃতা খুবই উপযুক্ত হয়েছে। সব দোষ আমেরিকার, সব দায়িত্ব আমেরিকার—তোমাকে মনে করতে হবে যে, স্টালিন একজন ভদ্র যিশু, বশংবদ ও কোমল স্বভাব। আমি কি করে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম, সেকথা বলছি।

ল্যানি বর্ণনা দিলেন মাপল্ পরিবারের, তাদের বাড়ীঘরের এবং বক্তৃতা শুনে তাদের মন্তব্যের।

আমি আমেরিকার একজন অন্যতমা 'মা'য়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ল্যানি বললেন : সম্ভবতঃ প্রায় এক কোটি 'মা' রয়েছেন দেশে। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজের ছেলে বা স্বামী বা ভাইকে সৈন্যবাহিনীর বাইরে নিয়ে আসা এবং তাতে যোগ দিতে না-দেবারই একমাত্র অভিলাষ। স্টালিন স্বচ্ছন্দে ওইসব বিদেশী নামের দেশগুলি নিয়ে যান। তাদের কিছু যায় আসে না। তারা ওইসব দেশের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারে না। আমরা বাড়ীতে থেকে কেন নিজের চরকায় তেল দিতে পারব না? আমাদের জিমি, জোনি বা টমি কাজ পাক, ছেলেপিলে জন্মাক এই তো উদ্দেশ্য?

যতদূর সম্ভব বলতে বাধা নেই, তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ততোটুকু জানালেন তিনি লরেলকে। জাল নোট সম্পর্কে কিছু নয়, বললেন জার্মান ও ফরাসীদের কথা। বিভিন্ন স্তরের ও দলের বহু লোকের সঙ্গেই তিনি কথা বলেছেন, সর্বত্র সকলের উপরই যেন বিভীষিকার খড়্গ ঝুলে আছে। আমেরিকা তাদের ছেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকা তাদের ছেড়ে যাচ্ছে, অথবা যেতে প্রস্তুত হচ্ছে। আমেরিকা তাদের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিচ্ছে ওদিকে সোভিয়েট তা' রক্ষা করে আরও সুগঠিত করছে। স্টালিন সুনির্দিষ্ট পন্থায় অপ্রতিরোধ্যভাবে হিমপ্রবাহের

মতো এগিয়ে চলেছেন। সমস্ত পোলান্ড তাঁর দয়ার ওপর নির্ভরশীল, জার্মানীর ও অস্ট্রিয়ার অর্ধেকও। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙেগরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাঁরই মুষ্টিতে। তিনি শপথ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ওই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে দেবেন। এখন তিনি 'গণতান্ত্রিক' শব্দটির তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে কম্যুনিস্ট একনায়কত্ব। ওই সবগুলি দেশ তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে কম্যুনিস্ট কমিশারদের।

তাছাড়া, স্টালিন গ্রীসে ও তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছেন। তিনি আজারবাইজান ও তার তেলের খনি অধিকার করেছিলেন। সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী তুলে নিতে দেরী করছেন এবং সেখানে তাঁরই অনুগামী দালালদের রেখে আসছেন। আলবানিয়ার মধ্য দিয়ে আদ্রিয়াতিকে যাবার 'পথ খুলে নিয়েছেন, বাল্টিককে রাশিয়ান সরোবরে পরিণত করবেন। তিনি চীনকে তাঁর দলে পাচ্ছেন, সেখান থেকে তিব্বত অধিকৃত হবে এবং ভারতের প্রতি কামান তাক করা হবে। তিনি ডাইরেন ও পোর্ট আর্থারের বন্দরগুলি হাতে পেয়েছেন, এককালে এগুলি নিয়ে যুদ্ধ করে রাশিয়া জাপানের কাছে হেরে গিয়েছিল। আগের কালে জার যা' করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, স্টালিন তার সবকিছুই করছেন—আমরা কেবল তাঁর হাতে হাত বুলাব এর বেশী কিছু নয়। আর ইতিমধ্যে কলেজ অধ্যাপক বেতারে বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকানদের নৈতিক উন্নতিরও বৈদেশিক নীতির আধ্যাত্মিক বিবর্তনের উপদেশ দেবেন।

আমরা কি করব তাহলে? অচিরে মাতৃত্বলাভ করতে যাচ্ছে যে মা'টি, সে প্রশ্ন করল : আমরা লালদের কামড়াতে শুরু করব?

ল্যানি তাঁর প্রিয়তমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন : আমি ওই কম্যুনিস্ট কথাটি শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে উঠেছি। আমি তাদের ভাঁওতায় ভুলতে রাজী নই। স্টালিনের কাজ যদি এমনই হয় যে, তার তালিকা তৈরী করলেই তাঁকে দোষারোপ করা হয়, তাহলে আমি 'লাল কামড়ান'র দলে ভিড়তে রাজী আছি। আমি রুজভেল্টের সঙ্গে ইয়াল্টা গিয়েছিলাম, সেখানে স্টালিনকে দেখেছি দর-কষাকষি করতে এবং পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে। যা' চেয়েছিলেন, তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, এমন কি যা আমাদের দেবার অধিকার নেই, তাও দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাদের বোকা বানিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে রুজভেল্ট তা বুঝেছিলেন

এবং আমাকে একথা বলেও ছিলেন। আমরা থলিতে ভরা একটি শূকরছানা কিনেছিলাম, কিন্তু আমরা পেলাম, কি বলব তাকে? পেলাম একটি নেকড়ে বাঘ—মাঝামাঝি সাইজের প্রাণীদের মধ্যে অত্যন্ত হিংস্র জীব। আমি স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন জার্মান ও আমেরিকান ব্যক্তিদের সঙ্গে জার্মানীতে আলোচনা করেছি, তাঁরা সকলেই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট : একটিমাত্র ভয়েই স্টালিনকে পশ্চিম জার্মানী অধিকার করার পথে বাধা দিচ্ছে—তা' আমাদের ওই শোচনীয় স্বল্পসংখ্যক সৈন্যদের সেখানে উপস্থিতি নয়, তা' হচ্ছে 'অ্যাটম বোমা'র ভয়। আমাদের সে অস্ত্রটি রয়েছে, তাঁর পক্ষে সেটা পেতে দীর্ঘদিন দেরী হবে। ভিসিনিস্কি বলেন, আমরা ডেমোক্রিসের তরবারির মতো অ্যাটম বোমা তাদের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছি। আমরা ঠিক তাই করছি। যদি আমাদের ওই অস্ত্রটি না থাকত আর আমরা তা উদ্যত করে না রাখতাম তাহলে আজ লালফৌজ ফ্রান্স অতিক্রম করে উপকূলে এসে ভি-২ রকেট বর্ষণ করতে আরম্ভ করত লণ্ডনের ওপর। বড়ো বড়ো জার্মান বৈজ্ঞানিকরা কম্যুনিস্টদের রকেট তৈরী শিক্ষা দিচ্ছে। ছ'মাসও লাগবে না স্টালিন মাদ্রিদে এসে উপস্থিত হবেন। ফ্র্যাঙ্কোর কাটামুণ্ডের ওপর বসে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবেন।

হা ঈশ্বর! উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলে লরেল : কি যে তোমার কল্পনার দৌড়।

আমি বড়ো চিন্তিত, সত্য গোপন করতে পারিনি। তোমার সন্তান জন্মাবার আগে এসব কথা বলবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কালকার প্রোগ্রাম আমার মন বদলে দিয়েছে। আমাদের অধিকার নেই আমেরিকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিপন্ন করবার, আর তা করা চলে না।

তুমি এমন তাড়াতাড়ি মন বদলালে ল্যানি?

না, আমি ধীরে ধীরেই বদলে আস্‌ছি। তবে তা জানাতেই দেরী করেছি। দু'বছর আগে এটা যখন আমরা আরম্ভ করি. তখন আমাদের আশা ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ। রুজভেল্ট বলেছিলেন, তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্বের। স্টালিনকে যখন সেকথা বললাম তখন তিনি হেসে উঠলেন। তাঁর সে হাসি দেখে মনে হয়েছিল অকৃত্রিম কিন্তু এখন বুঝেছি সেটা ছিল বিদ্রূপের হাসি। স্টালিনের কার্য-তালিকা তৈরী হয়ে আছে। অধ্যাপকেরা তাঁর নামে বই-এর পর বই লিখে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি জানেন যে, রুজভেল্ট কখনও তাঁর একখানা বইও পড়ে দেখেন নি। স্টালিনের আমাদের

প্রতি অনমনীয় চরম বিদ্বেষ। যখন তোমার চমৎকার ভালমানুষ বৃন্ধ অধ্যাপকটি বলেন স্টালিনের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধনের কথা, তখন বার্নহার্ডট্‌ মঙ্কের কথাটা মনে হয় 'ভারতে গিয়ে তথাকার বাঘগুলিকে মাংস না খেতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।'

মঙ্ক একথাই বলেছিলেন, তুমি আমাকে বুঝাতে চাও?

জার্মানীর প্রত্যেকেই একথা বলে। যার সোভিয়েট উদ্দেশ্য লক্ষ্য করবার ও বুঝবার সুযোগ হয়েছে সেই বলে। ভুলে যেয়ো না জার্মানীর তিন ভাগের একভাগ এখন তাদের হাতে। বার্লিনের লোক সীমান্তের এ-পারে ও-পারে যাতায়াত করে। শুধু এটা একটা রাস্তা অতিক্রম করার প্রশ্ন। জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য সীমান্তদেশে বন্ধুবান্ধব রয়েছে। তারা সবাই জানে কম্যুনিস্ট কৌশল কি। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কিপলিং লিখেছিলেন : 'বিদের নীচের ব্যাঙই জানে, বিদের দাঁতগুলি ঠিক কোথায় বসেছে।' এক বছরের আগে থেকেই আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল। এখন প্রতিদিন আমি যখন সংবাদপত্র খুলি, তখনই দেখি তাই সত্য হচ্ছে। একটি একটি করে সব সত্য হচ্ছে।

ল্যানি, আমরা তাহলে এমিলির টাকাগুলি দিয়ে কি করব?

আমরা তাঁর টাকা তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সে ভাবেই কাজে লাগাব। আমি জানি এমিলি কি চেয়েছিলেন। আমি তাঁর বন্ধুবান্ধবের মতোই তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানতাম। কাইজারের বাহিনী বেলজিয়ামে যা' করেছিল, তাতে তিনি ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন। তিনি জয়লাভের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। রেড ক্রশ কার্যে তিনি নেত্রীত্ব করেছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক স্বদেশপ্রেমিক আর কোন ফরাসী মেয়ে ছিলেন না। হিটলারের প্রতিও তাঁর একই ভাব ছিল। তুমি তা' জান। তিনি এটা কখনও চাইতেন না যে, সোভিয়েট একনায়কত্বের কাছে ইউরোপ আত্মসমর্পণ করুক। এ গুঁর শান্তির ধারণা নয় যে, আমরা ভেড়ার পালের মতো গিয়ে খড়্গের নীচে গলা পেতে দেব। আমি যুদ্ধের পক্ষপাতী একথা বলছি না। বরঞ্চ তারই বিপরীত। আমি মনে করি যুদ্ধ রোধ করবার একমাত্র পথ আবার অস্ত্রসজ্জিত হওয়া, অতি দ্রুত সজ্জিত হওয়া। স্টালিনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তিনি পৃথিবীর বাকি অংশটা বিনা যুদ্ধে অধিকার করতে পারবেন না। আমার স্থির বিশ্বাস স্টালিন যুদ্ধ চাইবেন না। কারণ তিনি এটা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমেরিকার শিল্পশক্তি কি করতে পারে। তিনি দেখেছেন অ্যাটম্‌ বম্‌ জাপানে কি করেছে।

(৯)

ল্যানি যতটুকু প্রত্যাশা করেছিলেন, লরেল ততোখানি অনমনীয়তা দেখালে না। ল্যানির মতোই লরেলও নিজের চিন্তায়ই মগ্ন ছিল। কণ্ঠে তার বিষাদ-ক্লিষ্টতা কিন্তু ক্রোধের আভাস নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমরা কি করব? সামরিক লোকদের ডেকে এনে বক্তৃতা দেওয়াব কি করে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হব?

তিনি উত্তর দিলেন : মনে হচ্ছে নিশ্চিতই আমাদের একটা জিনিষ করতে হবে। আমাদের নীতি হবে সকল অভিমতের অবাধ আলোচনা। যখনই কোন বক্তা এসে কম্যুনিস্ট সহযাত্রীসুলভ বক্তৃতা দেবেন তখনই আর একজন এমন লোককে আনব যিনি তাঁর অভিমত খণ্ডন করে বিরুদ্ধ নীতি প্রচার করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, ফিলিপস্‌এর উত্তর দেবার জন্যে জন ডিউইকে আহ্বান করা উচিত। আর একজন চমৎকার বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, সত্যের সম্পর্কে জ্ঞান আছে, যখনই মিথ্যা মাথা তুলে দাঁড়াবে, তখনই সে মাথায় আঘাত করতে জানেন।

ডিনারের সময়ে তাঁরা ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছলেন। ডিনার শেষে ল্যানি হেঁটে চললেন হোয়াইট হাউসে। সেটা প্রায় শীতকাল, অপরাহ্নকালটা আরাম-দায়ক। এবার আর গুপ্ত বিভাগের হাঙ্গামা নেই। তিনি বিশিষ্ট লোক বলে পরিচিত হয়ে গেছেন। তারা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্টের পাঠাগারে। আবার তিনি দেখলেন সেই কর্মক্লান্ত ব্যক্তিটি নানা দলিলপত্রে স্বাক্ষর করছেন। প্রেসিডেন্ট নানা দিকের সার্থকতায় সন্তুষ্ট,—অন্ততঃ এটুকু কম কথা নয় আমেরিকান সৈন্যদল নিজেদের সদ্ব্যবহারে জার্মান-দের বন্ধুত্ব লাভ করছে। ট্রুম্যান-পরিকল্পনা তাদের সাহস দিচ্ছে, আশ্বস্ত করেছে। ল্যানি অবাধভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলেন। বললেন জাল নোটের ব্যবসায়ের কথা, কি করে তিনি একটি পুসারকে নিয়ে এলেন সে কথাও। তিনি একটি জার্মান যুবককে হাত করেছেন, সে গুপ্ত নও-নাৎসীদের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ হয়তো করতে পারবে। তবে তিনি একথা প্রকাশ করলেন না যে, ওই যুবকটি কে, কিম্বা ওইসব জালিয়াৎ কাহারা। মঙ্ক যা বলেছেন সেকথার উল্লেখ করলেন। মঙ্ক এমন একজন লোক, যিনি সবকিছু অবগত আছেন। বৈদেশিক ব্যাপারে ট্রুম্যানের দক্ষিণহস্ত পরামর্শদাতারূপে তাঁকে নিযুক্ত করা হলে ল্যানি সুখী হতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন জার্মানের সে পদলাভের সম্ভাবনা নেই—বিশেষভাবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটের তো নয়ই।

ল্যানি কিছুদিন পূর্বে যে কাগজ প্রস্তুত করেছিলেন, তা' প্রেসিডেন্টের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। বললেন : প্রেসিডেন্ট, আপনি জোসেফ স্টালিনের লেখা সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাই আমি তাঁর লেখার কতকগুলি অংশ সংগ্রহ করেছি। সেগুলি অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে শান্তি স্থাপনে তাঁর অভিমত সম্বলিত। একদু'টি কি আমি পড়ে শোনাতে পারি?

প্রেসিডেণ্ট বললেন, নিশ্চয়ই।

ল্যানি 'প্রব্লেমস্ অব লেনিনিজম্' বই থেকে উদ্ধৃত অংশ বিশেষ পড়তে লাগলেন। বইখানা লক্ষ লক্ষ প্রচারিত হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে।

লেনিন লিখেছেন : "আমরা কেবলমাত্র রাষ্ট্র নয় একটি রাষ্ট্রপদ্ধতির মধ্যে কাজ করছি। এটা কল্পনাতীত যে, সোভিয়েট রিপাব্লিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি বাস করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমরা না হয় তারা বিজিত হবে। ইতিমধ্যে, সোভিয়েট রিপাবলিক ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য।"

ল্যানি বললেন, এই হল লেনিনের শিক্ষা। তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র স্টালিন একথাই লিখেছেন তাঁর কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে উপস্থাপিত গবেষণায়ঃ

"সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রলেতারেটরা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে না। প্রলেতারেটরা জানে, প্রলেতারেট বিশ্ববিপ্লবের অগ্রগতির পথে প্রলেতারেট ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ, ধনতান্ত্রিকতার কবল থেকে মুক্তির যুদ্ধ অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক।"

প্রেসিডেন্ট বললেন, আমার পরামর্শদাতারা এ ধরনের তথ্য আমাকে জানান না কেন মিঃ ব্যাড?

ল্যানি উত্তর দিলেন, হয়তো তাঁদের ধারণা যে আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত, পড়ে দেখবার সময় নেই। এ জন্যেই আমি পড়ে শোনাতে চাইছি।

প্রেসিডেন্ট বললেন, পড়তে থাকুন মিঃ ব্যাড।

ল্যানি বললেন, আবার সেই লেনিন। প্রবন্ধের নাম "ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের আওয়াজ"। তাঁর 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহে' (সিলেকটেড্ ওয়ার্কস্) পঞ্চম খণ্ডে

৪১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। এটা স্টালিনের খুব প্রিয়, বহু সময়ে তিনি এটা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর প্রব্লেমস্ অব লেনিনিজমেও তা' আছে।

লেনিন বলেছেন : "বিজয়ী প্রলেতারেট দল ধনপতিদের উচ্ছেদসাধন করে নিজেদের উৎপাদনব্যবস্থা সংগঠন করার পর, অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। অন্যান্য দেশের নির্যাতিত জনগণকে নিজেদের দলে টেনে এনে, ধনপতিদের বিরুদ্ধে তাদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, ওইসব অত্যাচারী শ্রেণীর ও তাদের সরকারগুলির বিরুদ্ধে এমন কি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবে।"

এখানেই তাদের সমগ্র কর্মপন্থাটি পাবেন মিঃ ট্রুম্যান, ল্যানি বললেন ঃ বিয়াল্লিশ বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে এই কথাগুলি লিখা হয়েছিল। এখনও তা' সত্য হয়ে আছে। এ যেন পার্শিয়ানদের আইনের মতো, ডেনিয়েল বলছেন আমাদের : "অপরিবর্তনীয়।"

আপনার লেখাটা আমাকে দিয়ে যান মিঃ ব্যাড, উত্তর দিলেন প্রেসিডেন্ট : আমি ওই কথাগুলি মুখস্থ করব এবং পরবর্তী মন্ত্রিসভার বৈঠকে আবৃত্তি করব।

ল্যানি বললেন, সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের এ কথাগুলি সম্পর্কে জানাবেন। মিঃ মলোটভ ও মিঃ গ্রোমিকো জানতে পারবেন। তাঁরা বুঝবেন যে, আপনাকে বোকা বুঝানো সহজ হবে না।

ল্যানি থামলেন, প্রেসিডেন্ট পাদপূরণ করলেন : যেমন পোটস্ডামে করেছিলেন।

(১০)

প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট বন্ধুত্বের জন্য দুরন্ত চেষ্টা করেছেন, আমিও করেছি। বলুন দেখি, তাদের এ ভাব কেন? আমরা তাদের কি সর্বনাশ করেছি?

আমাদের অপরাধ মিঃ ট্রুম্যান, আমাদের দেশটী বুর্জোয়া দেশ, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী দেশ। আমাদের দেশ শাসিত হয় বিপুল সম্পদশালী ধনিকদের দ্বারা, তাঁরাই হাতের পুতুল কয়েকজন আইনসভার সদস্য বেছে নেয়, এবং বলে দেয় কি করতে হবে। প্রসারশীল অর্থনীতি স্বতঃই ধনিকদের পৃথিবীর প্রত্যেকটী দেশে কাঁচামাল ও বাজারের জন্য যেতে বাধ্য

করে। যেখানে সম্ভব সেখানে আমরা কেনাবেচা করি, যেখানে প্রতিরোধ আসে সেখানে আমরা বলপ্রয়োগে প্রস্তুত। এভাবেই আমরা উপনিবেশগুলির লোকদের পিয়ন তৈরী করে সেখানে রাখি। কিন্তু এখন বীর বলসেভিকদের অভ্যুদয় হয়েছে। মার্কস-লেনিন-ষ্ট্যালিনের অনুগামী তারা। তারা আহ্বান জানাচ্ছে জাগ্রত প্রলেতারেতদের অভ্যুত্থানের জন্য, বেদখলকারীদের বেদখল কর। আমি জানি না আপনি এ অপভাষা বুঝতে পারেন কি না, কিন্তু তা' আপনাকে শিখতে হবে। কারণ এটারই মুখোমুখী আমাদের দাঁড়াতে হবে।

আমি একথা শুনেছি মিঃ ব্যাড, কিন্তু সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন।

এটাই সত্য সত্য বলা হচ্ছে। দিবারাত্রি লক্ষ লক্ষ উদ্বুদ্ধ ধর্মোম্মাদেরা এ সবই আবৃত্তি করে যাচ্ছে। তারা আরও লক্ষ লোককে একথা শেখাচ্ছে। অল্প বয়স্করাও এই শিক্ষা পাচ্ছে। এক পুরুষ পরে কোন দেশেই এমন লোক পাওয়া যাবে না, যে অন্য কিছু শুনেছে। আপনি যেমন ম্যাথি, মার্ক, লুক ও জন লিখিত বাণীগুলিকে গুরুত্ব দেন, তেমনি সে ওই বাণীও গ্রহণ করবে।

একটা অদ্ভুত অবস্থা মিঃ ব্যাড।. আমাদের কি করা কর্তব্য?

আমাদের প্রথমে এই অবস্থা ভালরকম অনুধাবন করতে হবে। সেটা হচ্ছে যথেষ্ট কঠিন। যারা ওদের কাছে বাস করে, জানে সেখানে কি হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই পলিটব্যুরোর একটী সভা হয়েছিল। ষ্ট্যালিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় তাদের নীতি-নির্ধারণ হয়। শুনেছি, কিছুটা বিরুদ্ধতা হয়েছিল, কিন্তু মলোটভ ও ম্যালেনকভই জয়লাভ করেন। তাঁরা যাকে বলেন বলসেভিক টেম্পো সেটাই আবার জাগিয়ে তুলবার সিদ্ধান্ত হয়। এটার অর্থ হল প্রত্যেকটী ফ্রণ্টে, প্রতিটী উপায়ে প্রকাশ্য ও গোপন মারাত্মক ধরণের সংগ্রাম পরিচালনা। পৃথিবীর প্রত্যেকটী দেশের সমগ্র কম্যুনিষ্ট যন্ত্রগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে নিয়োজিত হবে। আমি জানি স্বাধীন মিসৌরীর একজন অধিবাসীর পক্ষে এটা উপলব্ধি করা কঠিন। ভালবাসা ও প্রীতির আদর্শের মধ্যে আপনি বেড়ে উঠেছেন। এটা হল বিদ্বেষের উপদেশামৃত, ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই দৃঢ়-প্রত্যয় নিয়ে এটা বিতরিত হচ্ছে। আপনি মানুষকে পরস্পর ভালবাসার শিক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হবেন এবং কম্যুনিষ্টরা আপনাকে ঘৃণা করতে শেখাতে আত্মবলিদানে প্রস্তুত। এ পথে তারা যে কোন মিথ্যা ভাষণেই প্রস্তুত। তারা কুশলী মনস্তত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করে দৃশ্যতঃ অত্যন্ত সম্ভব এবং গুরুতর অনিষ্টজনক

মিথ্যা আবিষ্কারের জন্য। হিটলার বলেছিলেন, মিথ্যা যত বড় হবে, ততো সহজেই তা বিশ্বাস করান যাবে। মুসোলিনী এই নীতিবাক্য হিটলারকে শিখিয়েছিলেন আর বলশেভিকদের থেকেই মুসোলিনী এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট মনোযোগের সঙ্গেই শুনতে অভ্যস্ত সব কথা। তাই ল্যানির উক্তি পূর্ণভাবেই তিনি উপলব্ধি করলেন। তিনি বললেন: আমরা আবার অস্ত্রসজ্জা করতে যাচ্ছি মিঃ ব্যাড। এটা মর্মন্তুদ কিন্তু আমার উপায়ান্তর নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, এতে করে আমি প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হব না। এমন কোন যুক্তি নেই যে, অমারা সৈন্যবাহিনী রাখলে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না। দেশের লোকের দেওয়া নূতন কংগ্রেসকে নিয়ে আমি বেশী কিছু করতে পারব না, তথাপি অন্ততঃ আমি দাবী উপস্থিত করব। তা' জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরব। অগ্রগতি অব্যাহত রাখব আমি, 'পতাকা অবনমিত হতে দেব না।'

হাস্যমুখে বললেন ল্যানি, এ সম্পর্কে একটা গান আছে মিঃ প্রেসিডেণ্ট— "দি ষ্টার-স্পেঙ্গল্ড বেনার"। "তারকা-খচিত পতাকা।"

এ সাক্ষাৎকার ল্যানিকে সন্তুষ্ট করেছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাক্ষাৎকারের সব কথা জানালেন। তাঁর বর্ণনার পর দেখা গেল লরেলের দু'চোখে অশ্রু টল্‌টল্ করছে। আমেরিকা আর একটী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! তার পক্ষে যা কিছু করাই সম্ভব হোক না কেন, সবচেয়ে বড়ো কথা, সে মা। তার একটী চার বছরের ছেলে আছে। আরো পনর বছর মাত্র, তারপরই তাকেও সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েটরা অ্যাটম বোমা তৈরী করে ফেলতে পারে। সে যুদ্ধ হবে এক নতুন ধরণের যুদ্ধ। স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় নি, তেমনি ভয়াবহতার সৃষ্টি হবে নিরানন্দ পৃথিবীতে।

(১১)

আজমেয়ারে ফিরে এসে সেই বেতার-প্রচারের পর যে সব চিঠিপত্র এসেছে [illegible] খুলে পাঠ করলেন ল্যানি। এ দেখে দুঃখিত হলেন তিনি যে, প্রায় [illegible]তাই [illegible] ফিলিপস্‌এর বক্তৃতা হজম করেছেন এবং তাঁর সেই উচ্চাঙ্গ [illegible]ষ্ট হয়েছেন। সামান্য ক'জন সমালোচনা-প্রবণ ব্যক্তি

জিজ্ঞাসা করেছেন, অধ্যাপক সত্যি সত্যি কি বলতে চান, এবং আমেরিকায় এতো সহজে যে দোষত্রুটী দেখা গেল, তার কোন একটীও সোভিয়েট রাশিয়ায় আছে কি না। ল্যানি স্থির করলেন, এখন থেকে আর কোন বক্তা প্রশ্নোত্তর না দিয়ে নিষ্কৃতি পাবেন না। প্রশ্ন করে জান্‌তে হবে, তিনি কি বলতে চান অথবা যা তিনি বলতে চান সে সম্বন্ধে সত্য সত্যই তাঁর অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

প্রথমেই অবশ্য রিক ও নীনার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারা পুরানো বয়স্ক লোক। রিক ল্যানির বছরখানেকের বড়। নীনার বয়েস লরেল থেকে অন্ততঃ ছ'বছর বেশী। ল্যানি জানেন, তারাও তাঁর মতোই একই ধারণা পোষণ করে। তিনি জেনে স্বস্তিলাভ করলেন যে, ওই কম্যুনিষ্ট সহযাত্রী অধ্যাপকের অভিমত সম্পর্কে তারাও ল্যানির সঙ্গে একমত। এ সময়ে লোকের চিন্তাশক্তির ওপর প্রবল চাপ পড়েছে। রিক নিজেকে বোকা বনতে দিতে বা বোকা সাজতে প্রস্তুত নয়।

তাদের নিয়ম হচ্ছে সপ্তাহের একটী অপরাহ্নে সমস্ত কর্মীদের সভা বসিয়ে তাদের প্রোগ্রাম, কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা, অভিজ্ঞতার আদান প্রদান এবং তাদের কর্মতৎপরতার ও অবস্থার রিপোর্ট দান। পরবর্তী সভায় ল্যানি তাঁর প্রস্তাব উপস্থিত করে সকলকে বুঝিয়ে বললেন। একমাত্র বিরুদ্ধতা করলেন বৃদ্ধ দার্শনিকটী, তিনি নিজেকে অ্যানার্কিষ্ট বলে পরিচয় দেন। তিনি বললেন, আমরা শুনছি যে, 'লাল-কামড়ান' সুরু করব। তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, নামে আমরা ভীত হব না। মাদার টিপটন সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান বিপ্লবের যোগদানকারীরা। দৃশ্যতঃ এটা তিনি পরিহাস করেই উল্লেখ করলেন। প্রমাণ করতে চান যে, দেশের যে কোন স্বদেশপ্রেমিকা মহিলার মতোই একজন সমাজতান্ত্রিকও স্বদেশপ্রেমিকা হতে পারেন। পরে বোধ করি তিনি কৌতুক পরিহার করে দস্তুরমতো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমরা একটী নূতন শব্দ চয়ন করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা 'শাম কামড়ানো' বল্‌ব। যারা চাচা শামের সব-কিছুই মন্দ বলে দেখে, এবং তার বিরুদ্ধ পক্ষে কোন কিছুই মন্দ বলে খুঁজে পায় না, তাদের ওপরই এটা প্রয়োগ করা হবে।

তৃতীয় ভাগ

যখন আমরা প্রতারণা শুরু করলাম

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যের প্রতিভূ

(১)

এস্থার ও রোথ্বি ব্যাড নিয়মিতভাবে পরিবারের 'ধন্যবাদ দিবসে' ভোজের আয়োজন করেন। বাড়ীতে তাঁদের উপযুক্ত স্থান রয়েছে, চাকর বাকরেরও অভাব নেই। ল্যানি ও লরেল তাতে যোগদান করবেন। রিক ও নীনাকে নিয়ে আসবার জন্যেও বলা হয়েছিল তাদের। তারা প্রায় ল্যানির পরিবারেরই লোক হয়ে গেছে। তাছাড়া রিক একজন ব্যারণ আর নীনা ব্যারনের স্ত্রী। তাদের পরে আসছিল ফ্রান্সেস নিজের মোটরে স্কুবিকে সঙ্গে করে। বেস-দম্পতিরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু বেস উপস্থিত হবে না। সে ওসব পারিবারিক সম্পর্ক অপছন্দ করে। সে জানে যে তার উপস্থিতি সকলের আনন্দ উত্তেজনা স্তিমিত করে দেবে। হ্যান্সি রবিনদের পারিবারিক ভোজে যোগ দেবেন।

মোটরের পেছনের সিটে লরেল বসেছে, নীনাও, মাঝখানে জুনিয়র। সম্মুখে বসেছে ল্যানির সঙ্গে রিক। আগের রাত্রে এবছরের প্রথম তুষারপাত শুরু হয়েছে। জর্জ ওয়াশিংটন পোল পার হয়ে উত্তর দিকে মনোরম বহু পার্কের রাস্তা ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন কানেক্টিকাটের দিকে। হাজার হাজার লোক এমনি যাচ্ছে ধন্যবাদদিবসের ভোজে। হাজার হাজার তরুণ এই উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে বেরিয়েছে তাদের স্লেড নিয়ে।

ভয়াবহ যুদ্ধের সাড়ে পাঁচ বছর ব্যাড-আর্লিং এয়ারক্রাফ্টএর প্রেসিডেন্ট তাঁর টেবিল ছেড়ে উঠতে পারেননি। তাঁর দেহে ক্লান্তির রেখা, ওজন তাঁর কমে গেছে। তাঁর মুখের দু'দিকের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। এখন তাঁর বিশ্রাম নেবার কথা, কিন্তু কি করে তা সম্ভব? যুদ্ধবিমানের চাহিদা আর নেই, ওর্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। সঞ্চিত অর্থের ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে কোম্পানীকে। দলে দলে যে কর্মীরা এসেছিল নিউক্যাসেলে, তাদের নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যেতে হয়েছে। অথবা গেছে কানাডার অরণ্যভূমিতে কিম্বা

টেক্সাসের সমতলে। রোব্বি শত্রু সৃষ্টি করেছেন, কারণ তিনি মুক্তহস্তে লভ্যাংশ বিতরণে রাজী ছিলেন না। কিন্তু এখন সবাই দেখতে পাচ্ছে কেন তিনি কোম্পানীর সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন।

বুড়ো রোব্বি একজন দয়ালু ব্যক্তি। পারিবারিক গর্ব তাঁর খুব বেশী। তিনি সব লোকের সঙ্গেই করমর্দন করেন, সব মেয়ে ও শিশুদের চুমোখান। তাঁর দু'টি ছেলেই এখন মধ্যবয়স্ক। তাদের স্ত্রীরা উচ্চ সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলা। আধুনিক ফ্যাসন অনুযায়ীই তারা তন্বী ও সুন্দরী। সেই ফ্যাসনমতোই তাদের সন্তানসন্ততির বোঝা নেই। তিনটী করে সন্তান প্রত্যেকের। খুড়তুতো ভাইয়েরা ও কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন। বৃহৎ ভোজন-টেবিলটা এমনভাবে পাতা হয়েছে, তাতে চারপাশে কেবলমাত্র যাতায়াত করারই মাত্র স্থান আছে। সমস্ত ছোটদের এবং বড়োদের দু'তিনজনকে প্রাতঃরাশের কক্ষে বসতে হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে প্রথম যখন ল্যানি নিউক্যাসলে আসেন তখন ঠাকুরদা স্যামুয়েল ব্যাড বেঁচে আছেন। তখন ভোজনটেবিলে বিশ পাউণ্ডের টার্কিটা নিজেই কুলপ্রথানুযায়ী কেটেছিলেন। এখন আধুনিক প্রথানুসারেই তা' করা হচ্ছে। বাটলার একটা বড়ো রৌপ্যপাত্রে করে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা নিয়ে ঘুরে গেল চারদিক। তারপর সেটা খাবার ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে কাটা হল। একটী ফুটম্যান সেগুলি নিয়ে সকলের কাছে একে একে ধরবে এবং প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামতো টুকরোগুলি তুলে নেবে। ফুটম্যান সম্প্রতি সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে ফিয়ে এসেছে। সে ওমাহা সমুদ্র তীর থেকে এলবে নদী পর্যন্ত সর্বত্র যুদ্ধ করেছে। সে তার পুরনো কাজে ফিরে আসতে পেয়ে খুশী। ব্যারির নাটকের চমৎকার ক্রিকটনের মতো। দু'জন পরিচারিকা পরিবেশন করল আনুষঙ্গিক ও অতিরিক্ত তরকারী ইত্যাদি। টেবিলে সমবেত লোকদের আর কোন কাজ নেই, খাওয়া, হাসা আর গেল একবছরে নিজেদের ঘরে কি ঘটেছে তা বর্ণনা করা। ঐদিনটীর ধর্মীয় দিকটা অনেককাল ভুলে যাওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা সেদিন গির্জায় না গিয়ে গল্‌ফ খেলবেন, এবং এই ছুটির দিনটীতে খাওয়া দাওয়া ও নিজেদের পরস্পর ঈর্ষাবিদ্বেষ ভুলে যাওয়ার উৎসবে কাটাবেন।

অপরাহ্নে ল্যানির কথাবার্তা হল তাঁর পিতার সঙ্গে। আবার সেই কাহিনীই শুনলেন তিনি পিতার মুখে, বিপদের দিনে আমেরিকা তার অস্ত্র-নির্মাতাদের কতো শ্রদ্ধা করে। কিন্তু যে মুহূর্তে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল অমনি

তাদের বলতে থাকে মৃত্যু-ব্যবসায়ী। রোব্বি জানতে চাইলেন, ল্যানি বিদেশে কি করছিলেন। জালিয়াতদের প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন তিনি, তবে তাঁর হোয়াইট হাউসে যাওয়া এবং ইউরোপ থেকে যে বার্তা তিনি নিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে সব কথা বলতেই বাধা ছিল না। ব্যাড-আর্লিং এয়ারক্র্যাফ্‌টের প্রেসিডেণ্টের হ্যারি, এস, ট্রুম্যান লোকটীর ওপর চরম অশ্রদ্ধা ছিল, তাঁকে আমেরিকার স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ততার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করতেন। সে যাই হোক, তিনি ওই অদ্ভুত লোকটী সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন এবং ল্যানিকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুললেন। ল্যানি কল্পনানেত্রে দেখছিলেন, রোব্বি তাঁর অপিসের ও ক্লাবের বন্ধুদের কাছে গর্বের সঙ্গেই এ কাহিনী ব্যক্ত করছেন।

ল্যানি এমন সব সংবাদ বললেন তাঁকে, যাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক অত্যন্ত উৎসাহ-বোধ করলেন। যে আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা হচ্ছে অবিলম্বে রোব্বি কিছু নূতন ও উন্নতধরনের যুদ্ধবিমানের অর্ডার পাবেন। এখন সবগুলিই জেটবিমান করতে হবে, রোব্বির এই অভিমত : প্রপেলার বিমান মরে ভূত হয়ে গেছে। তাঁর গুদামে যেগুলি এখনও অবশিষ্ট পড়ে আছে, সেগুলিকে 'সুয়েপ্ট ব্যাক' পাখা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যে বিরাট পরীক্ষা কারখানা আছে সেখানেই এসব করা হচ্ছে।

(২)

সন্ধ্যাবেলা ফ্রান্সেস্ তার মোটরে রিক, নীনা ও জুনিয়ারকে বাড়ী পৌঁছে দিতে নিয়ে গেল। সস্ত্রীক ল্যানি পথে থামলেন রবিনদের আবাসে। এখানেও একটা বড়ো পারিবারিক সম্মেলন। এরা ইহুদী। খৃষ্টানেরা তাদের পবিত্র-দিনের ধর্মগত অর্থটা ভুলে গেছে। ইহুদিদের তাই এই দিনটীতে ওদের মতোই খাওয়া-দাওয়া ও পারিবারিক পুনর্মিলনের উৎসবানুষ্ঠানে বাধা নেই। প্রৌঢ় জোহান্স রবিন্ উপস্থিত সেখানে। ন্যাৎসীদের হাতে তিনি চরম নির্যাতন ভোগ করেছেন। কোটিপতি ছিলেন জোহান্স্। এখন দরিদ্রই মনে করেন নিজেকে যদিও ব্যাড়-আর্লিং প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বিভাগের কর্তারূপে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই সেটাকা খাটাচ্ছেন।

মাম্মা রবিন আছেন। পারিবারিক প্রীতি ও স্নেহমমতার জীবন্ত প্রতীক তিনি। এখন তিনি পিতামহী। বেশ ক'টি ছেলেমেয়ে পরিবারে, আধুনিক ফ্যাসানের বাধা কার্যকরী হয়নি। হ্যান্সির দু'টি ছেলে, ছোট্ট ফ্রেড্ডি

র‍্যাহেলের চারটী ছেলেমেয়ে। ফ্রেড্ডির বিধবা মেয়েটী আবার বিয়ে করেছে এবং স্বামীটী তার খুব অনুরাগী। ল্যানি ও লরেল আসার পর তাঁরা সব-শুদ্ধ চোদ্দজন হলেন। বেশ একটী দল। সামান্য কিছু তাঁরা নৈশভোজ করলেন, কারণ কারোই ক্ষুধা ছিল না। হ্যান্সি বাজিয়ে শুনালেন তাঁদের, ল্যানিও যোগ দিলেন। ল্যানি খুব ভাল বাজাতে পারলেন না, কারণ অভ্যাস নেই। কিন্তু কোনরকম চালিয়ে গেলেন, কেউ মন্দ বলল না। মাম্মা রবিন তাঁর প্রশংসা করলেন। এক সময়ে তিনি ওদের ভয়াবহ ন্যাৎসীকবল থেকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাঁর কাছে এংলো-স্যাক্সন ভদ্রলোকদের সত্যিকার আদর্শস্থানীয়।

হ্যানসী রবীন কখনও মোটর চালান নি। তিনি এমন কিছু করেন না যাতে তাঁর নমনীয় মূল্যবান আঙগুলগুলির ক্ষতি হয়। তাঁর প্রত্যেকটী আঙগুল আড়াই লক্ষ ডলারে ইন্সিওরেন্স করা আছে। যদি একটি আঙগুল কাটা যায় বা আঘাত পায়, তাহলে বাকিগুলি অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। ল্যানিই তাঁকে মোটর চালিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। তিনজন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বসে বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। ল্যানি তাঁর জার্মানী ভ্রমণের কথা বললেন। জানালেন মঙক ও অন্যান্যরা তথাকার অবস্থা সম্পর্কে কি বলেছেন। বেতার-কর্মতালিকার পরিবর্তনের কথাও উঠল। যুদ্ধবাজ ও কম্যুনিষ্ট-নিন্দুকেরা সুযোগ পাচ্ছে তাহলে—এটা হ্যান্সির ভাল লাগল না। তবে তিনি এটা মানেন যে, আর কিছু করবার নেই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের অভিমত শান্তি-রক্ষায় দু'পক্ষের উদ্দেশ্যের ঐক্য থাকা চাই। এটা হ্যান্সি মানেন। ট্রুম্যান সম্পর্কে হ্যান্সির ধারণা রোব্বি-ব্যাডের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বতন্ত্র।

(৩)

স্বামী-স্ত্রী আগেই সংকল্প করেছিলেন সে রাতটা কাটাবেন হ্যান্সিবেসদের বাড়ীতে। সেখানেই গিয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন। লরেল ভেবে রেখেছিল, বেসের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে তাদের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলবে। কিন্তু বেস উপস্থিত নেই। হ্যান্সির দেওয়া সংবাদ হল, সে একটা সভায় গেছে। কম্যুনিষ্টরা ছুটির দিন সভাসমিতি করে বেড়ায়। এসব দিনে শ্রমিকেরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারে।

সকাল একটায় বেসের মোটরের শব্দ শোনা গেল, গ্যারেজে তুলছে। বেস

এসে প্রবেশ করল, অনেকটা ক্লান্ত এবং ফ্যাকাসে। বেস ছিল সুন্দরী, লাবন্যময়ী। এখন তার বয়েস চল্লিশ। কপোল থেকে মুছে গেছে রক্তিমাভা। সেগুলি ফিরিয়ে আনবারও তার কোন চেষ্টা নেই। তার চুলগুলিকে মাথার ওপর গিঁট দিয়ে বাঁধে সে। তার ওপর চাপিয়ে দেয় কারুকার্যহীন একটি ছোট্ট টুপি। কোনরূপ প্রসাধন দ্রব্য সে ব্যবহার করে না। এ করে সে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। যদি কাউকে প্রসাধন করতে দেখে, তাহলে সে বলবে এসব ঝঞ্ঝাট কেন, এই সব ধনতান্ত্রিক রীতিনীতির ঝকমারী?

বেস জানত তার ভাই আর ভাজ তাদের বাড়ীতে আছেন। তাঁদের মোটর এখানে আসতে সে দেখেছে। সে প্রবেশ করেই ডাক্‌ল: হ্যালো। ওরাও সাড়া দিলেন। সে তার দস্তানা আর কোট খুলে একখানা চেয়ারে রাখল, আর একখানায় নিজে বসে পড়ল। ভাল কথা—সে বলল: তোমরা আর লোককে নাকি শান্তিতে বিশ্বাস করতে দেবে না?

অবশ্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সে বিতর্ক করতে প্রস্তুত। এটাই হল কম্যুনিষ্ট ধারা, আক্রমণ, আবার আক্রমণ এবং ক্রমাগত আক্রমণ।

কারো এ নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছা নেই। তাই কেউ কোন উত্তর দিল না। বেস বলে যেতে লাগল, আমি ধরে নিচ্ছি যে, যারাই শান্তি চাইবে, তারাই কম্যুনিষ্ট সমর্থক এই তোমাদের ধারণা। এ ছাড়া আর কি হতে পারে? তাই তাদের বেশী সময় তোমরা বলতে দেবে না, সময়টা কাটাবে তাদের প্রতিবাদে ও আক্রমণে। বল দেখি ল্যানি, এটা কি তোমাদের ইচ্ছাকৃত না আমাদের বিশ্বাস করতে বল যে এটা একটা আকস্মিক ঘটনা?

এই সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। ল্যানি উত্তর দিলেন মোলায়েমভাবে: আমরা ভেবেছি প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করলে প্রোগ্রামটা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হবে।

বেস বলল, প্রশ্নগুলি সর্বদাই এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে বক্তাকে কাবু করে তাঁর মুখ থেকে এ স্বীকৃতি টেনে বের করা যায় যে, বর্তমানে যুদ্ধের সমস্ত ভয়প্রদর্শন হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেই। ল্যানি, জনসাধারণকে বোকা বানাতে পারবে একথা ভেবো না। তারা জাগ্‌তে আরম্ভ করেছে। এই পৃথিবীতে কারা শান্তির প্রকৃত শত্রু এটা তারা বুঝছে।

এ নিয়ে আলোচনা করা সময়ের অপব্যয় বেস—

না। তুমি আলোচনা করতে চাও বেতারে। সেখানে তুমিই সর্বেসর্বা।

সেখানে ভ্রমাত্মক যুক্তি আর মিথ্যাবাদীতা ধরিয়ে দেবার আর কারো সুযোগ নেই।

দুঃখের বিষয় বেস, তুমি ব্যাপারটাকে এভাবে নিচ্ছ। আমরা নানামতের লোকদেরই বক্তৃতা দিতে ডাকি।

আর যাদের একজনের মধ্যেও একটুখানি উদার অথবা গণতান্ত্রিক অভিমত দেখতে পাও অমনি তাকে আক্রমণ কর, হাস্যাস্পদ করে তুলতে চাও। আমার আশা ছিল তোমরা দু'পক্ষের কথাই প্রচার করতে দেবে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাদের ওপর জোর চাপ পড়েছে। ব্যাপার কি? এফ, বি, আই কি যাতায়াত আরম্ভ করেছে? অথবা আমেরিকান লিজিওন না কু ক্লুক্সারস? কারা চাপ দিচ্ছে?

এরকম তর্কবিতর্ক অতীতেও হয়েছে। কেবলমাত্র হ্যান্সির দিকে চেয়েও আর-একটা তর্কের ঝড় তুলতে ল্যানি চান না। তিনি বললেন, বড় দেরী হয়ে গেছে বেস—

সোজাসুজী উত্তর দাও না কেন? কোন দিক থেকে চাপ এসেছে বল না?

কোন মহল থেকেই কোন চাপ পড়েনি বেস। কারণটা হল, অধ্যাপক ফিলিপস্‌এর বক্তৃতা শুনে আমার মনে হল, তাঁর ধারণা সম্পর্কে তিনি খুব স্পষ্ট নন। অন্যান্যদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করি। আমরা সবাই একমত হই যে, আমাদের প্রশ্ন করে বক্তাদের কাছ থেকে তাদের ধারণা স্পষ্ট জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ঘুরিয়ে তুমি বলতে চাইছ, জেমস্ এলভারসন ফিলিপস্ একজন কম্যুনিষ্ট। এই কি?

আমি তা বলিনি বেস।

ভেতরের কথা জানি, তাই বলতে পারি, হারবার্ট হুভার যতটুকু কম্যুনিষ্ট তিনিও ততোটুকু। তোমাদের উদ্দেশ্য হল, তোমরা কোন বক্তাকেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটুখানি দোষত্রুটীরও উল্লেখ করতে দেবে না আর সোভিয়েট ইউনিয়নের সামান্য প্রশংসাও সহ্য করবে না। ল্যানি, তুমিই আমাকে সোশ্যালিস্ট হতে দিয়েছিলে, আমি ভাবতাম তুমি অন্তত একজন লিবারেল। তোমার হল কি? বাবার টাকা পাবে না বলে ভয় করছ? অথবা নিজেই প্রচুর টাকা করে ফেলেছ?

টাকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বেস। কারণটা হল, সোভিয়েট ইউনিয়নে বহু নরহত্যা আমি দেখেছি।

নরহত্যা! হায় ভগবান, তুমি নরহত্যার কথা বলছ! তুমি তো দেখলে

ধনবাদী শক্তিগুলি কিভাবে একে অন্যের টুঁটি চেপে ধরল। দু'বারই তো দেখেছ। ইতিহাসের দু'দুটো বৃহত্তম নরহত্যা। তুমি দেখেছ, জার্মানীর বড় বড় শিল্পপতিগণ হিটলারকে গদীতে বসিয়ে তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। তুমি দেখেছ ষাট লক্ষ ইহুদীকে আগুণে পুড়িয়ে মেরেছে। বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে এক কোটী কি দু'কোটী রুশকে হত্যা করেছে—নরহত্যার কথা বলছ তুমি! সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বাসঘাতক ও ধনতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রকারীদের সায়েস্তা করছে—প্রায় সবাইকে জেলে বন্দী করে রাখছে।, গেল নরমেধযজ্ঞে যতো মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে, আমার সন্দেহ, তার শতকরা একজনকেও সেখনে হত্যা করা হয়েছে কিনা। তথাপি তুমি সেটাকে বল নরহত্যা। দেখা যাচ্ছে, যতোবার বিশ্বযুদ্ধ বাধুক তাতে তোমার বাধা নেই, দ্রুত আর একটা বিশ্বযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছ—তুমিই জান কি করে। কিন্তু তোমার বাধা বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরদের গুলি করে মারায়। আমার ধারণা, এর কারণ হচ্ছে, তুমি ওই দলেরই একজন।

লরেল যেন চীৎকার করে উঠল, আঃ বেস, কি ভয়ানক!

বেস বলল, তুমি জান, এ একজন গুপ্তচর। গোয়েরিংএর বিরুদ্ধে গুপ্তচর-বৃত্তি করেছে, সেটা ভালই ছিল। কিন্তু আমি জানতে চাই, ল্যানি কি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাচ্ছে? আমি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনছি তার বিরুদ্ধে। কারণ, সেই ওই শ্রমিকদের দাবীর প্রতি দরদ দেখিয়েছিল আমাকে দরদী হতে শিখিয়েছিল। এখন তাদের বিরুদ্ধে বলবার খুব বেশী মারাত্মক কথা আর খুঁজে পাচ্ছে না। তোমরা দু'জনেই চেষ্টারস্ওয়ার্থের টাকা নিয়েছ, কিন্তু সে টাকা দিয়ে তাঁরই উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করছ। যখন তোমরা কাজ আরম্ভ কর, তখন আশা হয়েছিল। তোমরা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে যে, মনে হত সত্যিই তোমরা শান্তির জন্য কাজ করতে চাও। এখন সারাটা দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সেই ভয়ানক ট্রুম্যান লোকটা যুদ্ধ যুদ্ধ বলে চেঁচাচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর তোমরা ওই নেকড়ের দলে ভিড়েছ এবং তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করছ।

হ্যান্সি এবার উঠে দাঁড়াল, শান্ত তার কণ্ঠস্বর: অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাদের সকলেরই এবার ঘুমান উচিত বিশেষভাবে লরেলের। আজ ধন্যবাদ দিবস, আমরা সকলেই সকলের শুভেচ্ছা আশা করতে পারি। আমরা

স্বাধীন জগতের একটী দেশে বাস করি। এখানে সকলেই নিজের নিজের ভাবে চিন্তা করতে পারে। ভোরবেলা উঠে যে পথে খুশী সে যেতে পারে, যা খুশী কাজ করতে পারে।

বাড়ীর কর্তা হ্যান্সি, তার কথা আদেশরূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যানি লরেলের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে 'শুভরাত্রি' জানালেন। ওপরের তলায় অতিথি-কামরায় তিনি লরেলকে নিয়ে গেলেন। ওখানে বহু সপ্তাহ বাস করেছেন বাড়ীর আরামে। হ্যান্সি ও বেস একঘরে ঘুমায় না। হ্যান্সি নিজের ঘরে চলে গেল। বেস কি করল, তা' আর কেউ জানল না।

লরেল বলল, হতভাগ্য হ্যান্সি! বিষাদাক্লিষ্ট কণ্ঠে এই একই কথা কয়েক-বার উচ্চারণ করল সে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই সে এখানে এসেছিল, বেসকে একান্তে ডেকে নিয়ে নির্জনে তাকে ভাজ ও বন্ধুরূপে মৃদুমধুর ভাবে বুঝাবে। কিন্তু কি করবার আছে তার, কিছু নেই আর।

স্বামীকে বলল লরেল, তাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই উচিত ল্যানি। যে কেউ হোক বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত করুক। হ্যান্সি এমন মেয়ে একজন পেতে পারে, যে তাকে ভালবাসে, তার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। এভাবে চললে সে নিজেকেই ধ্বংস করবে।

(৪)

পরদিন প্রভাতে শান্তি সংগ্রামের দু'জন সেনাই মোটরে করে বাড়ীতে ফিরলেন। পথে তাঁরা কথাবার্তা বললেন। তাঁরা যে দু'টী সুখী পরিবারে ঘুরে এলেন তাদের নয়, একটী অসুখী পরিবার সম্পর্কে। বিবাহ-পরবর্তী বিয়োগান্ত ঘটনা আজকার পৃথিবীতে সর্বত্রই ঘটছে বলে মনে হয়। ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধিতে গতিবান, তাই তারা বিভিন্ন আদর্শের পক্ষপাতী হতে বেশী প্রবণতা দেখায়। এই দু'জন ভাব-প্রবণ শিল্পী, তারা দু'জনে বিস্ময়কর সঙ্গীত-শিল্পের পরিচয় দিতেন। এখন তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে কদাচিত কথা বলবেন। ল্যানি ও লরেল একমত যে, ওদের এই তিক্ততা আরও বেড়ে চলতে বাধ্য। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্য জগতের সংঘর্ষও বাড়তে বাধ্য।

ল্যানি লক্ষ্য করেন ওদের দু'জন এখন ভাষাতেও একমত নহেন। বেসের কাছে সোভিয়েট ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। হ্যান্সির কাছে রাশিয়া ও রুশ। হ্যান্সির দৃঢ় অভিমত, সোভিয়েট আর বেঁচে নেই, তার বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন

সেটা রাশিয়া। জারের আমলের সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া। ভালুকটী মানুষের মতো চরে বেড়াচ্ছে। তার গায়ে এখন লাল পরিচ্ছদ, হাতে অন্দোলিত হাতুড়ি ও কাস্তে আঁকা লালপতাকা নিয়ে সে পথ চলছে। সে এখনও দাবী করে তার প্রতিবেশীদের রাজ্য, দৃঢ় দাবী তার ইউরোপ ও এশিয়ার চারদিকে পোত বন্দর। ওই ভালুকটী এখন আর রুশদেশে প্রচলিত কশা চালায় না,—কখনই না, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত নির্যাতন-প্রকোষ্ঠ আছে তার। উজ্জ্বল আলোকে সেটা উদ্ভাসিত। উজ্জ্বলতা এমন তীব্র যে তা' চোখে সহ্য হয় না। এমনভাবে কংক্রিট দিয়ে তার দেয়ালগুলি ও মেঝে তৈরী হয়েছে যে, সেখানে যাতনাহীন-ভাবে শোয়া-বসা যায় না।

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক মনস্তাত্তিকেরা ওই সব বর্বরোচিত নির্যাতন ব্যবস্থা তদারক করে বেড়ান। প্রত্যেক ডিক্টেটারই তাঁর পূর্ববর্তীর কাছে এই শিল্পে শিক্ষা নিয়েছেন, এবং নিজে তার দোষত্রুটী সংশোধন করে তাকে মারাত্মক করে তুলেছেন। মুসোলিনী শিক্ষা পেয়েছেন লেনিনের কাছে, তাঁর কাছ থেকে হিটলার, ষ্টালিন তাঁদের দু'জনের কাছ থেকেই। এ যেন সংক্রামক বিষ,—নূতন কলচার-মাধ্যমে যতই তাকে পরিবর্তিত করা হবে, ততোই তার বিষক্রিয়া বেড়ে চলবে। বেস বাড়ীতে আসার আগের দিন হ্যান্সি একথাই বলেছেন। বেস শুনতে পায়নি। কিন্তু হয়তো অনেকবারই এসব কথা শুনেছে সে তাঁর কাছে।

লরেল জিজ্ঞাসা করল, বিবাহ বিচ্ছেদ হলে ছেলেপেলেদের সম্পর্কে তারা কি করবে?

ল্যানি উত্তর দিলেন, না করলেই বা তারা কি করত? তারা চিরদিনই এটা এড়িয়ে চলতে পারে না।

আপাততঃ তারা ছেলেদের বোর্ডিংএ দিয়ে সমস্যার মীমাংসা করেছে। কিন্তু তাদরে এমন বয়েস হবে যখন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করবে, পৃথিবীতে কি হচ্ছে। তাদের বাবা আর মা যে, এ প্রশ্নে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, একথা কতোকাল আর তাদের কাছে চাপা দিয়ে রাখা যাবে? বেস কি রাজী হবে যে বর্তমান কম্যুনিষ্টবিরোধিতা তাদের মাঝেও সংক্রামিত হোক? নিশ্চয়ই রাজী হবে না। সে একথাই তাদের বোঝাতে চাইবে যে কম্যুনিষ্টরা বীর ও শহীদ। তারপর হ্যান্সিকে যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে? সে কি বলবে? নিজের অভিমত যদি সে ব্যক্ত করে তাহলে বেস ভীষণভাবে রেগে উঠবে। ছেলেদের মন অধিকারের সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে।

তাদের দু'জনেরই অভিমত, হ্যান্সি এ সংঘর্ষ সইতে পারবে না। হ্যান্সি একজন ভাবপ্রবণ শিল্পী। পাঁচ মিনিটের কলহ তাঁর সারাদিনটাকে মাটী করে দেবে। ল্যানি ও লরেলের দিনটাও মাটী করেছে এই ঝগড়া। কারণ তাঁরা তাঁদের প্রিয়বন্ধুর ওই অন্তর্বেদনা সইতে পারেন না। বিচক্ষণ ফ্রান্সিস ব্যাকন লিখেছেন: 'যার স্ত্রীপুত্র আছে সে ভাগ্যের হাতে বন্দী।' বন্ধুর বেলাও তা-ই সত্য। বন্ধুরা মানুষের জীবনের প্রসার। সেটা দুঃখবেদনা বা আনন্দের —ব্যর্থতা সফলতার হতে পারে।

(৫)

বাড়ীতে আছে সেই আনন্দদায়ক ছেলে ল্যানিং ক্রিষ্টন ব্যাড। পাঁচ বছরের শিশু। মাথায় সুন্দর চুল, চোখ দু'টী কটা, ঠিক তার মায়ের মতো। এ বয়সেই মানুষ হয় সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর। মনের দিক থেকে এ সময়ে তারা দ্রুত বেড়ে চলে, যেন তপ্ত মধ্যগ্রীষ্মের শস্য—একটী রাত্রির পরই দেখা যায় বেড়ে গেছে। কিণ্ডারগার্টেন থেকে সে বাড়ী এসেছে। যেন ম্যাগপাই পাখীর মতো কলকণ্ঠ। একটী লোক তার থাকা চাই, যে-তার অভিজ্ঞতার কথা খুটীনাটী সব শুনবে। পৃথিবীতে তার দুর্ভাবনা বিপদ-আপদ কিছুই নেই। একমাত্র পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া। তার বেদনাও ভুলে যাবে দু'টী কি তিনটী চুমোতে।

কিন্তু তার মার একটী দুর্ভাবনা প্রবল। কিছুতেই তা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারা যায় না। এগিয়ে-আসা যুদ্ধের ভয়াবহ চিন্তা। কখন আসবে যুদ্ধ? ঐ দুশ্চিন্তা নিজের ইচ্ছার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছে: হে ভগবান! তাড়াতাড়ি আসুক যুদ্ধটা, ও বড়ো হয়ে ওঠার আগেই তা শেষ হোক। তাহলে তাকে যুদ্ধে যেতে হবে না। কিন্তু, যদি তা শেষ না হয়? এ যদি চলে ত্রিশ বছর পর্যন্ত? একশ বছরের যুদ্ধও তো হতে পারে? যদি এমন হয়, এতো সব ভয়াবহ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও অথবা সেগুলি থাকার জন্যেই মানবসভ্যতার সব-কিছু মুছে না-যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতেই থাকে—মানুষ গিয়ে আত্মগোপন করে পার্বত্য গুহায়, লাঠি আর বর্শা নিয়ে পরস্পর হানাহানি করে! বেসের মানসিক অবস্থা এমন যে, সে ওই অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এমনি তার ধনবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ। এরকম ধনপতিদেরও অভাব নেই। তারাও সব পরিণামের জন্যে প্রস্তুত। বেসের নিজের বাবাই বা মন্দ কি। ওই চোয়াল-

ঝুলে পড়া, স্নেহপ্রবণ ও উদার হৃদয় বৃদ্ধটী যখন দেখবেন তাঁর সুবিধাসুযোগ ও আধিপত্যে হাত পড়ছে, তখনই উন্মত্ত-গণ্ডারের মতো হয়ে উঠবেন।

লরেলের এইটুকুই সান্ত্বনা, স্বামী ও সে একমত। ভগবানকে ধন্যবাদ! তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে না। এটা অনেকটা কপট ধর্ম-ধ্বজীদের ভাব—গৃহশীর্ষে দাঁড়িয়ে ভগবানকে উদ্দেশ করে বলা, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি অন্যান্যদের মতো নই।

আবার ল্যানি ও লরেল ফিরে এলেন হতভাগ্য হ্যান্সির প্রসঙ্গে। তাঁর বেদনা তাঁদেরও বিচলিত করেছে। কিন্তু তাঁরা কি করতে পারেন, কিভাবে সাহায্য করবেন? বেসের জন্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই। কারণ বেস একটা নূতন ধর্ম গ্রহণ করেছে। তার কাছে সেটা ভালবাসারও ওপরে। ক্রিশ্চানেরা এমন একটী স্বর্গ চায় যেখানে সমস্ত সমস্যার হবে সমাধান, সমস্ত দুঃখের হবে অবসান। তেমনি বেসও এমনই একটী রামরাজ্যের দিকে চেয়ে আছে, যেখানে সে যা চাইবে সমস্ত লোকই তাই করবে,—কাজেই সেখানে প্রয়োজন থাকবে না নির্মমতার, বলপ্রয়োগের। বেস মার্ক্সের ডায়েলেক্‌টিকের খপ্পরে পড়েছে। সেটা এমনই সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য যে, ঠিক যেন ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মতো। ধনবাদের পরস্পর-বিরোধিতা তার অবশ্যম্ভাবী পতন ঘটাবে এবং তার স্থান গ্রহণ করবে জাগ্রত সর্বহারারা—বিতর্ক, বিরোধ ও সামঞ্জস্য—থেসিস্, এণ্টি-থেসিস্ ও সিনথেসিস্।

ভুল কোথায়? ল্যানির অভিমত হল এতে মানুষের স্বভাব ও দুর্বলতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রলেতারেট একটা বস্তুনিরপেক্ষ ভাব বা ধারণা। আসলে এর কোন অস্তিত্ব নেই! তারা কয়েকজন মানুষ—এক্ষেত্রে তারা পলিটব্যুরো। জনগণ বলতে যা বুঝায় তার সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদূর। ল্যানি লর্ড এক্টনের কথা উদ্ধৃত করেন: "ক্ষমতা দুর্নীতিতে প্রেরণা দেয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ দুর্নীতিগ্রস্ত করে।" লেনিন তাঁর অন্তিম বাণীতে ষ্টালিনকে 'অত্যন্ত কর্কশ' বলে নিন্দা করেছেন। তাতে ষ্টালিনের পক্ষে ক্ষমতা করায়ত্ত ও তা রক্ষা করায় বাধা সৃষ্টি করেনি। অধিকন্তু লেনিন যাদের ভালবাসতেন তাদের প্রায় সকলেই তিনি হত্যা করেছিলেন। ল্যানি সেই নীরব স্বেচ্ছাচারীর একটা চিত্র এঁকে গেলেন চারদিকে তাঁর পাথরের দেয়াল—মেশিনগান সজ্জিত হয়ে আছে অগণিত, প্রতিক্ষণ তাঁর কাটছে ভয় ও সন্দেহাতুর চিত্তে। তিনি একদলের পর আর একদলের—তাঁর সহকর্মীদের, রক্ষাকারীদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন।

এমনই জীবন্ত চিত্র এ'কে গেলেন ল্যানি যে লরেল মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে একটী কবিতা লিখতে বসলে ঃ—

দৃঢ়চিত্ত লোকটী

আইভান, শক্তিধর এতো শক্তি কি করে পাইল?
অগণিত দাসকুল স্বেদবারি অশ্রু ঢেলেছিল।
ক্ষমতা আয়ত্তে-চাই, সত্যপথে অথবা বিপথে,
স্বেচ্ছাব্রতী দুরাত্মার ক্ষুদ্রচক্র থাকিবে পশ্চাতে
এইটুকু—শুধু এই সর্বশক্তি আয়ত্তের নিধি,
শক্তিধর ইহাদের সর্বময় প্রভু আর বিধি।
চাটুকার দল যেথা পদতলে গড়াইবে পড়ি,
সাহসিক ভীতিগ্রস্ত নতজানু রবে জড়সড়ি
মধুর মুক্তির স্বাদ সেইখানে কোথা তুমি পাবে?
মায়ালোকে বসি শুধু উন্মাদের স্বপ্নদেখা যাবে।

ল্যানির কবিতাটী ভাল লাগল। তিনি তা' 'শান্তি' কাগজে প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু লরেল প্রকাশিত হতে দেবে না। তার ভয়, এটা সত্যসত্যই লাল-কামড়ান।

(৬)

তাঁদের কাজকর্ম শুরু করলেন তাঁরা। রোজ দু'বেলা ডাকের চিঠিপত্র আসে। এলেই অমনি কাজ শুরু হয়ে যায়। মস্তবড়ো ডাক, বিভিন্ন ধরণের চিঠিপত্র। অনেকে 'শান্তি' কাগজের জন্যে ওর্ডার দিয়েছে। এর অর্থ হল সংগে আছে ডাকটিকিট, ডলারবিল, চেক, এমন কি অত্যন্ত অসাবধানতার সংগে বোর্ডে-আঁটা খুচরোও। সমস্ত গুণে হিসাব বইএ লিখে রাখতে হবে। পৃথিবীর সব যায়গা থেকেই লোকে পত্র লেখে। এখন শর্টওয়েভেও প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছে। তারা উপদেশ দেয়, সমালোচনা করে। কেহ কেহ যুদ্ধ কি করে বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তাবও বিশ্লেষণ করে জানায়। আবার চাকরীর আবেদনও আছে। কেহবা বিনা মাইনায়ই এসে সাহায্য করতে চায়। নিজেদের সম্বন্ধে সব কথা জানায় তারা। কেহ কেহ লেখে অত্যন্ত বিপদে পড়েছে, উপদেশ চায় কেহবা আর্থিক সাহায্যও।

কয়েকখানি চিঠি সত্যই মর্মস্পর্শী। কয়েকজন লেখক বেশ বুদ্ধিমান

আবার কয়েকজন নৈরাশ্যজনকভাবে ভ্রান্তবুদ্ধি। বিচিত্রধরণের সব চিঠিপত্র। নানা রঙের কালিতে লেখা। অথবা ব্যবহৃত হয়েছে রঙিন পেন্সিল। আছে নানাধরণের চার্ট ও পরিকল্পনার চিত্র। কেহবা জীবনদর্শনটাকে ছবি এঁকে বুঝাতে চেয়েছে, কেহবা চেয়েছে কি করে মানব সমাজটাকে ঢেলে গড়া যায় তার ছক আঁকতে। তাদের নূতন নূতন আবিষ্কারও রয়েছে। ও থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করা যায়। কিন্তু যদি পেটেণ্ট করে নেবার মতো টাকা পাওয়া যায়। নূতন ধর্মও আবিষ্কৃত হয়েছে; নূতন সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও। কাগজের নোট ছাপিয়ে দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনাও আছে। তারা এসব লিখছে কারণ তাদের কোন কাজকর্ম নেই, বন্ধুবান্ধবও—তাই আকাশপথে যে কণ্ঠ ভেসে আসে তাদের কাছে, তারই সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। তারা নিজেরা প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কাদের দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ান উচিত তাদের নাম প্রস্তাব করে। সবকিছুই ল্যানিরা বিবেচনা করে দেখবেন। লরেল দেখবে ম্যাগাজিনের প্রবন্ধগুলি, প্রচার-পুস্তিকা ও বইগুলি। প্রত্যেকখানি পত্রের উত্তর দিতে হবে, এমন কি যদি পত্রে কেবলমাত্র একটী ফরমুলাও থাকে। টাইপ রাইটারগুলি অবিশ্রান্ত টিক্‌টিক্ করে যাচ্ছে। একসময়ের ফিউজ কারখানায় অনেকগুলি জালের কুঠুরী করা হয়েছে। সেগুলিতে বসে আছে টাইপিষ্টরা।

পৃথিবীকে ঢেলে সাজতে গিয়ে এমনি চালাতে হবে কর্মতৎপরতা। এটা ততদিনই অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে পারা যায় যতদিন নিশ্চিত বুঝা যায় যে, সে পরিবর্তনটা কি এবং কিভাবে তা সাধিত হবে। কিন্তু সহসা একদিন যদি যাকিছু করা হচ্ছে সবকিছু সম্পর্কেই সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদি হঠাৎ দেখা যায়, নিজের মনেই প্রশ্ন, "শান্তি, শান্তি, যখন কোথাও শান্তি নাই", যদি চারদিকে চেয়ে মনে হয় যুদ্ধ বুঝিবা এসেই যাবে, অথবা যদি সংশয় জাগে তুষ্টি-সাধনের চেষ্টার চেয়ে যুদ্ধ করাই ভাল নয় কি, তাহলে জীবনটা অবশ্যই জটিল হয়ে ওঠে। তখন বিনিদ্র বিছানায় পড়ে প্রশ্ন করতে হয়, কোন ভগবানকে বিশ্বাস করব?

(৭)

কিন্তু জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। নিজের সমস্যা আছে। জানাশোনা সকল লোকেরই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ফ্রান্সেস বার্ণস ব্যাড ও স্কুডাম পোমরয়-নেলসনের সমস্যার কথা। তারা দুজন একে অন্যের ভালবাসায় পড়েছে।

স্ক্রুবি প্রথম ব্যারণরূপে স্বীকৃত হন, তিনি জুতার ব্যবসা থেকে ভাগ্য-পরিবর্তন করেন। তিনি তখনকার দিনের প্রধানমন্ত্রীর অতি প্রিয় ছিলেন। নামটা বড় অস্বাভাবিক, প্রধানমন্ত্রীর নামটাও ছিল তাই 'ডিজি'।

আজকার স্ক্রুবি তরুণ। স্ক্রুবি আর ফ্রান্সেস্ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।—ল্যানি সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী বর্তমানে লেডি উইকথর্পকে লেখা উচিত মনে করলেন। অবশ্য ইরমা এটা পসন্দ করবে না। কারণ ফ্রান্সেসের প্রচুর সৌভাগ্যের অধিকারিনী হবার সম্ভাবনা। তাকে তার উপযোগী করে শিক্ষিত করতে হবে। তাতে রেডিওর ব্যবসা, ছোট খবরের কাগজ চালান বা পৃথিবী-পরিবর্তনের প্রচারকার্য কোন কিছুরই স্থান নেই।

ইরমা তার মাকে পাঠিয়ে দিল সব দেখে যেতে। ফ্যানি বার্নেসকে লড়ায়ে কুঠার নামে দুষ্ট লোক অভিহিত করে। তাঁর নিজস্ব টাকা পয়সা খুব অল্পই আছে। তিনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতেন, স্বামী তাঁদের মেয়েদের দিয়ে যান বিষয় সম্পত্তি। ল্যানি সর্বদাই তাঁর প্রতি সহৃদয় হতে চান। তাঁর মেয়ে পালিয়ে গিয়ে ল্যানিকে বিয়ে করার পর ল্যানি ফ্যানির সঙ্গে কতোবার ব্রিজ খেলায় যোগ দিয়েছেন। এবার ফ্যানি নিউইয়র্কে এসে 'ওয়ালডর্ফ-আটোরিয়া'তে উঠলেন। ল্যানি মোটর নিয়ে তাঁকে আনতে গেলেন এজমেয়ারে। সারাপথ ভর্ৎসনা করলেন ফ্যানি ল্যানিকে। ল্যানি বিনা প্রতিবাদে শুনেই গেলেন।

স্ক্রুবির কোন দোষই নেই। একমাত্র দোষ এই যে, সে বাবার বড়ো ছেলে নয়। ইংলণ্ডে ছোট ছেলে বাবার কোন টাকার অধিকারী হয় না। সুতরাং সেদিক দিয়ে তারা মর্যাদা বেশী নেই। একথা ঠিক, সে ইংলণ্ডকে হিটলারের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, ফ্যানি তাঁর মেয়ের মতোই কখনো ফুরারের ভক্ত ছিলেন না। এও ঠিক, ফ্রান্সেস্ একটী শিশু নয়, কিন্তু চিরদিনই সে অদূরে। তার যা ইচ্ছা হয়েছে, সে তাই করছে। বিয়েটা একটা কাজের কাজ—এটা 'নাইট ক্লাবে' গিয়ে নাচা নয়।

ল্যানি বললেন, এটা তো সত্যি মা, যখন আপনারা জীবন আরম্ভ করেন, তখন আপনাদের বেশী টাকা পয়সা ছিল না। আপনি তো পুরানো প্রবাদটা শুনেছেন, 'তিন পুরুষে সার্টের আস্তিন থেকে সার্টের আস্তিন।'

ফ্যানি বার্নস বললেন, আমি জানি, এই ইনকামট্যাক্সের সাংঘাতিক ব্যাপারটা। ইংলণ্ডে যা, এখানেও প্রায় তাই।

ল্যানি উত্তর দিলেন, তা' ঠিক, কিন্তু তারা দুজনেই যদি চাকুরি পায় এবং কি করে চলা উচিত সেটা জানে, তাহলে যেখানেই থাকুক ট্যাক্সের দুর্ভাবনা ভাবতে হবে না। তাদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়াটা আমরা অপসন্দ করি, কারণ এটা আত্মীয় পোষণের মতো দেখাবে আর এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়েও থাকবে। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ডলার করে পাচ্ছে, যদি বুঝে চলে এতেই সংসার চালাতে পারবে।

কি বাজে কথা! ফ্যানি বলে উঠলেন: তারা কাপড়চোপড় কিনবে কি করে?

কাজেই এজমেয়ারে পোঁছেই তিনি ওদের কষে গালাগাল দিলেন। রিক ও নীনাও নিষ্কৃতি পেলনা, তারা কেন ওই দুর্বুদ্ধিতে উসকিয়েছে তাদের। ল্যানি ও লরেলও গাল্যাগাল খেল। সকলে একসঙ্গে গালাগাল খেল এজন্যে যে, কেন এমন করে সময়ের অপব্যয় করছে তারা? কেবল শান্তি আর শান্তি! যা' হবার নয় তাই হওয়া উচিত নয়। বলসেভিকরা যা ব্যবহার করেছে! তাঁর এই ভ্রমণের ফল হল এই যে, বিমানডাকে তিনি ইরমাকে লিখলেন, ওই বোকাদের নিজেদের পথ থেকে কিছুতেই ফেরান যাবে না, সুতরাং ইরমার উচিত ফ্রান্সেসের জন্যে মাসে দু'শ ডলারের ব্যবস্থা করে দেওয়া, যাতে অন্ততঃ তারা উপোশ করে মরবে না।

নীনা ও রিকের ভাড়াটে বাড়ীতে বিবাহ-উৎসবটা অনুষ্ঠিত হল। পৌরহিত্য করলেন এজমেয়ারের কংগ্রেসন্যাল চার্চের মিনিষ্টার। তিনিও শান্তিদলের মধ্যে আছেন। নববিবাহিত তরুণ-তরুণী 'হনিমুনে' গেল মাত্র দু'দিনের জন্যে। শনি আর রবিবার পুরো দু'টো দিন। এর বেশী সময় তারা নিতে পারেনা ওই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। শনিবারে তারা একটী নাটকাভিনয় দেখবে, রবিবারে দু'টো কনসার্টের আসরে উপস্থিত থাকবে। তারপর ফিরে এসে তারা নিজেদের চার কামরার ঘরটী গুছাবে, সাজাবে। নিকটেরই একটা কারখানা-সহরে ওই ঘর নিয়েছে তারা। এই যুদ্ধোত্তর কালে ঘরবাড়ী প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যা' কিছু পাওয়া যায়, এজমেয়ারে সবগুলিই শান্তিকর্মীরা ভাড়া নিয়েছে।

ফ্যানি বার্নস ফিরে গেলেন উইকথর্প প্রাসাদে। ফিরে গিয়ে জানালেন, তিনি এমন কতকগুলি অদ্ভুত ধরণের পাগলাটে লোকের মাঝে পড়েছিলেন, এমন লোক আর দেখেননি, এমন লোকের কথা আর শুনেনওনি। যে দেশে কেউ কেউ তাস খেলে সেখানে ফিরে এসে তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ফ্রান্সেস্

খুশী হয়েছে। আজকালকার দিনে বাবামাকে এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তা ছাড়া দু'টী ছেলে আছে। একটী ভাই কাউণ্ট হয়ে জন্মেছে, আর একটী অনারেবল। তাদের সে ভাল করে গড়ে তুলতে পারবে, পিংকো বা শান্তি-পাগলেরা বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

(৮)

বড়দিন এসে গেল। এদিকে লরেলেরও সময় নিকটে। তাঁরা দু'জন আর কোন পার্টিতে যোগ দিতে পারেননি। তিনদিন পর ল্যানি লরেলকে নিউইয়র্কের একটী মাতৃসদনে নিয়ে গেলেন। সেখানে নির্বিঘ্নে জন্মাল একটী মেয়ে। ল্যানির সময় কাটছিল উৎকণ্ঠার মধ্যে। এখন দুর্ভাবনা নেই, আছে আনন্দ। স্ত্রীর কাছে বসে নিজেদের নূতন সৃষ্টির পুলকে সময় কাটাবার পর অবসর সময়ে এখন তিনি আমোদ উপভোগ করতে পারেন।

শিল্প বিশেষজ্ঞ বন্ধু জোলটান কারটেজসির সংগে সাক্ষাৎ হল ল্যানির। বাজারের অবস্থার কথা শুনলেন তাঁর কাছে। মার্সেল ডিটেজের অনেকগুলি চিত্র আছে নিউইয়র্কে তাঁর গুদোমে। মাঝে মাঝে তিনি এক দু'খানা বিক্রী করেন, মোটা টাকার চেক আসে ল্যানির হাতে। দু'তৃতীয়াংশ যায় বিউটী ও মার্সেলের কাছে তাঁদের সম্পত্তির মূল্য স্বরূপ। জোলটান ও ল্যানি ইষ্ট ৫৭নং ষ্ট্রীটে ভ্রমণ করতে বেরলেন। অনেক চিত্র ব্যবসায়ীদের গ্যালারীতে তাঁরা গেলেন। একটী গ্যালারীতে ছিল আধুনিক বহু চিত্র। এই দু'জনের কারো কাছেই এসব চিত্র পছন্দসই নয়। একখানির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ল্যানি তার শিরোনামা পড়লেন এবং মন্তব্য করলেন, আমি আরো ভাল নাম দিতে পারি। জোলটান প্রশ্ন করলেন, কি? ল্যানি উত্তর দিলেন, 'পরিষ্কার করবার আগে রঙদানি'। জোলটান খুব কৌতুক অনুভব করলেন। তিনি সংবাদপত্রে ওটা পাঠিয়ে দিলেন। ল্যানি অন্ততঃ কয়েকঘণ্টার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন।

হ্যান্সি ও বেস একটী কনসার্টে যোগ দিয়েছেন। উদ্বাস্তু সাহায্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাহায্য-অনুষ্ঠান এটা। ল্যানির নিশ্চিত ধারণা এটা কম্যুনিষ্টদের প্রতিষ্ঠান। তবে তাঁর সন্দেহ, হ্যান্সি হয়তো জানেন না। কনসার্টের পর তাঁরা সকলে গেলেন ইয়র্কভিলে কাফেতে। কফির টেবিলে ল্যানি নিছক ঘরোয়া কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন, যেমন নবাগত শিশুর কথা। কিন্তু বেশী সময় তা সম্ভব হল না। বেস তা হতে দেবে না। এ সম্বন্ধ

আজেরবাইজানে যুদ্ধ চলছিল। অবশেষে রাশিয়ানরা স্থান ত্যাগ করে এসেছে, ইরানী সৈন্যরা এসে প্রবেশ করেছে সেখানে। বেসের কাছে তথাকার ব্যাপার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েটরা চলে আসার পর বিরোধীরা সেখানে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং ফল হয়েছে, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। ল্যানি অগত্যা বলতে বাধ্য হলেন যে, আজেরবাইজান ইরানের উত্তরাংশে, এবং সেখানে এখন শৃঙ্খলা আনয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বেসের দৃঢ় অভিমত সোভিয়েটরা যেখানেই ছিল, সেখানে বিনা যুদ্ধেই শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেলের কথা তোলাটা ল্যানির সংকীর্ণতা, সে তেল এখন পুড়ছে।

জাতি সংঘের আনবিক শক্তি কমিশন সেদিন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত করেছেন। দশটী রাষ্ট্র পক্ষে ভোট দিয়েছে, দু'টী দেয়নি। সে দু'টী হল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পোলাণ্ড। এটা অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে প্রমাণ করে যে, পোলাণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতের পুতুল। কিন্তু ল্যানি ওই হাতের পুতুল কটু শব্দটী প্রয়োগ করেন না। বেস করে। কয়েক সপ্তাহ আগে লঙ দ্বীপের লেক সাকসেসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটী প্রস্তাব পাশ হয়। সে প্রস্তাবে পৃথিবীর সর্বত্র কোন রাষ্ট্রে কতো সৈন্য রয়েছে তার একটা সেন্সাস্ নেবার কথা ছিল। এ অংশটী তুলে দিতে বাধ্য করে সোভিয়েট ইউনিয়ন। ল্যানির কাছে তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী যেমন ছিল তেমনই রাখছে, কিন্তু আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তাদের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন চান না যে, ওসম্পর্কে কোন তথ্য উদ্ঘাটিত হয় বা প্রকাশ পায়। বেসের কথা হল, সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার সৈন্যবল অটুট রাখতেই হবে। কারণ ধনবাদ পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করছে, এবং তা' আরও দেশের পর দেশ গ্রাস করে যেতে চাইবেই। আমেরিকার টাকা আছে। সে এটাই চায় যে খেলাটা যেন অব্যাহত ভাবেই চলে। তারা সব কিছু কিনে নিয়ে সঞ্চিত করে রাখবে।

হায় ভগবান! বলে উঠেন ল্যানি: বেস, আবার ফিরে পাওয়ার কোন ভরসা না থাকলেও এগারশ' লক্ষ ডলার ষ্ট্যালিনকে ধার দেবার পর আজ একথা!

তোমরা ওটাকা দিয়েছিলে তোমাদের হয়ে সোভিয়েট হিটলারের সঙ্গে লড়বে বলে, তোমরা বহু লক্ষ রাশিয়ানদের তোমাদের স্বার্থে মরবার জন্যে ভাড়া করেছিলে।

একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন ল্যানি, সবাই জানে যে, হিটলার আমেরিকাকেই আক্রমণ করেছিল! এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার যে, হিটলারের সৈন্যদের রাশিয়ায় দেখা গিয়েছিল আর আমরা রাশিয়াকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম।

তাই, সবাই একথাও জানে যে তোমরা কখনও পার্লহারবারের নামও জানতে না। বেসের কণ্ঠেও বিদ্রূপ; বরাবরের মতোই আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। আমেরিকা ধনবাদীদের দেশ, তাদের প্রচুর অর্থ। তোমার যদি কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে টাকার জন্যে তোমাকে এখানে আসতে হবে। তোমাদের অর্থপতি আর বড় বড় ব্যবসায়ীগণ সমস্ত পৃথিবীটাকে কিনে নিচ্ছে—কিনে নিচ্ছে সব দেশের প্রকৃতিজাত সম্পদ, দেশগুলি অনুন্নত হলে সেই দেশগুলিকেও। এই নিউইয়র্কে লিউক নামক এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি 'আমেরিকান শতাব্দী' নামক একটী বক্তৃতা দিয়েছেন। এর অর্থ অবোধ্য নয়। যদি কেউ তোমাদের উদ্দেশ্যে বাধা দিতে চায়, তাহলে তাকে তোমরা বল কম্যুনিষ্ট এবং যুদ্ধবাজ আর তাকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা কর।

হ্যান্সি সেখানেই বসে। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্থ। কিছু খেতে যেন মনে নেই। ল্যানি বেদনা অনুভব করলেন হ্যান্সির জন্যে। তিনি বললেন, আমরা সত্যই হ্যান্সির কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছি। 'আমরা' বলে তিনি নিজেও অপরাধের ভাগ নিতে চাইলেন।

কিন্তু এতেও বেস থামতে রাজী নয়: হ্যান্সির কি বিশ্বাস এ নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই না। বেস উত্তর দিল: আমার বিশ্বাস নিয়েও তার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

এটা তো মিথ্যা নয় বেস যে, সে তোমাকে ভালবাসে? ল্যানি বললেন।

ল্যানির বৈমাত্রেয় বোন বলল: তুমিই তো আমাকে একটা লক্ষ্য নিয়ে চলার শিক্ষা দিয়েছ। আমি দেখছি আর একটা বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এ যুদ্ধ হবে অধিকতর ভয়াবহ। এ সমস্যায় ব্যক্তির প্রশ্ন মোটেই নেই। লক্ষ্যটাই আসল। হ্যান্সি এটা বুঝে। আজ হোক বা কালই হোক ঘটনার গতিই তাকে আমার পক্ষে আসতে বাধ্য করবে।

কথাগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ল্যানির মনের মধ্যে তা' গেঁথে রইল। 'ব্যক্তির প্রশ্ন নয়, লক্ষ্যটাই আসল।' একথাই বলেছিলেন ল্যানি ফ্রিটজ্ মেইসনারকে। নিউইয়র্কে যা সত্য, বার্লিন পোলাণ্ডেও তাই সত্য। ল্যানির কাছে এটা যেন মোরগের রোষ্ট হবার জন্য বাসায় ফিরে আসা।

(৯)

হাসপাতালে ল্যানি সব কথা বললেন তাঁর স্ত্রীকে। লরেল অভিযোগের কণ্ঠে বলল : ষ্ট্যালিন আর সোভিয়েটই যেন আমাদের জীবনের সর্বক্ষণ জুড়ে আছে, আমাদের আর কোন কথা নেই।

উত্তর দিলেন ল্যানি : যদি কোন লোক তোমার বাড়ীর পেছন দিকে দেওয়ালের ওধারে দাঁড়িয়ে দিনরাত চীৎকার করে গালাগাল দিতে আর ভয় দেখাতে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা করা একটু শক্ত। যদি তুমি উপেক্ষা করবে বলে স্থির কর, তাহলে শুনবে ম্যাশিনগানের আওয়াজ, খোঁজ নিয়ে জানবে সে নিশানা ঠিক করছে। তোমার যে আক্রমণের ধারণাই নেই, তুমি সে আক্রমণ করতে যাচ্ছ বলে সে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এই অজুহাত দেখাবে।

আমি তা জানি ল্যানি। যেসব শান্তিবাদীরা আমাকে পত্র লিখেন, তারা বলেন যুদ্ধ এমনি ভাবেই আসে।

আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধ যদি আসে তাহলে আসবে, ষ্ট্যালিনের দর্শন এবং ধর্মমত তাঁকে বিশ্বজয়ে বাধ্য করবে বলে। আমাদের চেয়ে আর কোন দেশ কি ভাবে নিজেদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের পরিচয় দেবে? দেড় বছর আগেও আমাদের যে সৈন্যবাহিনী ছিল আজ তার চার ভাগের একভাগ সৈন্য আাছে কি না আমার সন্দেহ। কিন্তু ষ্ট্যালিন শুধু একটী অস্ত্রই আমাদের হাতে যাতে না থাকে তাই চান, কারণ তাঁর সে অস্ত্রটী নেই। সেটা হচ্ছে অ্যাটম বোম।

আমাদের যদি একা থাকতে দেন তিনি! বলল লরেল : আমরা যদি পুরোদমে উৎপাদন চালাতে পারি, তাহলে দু'তিন বছরও লাগবে না আমাদের উৎপাদন হবে প্রয়োজনাতিরিক্ত।

কিন্তু ষ্ট্যালিনের কাছে এর কোন মূল্যাই নেই। কোন দেশ শান্তিপূর্ণ-ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুক, এ তিনি কখনো চান না। তাহলে তাঁর সিদ্ধান্তটা মিথ্যা হয়ে যায় যে, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্র আসতে পারে। রাশিয়ার লোক আর তাঁর অধিকৃত দেশের বন্দী জনগণ সব বুঝে ফেলবে, আর চাইবে ওই পথেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার স্বাধীনতা।

লরেল ম্লান হাসি হাসল : এই দেখ, আমরা কেবল ষ্ট্যালিনকে নিয়েই কথা বলছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সৈন্যবাহিনীতে গুপ্তচর

(১)

ডাক্তারেরা বেশীদিন প্রসূতিকে আতুড়ে রাখতে রাজী নহেন। লরেল সত্বরই সমর্থ হয়ে বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। সে বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে থেকেই প্রত্যেক দিন কিছু সময় কাটাবে সেক্রেটারীর আনা চিঠিপত্রগুলি পড়ে। কাজকর্মে তার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ সে কাজই ভালবাসে। সে বার বার একথাই বললে, এতে তার কিছু ভাবনার নেই। নতুন শিশুকেও তার লালন করতে হবে, বড়টিকেও করেছে। এটা সে করবে তার নিজস্ব ধর্ম হিসেবে—মার নিজের সন্তানকে লালনপালন করার সে পক্ষপাতী। এজন্যে তাকে কাজকর্ম দেখার সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হচ্ছে।

আবার জীবন হয়ে এল নিয়মিত। শৃঙ্খলার অধীন। তাঁরা দু'জনেই সময়কে ভাগ করে নিলেন বাড়ী আর অফিসের মধ্যে। কদাচিৎ বাইরে কোথাও যেতেন তাঁরা। উৎকৃষ্ট ইঁদুর ধরার কল সম্পর্কে এমার্সনের কথাই সত্য, বিশ্ব-জগৎ ওরই দোরের দিকে পথ করে রেখেছে। তাঁদের কাছে নানা ধরনের লোক সব আসে। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বক্তা বেছে নেন। সব মতবাদ প্রকাশেরই সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু দৃষ্টি রাখা হয় যাতে যে কোন বক্তা যদি কোন বিষয় অস্পষ্ট কিম্বা অনির্দিষ্ট রেখে কোন মন্তব্য করেন তাহলে সেটা প্রশ্ন করে স্পষ্ট করে নেবার চেষ্টা করতে হবে। বক্তাদের আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয় যাতে তিনি নিজেকে প্রশ্নোত্তরের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে পারেন এবং এড়িয়ে যাবার সুযোগ নিতে তাঁর লোভ না হয়।

জেনারেল মার্শাল সম্প্রতি চীন পরিদর্শন করে এসেছেন। বিদেশী আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত চীনের বিবদমান দলগুলিকে ঐক্যমতে আনয়ন করে সেখানে প্রকৃত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্যে চেষ্টা তিনি করেছিলোন। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা চীনের লালেরা স্টালিন-পর্যায়ের কম্যুনিষ্ট নয়। তারা কৃষি-সংস্কারবাদী উদারনৈতিক। ভাল কথা, তাই যদি সত্য হয়, তাহলে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র জাপানে, বৃটেন ভারতে এবং ডাচেরা ইন্দো-

নেশিয়ায় করছে তেমনি সেখানে সকল দলের সম্মিলিত একটি সরকার গঠনে তারা অনিচ্ছুক কেন?

নিউইয়র্কে বিভিন্ন জাতি সমবেত হয়ে অকপটভাবে চেষ্টা করছে বিশ্বের শৃংখলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কেন চায় যে, নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের আগে অ্যাটম বোম পরিহার করা হোক? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, তা'তে স্টালিনকে তাঁর চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে পশ্চিম ইউরোপ এবং গণতান্ত্রিক জগতের উপর আধিপত্যের সুযোগ করে দেওয়া হবে? যুদ্ধের শেষে আমেরিকার প্রায় আশি লক্ষ অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য ছিল। দু'বছরও যায়নি, ইতিমধ্যে প্রায় গোটা বাহিনীকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বিদেশে মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ সৈন্য তার রয়েছে। কেবলমাত্র অ্যাটম বোমই নয়, সমগ্র সুসজ্জিত বাহিনী পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণে স্টালিন রাজী নহেন কেন? তাঁর অধিকৃত মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে প্রকৃত স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে তিনি অসম্মত কেন? কেন লৌহ-যবনিকা ফেলে তিনি কি করছেন তা' বিশ্বের কাছ থেকে গোপন রাখছেন? সর্বোপরি কেন তিনি সমগ্র স্বাধীন জগতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও নিন্দাকুৎসা ছড়াবার কর্মনীতি গ্রহণ করেছেন? বিশেষভাবে কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে এতো ক্রোধ তাঁর—যে আমেরিকা তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদারভাবে সাহায্য করেছে? এ প্রশ্নগুলিই আমেরিকাবাসীর মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। এগুলির উত্তরই তারা চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি।

(২)

মঙ্কের কাছ থেকে একখানা পত্র এসেছে। এখনও বার্লিনে তাদের অধিকৃত অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা অবাধ লুটতরাজ চালাচ্ছে। তথাকার লোকজনদের খাওয়াবার দায়িত্ব তাদেরই, এদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। চারদিক থেকে তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেড়ে আনছে বার্লিনে নিজেদের যে সৈন্যরা রয়েছে তাদের খাওয়াবার জন্যে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন, 'ফার্দিন্যান্ড ভালই করেছে'। ফার্দিন্যান্ড হল ফ্রিট্জ মেইসনারের ছদ্মনাম। ল্যানি ক্রিস্টোফার কলম্বাস আর ফ্রিট্জ রাজা। কিন্তু সেখানে ইসাবেলা নেই, থাকতে পারে না। ল্যানি ফ্রিট্জকে সতর্ক করে দিয়েছেন, এসব গুরুতর ব্যাপারে ভালবাসাবাসির কোন স্থান নেই। এদিকে কোন ন্যাৎসী তরুণীকে সে ভালবাসতে পারে না, আবার কোন সোশ্যালিস্ট মেয়ে তার দিকে ফিরে তাকাবে না।

মঙ্ক ভোলাকিশ্চারবান্ড সম্পর্কে আর কিছুই লিখেন নি। বার্লিনে ফিরে না গেলে ল্যানি এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না। সেখানে গিয়েও তিনি বেশী কিছু না জানতে পারেন। কারণ যদি এমন হয়ে থাকে যে, আরও অনেক লোক জড়িত হয়ে পড়েছে বলে দেখা গেছে তাহলে ফ্রিট্‌জ্‌ বা মঙ্ক কেউই খোলাখুলিভাবে সব কথা বলবেন না। ল্যানি আকাশে উড়িয়েছেন একটি বেলুন, জাহাজ ভাসিছেন সমুদ্রজলে, বাতাস ওগুলিকে কোথায় নিয়ে যাবে তিনিই জানবেন না। নিজের কৌতুহল মেটাবার একমাত্র পথ হচ্ছে আবার নিজেকে ওই কাজটিতে লাগান। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর এখনো নেই। নিউজার্সি এজমেয়ারে থেকে নিজের স্ত্রী ও দু'টি সন্তানকে দেখাশুনাই করবেন আর বেতারে অবিরাম বলতে থাকবেন, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কিন্তু শান্তি নেই। সমগ্র পৃথিবী সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যতো বার হাতে নেবেন সংবাদপত্র, বাড়ীর রেডিওটির চাবী খুলবেন, ততোবারই পাবেন সংঘর্ষের নূতন নূতন সংবাদ। প্রতিদিন দু'বার করে একই বার্তা আসে চিঠিপত্রের বোঝা-বন্দী হয়ে। পত্রলেখদেকর কেউ করে প্রোগ্রামের বক্তৃতায় এটা-ওটা বলা হয়েছে বলে ভর্ৎসনা, কেউ কেউ বিতর্ক বাধায়, উপহাস করে, যুক্তি দেখায়। নিজেদের মধ্যেই মতভেদের সংঘর্ষ এড়ান দায়। যখনই কোন বক্তা নির্বাচন, অথবা কি তিনি বলেছেন বা বলবেন নিয়ে কথা হয়, তখনই হয়তো নানা মুনির নানা মত। এ তর্কও বাধে, তারা কি কড়াকড়িটা বেশী করছেন না কম করছেন?

তারপর ব্যাড পরিবারের অন্তঃপুরে সংঘর্ষ। ধন্যবাদ দান দিবসের অনুষ্ঠানে ল্যানির বিমাতা তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে নিম্নস্বরে তাঁর মেয়ের সম্পর্কে মানসিক অশান্তির কথাটা বলেন। এসথার রেমসেন ব্যাড বেসের মনের কথা বোঝা তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি কম্যুনিষ্ট সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করেন। যতই তিনি পড়েন ততই ধারণায় আসে না তাঁর রক্তের একটি মেয়ে কি করে এমন একটা আদর্শ গ্রহণ করতে পারে, কি করে তার মন পরিপূর্ণ হয় এরূপ ঘৃণায়, যারা তাঁরই স্বদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা রটায় তাদের সঙ্গে তার কি করে মিতালি হয়? এসথার তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন এ নিয়ে, কিন্তু সে কিছুতেই কান দেবে না, এখন বাড়ীতেই পা দেয় না।

এসথারই বলছিলেন, রোব্বিও সুখী নহেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির

লোক। তিনি যখন মন স্থির করে ফেলেন তখন ভয়ানক হয়ে ওঠেন। বেস সংশোধনের অতীত এবং তিনি তার সম্বন্ধে হাত ধুয়ে বসে আছেন। আর যারই দুর্ভাবনা থাকুক না কেন তিনি তার সম্পর্কে বা তার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে এককণাও ভাবেন না। এই তাঁর মুখের কথা। কিন্তু এসথার জানেন, এটাই সত্য নয়। তিনি উগ্র হয়ে উঠেছেন। ওর জন্য তিনি লজ্জিত। হৃদয়ের গোপন অন্তস্তলে বিষাদগ্রস্ত। এসথার চাহেন, ল্যানি একটা কিছু করুক। কিন্তু ল্যানি বলেছিলেন, তাঁর সাধ্যমত তিনি চেষ্টা করে দেখেছেন, কাজ হয়নি।

(৩)

আবার হ্যান্সিও। তাঁর সমস্যাও সমাধানের অতীত। ল্যানি হ্যান্সিকে ভায়ের মতো ভালবাসেন। শিশুকাল থেকে হ্যান্সির বেড়ে-ওঠা লক্ষ্য করেছেন ল্যানি। তাঁর সাফল্য তাঁকে খুশী করেছে, গর্বিত করেছে। হ্যান্সির বিয়েতে তিনি সাহায্য করেছেন। ওই তরুণ দম্পতির সুখের তিনিও অংশভাগী বলে মনে করেছেন। সুখের ঘর এখন ভেঙে পড়ছে, আশা নেই আর একটুও। ভয় হচ্ছে এ ভাঙনে মানসিক শক্তিরও ব্যত্যয় ঘটাবে, এমন কি স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়বে।

বেহালাবাদক একটি ছেলেকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। টাকার জন্যে নয়, কারণ টাকা তাঁর আছে, যা প্রয়োজন তা' উপার্জন করার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। ওই ছেলেটিতে ইহুদি-প্রতিভা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা ছিল, আনন্দের সঙ্গে তাকে দিয়ে যাবেন তাঁর বিদ্যার গুপ্তধনরাজি। এখন অকস্মাৎ তার সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিলেন। হ্যান্সি বললেন তাকে, আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ছেলেটি দুঃখিত ও হতভম্ব হয়ে ল্যানিকে লিখলে, তিনি কি জানেন এর কারণ কি? কোন দোষত্রুটি ঘটেছে কি তার? ল্যানি অনুমান করতে পারেন। হ্যান্সি অন্তরে অন্তরে জর্জরিত, এখন শিক্ষাদানে কিম্বা বাজানোতে তাঁর কোন উৎসাহ নেই। ল্যানি ছেলেটিকে একথা জানাতে পারেন নি, কিন্তু চিঠিখানা তিনি উপেক্ষা করতেও পারেন নি। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যান্সির সঙ্গে দেখা করে কারণটা জানাতে চেষ্টা করবেন।

ল্যানি ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হল এ নিয়ে। তাঁরা কি হ্যান্সিকে

দেওয়া হবে? ওদের দু'জনের একসঙ্গে থাকার অর্থ দুর্দশাকে টেনে নিয়ে যাওয়া। লরেলের তাই দৃঢ় বিশ্বাস, ল্যানি ততো নিশ্চিত নহেন। তাঁর বিশ্বাস বেস এখনও হ্যান্সিকে অন্তরে অন্তরে ভালবাসে। রক্ষণশীল পরিবারের নাতনীর আর সবাকার মতোই অনমনীয় গর্ব রয়েছে। সেও একগুঁয়ে। সে বার বার একথাই বলবে, হ্যান্সির যা বিশ্বাসই থাকুক তাতে সে বাধা দেবেনা, তাকে তা নিয়ে একা থাকতে দিতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সে কেন তাকেও তেমনি নিজের পথে চলতে দেবে না? কিন্তু কথা হল এই যে, সে জানে হ্যান্সি তার আদর্শকে নির্দয়তা ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে। বেস তার নিজের আদর্শকে সমর্থন করবেই। কাজেই সেই সংঘর্ষ চলতেই থাকবে।

লরেল বললে, তার মনে কি আছে, তাতে কি এল গেল। সত্যকথা হল, তারা লড়াই করে চলেছে, লড়াই চলবেও। বেস থামবে না, হ্যান্সিও থামবে না এটা নিশ্চয়। এ অবস্থায় বিয়ের আর কি রইল? তাদের দু'জনকে ছুরি দিয়ে কেটে আলাদা করে দেওয়া উচিত, উচিত বন্ধনটাকে শেষ করে দেওয়া।

ল্যানি ফোনে ডাকলেন হ্যান্সিকে : তাঁর কি নিউইয়র্কে আসার কোন কথা আছে? এলে তাঁদের সাক্ষাৎ হতে পারে। হ্যান্সি জানালেন, পরদিনই তিনি আসছেন। কোন্ গাড়ীতে আসছেন তাও জানালেন। ল্যানি গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিন্যালে তাঁর সঙ্গে মিলবেন। গাড়ী রাখার জায়গা পাওয়া অসম্ভব। তাই হ্যান্সি একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট বাইরে যাবার পথের মুখে থাকবেন। ল্যানি তাঁকে তুলে নেবেন।

(৪)

হ্যান্সিকে নিয়ে ল্যানি মোটর চালিয়ে গেলেন সেন্ট্রাল পার্কের দিকে। ওটাই একমাত্র জায়গা যেখানে যানবাহনের ভিড়টা অপেক্ষাকৃত অল্প। ল্যানি ছাত্রের পত্রখানির কথা তুললেন। উত্তর পেলেন : আমি এমন অবসাদগ্রস্ত ল্যানি, আমার পক্ষে কাউকে কিছু শিখান সম্ভব নয়, সত্য বলতে কি কিছুই করা সম্ভব নয়।

আমারও তাই মনে হয়েছিল হ্যান্সি। নিশ্চয়ই এভাবে আর চলতে পারে না।

আমিও জানি। তাই মন স্থির করে ফেলেছি।

এ উত্তরই ল্যানি প্রত্যাশা করছিলেন। পরেই যে শব্দটি আসছে তাও তার

কল্পনায় ছিল, 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' অথবা 'ছাড়াছাড়ি'। কিন্তু হ্যান্সি যা বললেন, তা অন্যরকম। ল্যানি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তা শুনে। তিনি মোটর-খানাকে রাস্তার একপাশে নিয়ে থামিয়ে বন্ধুর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন। হ্যান্সি বললেন : আমি স্থির করেছি বেসকেই অনুসরণ করব, কম্যুনিষ্ট হব।

হা ভগবান! হ্যান্সি, ল্যানি বললেন, এটা কি সত্য?

আমি সব দিক থেকে বিষয়টা ভেবে দেখেছি। এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। আমাদের বিয়েটা অমনি ভেঙেগ দিতে পারি না। বেস ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি তাকে ছেড়ে একা থাকতে, কিন্তু দেখলাম তা পারি না।

কিন্তু হ্যান্সি, কি করে তুমি এ অভিনয় করবে, তুমি অভিনেতা নও?

আমি তো অভিনয় করতে চাই না ল্যানি, আমি সত্যি কম্যুনিষ্ট হব। বেসের যুক্তি শুনেছি, মনে বিশ্বাস জন্মেছে সেই সত্য। অন্ততঃ আমার সম্পর্কে সে সত্য। আমি সর্বদাই কম্যুনিস্ট এবং সত্য করে কম্যুনিজমই আমি চাই। প্রশ্ন হল কোন্ পথে পাব। আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে বেস বেশী বোঝে। সে বছরের পর বছর ধরে সমস্যাটা লক্ষ্য করেছে, অনুভব করেছে। আমি জড়িত হয়ে ছিলাম শুধু গান-বাজনা নিয়ে। তাকে একজন অভিজ্ঞ বলে গ্রহণ করাটা আমি অন্যায় বলে মনে করি না।

ল্যানি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। বিব্রতও। তাঁর এই বহুদিনের বন্ধুটির কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়ের সুর। তাঁকে বাধা দিতে ইতঃস্তত করতে লাগলেন ল্যানি। এটা তাঁর একান্ত নিজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। ল্যানি শুধু বললেন, কিন্তু তোমার ছেলেরা!

তাদের সম্বন্ধে আমি এই ঠিক করেছি : হয় তারা একটি ঝগড়াটে পরি-বারে থেকে বড়ো হবে—তাদের মা আর বাবা অবিরাম কলহ করে চলবেন অথবা তারা তাদের মার যে বিশ্বাসে অবিচল শ্রদ্ধা তারই মাঝে মানুষ হবে। বেস সম্মতি দিয়েছে, যখন তারা বড় হয়ে নিজেরা বিচার-বিবেচনা করতে পারবে, তখন তারা নিজেরাই পথ বেছে নেবে। সে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করবে না।

ল্যানি বলতে চাইছিলেন, তোমাকে যেমন করেছে বেস তাদের মনের ওপর তেমনি প্রভাব বিস্তার করবে। বেস বলেছিল, ব্যক্তি কোন প্রশ্ন নয়, কিন্তু ল্যানি জানেন যে, সেই ব্যক্তিরা যেখানে তারই ছেলে সেখানে প্রশ্ন থাকবে

বৈ কি? সে নিশ্চয়ই দেখবে, সে নিজে যে নূতন জগৎ গড়তে চাইছে সেখানে যাতে তারা ঠিক ঠিক খাপ খেয়ে যায়।

যাক্, ল্যানি দেখলেন তর্ক করা বৃথা। হ্যান্সির বছরের পর বছর কেটেছে এ নিয়ে সংগ্রাম করে। তারপর একটা সিদ্ধান্তে পোঁছা গেছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে একটি লোকের নিজের মন বুঝবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই জন্মায়। ল্যানি আবার মোটর চালাতে লাগলেন।

মোটর থামিয়ে থাকাটা যেন কর্কশ সমালোচনার মত। আস্তে আস্তে পথ চলছিলেন তাঁরা। যতদূর সম্ভব গতানুগতিক স্বরে ল্যানি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি পার্টিতে যোগ দিচ্ছ হ্যান্সি?

আমি সদস্য হবার জন্যে আবেদন করেছি। অবশ্য আমাকে পার্টিতে নিতে কিছু সময় লাগবে। তারা স্বভাবতই আমার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে।

আমিও তাই মনে করি। তুমি খোলাখুলি আক্রমণ করতে তাদের।

বেসেরও সন্দেহ ছিল। আমার ধারণা, আমি যে অকপট এ ধারণা তার জন্মাতে পেরেছি। এখন সে খুশী হয়েছে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমার সঙ্গে বাজনায় যোগ দেবে।

মনে হচ্ছে পার্টির জন্যে তুমি কনসার্টের আয়োজন করবে : যথাসাধ্য কণ্ঠটাকে কৌতুক-মুক্ত রাখতে চেষ্টা করলেন ল্যানি।

নিশ্চয়ই। এটাই একমাত্র পথ, যাতে আমি তাদের সাহায্য করতে পারি। তাদের টাকার প্রয়োজন।

তুমি কি আমাদের পরিবারের সবাইকে জানাবে একথা?

জানাতেই হবে। তাঁরা পছন্দ করবেন না, তবে তাঁরা সয়ে নেবেন এটা। ল্যানি এর জন্যে তোমার আমাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

হায় ভাগ্য, না, একথা তুমি চিন্তা করো না। ল্যানি ত্বরিত উত্তর দিলেন : আমরা তোমাকে কখনো ঘৃণা করতে পারি না। অবশ্য আমরা দুঃখিত, আমাদের আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র এতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। বেসের কথা তুমি জান।

তুমি বুঝতেই পার, আমার উপায় ছিল না। বেস আমারই একটী অংশ, তাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কুড়ি বছরেরও আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার জীবনের অর্ধেক কেটেছে তাকে নিয়ে। আমার সমস্ত দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, আমি সইতে পারছিলাম না।

ভালই করেছ হ্যান্সি, আমি বুঝতে পেরেছি। তবে বেসের মত উগ্র না

হতে চেষ্টা করো। তুমি জান, এটা তোমার স্বভাব নয়।

বেস রাজনীতিতে ডুবে আছে। আমি কখনও তা করব না। সেও রাজী হয়েছে তা' প্রত্যাশা করবে না। আমার চিন্তা এই যে, তুমি আর লরেল আমাকে ঘৃণা করবে।

এমন কথা মনেও এনো না হ্যান্সি। এটা নিয়ে যদি তুমি কেবলই ভাবতে থাক, তাহলে তুমি আমাদেরই পীড়া দেবে। বেসের বেলাও তাই ঘটেছিল। আমরা যার যার পথে চলব, যা নিয়ে আমরা একমত হব না তা নিয়ে তর্কও করব না।

ল্যানি একথা বললেন সত্য কিন্তু তিনি জানতেন অকপট নহেন। তিনি অনুকম্পা বোধ করছিলেন, ঘৃণাও : একটী লোক যে কোন কিছুর জন্য এমন কি দাম্পত্য ভালবাসার জন্য জীবনের আদর্শ ত্যাগ করল? হ্যান্সি সবই জানে, যুক্তিতর্ক সর্বকিছু। অথচ যৌন আবেগ চরিতার্থের জন্য নিজের মনকে সে চাপা দিল। এটা জানা কথা, কম্যুনিষ্টরা তাদের তরুণীদের লাগিয়ে দেয় বাঞ্ছিত লোকদের দলে ভিড়াবার জন্যে। কিই বা তেমন প্রভেদ—এক্ষেত্রে মেয়েটী আইনতঃ বিয়েকরা স্ত্রী হলেও? লোকটার মন ও চরিত্রের ওপর প্রভাবটা সমান ভাবেই পড়েছে।

ল্যানির মনে হল : হ্যান্সি অসহনীয় হয়ে উঠবে। তার সংগে আর কথা বলার ইচ্ছে হবে না। একে একে সব অন্তরংগ বন্ধুরা দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথম কুর্ট মেইসনার, এখন হ্যান্সি রবীন। প্রায় একই ব্যাপার। আগে হিটলারবাদের প্রতি ছিল বিতৃষ্ণা, এখন আরো হয়েছে ষ্ট্যালিনবাদে। আগের কুর্ট আর বেঁচে নেই, সেই হ্যান্সিও আর রইল না। তার পর কে?

•

(৫)

বাড়ীতে ফিরে এলেন ল্যানি। লরেল এখন বিছানায় পড়ে আছে, চার পাশে ডাকের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপির স্তূপ। তিনি তার কাছে হ্যান্সির ব্যাপারটা জানাতেই সে সব কাগজপত্র রেখে বিষন্নকাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল : হায় ভগবান! ল্যানি, এটা কি সত্যি?

ল্যানি তাঁদের কথাবার্তার সর্বকিছু বললেন লরেলের কাছে। বর্ণনা শেষে চেয়ে দেখলেন তার চোখ দুটীতে অশ্রু টলটল করছে।

লরেল বিষাদপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল : হায় হতভাগ্য! সুখ নেই তার

জীবনে। সম্পূর্ণ দুর্ভাগা হয়ে দাঁড়াবে সে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, অপরাধের ভারে নুয়ে পড়বে। সে একেবারে একাকী হয়ে থাকবে। ল্যানি, আমরা এ হতে দিতে পারি না।

ল্যানি বললেন, প্রিয়তমে, হ্যান্সি সবই জানে। আমরা যা জানি কিছুই তার অজানা নয়। তার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই কিছু। সে তার পথ বেছে নিয়েছে। বেসকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

লরেল উত্তর দিল, সে তার সঙ্গে থাকতে পারে না, কম্যুনিষ্টদের নিয়ে চলতে পারে না। আমি তাকে খুব জানি, একথা আমি মানি না। এটা বড় ভীষণ ল্যানি। এটা একটা কেলেঙ্কারী।

ল্যানি বললেন, আমার সন্দেহ নেই দুদিন সবুর করলেই দেখতে পাবে ডেইলী ওয়ার্কারে অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী তার সংবাদ বেরিয়েছে। সে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বাদক হয়ে দাঁড়াবে, যেমন পল রোবসন হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক আর হাওয়ার্ড ফাউষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

এবং হ্যান্সি আমাদের বলবে সোসিয়্যাল ফ্যাসিষ্ট। লরেল বলল : আমাদের বন্ধুত্বের এই শেষ! ল্যানি, মার্ক্সিষ্ট মতবাদের ভয়াবহ মোহের এটা আর একটা দৃষ্টান্ত।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ—ডায়েকটিকেল মেটিরিয়েলিজম। ল্যানি বললেন : এখন ইউরোপে এটাকে 'ডায়ামেট' বলা হচ্ছে।

মানুষের মনকে এটা হিপনটাইজ করে ফেলে, লরেলের অভিমত : আমরা যেমন হিপনটাইজড মোরগ দেখেছি। তাকে চিৎ করে মাটীতে আঁকা একটা লাইনের ওপর মেরুদণ্ডটা চেপে দেবার পর সে আর সে লাইন ছেড়ে যেতে পারে না।

হেসে বললেন ল্যানি, পার্টি লাইন। ধনবাদীরা তাদের ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছে এবং তা রক্ষা করবার জন্যে লড়াই করছে। উঠন্ত প্রলেতারেটরা তাদের বিরুদ্ধতা করছে, ক্ষমতা কেড়ে আনছে এবং এই কাড়াকাড়ি থেকে জন্ম নিচ্ছে নূতন সমাজ। থেসিস, এণ্টিথেসিস, সিনথেসিস।

ল্যানি এ কথাগুলি প্রায়ই বলেন।

আর লরেল বলে : আর এ থেকে উদ্ভব হচ্ছে জঘন্যতম ক্ষমতার অপব্যবহার, যা আধুনিক যুগে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

ল্যানি মন্তব্য করলেন : রাশিয়ার স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে মার্ক্স ভয়

করতেন। তিনি এও স্বীকার করেছিলেন যে, এংলো-সেক্সন ও স্কেণ্ডি-নেভিয়ানরা হিংসার আশ্রয় না নিয়েই গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লিখেছিলেন, তিনি মার্ক্সিষ্ট নহেন। কাজেই এখন সোভিয়েটরাই সাইমন-পবিত্র মার্ক্সিষ্ট। তারা এখন মার্ক্সের বইয়ে কাঁচি চালাচ্ছে এবং গোঁড়ামীভরা অংশগুলি বেছে বেছে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে।

লরেল ফেটে পড়ল : এই আবার, সেই ষ্ট্যালিন। লোকটী আমাদের পরম বন্ধুকে চুরি করে নিয়েছে।

ল্যানি স্বীকার করলেন : এটা তার একটা মস্তবড় জয়। আমাদের ইংরেজের মতো আশা পোষণ করতে হবে। তারা সব যুদ্ধে হেরে শেষ যুদ্ধে জয় করে।

কিছু সময় থেমে আবার বললেন : কিন্তু লরেল, ডাক্তারের আদেশ মনে আছে তো, তোমার উত্তেজিত হওয়া চলবে না। ভুলে যেয়োনা যেন যে তুমি সম্প্রতি এবাড়ীর অন্তঃপুরে দুগ্ধকেন্দ্র।

সে তার হাতঘড়ির দিকে চাইল। বলল : গিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে এসো তো।

(৬)

সত্যই বেরিয়ে গেল ডেইলী ওয়ার্কারের রবিবারের সংখ্যায় অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী জমকালো সংবাদ। আনন্দ সংবাদ : আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম বাদ্য-প্রতিভা হ্যান্সি রবিন নিজেকে মার্ক্সিষ্ট-লেনিনিষ্ট-ষ্ট্যালিনিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত বলে ঘোষণা করেছেন। সে সংবাদের সঙ্গে ছিল হ্যান্সির প্রতিকৃতিও। সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে হ্যান্সি বলেছেন, বর্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবোধের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছেন, কাস্তে ও হাতুড়ীই হচ্ছে বিশ্বের মেহনতী মানুষের শান্তি ও মুক্তির প্রতীক। প্রসঙ্গক্রমে এটাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, হ্যান্সি ও বহু-দিনের পার্টি-নেত্রী তাঁর একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী বেস রাশিয়া-আমেরিকা বন্ধুত্ব সমিতির সাহায্যার্থে কারনেগী হলে একটী কনসার্টের আয়োজন করেছেন। এটা পড়ে ল্যানি ও লরেল দুজনেরই ধারণা হল, এই শেষ হয়ে গেল, বন্ধুদের তালিকা থেকে হ্যান্সি-বেসের নাম কেটে দিতে হবে। যদি তাদের কেউ দেখা করতে চায় তবে তাঁরা রাজী হবেন কিন্তু নিজেরা আর আমন্ত্রণে এগিয়ে যাবেন না।

এ দুঃখ নীরবেই উদরস্থ করতে হল তাঁদের। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেদের শান্তি প্রোগ্রাম নিয়ে। লরেলকে শিশুটীকে লালন পালন করতে হয় আবার এখন অফিসেও বেরোয় সে। প্রাতঃরাশের পর গিয়ে দুপুরে ফিরে আসে। মোটরে ক'মিনিটের রাস্তা। বিকেলে বিছানায় থেকে থেকেই কাজ-কর্ম করে। বেলা শেষের দিকে সাক্ষাৎকারী ও আপিসের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলে। আবহাওয়া ভাল থাকলে তাঁরা স্বামীস্ত্রী দু'জনে হেঁটেই আপিসে যাতায়াত করেন।

দলের সম্মতি ও পরামর্শ নিয়ে ল্যানিই বক্তা নির্বাচন করেন।

এতে করে লাভ কিছু হচ্ছে কি? নিশ্চয়ই হচ্ছে। তারা সপ্তাহে একদিন করে লক্ষ লক্ষ লোককে বিশ্বসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা শোনাচ্ছেন। সে আলোচনা করছেন দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। অনুরুদ্ধ হয়ে আসেন, অধ্যাপক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, বিখ্যাত লেখক—নরনারীরা। তাঁরা বলেন, কি করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তাঁরা। শান্তি কর্মীরা জানে লোকে কি জান্‌তে চায়, কি তাদের প্রশ্ন। নিত্য তাদের কাছে বহুসংখ্যক পত্র আসে। দেশের সব যায়গা থেকে, পৃথিবীর সর্বত্র থেকেই পত্র আসে। এ আন্দোলনের ফল হবে একটা সুগঠিত অভিমত, যে কোন জরুরী অবস্থার উপলব্ধি ও কর্তব্যের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

(৭)

জো ষ্ট্যালিন তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অব্যাহত গতিতে। তাঁর ক্রেমলিনের বিরাট দুর্গ অথবা ব্ল্যাকসির তীরবর্তী শীতকালীন দুর্গের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। তাঁর পলিটব্যুরো আছে, দলীয় সদস্যরা আছে। তারা তাঁর আদেশ কার্যে পরিণত করে যাচ্ছে। তাঁর বিপুল জালটী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমগ্র বিশ্বে। ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনিবার্যভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, জয়ী হবে প্রত্যাশিতভাবেই সর্বহারারা। ষ্ট্যালিনের আহ্বান, "জেগে ওঠ, যতো অনশন-বন্দীর দল, জেগে ওঠ বিশ্বের দুর্ভাগাদল, ন্যায়ের বজ্র গর্জে উঠুক, নূতন বিশ্ব জন্মলাভ করছে।"

যুদ্ধকালে প্রয়োজন ছিল ষ্ট্যালিনের তাই তিনি ধনবাদী মিত্রপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। পার্টি লাইনের কঠোরতা হ্রাস করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার দু'এক মাসের মধ্যেই অকস্মাৎ বেদনাদায়কভাবে অবস্থার পরিবর্তন

ঘটল। আদেশ ঘোষিত হল সমস্ত বিশ্বের দেশে দেশে শ্রেণীযুদ্ধের। অর্থাৎ হিটলারের তথাকথিত জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েটকে জয়ী হতে যে মিত্ররা সাহায্য করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সমস্ত কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে নূতন করে পার্জ্জ শুরু হল, বোকার মতো যে সব কর্মচারীরা ওই সাময়িক কঠোরতাহ্রাসে বিশ্বাস করেছিল তারা পার্জ্জের কবলে পড়ল।

যুক্তরাষ্ট্রের লোক একটা বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। এখানে কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বিশ্বস্থ সেক্রেটারী ছিলেন, আর্ল ব্রাউডার। ফ্রান্সের একখানি অখ্যাত কম্যুনিষ্ট মাসিক পত্রে একটা প্রবন্ধ বেরুল ডাক্লস নামক একটী লোকের লিখিত। সেই প্রবন্ধে বলা হল, আর্ল ব্রাউডার শ্রমিকদের ও মার্ক্সিষ্ট লেনিনিজমের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। প্রবন্ধটী আমেরিকায়ও পুনঃপ্রকাশিত হল। প্রত্যেকটী কম্যুনিষ্টের কর্ণে পৌঁছল কর্তার কণ্ঠ—ক্রেমলিন কথা বল্‌ছে। রাতারাতি ব্রাউডারবাদ হয়ে দাঁড়াল বিভেদপন্থী কর্মতৎপরতা। ব্রাউডার হয়ে দাঁড়ালেন দলত্যাগী, শ্রেণীশত্রু আমেরিকার একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাঁকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, গোল্লায় পাঠান হল।

পৃথিবীর সর্বত্রই তাই। একটা ঠাণ্ডা লড়াইএর সূচনা করা হয়েছে। গালাগালি কুৎসা রটনার অন্ত নেই। আগের দিনের মিত্র হয়ে দাঁড়াল সোসিয়্যাল ফ্যাসিষ্ট এবং শ্রেণীশত্রু। পৃথিবীর সর্বত্রই শব্দ-তাৎপর্য ওলট পালট হয়ে গেল। গণতন্ত্র হয়ে গেল স্বেচ্ছাতন্ত্র আর স্বেচ্ছাতন্ত্র গণতন্ত্র। দাসত্ব মুক্তি আর মুক্তি দাসত্ব। যতই অদ্ভুত এবং বোধগম্য হোক না কেন বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিষ্টরা মিথ্যা সৃষ্টিতে এবং বার বার একই কথা উচ্চারণে নিয়োজিত হল। শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য, তাই প্রত্যেকটী কম্যুনিষ্ট শান্তির নাম করে, যারা শ্রেণী-সংগ্রামে জয়লাভ না করলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মনে করে তাদের গালাগাল দিতে থাকল। প্রত্যেক কম্যুনিষ্টের কর্তব্য হল প্রতিটী শ্রেণীশত্রুকে ঘৃণা করা। ব্যতিক্রম শুধু দু'একটী বিশেষক্ষেত্রে। শ্রেণীশত্রুদের ভালবাসার ভাঁওতা দিয়ে তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করে কম্যুনিষ্ট পিতৃভূমির সহায়তাকল্পে তাদের নিকট থেকে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার কাজে যারা নিযুক্ত, তাদের বেলাই ব্যতিক্রম।

(৮)

শান্তিদলের আপিসে সেদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যে মেয়েটী ছুরি হাতে বসে বসে ডাকের চিঠির খামগুলি খোলে, সে একখানা চিঠি হাতে করে উপস্থিত হল ল্যানির কামরায়। এসে জানাল, খামের এককোণে ব্যক্তিগত কথাটা লেখা ছিল, কিন্তু সে খাম খুলবার আগে তা লক্ষ্য করেনি। তবে চিঠিখানা খুলে সে পড়েনি।

ল্যানি স্মিতমুখে বললেন, তাতে কি হয়েছে, হয়তো ব্যক্তিগত কিছু এতে নেইও।

মেয়েটী চলে যাবার পর ল্যানি চিঠিখানি হাতে নিয়ে তার ভাঁজ খুললেন। কয়েকটী ভাঁজ করা চিঠিখানা। কাগজে ছয়টী মাত্র শব্দ সন্নিবেশিত ছিল। সংবাদপত্রে যেসব ডিটেকটিভ গল্প বেরোয় সেগুলির পাঠকরা এরকম শব্দ-বিন্যাসের কথা জানেন। কাঁচি দিয়ে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে একটী একটী করে কেটে নেওয়া হয়েছে। তারপর কয়েকটী অক্ষর মিলিয়ে কাগজের ওপর আঁটা দিয়ে অক্ষর জুড়ে শব্দ তৈরী করেছে। শব্দগুলি ছোট্ট এবং শুধু প্রয়োজনীয় শব্দটুকুই আছে। সময়ের অপব্যয় ও অনাবশ্যক হুজ্জতে রাজী নয় লেখক।

ছ'টীমাত্র শব্দ। এক দৃষ্টিতেই পড়া যায়। ল্যানি পড়ে চেয়ে রইলেন কাগজখানার দিকে। তাঁর হৃদয় কয়েকবার অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। তাঁর কপোল ও ললাট হয়ে উঠল রক্তিমাভ।

শব্দগুলি হল : রুশ গুপ্তচরকে সংবাদ সরবরাহ করে বেস।

কোন দস্তখত নেই, কাজেই বেনামী। বেনামী পত্রের প্রতি চোখ না দেওয়াই রীতি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সে-রীতি পালন করা হয় না। এ ক্ষেত্রেও হল না। এই ছয়টি শব্দের সমাবেশে যে বার্তাটি রচিত হয়েছে, সে-বার্তা কয়েক মাস যাবতই ল্যানির কল্পনায় ঘোরাফেরা করছিল। বেসের ওই রহস্য-জনক উধাও হয়ে যাওয়া নিজের মোটরে করে। বাড়ীতে কোন কিছু না জানিয়ে বা না বলেই হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়া। কখনও বা হ্যান্সিকে বলত, পার্টির কাজে যাচ্ছে সে, বক্তৃতা করবে, গঠনকার্য চালাবে, কমিটিগুলির সঙ্গে মিলবে। কি মনে কর, কল্পনা কর! সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র যে গুপ্তচরের জাল পেতেছে, তারই একটি রজ্জু হয়েছে সে। সে গুপ্ত তথ্যসগ্রহ করছে। তা'তে সোভিয়েটের সাহায্য হবে, আমেরিকার হবে অনিষ্ট। সব রকমের দলিল,

চিঠিপত্র, নক্সা, চিত্র, ফরমুলার ফটো, পোল, বাঁধ, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ম্যাপ; সব রকমের সংবাদ—কূটনৈতিক, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করছে এবং সেগুলি মেক্সিকো দিয়ে পাঠাচ্ছে রাশিয়ায়। অথবা বিভিন্ন পোতবন্দরে যেসব রাশিয়ান জাহাজ আছে সেগুলি বহন করে নেবে এসব গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র। অথবা কামটোর্গ ও কনস্যুলেটের যে গুপ্ত কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের চক্র রয়েছে, তারাই এগুলির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবে। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে সোভিয়েটের শত শত লোক রয়েছে।

পত্রখানি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলেন ল্যানি। খামখানা অতি সাধারণ, হাজার হাজার লোক নিত্য যে ধরনের খাম ব্যবহার করে। যে কোন দোকানে লেখার কাগজের যে ধরনের প্যাড কিনতে পাওয়া যায়, তেমনি একটি প্যাডের একখানা কাগজ। যে কোন খবরের কাগজ থেকে অক্ষরগুলি কেটে নেওয়া হয়েছে। ওপরের ঠিকানাটা রুল টেনে পেন্সিল দিয়ে ক্যাপিটেল অক্ষরে লেখা হয়েছে—"ল্যানি ব্যাড, এজমেয়ার, এন, জে। এক কোণে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি। এটা স্পষ্ট যে, লোকটি যতদূর সম্ভব অল্পই লিখতে চেয়েছে। কেবলমাত্র একটি সূত্রই পাওয়া যায়। এন্ অক্ষরটা উল্টো বসান হয়েছে। কাজেই বোঝা যায় লোকটি পাকা লোক নয় এবং বিদেশীও হতে পারে। তবে সে কোনভাবেই ধরা পড়তে চায় না, ধরা পড়াকে ভয় করে।

ল্যানির মনে হল বিভিন্ন লোকের কথা। তারা বেসকে জানে। তাদের বাড়ীর চাকর-বাকর কেউ হতে পারে। অথবা পার্টিরই কেউ, বেসকে সে ঘৃণা করে অথবা ঈর্ষা করে। এটা কোন গুপ্তচরের কার্য নয়, সে বেনামী চিঠি লিখবে না, ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবে।

ল্যানি লরেলের কামরায় গিয়ে তার সেক্রেটারীকে বাইরে পাঠিয়ে চিঠিখানা দিলেন তাকে। তিনি চেয়ে রইলেন লরেলের মুখের দিকে। দেখলেন আতঙ্কে ছেয়ে গেল তার সারামুখ চিঠিখানা পড়তে পড়তে। প্রথম কথাটা তার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, হায় হতভাগ্য হ্যান্সি! ' তারপরই লরেল প্রশ্ন করল : তুমি কি মনে কর হ্যান্সি একথা জানে?

মনে হচ্ছে জানে না। ল্যানি উত্তর দিলেন : পার্টিতে থাকলে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই সে এ কথা জানতে পারবে।

তিনি চিঠিটার ধরন এবং তাঁর মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করলেন। লরেল বলে উঠল, এটা সত্য নাও হতে পারে ল্যানি।

ল্যানি উত্তর দিলেন, অবশ্য না হতে পারে, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তা' মিলে যাচ্ছে। কাজেই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেই হবে।

তুমি এ নিয়ে কি করবে?

আমার কর্তব্য হচ্ছে এফ, বি, আইর নিকট চিঠিখানি দেওয়া।

কি ভয়ানক, তুমি করতে পারবে এটা?

বেসই তো নিজে আমাকে এ অধিকার দিয়েছে। তুমি শোননি তার কথা, ব্যক্তির কোন প্রশ্ন নেই, লক্ষ্যই হচ্ছে আসল? তোমার আমার একটা লক্ষ্য আছে লরেল? তার লক্ষ্যের চেয়ে আমাদেরটা কি কম মূল্যবান যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে গোপন সংগ্রাম চালাবে আর পড়ে পড়ে শুধু মারই খেয়ে যাব?

লরেল ল্যানির কথাই চিন্তা করছিল : তুমি যদি তার সম্বন্ধে রিপোর্ট কর, তাহলে তুমিই কি অশান্তিতে ভুগবে না?

রিপোর্ট না করলেই কি কখনো শান্তি পাব লরেল? আমাদের ঘোরতর শত্রুদের কাছে একদল ষড়যন্ত্রকারী আমাদের সামরিক গুপ্ততথ্য সরবরাহ করে যাবে আমার জ্ঞাতসারেই? যদি পরিণামে যুদ্ধ বাধে তবে আমি জানব যে আমার দেশের হাজার হাজার সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ যুবককে আমিই মৃত্যুর মুখে তুলে দিলাম। সেটার সঙ্গে একটি লোকের তুলনা হতে পারে কিসে, হলই-বা ঘটনাক্রমে সে আমারই পরিবারের লোক?

কোন উত্তর নেই এ প্রশ্নের। লরেল উত্তর দিতে চেষ্টাও করল না। কিন্তু সে আতঙ্ক দমন করতে পারল না : তোমার নিজের বোন সে—এটা বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার ল্যানি। বোনকে ঘৃণা করা—

আমি তাকে ঘৃণা করি না, অনুকম্পা বোধ করি তার জন্যে। কারণ সে কতকগুলি উন্মাদ কল্পনার কাছে নিজের মনকে বিক্রী করে দিয়েছে। নির্মম সেসব ধারণা, তাকেও নির্মম করে তুলেছে। মুক্ত জগতের পক্ষে সেগুলি বিপজ্জনক। তুমি জান কিভাবে তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি, কিভাবে তাকে যুক্তি দেখিয়েছি, তার সঙ্গে তর্ক করেছি, কিন্তু কোন ফলই হয়নি। এর বেশী আমি কি করতে পারি?

তুমি নিজেই কি এ সম্পর্কে তদন্ত করতে পার না?

কিভাবে করা উচিত তুমি মনে কর? সে আমাকে জানে, তার সহযোগীরা সকলেই জানে। আমাকে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তারা যদি

আভাসেও বুঝতে পারে আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছি, তাদের সন্দেহ করছি তাহলে কি হবে তা কি তুমি বুঝতে পারনা? যারা কাজটা করছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং নুতন লোকেরা নিযুক্ত হবে খবর সংগ্রহে। বেস আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা আইনের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্টদের সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে থাকবে। এফ, আই, বি'র লোকেরাই ভাল করে জানে এসব ক্ষেত্রে কি করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য নিজেদের জানা সবকিছু খবরই ওদের জানান। আমরা আমাদের রক্তের সম্পর্কিত জনের বেলা চুপ করে যদি থাকি, এটা হবে অন্ধ-সংস্কারের হাতে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া,—ফলতঃ আমাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া।

কিন্তু ল্যানি, যদি এটা সত্য না হয়?

তাহলে কোন ক্ষতিই হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার এডগার হুভারের লোকেরা কোনরকম মামলা সাজাতে যাবে না। বেস যদি কোন কিছু না করে থাকে, তারাও কিছুই জানবে না।

ল্যানি, এটা তোমার বাবাকে ভয়ানক আঘাত করবে।

আমি জানি, কিন্তু তিনি তা সয়ে যাবেন। তাঁকে বিশ্বাস করতে পার। তিনি একজন প্রাচীন রোমান।

তোমার তাঁর মত নেওয়া উচিত। তাঁকে এ চিঠিখানা দেখান উচিত।

ভাল কথা, আমি তাঁর কাছে চিঠিখানা নিয়ে যাব।

আর সময় নষ্ট করলেন না তাঁরা এ আলোচনায়। ল্যানি ফোন করলেন তাঁর বাবার বাড়ীতে। তাঁর সেক্রেটারী নিউক্যাসেল থেকে জানাল, রোব্বি এখন নিউইয়র্কে আছেন। ল্যানি বললেন, একটা জরুরী কাজে বাবার সংগে দেখা হওয়া দরকার। নিউইয়র্কে তিনি কোথায় আছেন তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করে বের কর। তাঁকে বল, আমাকে যেন তিনি ফোনে ডাকেন।

(৯)

ফোন বেজে উঠল। রোব্বি ব্যাড ডাকছেন ল্যানিকে। তিনি নিউইয়র্ক অপিসে আছেন। ল্যানি বললেন, আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন কি? আপনার সংগে গুরুতর জরুরী ব্যাপারে আমার দেখা করা দরকার।

রোব্বি জানালেন অপেক্ষা করবেন। ল্যানি মোটরে চড়ে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হয়ে গেলেন নিউইয়র্কের দিকে। সারাক্ষণ সেই জনবহুল রাস্তায়ও ল্যানির

মাথায় ঘুরছে বেসের কথা। তিনি পিছিয়ে গেছেন সেই অতীতে। সেই সুন্দর মিষ্টিস্বভাবের মেয়েটি। কতো ভাল লাগত তাকে, কি ছিল আকর্ষণ। সংগীতশিল্পের একনিষ্ঠ ছাত্রী, যাকে নিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। প্যারিতে এমিলি চেষ্টারস্‌ওয়ার্থের ড্রয়িং রুমে হ্যান্স রবিনের বাজনা শুনল সে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল তরুণী বেস। আর এখন একটা গভীর মর্মন্তুদ ব্যাপারের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে সে।

কে যেন অন্তর থেকে বলছে ল্যানিকে, বেস নিশ্চয়ই অপরাধিনী। ঠিক ওই ধরনের মেয়েই সে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই ভীত নয়। সে-ই তার নিজের কর্ত্রী, তার নিজের মোটর আছে, নিজের ইচ্ছায় চলে। সে কারখানা সহরগুলি ও অন্যান্য স্থানে যেতে পারে যখন তখন। মাইক্রো-ফিল্মে করে ছবি তুলে এনে নিউইয়র্কে সোভিয়েট এজেন্টকে দিতে পারে। কি কঠোর কর্তব্য ল্যানির! তিনি কতোবার ইতস্ততঃ করতে লাগলেন রাস্তায়, কিন্তু মোটর ইতস্ততঃ করল না।

হলান্ড ট্যানেল দিয়ে তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছলেন। একটা গ্যারেজে মোটর রেখে ট্যাক্সি নিয়ে গেলেন। ব্যাড আর্লিং এয়ারক্রাফটের অপিসে পৌঁছে তাঁর দেখা হল জোহান্স রবিনের সংগে। কিন্তু তাঁর কাছে গুপ্ত কথা ফাঁস করা চলে না। কিছু সময় কথাবার্তা বললেন তিনি তাঁর সংগে। রোব্বি ডেকে পাঠালেন ল্যানিকে। প্রেসিডেন্টের নিজস্ব কামরায় গিয়ে ল্যানি বললেন : 'এটা আজই পেয়েছি'—বলে তাঁর হাতে দিলেন সেই বেনামী চিঠিখানা।

মুখে একটা বিষাদখিন্নতা নিয়ে রোব্বি পড়লেন চিঠিখানা। ল্যানি জানতেন তাঁর বাবা কি বেদনাই না অনুভব করছেন। কিন্তু কেহই এ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করলেন না।

অবশেষে কথা বললেন রোব্বি : এ সম্পর্কে এর বেশী কিছু জান তুমি?

ল্যানি উত্তর দিলেন : কিছুই না।

তুমি কি করতে চাও?

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আমার কথা যদি শুনতে চান, তাহলে আমার ধারণা এটা এফ, আই, বি'র উইলবার সি পোস্টএর কাছে নিয়ে যাওয়াই হবে আমার অবশ্য কর্তব্য।

ল্যানি যা মনে করেছিলেন, রোব্বির প্রতিক্রিয়া তাই।

রোব্বি বললেন : তুমি যে কর্তব্যপথ বেছে নিতে পেরেছ এতে আমি খুশী হয়েছি। এটা যে তোমার কর্তব্য তা'তে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। দেশের

নিরাপত্তা সর্বাগ্রে।

ল্যানি বললেন, কিন্তু একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হবে।

যাই হোক, আমাদের তার মুখোমুখী দাঁড়াতেই হবে। বেসের সংশোধন হবে না। আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা জানে আমার মত কি। আমি আর কিছু করতে পারি না। তুমি কি লরেলকে একথা জানিয়েছ?

হ্যাঁ। সে আমার সঙ্গে একমত। আর কাকেও একথা জানাতে চাই না। আমার মনে হয় এসথারকে না জানানোও ভাল। অভিযোগটা সত্য নাও হতে পারে। যদি মিথ্যা হয় তাহলে বৃথাই তিনি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ ভোগ করবেন।

আমারও তাই মত। উত্তর দিলেন রোব্বি : তুমি পোল্টের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিও, প্রকৃত তথ্য জানার আগে এখন যেন সংবাদটা প্রচার করা না হয়।

নিশ্চয়ই তিনি তাতে ইতস্ততঃ না করেই সম্মত হবেন। বড়ো বড়ো শিরোনামার ভক্ত নন তাঁরা।

আমি বুঝতে পারছি না, হ্যান্সি এ সম্পর্কে কিছু জানে কিনা। বললেন রোব্বি। তিনি অবশ্য জানেন, হ্যান্সির কম্যুনিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা।

ল্যানি বললেন, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে তাদের কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না, সুতরাং জানবারও উপায় নেই।

বেদনা-কাতর পিতাটী না বলে পারলেন না : তোমার একথা জানা দরকার ল্যানি, এ সবের জন্য তোমার দায়িত্ব অল্প নয়। তুমিই বেসের মাথায় এ সকল রাজনীতির পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।

পুত্র উত্তর দিলেন, আমরা সেসব নিয়ে অনেক আলোচনা করতে পারতাম। বেস যদি আমার কথা বুঝতে না পারে, আমার ধারণার অপপ্রয়োগ করে—সেটা আমি তখন বুঝতে পারি নি অথবা এড়াতেও পারি নি।

তারপর মনে হল, তাঁর বাবা যে ধারণা করে নিয়েছেন, অনেককালই তা' পোষণ করবেন। তাই তিনি ত্বরিতকণ্ঠে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে এ নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমি চিঠিখানা পৌঁছে দিতে চাই। ফলটা আপনাকে ফোনে জানাব। আমাদের একটা কোড থাকা ভাল। বেস হবে ইসাবেলা।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতেও ল্যানির মনে জেগেছে একটুখানি কৌতুক। ক্রিস্টফার কলোম্বাস, ফার্দিনান্ড, অবশেষে একটি ইসাবেলাও।

(১০)

নিউইয়র্কে ব্যাড-আর্লিংএর অফিস থেকে এফ, আই, বি'র ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন অফিস খুব দূরে নয়। ল্যানি হেঁটে চললেন ব্যাস্ত মহানগরীর পথিক-জনতার মধ্য দিয়ে। সবাই ত্রস্ত, আপনাপন কাজের ব্যতিব্যস্ততা সকলের। মৌমাছির চাকের সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। তবে মৌমাছিরা চাক তৈরীর কাজেই ব্যস্ত থাকে, এরা ব্যস্ত নিজের নিজের কাজে। এটা নিয়ে গর্বের অন্ত নেই, বলে এটাই হল আমেরিকান ধরন। বিজ্ঞ অর্থনীতির অধ্যাপকরা এই নীতিই প্রতিষ্ঠা করেছেন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অবাধভাবে নিজের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হয়, তাহলে ম্যাজিকের মতোই সবকিছু সমষ্টির কল্যাণ সাধন করবে। কিন্তু যে করেই হোক, সব সময়ে ম্যাজিকে কোন কাজ হয় না। দুর্দিন আসতে পারে দেশের জনসাধারণের—আতঙ্ক, মান্দা এবং যুদ্ধ আসতে পারে। তখন সহসা দেখা যাবে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক মৌমাছিকে চাকের ভাবনা ভাবতেই হবে।

ল্যানি পথ চলতে চলতে এসব কথাই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু লক্ষ্যস্থানে পেঁৗছে এসব দূরে সরিয়ে রাখলেন। তাঁর ভেতরের বুক-পকেটে এমন একটি জিনিস রয়েছে যেটা পুড়িয়ে পকেটে গর্ত করে দিচ্ছে। সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, গভীরভাবেই চিন্তা করতে হবে।

এফ, বি, আইতে তিনি অপরিচিত আগন্তুক নহেন। তাদের সঙ্গে চাঞ্চল্যকর অভিযানে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। বৃটেনের সঙ্গে তখন হিটলারের যুদ্ধ চলছে, কিন্তু আমেরিকা তখনও যোগ দেয় নি। নিউইয়র্কের একটি রেস্তোরাঁতে ল্যানি হিটলারের একজন এজেণ্টকে দেখতে পান। সে একজন ইংরেজ, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ল্যানি তাঁর স্ত্রীকে লোকটিকে কথাবার্তা বলে আটকে রাখতে বললেন। দক্ষিণী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষে একাজটা অত্যন্ত ভয়ানক। ল্যানি নিজে গেলেন ফোনে এফ, বি, আইর লোকদের রেস্তোঁরায় ডেকে আনতে। ফল হল, চোরাই চালানকারীদের একটি আড্ডা আবিষ্কৃত হল। তারা জার্মানীতে নানা মূল্যবান জিনিস চালান দিচ্ছে। কাজেই ল্যানি নিশ্চিত যে, নিউইয়র্ক আপিসের ভারপ্রাপ্ত স্পেশিয়্যাল এজেণ্ট মিঃ উইলবার সি, পোষ্ট তাঁকে সাদরেই সম্বর্ধনা জানাবেন।

মন্থরগতিতে চলতে চলতে তিনি চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন যাতায়াতকারী লোকদের। তাঁকে জানে এমন লোকের চোখে পড়া বাঞ্ছনীয় নয় যে তিনি ওই

বাড়ীটাতে যাচ্ছেন অথবা তার কাছে-ভিতে ঘোরাফেরা করছেন। যখন তিনি প্রবেশদ্বারের প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছেন এমন সময় দেখলেন একখানি কালো সিডান গাড়ী দ্রুতগতিতে এসে সম্মুখের খালি জায়গাটায় উপস্থিত হয়ে বাঁকটাতে গিয়ে থেমে পড়ল। ত্বরিৎগতিতে দোরটা খুলে গেল। মোটর থেকে অবতরণ করলেন মোটা শক্তসমর্থ দেহধারী একটি লোক। দেহের গঠনটা অনেকটা আইরিশ ধরনের। ল্যানির সামান্যমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, এই লোকটির সংগেই তিনি দেখা করতে চান।

কিন্তু তারপর? ওই ভদ্রলোকের পেছনে নেমে এল আর একটি লোক। যখন সে লোকটির দিকে তাকালেন ল্যানি, তাঁর যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। তাঁর অভিযান-জীবনে কখনো এমনটি ঘটেনি। তিনি অতি সত্বর মুখ ফিরিয়ে নিলেন, যেন বাড়ীটির জানালা দিয়ে তিনি চমৎকার কোন দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি জানালার ধারে গিয়ে তাকাবার ভান করতে লাগলেন। কিন্তু বাঁকা চাউনিতে তিনি দেখতে পেলেন, ভদ্রলোক দু'জন তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘুরানো দরজা দিয়ে ওরা অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর তিনিও দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। লবির অর্ধপথে একটা এলিভেটার অপেক্ষা করছিল। ওরা দুজনে গিয়ে এলিভেটারে চড়লেন। ল্যানি ঠিক অপারেটারের দরজা বন্ধ করার পূর্বমুহূর্তে গিয়ে তা'তে প্রবেশ করে দাঁড়ালেন।

অবশেষে তিনি ছোট্ট বাক্সটিতে ওই দু'জনের একসংগে উপস্থিত আছেন। ল্যানি ইচ্ছা করেই মাথাটা নুইয়ে চোখ দু'টি বন্ধ করে রইলেন যেন প্রার্থনা করছেন। তিনি ওদের তাঁব সংগে কথা বলতে দিতে চান না। কারণ সেখানে আরো লোক আছেন, অপারেটার রয়েছে। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। গন্তব্য তলায় পৌঁছবার পর এলিভেটার থামতেই ওই দুই ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন. ল্যানিও বেরোলেন ঠিক তাঁদের পেছনে। করিডর দিয়ে চলবার সময় তিনি মিঃ পোষ্টের কাছ ঘেঁসে চুপি চুপি বললেন, আপনার অপিসে যাওয়ার আগে কোন কথা বলবেন না।

তাঁরা অভ্যর্থনা-কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মিঃ পোষ্ট অভ্যর্থনা-কারীদের উদ্দেশ্যে একবার মাথা নোয়ালেন, তারপরই করিডর দিয়ে গিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। অন্য ভদ্রলোকটি গেলেন তাঁর পিছু পিছু এবং ওর পেছনে গেলেন ল্যানি। তিনজন কক্ষে প্রবেশ করার পর যখন মিঃ পোষ্ট দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, তখন সময় এল কথা বলবার। ল্যানি বললেন,

আমার বিশ্বাস আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন মিঃ পোষ্ট। ল্যানি ব্যাড।

উত্তর হল : নিশ্চয়ই মিঃ ব্যাড।

তারপর ল্যানি অন্য লোকটির দিকে ফিরে হাসলেন : হ্যালো, হ্যান্সি! তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললনে, কি হে বুড়ো রাসকেল, আমাকে খুব বোকা বানিয়েছিলে, তুমি আমার বুকখানা প্রায় ভেঙেগ দিয়েছিলে।

সত্যাই ল্যানির অন্তরে এমন একটা তোলপাড় উপস্থিত হয়েছিল যে, তিনি চীৎকার করে কেঁদেও উঠতে পারতেন। হ্যান্সি এমন বিস্মিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে, ওদের সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগে সত্য সত্য তাঁর দুচোখ জলে ভরে এসেছিল। এটা যেন পুনর্জন্মের মতো।

ল্যানিই প্রথম আত্মসম্বিৎ ফিরে পলেন। তৃতীয় ব্যক্তিটীর দিকে চেয়ে বললেন, এসব আপনাকে হয়তো ধাঁধায় ফেলেছে মিঃ পোষ্ট। আমার মনে হয় এ চিঠিখানা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন।

ল্যানি নিজের বুক-পকেট থেকে চিঠিখানা নিয়ে পোষ্টের হাতে দিলেন : আমি আজ সকালের ডাকে এখানা পেয়েছি। আপনাকে দেবার জন্যেই সহরে এসেছি।

পোষ্ট খামখানা হাতে নিয়ে দেখলেন। তার মধ্য থেকে কাগজখানা বের করে তিনি একবার চোখ বুলালেন। এই যথেষ্ট। তিনি বললেন : এই ব্যাপার!

ল্যানি বললেন, আমি জানি না আপনি জানেন কিনা যে, হ্যান্সি বরীন আমার ভগ্নিপতি।

হ্যাঁ, মিঃ ব্যাড। তিনি আমাকে একথা বলেছেন।

আমি যখন এ বাড়ীতে প্রবেশ করছি তখন আপনাদের দু'জনকে একসঙেগ দেখতে পাই। তখনই অবস্থাটা বুঝতে পারি। প্রথমেই আমি জানাতে চাই আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। গোপন কাজকর্ম সম্পর্কে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। কি করে এসব চলে তাও আমি জানি। আমার অনুমান যে হ্যান্সিও কিছুকাল আগে এরকম একখানা চিঠি পেয়েছে।

অভিজ্ঞ ও চতুর পোষ্ট সে দিক দিয়ে টোপ গিলতে চাইলেন না : মিঃ ব্যাড, এ চিঠি কে লিখতে পারে এ সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

ল্যানি উত্তর দিলেন, কিছুই ধারণা নেই। কিন্তু 'এন' অক্ষরটা নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন? চারবার এই এন আছে। দুবার আমার নামে, একবার 'এন, জে'তে আর একবার 'পারসনেলে'। এটা 'আই' অক্ষরটীর রাশিয়ান ছাপার অক্ষর। এ থেকে কিছুটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

আপনি কি আর কাকেও এ চিঠিখানা দেখিয়েছেন?

হ্যাঁ, দু'জনকে দেখিয়েছি। প্রথম আমার স্ত্রীকে, তার পরামর্শে আমার প্রয়োজন ছিল। আমার নিজের বোনের বিরুদ্ধে কিছু করতে মন স্থির করা কঠিন হয়েছেলি। যদিও সে আমার বৈমাত্রেয় বোন কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি এসে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াবার আগে পর্যন্ত ছেলেবেলা থেকেই সে আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমাদের দু'জনের দিক থেকেই এটা শোচনীয়।

আর একজন কে?

আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল যে আমি বাবার কাছে চিঠিখানা নিয়ে যাই। এখন তাঁর অপিস থেকেই আসছি। তাঁর পক্ষেও এটা বড়ো কঠিন ব্যাপার, কারণ পরিবারের পক্ষে এ ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে অত্যন্ত মর্মন্তুদ হবে। কিন্তু তিনি কর্তব্য বলে এতে সম্মতি দিয়েছেন। আমিও জানি, আপনিও জানেন, বেনামী চিঠিতে সব সময় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কিন্তু যদি এটা সত্যি হয় আর আমার বোন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে, দেখুন, তা'হলে আপনাকেই এ সম্পর্কে কি করা স্থির করতে হবে। সত্যিই কোন অপরাধ সে করেছে এটার কোন প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত এটা প্রচার করা হবে না এ প্রতিশ্রুতি পাব নিশ্চয়ই?

এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিঃ ব্যাড।

আমি এ ব্যাপারে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। হ্যান্সি এমন দক্ষ অভিনেতা যে, সে কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে তার একথা বিশ্বাস করেছিলাম। আমার স্ত্রী ও আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম, দুঃখের সীমা ছিল না। মনে হয় না যে, সে এখানে বন্দী হয়ে এসেছে।

ল্যানির মুখে ফুটে উঠল হাসি।

না, বন্দী নয় মিঃ ব্যাড।

আমি আবার বলছি, আমি অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি বলে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ঘুনাক্ষরেও আমি কিছু বলব না। আমার স্ত্রীটী এ ব্যাপারে বিচক্ষণতার প্রতিমূর্তি। প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করে রাখতে সে

আমাকে সাহায্য করেছে। কারো সঙ্গে খোস গল্প করবার তার অবসরও নেই। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমি আট বছর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের গুপ্ত এজেণ্ট ছিলাম। আমি শেষ দিনের আগে পর্যন্ত ন্যাৎসীদের বোকা বানিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। সম্প্রতি কোন সরকারী এজেন্সির হয়েও কাজ করছিলাম। সম্ভবতঃ তাঁরা আপনার কাছে খবর নিয়েছেন।

নিতে পারেন মিঃ ব্যাড।

এও মনে হচ্ছে, হ্যান্সি যদি এমন কাউকে পায় যাকে বিশ্বাস করতে পারবে, তাহলে তার পক্ষে কাজ করা সহজ হবে। এমন লোক—যাকে সে অন্তরঙ্গ ভাবে জানে, যার কাছে নৈতিক সমর্থন পাবে। বাবাকে হ্যান্সির কথা বলা উচিত হবে না, তিনি হ্যান্সিকে তেমন ভাল করে জানেন না। তবে আমার মনে হয় আমার স্ত্রীর জানা উচিত। তার অজ্ঞাতে আমার পক্ষে হ্যান্সির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কঠিন হবে। এটাও শক্ত হবে, হ্যান্সি কম্যুনিষ্ট এ ভুল ধারণা তার কাছে চালিয়ে যাব। আমরা তার সঙ্গে সব সময় সাক্ষাৎ করব না, এ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকব। তার এ আপিসে আসার সময়ের চেয়েও অধিক সতর্ক।

বসুন, মিঃ পোষ্ট বললেন : আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।

(১২)

এবার অনেকখানি ভারমুক্ত চিত্তেই ল্যানি মোটর চালিয়ে ফিরে এলেন এজমেয়ারে সেদিন অপরাহ্নে। লরেল সব শুনে কেঁদে ফেলল, আত্মসম্বরণ করতে পারল না।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলল, ল্যানি, কি যে নিশ্চিন্ত হলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ। কি সৌভাগ্য। আমার মনটাকে ছিঁড়ে ফোঁড়ে মারছিল। বুকটাকে মুচড়ে ফেলছিলাম। হ্যান্সির অবস্থাটা কিছুতেই সইতে পারছিলাম না।

ল্যানি জানালেন গুপ্ত কথাটা লরেলকে জানাতে পোষ্ট আপত্তি করেন নি। অবশ্য সে কারো কাছে ইঙ্গিতেও একথা প্রকাশ করবে না। কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত না হলে তারা হ্যান্সির সঙ্গে দেখা করবেন না। হ্যান্সি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন ল্যানি ও লরেলের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না, তারা বেসের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সত্যিকার কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ওদের অবাঞ্ছিত সংসর্গ ত্যাগ করাই উচিত।

বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ল্যানির আর কোন সুযোগ নেই। আভাষে ইঙ্গিতে যতটুকু জানতে পারা গেছে, কিছুদিন পূর্বে হ্যান্সি একখানি বেনামী চিঠি পেয়েছেন। তিনি চোখ রাখতে লাগলেন, অভিযোগটা সত্য কি না পরখ করে নেবার জন্যে। বেসের অনুপস্থিতিতে তার ডেস্কের কাগজপত্র তন্ন তন্ন পড়ে দেখেছেন, তার টেলিফোনের কথাবার্তা কান পেতে শুনেছেন, তা থেকে নানা ইঙ্গিতও পেয়েছেন। তার অনেক চিঠিপত্রও তাপ দিয়ে খুলে দেখেছেন। তা'থেকে যথেষ্টই বোঝা গেছে যে ওই অভিযোগের সত্যিকার কারণ আছে। তার পরই ল্যানি-লরেলের মতোই তাঁর মনেও জেগেছে দ্বন্দ্ব। তিনি অবশেষে স্থির করেন ব্যাপারটা এফ, বি, আইকে জানাতেই হবে। তা'থেকেই তাঁর কম্যুনিষ্ট হওয়ার কল্পনা আসে। তিনি পার্টিতে যোগ দেবেন আর সরকারের গুপ্ত এজেণ্ট রূপে কাজ করে যাবেন। তখন তিনি ল্যানি ও লরেলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন, অ্যাবসালোম নামে। ল্যানি লরেলকে বললেন, বেসের নাম হয়েছে ইসাবেলা। ফার্দিন্যান্ড বা ক্রিষ্টফার কলোম্বাস সম্পর্কে কিছুই বললেন না। পুরাকালের ইসাবেলা ওদের জন্যে তাঁর মুকুটের মণিমাণিক্য পণ রেখেছিলেন।

ল্যানি ব্যাডের চারদিকে যেন একটা জটিলতার জাল। কি দুরূহ! কাকে কি জানান যায় আর জানান যায় না। লরেল মঙ্ককে ভাল করেই জানে। জার্মানীর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পত্র লরেল পড়ে। কিন্তু যেখানে ফার্দিন্যান্ডের উল্লেখ আছে, সেখানে ল্যানি বললেন, ও একটী লোক, মঙ্কের সহকারী, এই পর্যন্তই। রোব্বি জানেন বেস সম্পর্কে এফ, বি, আই তদন্ত করছে এবং সে ইসাবেলা কিন্তু তাঁর ধারণা হ্যান্সিও একজন কম্যুনিষ্ট এবং তাঁর সম্পর্কেও তদন্ত হচ্ছে। শান্তি দলের আর সকলেই জানে হ্যান্সি ও বেস কম্যুনিষ্ট কিন্তু তদন্তের কথা কিছুই জানে না। ওই সঙ্গীত শিল্পীযুগল নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় বিষাদের সুরে, যেন তারা দুজনেই কারাগারে বন্দী অথবা এইমাত্র তাদের মৃত্যু হয়েছে, চিতাশয্যায় তাদের দেহ দু'টী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রতিকূল ঘটনার সুযোগ গ্রহন

(১)

রেডিওতে বক্তৃতা দিতে এলেন চার্লস টি আলষ্টন। তিনি বয়সে বৃদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারী শান্তি সম্মেলনে ল্যানি তাঁর অধীনে কাজ করেছিলেন। বিশ্বরাজনীতির কূটনৈতিক নানা বিষয়ে তিনি তাঁর কাছে শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। এখন তিনি কলেজে ওই রাজনৈতিক বিষয়েরই অধ্যাপনা করছেন। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে কূটনৈতিক শাস্ত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি একজন কর্মঠ ক্ষুদ্রকায় ভদ্রলোক, মুখে পরিপাটী করে ছাঁটা সাদা দাড়ি। ল্যানিকে তিনি তাঁর প্রথম ছাত্ররূপেই দেখেন। ল্যানি মাঝে মাঝে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করেন এটাও তাঁর চেষ্টা। তিনিই তাঁকে রুজভেল্টের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আট বছর পরে ট্রুম্যানের সংগেও।

তিনি অপরাহ্নের মাঝামাঝি সময়ে এসে পেঁাছালেন। বক্তৃতায় কি বলবেন আর কতটুকু বলবেন এ সম্পর্কে আলোচনা করে নিতে চান। তিনি লরেলের কামরায় এসে ল্যানিকে ফোন করলেন। ল্যানি এলেন রিককে সংগে নিয়ে। তাঁরা চারজন সমবেত হলেন আলোচনা-বৈঠকে। একজনই বক্তা আর তিনজন শ্রোতা। কারণ ওঁরা সকলেই মনে করেন আলষ্টন সুপরিজ্ঞাত ব্যক্তি। ষোল বছর তিনি প্রেসিডেন্টের সংগে সংযুক্ত ছিলেন—আলবনীতে রুজভেল্ট যখন গবর্ণর ছিলেন এবং তারপর যখন তিনি প্রেসিডেন্ট হন সেই দীর্ঘ সময়। ভেতরের লোকেদের সকলের সংগে তাঁর পরিচয় আছে।

আলষ্টন অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত উদারপন্থী। তিনি মানবতার বন্ধু। তিনি বলেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুরলংগের সময়ের পর ইউরোপ আর এরূপ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়নি। অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে যখন হুনরা ফ্রান্সে এসেছিল। মানুষের মানসিকতা ও মানবতাবোধের চারদিকে এরকম ফাঁদ পাতা হয়নি আর কখনো। আর কখনো গণ-আন্দোলনের এরূপ আকস্মিক ও ভয়াবহ অধোগতি দেখা যায়নি। যুদ্ধবিধ্বস্ত হৃতসর্বস্ব পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকদের পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তারা আজ

নির্মমতা ও প্রতারণার নরকে ডুবে আছে। ক্রেমলিনের কর্তারা অত্যন্ত নীতি-জ্ঞানহীন, যে আদর্শ তারা প্রচার করে , তার ওপরও সত্যিকার বিশ্বাস নেই। তারা মুখে আন্তর্জাতিকতার কথা বলে কিন্তু বিশ্বাস করে শুধু রাশিয়ানদের আর যাদের নিজেদের আয়ত্তে পেয়েছে তাদের লুটেপুটে নেয়। ক্ষমতা রক্ষা এবং তার প্রসারই তাদের একমাত্র কাম্য এবং এখন মনে করে সমস্ত পৃথিবীর লোক তাদের কৃপার পাত্র। তারা যার কাছে যেমন হওয়া প্রয়োজন তেমনই। আরবদের কাছে মুসলমান, পূর্ব ভারতীয়দের কাছে বুদ্ধ, তারা কোয়েকারস্ ও শান্তি আন্দোলনকারীদের কাছে শান্তিবাদী।

আলষ্টন বললেন, তারা ইটালী ও ফ্রান্সের শোষিত শ্রমিকদের পেয়েছে, তাদের জন্যে তারা মার্চ করছে, গান গাইছে। তারা আমেরিকাকে পেয়েছে অস্ত্রশূন্য ও নিরাশায় মগ্ন। নূতন রিপাবলিকান কংগ্রেসকে কে উদ্বুদ্ধ করবে একশ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে আমেরিকাকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করবার জন্যে? আর একটা যুদ্ধের জন্য আরও এক কোটী আমেরিকান তরুণদের সৈনিক হবার জন্যে এগিয়ে আসতে কে প্রেরণা দেবে? তোমরা কি চাও যে এই শান্তি প্রোগ্রামে এসব প্রশ্নই আমি উত্থাপন করব?

লরেল ক্রেষ্টন ব্যাড অবশ্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন মাত্র সে আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে, তার উত্তেজনা বাঞ্ছনীয় নয়। সে বলল, দেখুন অধ্যাপক আলষ্টন, আপনার সব কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে, তাদের অভিসন্ধির কথা স্বীকার করেও তাদের প্রতিরোধ করবার আর কি কোন ভাল পথ নেই? তারা মিথ্যা দিয়ে শ্রমিকদের মন জয় করেছে। আমরা কি সত্যকথা বলে তাদের জয় করতে পারি না?

কিন্তু মিসেস ব্যাড, ক্রেমলিনের লোকদের কাছে সত্যটা কি? আমি নিশ্চিত বলছি তারা হিটলারের নীতি গ্রহণ করেছে : মিথ্যা যতই বড় হবে, সেটা বিশ্বাস করানো ততই সহজ হবে। তারা মিথ্যা প্রচারে অত্যন্ত বিচক্ষণ। তারা গোটা সরকারী যন্ত্রটা দেশে ও বিদেশের বিজিত জনপদে বার বার তাদের কৌশলময় আবিষ্কারগুলি প্রচারে নিয়োজিত করেছে। অপর পক্ষে আমাদের সরকারের চিরাচরিত নীতি হল সর্বত্র বে-সরকারী প্রচারের ওপর নির্ভর করা। আমাদের প্রচার চলে, জনসাধারণ কি শুনতে চায় তা অনুসরণ করে। কারণ এটাই হচ্ছে কাটতির মূল কথা আর কাটতির ওপরই নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের টাকা।

সত্যকথা অধ্যাপক, কিন্তু এজন্যই আমরা এ শান্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

ধনবাদী পত্রিকাগুলিতে তারা যেসব তথ্য পায় না, আমরা সেসব তথ্যই জানাব।

কিন্তু তোমরা সবাইকে বলছ অস্ত্র ত্যাগ করতে, আমি বলতে চাই মুক্ত জগতের লোক অস্ত্রসজ্জিত হোক।

তারপর বিতর্কে যোগদান করলেন উপস্থিত চারজনই। শান্তিদলের আসল উদ্দেশ্য কি? মুক্ত জগতের লোকদের প্রথমে নিরস্ত্র হতে বলা হবে অথবা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করে সর্বত্র সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হবে? অস্ত্রসজ্জিত হতে বলা হবে কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার করতে বলা হবে না? কম্যুনিস্টদের কি বলা হবে এ অস্ত্রসজ্জা ব্যবহারের জন্যে নয়? যে অস্ত্র তুমি ব্যবহার করবে না, সেগুলির প্রয়োজন কি? অস্ত্রগুলি নিজেরা স্বেচ্ছায় গিয়ে আঘাত করতে পারে না। যতক্ষণ না প্রয়োজনক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের হাতে সেগুলি না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এগুলি মূল্যহীন।

সুইসদের দিকে চেয়ে দেখুন, বলল রিক : তারা তাদের পার্বত্য দেশটিতে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটি লোকের হাতে আছে একটি করে বন্দুক এবং তারা গুলি ছুঁড়তে জানে। তারা পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত, কিন্তু তারা বলে, 'আত্ম-রক্ষার জন্যই আমাদের এ অস্ত্রসজ্জা। আমাদের ঘাটিও না, একা থাকতে দাও, আমাদের দেশে এগিও না, আমাদের অস্ত্রসজ্জায় তোমাদের ভীত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি আমাদের সীমান্তের এপারে পা দাও তাহলে ভয়ের কারণ যথেষ্টই আছে।' এই দৃঢ় অভিমতটা বিশ্বের সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ফল হয়েছে এই যে দু'টি বিশ্বযুদ্ধেও সুইজারল্যান্ডের গায়ে কেউ হাত দেয়নি, তারাও কোন পক্ষে যোগ দেয়নি।

একথা বুঝলাম, বললেন ল্যানি, সুইসদের পার্বত্য দুর্গ রয়েছে এবং তারা মিতব্যয়িতা ও কঠোর কর্মতৎপরতায় দেশকে উন্নত করে তুলেছে। কিন্তু আমাদের দেশটা বিরাট, সমুদ্রতীর বহুদূর বিস্তৃত। আমরা কি বলব, "আমরা একা থাকব, অন্যের যা খুশী ঘটুক আমাদের কি?" কানাডা আর মেক্সিকো সম্পর্কে আমরা কি বলব? আমরা কি বলব পানামা ক্যানেলে যা খুশী ঘটুক আমাদের কিছু যায় আসে না?

আলস্টন বললেন, এ থেকেই আমি আরম্ভ করছি। ওয়াশিংটনে এইমাত্র একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর কাছে জানতে পেরেছি কম্যুনিস্টরা পাঁচ লক্ষ উত্তর কোরিয়ানদের একটি সৈন্যদল গঠন করছে। এখন অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে : আমরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমাদের সৈন্যদল সরিয়ে এনেছি এবং

হতভাগ্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারকে সামান্য কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এসেছি। এ দিয়ে আত্মরক্ষা করা চলতে পারে, আক্রমণ চলবে না। রাশিয়ার শ্রমিকরা এখনো মাত্র নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার মতো মজুরীতে কাজ করছে, জিনিষপত্রের দাম এমন আক্রা যে একজোড়া জুতোর দাম উপার্জনের জন্যে একমাস খাটতে হয়। ইতিমধ্যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলরাস্তাটিতে উত্তর কোরিয়ার জন্যে ট্যাংক, বন্দুককামান, গোলাবারুদ ও তৈলবহনকারী গাড়ীর ভিড় লেগে গেছে। জাহাজে করে মাল-পত্র যাচ্ছে সুয়েজ ক্যানেল এবং ভারত মহাসাগর দিয়ে অথবা হয় সাইবেরিয়ার উত্তরে আর্কটিক সাগর দিয়ে। কে জানে রাশিয়ান জাহাজগুলি কোথায় যাচ্ছে? জমিদার আর মহাজনদের হত্যা করে নিজেদের দেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে উত্তর কোরিয়ার কৃষক তরুণদের দীক্ষিত ও শিক্ষিত করতে অন্ততঃ দু'তিন বছর লাগবে।

তারপর একদিন মধ্যগ্রীষ্মে যখন দেশের মাটি হবে শুষ্ক আর সবকিছু থাকবে প্রস্তুত, তখন সীমান্তে সংঘর্ষের প্ররোচনা সৃষ্টি করা হবে, সোভিয়েট রেডিও পৃথিবীকে শোনাবে, দুর্বৃত্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ধনবাদীরা উত্তর কোরিয়ার স্বাধীন শ্রমিক ও কৃষক রিপাবলিককে আক্রমণ করেছে এবং উত্তর কোরিয়া শ্রমিক ও কৃষক রিপাবলিক সরকার শৌর্যের সঙ্গে স্বদেশের অখণ্ডতার জন্যে সংগ্রাম করছেন। গোটা কোরিয়া অধিকার করতে এক কি দু'মাস সময় লাগবে; তারপর আরো দু'তিন বছর সময় লাগবে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত হতে। সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র জাপান উপসাগরটি উত্তীর্ণ হওয়া। বিশ কি ত্রিশ লক্ষ জাপানী যুদ্ধবন্দী রয়েছে ওদের হাতে। ওদের কম্যুনিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে এই আশ্বাস দিয়ে যে, তারা জাপানের জমিদার ও ধনপতিদের হত্যা করে সেদেশের সম্পদ হস্তগত করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সোভিয়েট সম্ভবতঃ সমগ্র ইউরোপ দখল করার পূর্বেই গোটা এশিয়াটা দখল করতে ইচ্ছা করে। আমার জিজ্ঞাস্য কোন স্তরে গিয়ে আমেরিকার লোকেরা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জাগ্রত হয়ে উঠবে? যাদের তারা "ইয়েলো বেলিস্" বলে তাদের জন্যে কোরিয়ায় কি সানন্দে মরতে যাচ্ছে আমেরিকান যুবকেরা? দক্ষিণ কোরিয়াকে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে উৎসাহভরে কি আমাদের স্বাতন্ত্র্যবাদী কংগ্রেস কোটি কোটি ডলার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করবে?

লরেল জিজ্ঞাসা করলে, আপনি আমাদের কর্তব্য কি মনে করেন? এখনই দক্ষিণ কোরিয়াতে আমরা সৈন্যবাহিনী পাঠাব?

আমি বলব, আমাদের সৈন্যদের আবার অস্ত্রসজ্জিত করে সোজা কথায় কম্যুনিস্টদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য, আর যদি সীমা বাড়াতে চাও তাহলে জাতিসংঘের কাছে বাধা পাবে। আমার বিশ্বাস বিচক্ষণ কূটনৈতিক ব্যবহারে আমরা মুক্ত জগতের দেশগুলির সমর্থন লাভ করব এবং আমাদের উদ্দেশ্য এমন স্পষ্ট করে তুলব যে ভিসিনিস্কি পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস করবেন।

(২)

স্থির হল যে আলষ্টন তাঁর নিজের কথা বেতারে বলবেন, তারপর লরেল তার সঙ্গে তার নিজের কথা যোগ করবে, সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্তব্য মানসিক অস্ত্রও প্রয়োগ করা। ভয়েস্ অব আমেরিকার জন্যে কয়েক হাজার ডলার মঞ্জুরীর বদলে কংগ্রেসের কর্তব্য হবে বহু লক্ষ বরাদ্দ করা। শুধু সর্ট ওয়েভেই নয় জার্মানী ও জাপান থেকে শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক অগ্রগামিতার প্রকৃত অর্থ প্রচার করতে হবে। লোকের কাছে তুলে ধরতে হবে একনায়কত্ব ও এব্রাহাম লিনকনের মহান আদর্শের পার্থক্য : 'জনগণ দ্বারা এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত জনগণের সরকার।'

লরেল বলল, আমাদের পৃথিবীর লোকদের বুঝিয়ে বলতে হবে অবাধ মুক্ত নির্বাচন কাকে বলে, আমাদের দেশে তা কিভাবে পরিচালিত হয়। আমরা বলব, কি করে বৃটিশ ও স্কেন্ডিন্যাভিয়ান দেশগুলি ও সুইজারল্যান্ড এই প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালিত করছে। বলব, যদি সংবাদপত্রেরও কথা বলার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় তাহলেই মাত্র কি করে সত্য মর্যাদা পায়, কি করে গণ-তন্ত্রের এইসব নীতি শিল্পে ও সরকারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অধ্যাপক আলষ্টন বললেন, তোমরা যদি আমাকে শেষের দিকে দশ সেকেন্ড সময় দাও, তাহলে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করব যে, এর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত।

বেতার প্রোগ্রামটা খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়াল। অধ্যাপকের অনেক গোপন তথ্য জানা আছে। তিনি তাঁর অগণিত শ্রোতাদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বললেন যে, তাঁর বিশ্বাস করবার কারণ আছে, সোভিয়েট তাদের কবলিত জার্মান বিজ্ঞানী আর পশ্চিম জগৎ থেকে চুরি-করা গোপন তথ্য দ্বারা অ্যাটম বোমের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, আপনারা শুনছেন দশ বছরের আগে তারা অ্যাটম বোম প্রস্তুত করতে পারবে না, কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তারা দু'তিন বছরের মধ্যেই অ্যাটম বোমের অধিকারী হবে, এবং একদিন তারা এর বিস্ফোরণ ঘটাবে —বিজ্ঞানীরা তাদের যন্ত্রের মারফতে বুঝতে পারবেন যে তা বিস্ফোরিত হয়েছে। তারপর, এই শান্তি প্রচারের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? আমাদের এটা জানবার উপায় নেই যে কতো দ্রুত তারা বোমা প্রস্তুত করতে পারবে। ধরে নিলাম যে, পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে তাদের হল একশটি বোমা, আমাদের হল হাজারটি। তাদের আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশে তাদের অত্যন্ত কর্মতৎপর নিজস্ব পার্টি রয়েছে, তাদের দেশে আমাদের কোন পার্টি নেই। কাজেই আমরা তাদের সম্পর্কে অল্পই জানি, তারা জানে আমাদের প্রায় সবকিছুই। তারা আমাদের সংবাদপত্র, সচিত্র ম্যাগাজিন, টেকনিক্যাল জার্নেল ইত্যাদি পাঠ করতে পারে, যেসব তথ্য তারা গোপন করে রাখে আমাদের সেসব প্রকাশিত হয়। তাদের গুপ্তচরে আমাদের দেশ ভরে গেছে, আমাদের গুপ্তচর যদি তাদের দেশে থাকে তো দু'একজন আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাদের বিবেক আছে, তাদের নেই। কাজেই আমাদের প্রথমে তাদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। তারা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের সমস্ত অবস্থা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করছে যে, আমাদের পঙ্গু করে দেবার জন্যে কোথায় কোথায় ওই একশটি অ্যাটম বোম ফেলতে হবে তা অনায়াসেই ঠিক করতে পারবে। বোমাগুলি ব্যবসায়ী জাহাজে করে অথবা সাবমেরিণে করে নিয়ে আসা যেতে পারে। বোমাগুলি সমুদ্র উপকূলে এমন জায়গায় রেখে দেওয়া যেতে পারে, যেখানে সেগুলি চরম ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবে। অথবা উত্তর রাশিয়ার কোন ঘাঁটি থেকে একশখানি ভারী বোমারু বিমান একদিন রওয়ানা হয়ে উত্তর মেরু পার হয়ে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডেট্রয়েট, চিকাগো, সিট্‌লে, অথবা হ্যানফোর্ড ওয়াশিংটন এবং ওক রিজ টেনেসির দিকে ছুটে আসতে পারে।

তিনি আরও বললেন, যখন এদিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তারা বলে, এভাবে আমরা রাশিয়ার সমস্ত শিল্প ধ্বংস করে দিতে পারি। তা' সত্য, কিন্তু ফল কি হবে? কারখানাগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে ট্যাঙ্ক, বিমান, বন্দুক-কামান তৈরী সম্ভব হবে না, তৈলের শোধনাগারগুলি নষ্ট করে দিলে তৈল পাওয়া যাবে না, রেলওয়ে কেন্দ্র অকেজো হয়ে পড়লে যাতায়াত ব্যবস্থাও

অচল হবে। শিল্প প্রচেষ্টা সেই আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে। যুদ্ধটাও চলবে সেই আদিম প্রথায়। লোকদের যুদ্ধ করতে হবে তলোয়ার হাতে অথবা তীর-ধনুক নিয়ে। সোভিয়েটের সেই বিরাট জনবল রয়েছে। তারা ঐসব আদিম যুগের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেও পারবে। কিন্তু সমুদ্রবন্দরগুলি অ্যাটম বোমায় ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা ইউরোপে তাদের সংগে যুদ্ধ করতে যাব কি করে? সেই আদিম ধরনের পায়ে-হেঁটে চলা বিরাট সৈন্যজনতারই জয় হবে। তারা দেশ জয় করে অধিকার করবে। এইভাবে কম্যুনিষ্টরা সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া দখল করবে। তাদের সেখান থেকে তাড়াবার আমাদের কোন উপায়ই থাকবে না। তারা খাদ কেটে তার মাঝে থাকবে, 'মানব সভ্যতা' সেই গুহা ও সুড়ংগের যুগে ফিরে যাবে। এক্ষেত্রে 'মানবসভ্যতা' বলতে বুঝাচ্ছে বিমান ও বোমা তৈরী, বিষাক্ত বাষ্প ও মারাত্মক বীজাণু উৎপাদন করার ক্ষমতা। সে যুদ্ধ শতবর্ষ পর্যন্ত চলতে পারে—প্রকৃতপক্ষে চিরকালই চলতে থাকবে। সে হবে জীবনের নিত্যসংগী। কারণ, মানুষ নৈতিক দিক থেকে এমন নীচে নেমে যাবে যে, একে অন্যকে বিশ্বাস করা অসম্ভব হবে, এমন কি এ কথাটা ভাবা পর্যন্ত যাবে না।

সমাপ্তি আলোচনায় লরেল বললে, আপনি অত্যন্ত নিরাশাবাদী অধ্যাপক আলষ্টন।

আমি তথ্যের ওপর নির্ভর করতে চাইছি, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন অধ্যাপক : ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত লাভের জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেংগে পড়ছে। আমাদের সে জায়গায় ব্যবহারোপযোগী উৎপাদনে দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা যদি ধনবাদী প্রথাটা চালু রাখবার জন্যে যুদ্ধ করি, তাহলে নির্ঘাত পরাজিত হব। কারণ, এতে আমরা কোন দেশেরই জনসাধারণের সমর্থন পাব না। যুদ্ধের চাপ ও দুঃখ-বেদনায় আমাদের দেশেও একটা বিপ্লব ডেকে আনব। কম্যুনিস্ট একনায়কত্বকে পরাজিত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শিল্পে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। এ পথেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করতে পারি। এটাই একমাত্র উপায়, যাতে আমরা জনগণের সমর্থন অর্জন ও রক্ষা এবং কম্যুনিস্ট এক-নায়কত্বকে পরাজিত করতে পারি।

আর কখনো কোন বক্তৃতার পর এতো রাশি রাশি চিঠিপত্র আসেনি শান্তি-দলের কাছে। প্রথমে যে চিঠিগুলি আসে তার মধ্যে মিঃ ও মিসেস ল্যানি

ব্যাডের নামে "ব্যক্তিগত" চিহ্নিত একখানা চিঠি ছিল। এটা সংক্ষিপ্ত এবং আলোচ্য বিষয়েই সীমাবদ্ধ : "এখানেই শেষ সীমা। তোমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। "বেস"। তার নীচে জার্মান ধরনের হস্তাক্ষরে আরও তিনটি শব্দ : "আমিও একমত, হ্যান্সি।" এই তিনটি অক্ষর ল্যানি ও লরেলকে আনন্দই দিয়েছে। হ্যান্সি যখন কথাগুলি লিখেন তখন তার চোখে যে ক্ষণিক কৌতুকের আভাষ ছিল, তা অনুমান করা যায়। আরো বোঝা যায়, তার স্ত্রীর দৃষ্টির কাছ থেকে তা' গোপন রাখবার সতর্কতা নিশ্চয়ই অবলম্বন করেছিলেন।

(৩)

চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন মাসারিক অল্পস্থায়ী ভ্রমণে এসেছিলেন নিউইয়র্কে। তাঁর ডিনার পার্টিতে ল্যানিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পার্টি দিয়েছিলেন ল্যানিরই একজন পুরাতন প্রচুর বিত্তশালী চিত্র-সংগ্রাহক পৃষ্ঠপোষক। পার্ক এভিনিয়ুতে তাঁর সুরম্য প্রাসাদ। এই বিরাট প্রাসাদটি একেবারে সুউচ্চ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বেড়িয়ে চেয়ে দেখতে পার সমগ্র মহানগরীটিকে। রাত্রে উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধান আলোরেখা আকাশের দুধশুভ্র পথকেও যেন আলোকিত করে রাখে। দিনের বেলা সেখান থেকে দু'টী নদীর যান চলাচল দেখা যায়। এবং দেখা যায় প্রাসাদের একটা গোলকধাঁধা মেঘলোক স্পর্শ করতে চাইছে, কোথাও বা তার গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। এটা একটা স্বপ্নঘেরা নগরী। একটা নিরেট পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে। চব্বিশ ডলার মূল্যের বেসাতির বিনিময়ে রেড ইণ্ডিয়ানস'দের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। তিনশ বছর পর আজ যদি তারা ফিরে এসে দেখে সেকালে কি বাণিজ্যই না করেছিল, মনের ভাব কি হয় তা কল্পনা করতে পার। যদিও এখন নদী দিয়ে যে বাষ্পপোতগুলি চলাচল করে সেগুলি ডিজেইল বা পেট্রল ইঞ্জিনে চলে তথাপি এখনো সেগুলিকে ষ্টীমারই বলা হয়। প্রশস্থ নদীটাতে এখন ছোটবড়ো এরকম ষ্টীমারের ভীড় লেগে আছে। সেকালের হেনরি হাডসন যদি আজ তাঁর ছোট্ট পান্‌সী নৌকা চালিয়ে আসেন সে নদী দিয়ে তাহলে কি দেখবেন?

প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেই পেতলের বোতাম-আঁটা ইউনিফর্ম গায়ে দ্বাররক্ষী এসে মোটরের দোর খুলে সসম্মানে অভ্যাগতকে নিয়ে যাবে সবুজ

মার্বেলের লবীতে। টেলিফোন অপারেটার নাম পাঠাবে ওপরে, তারপর একটি ইউনিফর্মপরা অপারেটার এলিভেটারে করে নিয়ে যাবে সবাইকে ওপরের তলায়। ওপর তলায় বড় বড় ঘর। ইউরোপীয় প্রাচীন প্রাসাদগুলির ধরণে নির্মিত, অবশ্য সমস্ত আধুনিক যুগের উন্নত ব্যবস্থা রয়েছে ঘরগুলিতে। বিজলী বাতি, ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা, বোতাম টিপে অরগ্যানে সংগীত বাজান সবই আছে। টাইলের মেঝে এবং মার্বেলের দেয়াল দেওয়া স্নানের ঘর রয়েছে। তাতে আছে সত্যিকার সোনা ও রূপো দিয়ে কারুকার্য করা স্নানের টাব। বাড়ীর কর্তা এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবেন তাঁর গৃহনির্মাতা শিল্পীর ওপর দোষ চাপিয়ে। চারদিকে পোর্টিকো আর বাগান। উত্তর দিকে গ্রীষ্ম ও দক্ষিণ দিকে শীতকালের জন্যে। মরশুমী ফুল ও গাছপালা আছে বাগানে। একটী গ্রীন হাউসে মাটী ছাড়াই নূতন হাইড্রোপোনিক্স রীতিতে শাকসব্জী ফলান হয়।

ল্যানির কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘরগুলিতে রাখা চিত্রাবলী। ধর্মের কোন স্থান নেই কারণ কর্তা আনন্দ ও সম্ভোগেরই পক্ষপাতী। অধিকাংশই ফরাসী ছবি, সবগুলিই উজ্জ্বল ও সুন্দর। ডেগাস্, সিজেন, ম্যানেট ও মোনেট, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সূর্যরশ্মি, পুষ্পভরা উদ্যান, লিলিতে ভরা সরোবর, ছেলেপেলেরা খেলা করছে, সুন্দরী মেয়েরা স্মিতমুখে চেয়ে আছে। কয়েকখানি চিত্র ল্যানিই জুগিয়েছেন, তিনি খুঁজে বের করেছেন, কেনবার পরামর্শ দিয়েছেন, কিনে দিয়েছেন। দামটা মনে আছে, তিনি নিজে পেয়েছেন শতকরা দশ করে কমিশন।

এই অতি-অভিজাত বাড়ীটীতে, চেকোশ্লোভাকিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন বলে খ্যাত লোকটীর ছেলে জন মাসারিক এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ পিতা মাসারিক দেশ থেকে পালিয়ে এসে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। উড্রো উইলসনের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হয়, মাসারিক হন তার প্রথম প্রেসিডেন্ট। নির্বাসিত অবস্থায় পুত্র মাসারিক জীবিকা অর্জন করেন প্রথমে ইস্পাত কারখানার কর্মীরূপে এবং পরে একটী ছায়াচিত্র গৃহে পিয়ানো বাজিয়ে। সে সময়ের বহু কৌতুকপূর্ণ কাহিনী তিনি বলে থাকেন। এর একটী হচ্ছে "মুক্তির মিষ্টি দেশে" প্রবেশ করবার তাঁর আবেদনপত্র প্রেরণ। তিনি একটী প্রশ্নপত্রে উত্তরের অংশটি পূর্ণ করেছিলেন, 'জাতি'র উত্তরে 'মানুষ'।

মানুষ হিসাবে কথাবার্তায় তিনি চমৎকার। সকলকে তিনি মুগ্ধ করতে পারেন। তিনি গল্প বলে যান, প্রাণ খোলে হাসেন, তাঁর কথাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত রসপূর্ণ, মাঝে মাঝে একটুখানি খোঁচাও তাতে থাকে। তিনি যে মস্তবড় ব্যাঙ্কারের অতিথি হয়েছেন, তাঁকে পর্যন্ত অব্যাহতি দেন না, অথচ তাঁর কাছে সম্ভবতঃ এসেছেন তাঁর দেশের জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে। তিনি বললেন, আপনাকে বোকা বানাতে কাকেও দেবেন না। আপনি অনেক সময়েই ভাববেন লোকটা বোকা, কিন্তু সে ওটার ভান করছে মাত্র, কারণ সে কতটুকু জানে এটা আপনাকে জান্‌তে দিতে চায় না।

ল্যানি যখন প্রশ্ন করলেন, ডিক্টেটারদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি, সহসা তাঁর চোখে একটা পরিহাসের বিদ্যুৎ খেলে গেল : ওহো, আমি তাদের ভালবাসি। বললেন মাসারিক : নিজেই আমি চমৎকার ডিক্টেটার হতে পারি। এই দেখুন— তিনি তাঁর নীচের চোয়ালটাকে বাড়িয়ে দিলেন, দু'টি ঠোঁট বিকট অভিব্যক্তির ভঙ্গীতে সংবদ্ধ করলেন, হাত দু'খানি যুক্ত করে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশ বা তারও বেশী। মাথাটী গোল, অর্ধেকখানি টাক। হঠাৎ ভোজনরত সকলের মনে হল, এই তো দ্বিতীয় ডুসে, মুসোলিনীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সবাই সরবে হেসে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল কর্তার মেয়েটী, আবার করুন, আবার করুন। আবার মুসোলিনী হলেন তিনি, সবাইকে সময় দিলেন চেহারাটা যেন তারা মনে করে রাখে।

কিন্তু এটা হল তাঁর সামাজিক প্রকৃতি। অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে দেখা যাবে তাঁর মুখে গভীর দুঃখ ও বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে। তাঁর অল্পকালের গড়ে-ওঠা দেশটা মারাত্মক বিপন্ন। তিনি দেশের জীবন ভিক্ষা করতে এসেছেন। কম্যুনিষ্টরা তাঁর দেশ অধিকার করেছিল। ইয়াল্টাতে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রবর্তন করে তারা চলে যাবে। দেশটা হবে রিপাব্লিক, দেশের লোক শাসন করবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আর অন্যান্য ইয়াল্টা প্রতিশ্রুতিতে কোন প্রভেদ নেই। সবগুলিই ক্রমান্বয়ে ভঙ্গ করা হচ্ছে। সেই একই পরীক্ষিত কৌশল, জবরদখল আর সন্ত্রাস সৃষ্টি। চেকোস্লোভাকিয়াতে সাতটী রাজনৈতিক দল আছে। বেনেস আর মাসারিকের সমর্থক দলই সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা তাতে সন্তুষ্ট নয়। ভয়াবহ প্রচারকার্য চালাচ্ছে, যখন তখন গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চলছে। এই তরুণ দেশটীর একমাত্র ভরসা সমস্ত তথ্যের প্রকাশ, স্বাধীন জগতের কাছে আবেদন।

জন মাসারিক এখন স্বাধীন জগতে আছেন, এখানেই থেকে যেতেও পারতেন। আমেরিকায় তাঁকে সানন্দেই আশ্রয় দেওয়া হত। কিন্তু তিনি ফিরে যাচ্ছেন—ফিরে যাচ্ছেন অনাড়ম্বরে, কোনরূপ ঢাক ঢোল না পিটিয়েই। এইমাত্রই তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমাকে যেতে হবে।' তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে সত্য প্রকাশের জন্যে আত্মদান করতে যাচ্ছেন। তিনি কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের সকলের পরিচিত। তাঁর কিছু ঘটলে তা গোপন করা চলবে না। ডিনার পার্টিতে তিনি এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। কিন্তু পরে যখন এলিভেটারে নীচে নেমে যাচ্ছেন, তখন ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থা কতোদিন চলবে বলে মনে করেন? তিনি উত্তর দিলেন, বেশী দিন নয় মিঃ ব্যাড। আমার মৃত্যু সংবাদ শুনলেই জানবেন আমাকে হত্যা করা হয়েছে। জানবেন, শেষ এসে গেছে।

ল্যানি সে কথাগুলি কখনও ভুলতে পারেন নি। ষ্ট্যালিন একনায়কত্বকে প্রতিরোধ করবার তাঁর ক্রমবর্ধমান সংকল্পবদ্ধতার সঙ্গে কথাগুলির সম্পর্ক রয়েছে। ওই কথাগুলি উচ্চারণ করবার পর মাসারিকের জীবনের মেয়াদ রয়েছিল এক বছরের সামান্য কিছু বেশী।

(৪)

কোন কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বা কোন বীর পুরুষের সঙ্গে ডিনার পার্টিতে সাক্ষাৎ হওয়াও একটা গেলামেলে অভিজ্ঞতা। এতে বিবেক ও চিন্তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলে। ল্যানি বাড়ীতে ফিরে তাঁর স্ত্রীকে সব কথা বললেন। রিক ও নীনা, শান্তি-দলের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করলেন। কারো মনকে পরিবর্তন করা কঠিন ব্যাপার, অনেকেই তা পারে না। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক, যে লোকটীকে ভাল-বাসি, দীর্ঘকালের পর দেখব সে ক্রমশঃ অধঃপাতে যাচ্ছে এবং এমন পরিণতিতে গিয়ে পেঁাছেছে তাতে শুধু আমার ঘৃণাই উৎপাদন করছে না, ভয়েরও কারণ হচ্ছে। যদি একটী ব্যক্তির পক্ষে তা সত্য হয়, তাহলে একটা গোটা জাতি, একটা সমাজব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায় বিচারের একটা স্বপ্ন এবং পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণের পক্ষে তা অধিকতর সত্য হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের অব্যহতি পরেই চীন থেকে ল্যানি ও লরেল বিমানে মস্কো আসেন। তাঁরা অনেক সোভিয়েট কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁদের দেখা হয়েছে রাশিয়ার বহু সাধারণ লোকের সঙ্গে। তাঁরা দেখেছেন ওরা সদয় ও উদার হৃদয়, বুদ্ধিমান,

বাইরের দেশগুলির সংবাদ জানতে উৎকণ্ঠিত। তাদের আগ্রহ জানতে যে, ন্যাৎসী-ফ্যাসিজম ও তার নির্মমতা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গণতান্ত্রিক দেশগুলি কতটুকু সাহায্য করবে। ল্যানি ও লরেলের কাছে তারাই রাশিয়ার প্রতিনিধিরূপে মনের কথা বলেছে এবং তাঁরা স্থির জেনেছিলেন, তাঁরা ভালবাসেন রাশিয়াকে, তাকে বিশ্বাস করেন, আর বিশ্বাস করেন তার ভবিষ্যতে।

কিন্তু এখন, সব বিশ্বাস তিরোহিত হয়েছে। না, রাশিয়ার লোকগুলি মন্দ নয়, তারা মিথ্যাবাদী নয়, খুনী নয় কিন্তু তারা বেঁচে নেই। তাদের চোখ-গুলি উপড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তারা দেখতে পায় না বিশ্বে কি ঘটছে। কান নেই তাদের, কানের পর্দা ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বে কি হচ্ছে তারা শুনতে পায় না। তাদের জিহ্বা কেটে নেওয়া হয়েছে, তারা বিশ্ব সম্পর্কে কি চিন্তা করে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। তাদের মস্তিষ্ক খুলে নিয়ে সেখানে গাছের মজ্জা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা পৃথিবীর কোনকিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে না। তারা যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা' করতে বলা হচ্ছে তাই করছে, নিজেরা বা নিজেদের জন্যে কিছুই করছে না।

না, রাশিয়া এবং রাশিয়ান দু'টী শব্দের এখন নূতন অর্থ। এটা হচ্ছে, একটা ক্ষুদ্র কর্তার দল, তারা দেশটা এবং সমস্ত ক্ষমতা দখল করে আছে। তারাই দেখে, শুনে, কথা বলে চিন্তা করে। আঠার কোটি লোককে তারা বলে কি বিশ্বাস করতে হবে, আটার কোটী লোক তাই বিশ্বাস করে। লেখকদের তারা বলে ভাল লেখা কি, লেখকেরা তাই লেখে। সঙ্গীত শিল্পীদের তারা যা আদেশ করে তারা সেইগান রচনা করে, গায়, বাজায়। বিজ্ঞানীদের বলে সত্য কি, তারা তাই মেনে নেয়। তারা শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বলে কি শিখাতে হবে, তাই শিখান হয়। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে একটা নূতন ধর্ম, তার নূতন মন্ত্র, নূতন ভগবান—তাঁর নাম ষ্ট্যালিন।

ষ্ট্যালিনের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত প্রতি গৃহে। একশ ফিট উঁচু পর্দায় প্রকাশ্য স্থানে তাঁর প্রতিকৃতি এঁকে রাখা হয়েছে। তিনি বিরাট মহান, সকলের পিতা, চরম কর্তা, সর্বকিছু উত্তম জিনিষের দাতা। তিনি ঈশ্বর, আর কোন ঈশ্বর নেই, সকলের তাঁকে প্রণাম করা কর্তব্য, পুজো করা কর্তব্য। নিত্য যারা তাঁকে প্রণাম করবে, পুজো করবে তারাই বেঁচে থাকবে। যারাই কানে কানেও প্রতিবাদের সুরে ভুলবে, আভাষেও যাদের মনে হবে বিরুদ্ধবাদী, কোন শত্রু এসে

যাদের সম্বন্ধে কানে কানেও করবে এই অভিযোগ, তাদের সকলকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুদূর উত্তর সাইবেরিয়ার দাসশ্রম শিবিরে। সেখানে তারা বাস করবে, দৈনিক বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করবে, অর্ধ অনশনে অর্ধমৃত হয়ে থাকবে। এক বছর কি দু'বছরে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অস্থিত্বহীন। ইতিমধ্যে কি তারা করেছিল. কি ছিল তাদের চিন্তাধারা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় ভাবনা তার আর কোন মূল্যই থাকবে না। আর তারা রাশিয়ার লোক নয়, তাদের গণনার মধ্যে আনা যায় না। এরকম ছিল এক বা দু'কোটী লোক, ত্রিশ বছরে কতো লক্ষ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কেউ অনুমান করতে পারে না।

(৫)

মঙ্কের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন, 'ফার্দিন্যান্ড ভালই করছে।' এটা একটা ফরমূলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর তিনি বলছেন ল্যানিকে, জার্মান জনসাধারণের মনে সে সংগ্রাম চলছে তার কথা। প্রতিদিন এটা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে যে, সোভিয়েটরা জার্মানীর নিজেদের অধিকৃত অংশটীকে কম্যুনিষ্ট রাজ্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর। জার্মানীর অবশিষ্ট অংশ থেকে এই অংশটাকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁবেদার রূপে পরিণত করবে। এমনি করছে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গারীতে ও অন্যান্য দেশে। এটা প্রতিরোধের একমাত্র পন্থা আছে। তা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলের জার্মানদের মধ্যে স্বাধীন জগতের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া। মিথ্যা প্রচারের সোভিয়েট কৌশলকে ব্যর্থ করতে হবে সত্য প্রচার দ্বারা। মিত্র পক্ষের এটা করবার একটী মাত্র যন্ত্রই রয়েছে অত্যন্ত ছোট্ট একটী রেডিও ষ্টেশন—তাতে রয়েছে হাজার ওয়াটের একটী প্রক্ষেপণ যন্ত্র, একটী সামরিক ট্রাকে সেটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বার্লিনে ল্যানি যে সামান্য কয়দিন ছিলেন, সে সময়ে একদিন তিনি যারা ওই বেতার-প্রচার পরিচালনা করে তাদের সংগে দেখা করেছিলেন। দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা সাংবাদিক ছিলেন ওটার পরিচালনায়। ষ্টেশনটীকে বলা হয় আর, আই, এ, এস—আমেরিকান অঞ্চলের বেতারকেন্দ্র। জার্মান ভাষায়ও নামটা দাঁড়াবে, আর, আই, এ, এস। কাজেই দুটি জাতির কাছেই অর্থটা বোধগম্য। অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ সেণ্ট্রেল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটীর প্রয়োজনীয় প্রায় কোন কিছুই নেই। লাইব্রেরী নেই, ফাইল নেই। আমেরিকার সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের উপরই তাদের নির্ভর

করতে হয়। সঙ্গীতের জন্য আছে কয়েকখানা গ্রামোফোন রেকর্ড।

ওখানকার কর্মীরা ল্যানির শান্তি প্রোগ্রামের অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি তাদের কয়েকখানা প্রচারের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন। তারা তার কোন কোন অংশ অনুবাদ করে প্রতি রাত্রের তাদের সাত ঘণ্টাব্যাপী প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। জার্মানদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের উপদেশ দিচ্ছেন মঙ্ক। অন্য একটী নাম নিয়ে তাদের হয়ে বেতারে বক্তৃতাও দিয়েছেন। মঙ্ক জানিয়েছেন এখন তাদের জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পূর্বের জার্মান সৈন্য-বাহিনীর ব্যবহৃত বিশ হাজার ওয়াটের একটী পোর্টেবল ষ্টেশন কাজে লাগান হচ্ছে। একটী অকেজো রাসয়ানিক কারখানায় ষ্টেশন তুলে নেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রামটা দৈনিক বাইশ ঘণ্টা করে চালান হবে। মঙ্ককে তারা ধরেছে তিনি যেন ল্যানিকে বার্লিনে এসে অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্যেও উপদেশ দান ও সহায়তা করতে অনুরোধ করেন।

পররাষ্ট্র বিভাগের ইনফরম্যাশন সার্ভিস ডিভিসনের কাছ থেকে টেলিফোন এল ল্যানির কাছে। আর, আই, এ, এস-এর একজন কর্মচারী চান ব্যাডকে, কিছু আলাপ আলোচনার জন্যে। এখনকার এই দস্তুর। ওয়াশিংটনে বসে থাকবেন আমলারা, তাঁরা যে কোন কাজের জন্য যাকে খুশী ডেকে আনবেন। পুরানো দিনের কথা জানেন, তখন শক্তি কেন্দ্র ছিল ওয়াল ষ্ট্রীটে, ওয়াশিংটনে নয়। সেখানেই ছিল ধনকেন্দ্র। যদি বিশেষ ধরণের কিছু করতে চায় কেউ, তাকে যেতে হবে ওয়ালষ্ট্রীটে, হাতে টুপিটী নিয়ে বসে থাকতে হবে কোন বড় ব্যাঙ্কারের অপিসে। উদ্দেশ্য বর্ণনার পর ব্যাঙ্কারের বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করতে হবে যে ব্যবসায়ে লাভ হবে নিশ্চয়। ব্যাঙ্কার শুধু তাঁর টাকার জামিনই চাইবেন না, লাভেরও একটা অংশ চাইবেন। এখন যেতে হবে ওয়াশিংটনে, আমলাদের সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে ঠিক কোন লোকটীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন।

ল্যানি জানালেন, তিনি যেতে রাজী আছেন। এবার আর লরেল সঙ্গে যাচ্ছে না। কারণ, নূতন শিশুটীকে স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। পথের ধুলো আর হোটেলের কামরার ছোঁয়াচে তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না। মোটরেই যাবেন ল্যানি। বিমানে যাওয়ায় কোন লাভ নেই। নিউ ইয়র্কের বিমান বন্দরে যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছান যাবে ততোক্ষণে ওয়াশিংটনের অর্দ্ধেক রাস্তাই অতিক্রম করা যায়। ফ্রিককে সঙ্গে নিলেন তিনি। তাদের সমস্যা

নিয়ে আলোচনারও এ একটা সুযোগ। তাদের মনের মিল যে হবে তাতে তিনি নিশ্চিত।

ঠাণ্ডা লড়াই নামক বিস্ময়ের ভয়াবহ অবস্থাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। এ যেন দু'জন বক্সার তাদের প্রথম রাউণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছে। তারা একে অন্যের দিকে হাত চালাচ্ছে। ভাবছে প্রতিদ্বন্দ্বী 'আউট' হয়ে গেছে। একে অন্যের কৌশলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। অদ্ভুত ধরণের বক্সিং প্রতিযোগিতা। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীই ক্রমাগত বলছে, তারা লড়াই করতে চায় না, প্রত্যেকেই বাধ্য হচ্ছে অপরের মারাত্মক ভাবভঙ্গীতে আত্মরক্ষার জন্যে চেষ্টা করতে। দৈনিক সংবাদপত্রে জানা গেল আলবানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে আগত রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুর্দান্ত কম্যুনিষ্টদলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গ্রীস আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করছে। এক কি দু'সপ্তাহ পরই ইজাভেস্তিয়া গ্রীসে আমেরিকার সাহায্যদানের নিন্দা ও প্রতিবাদ করল। পাঠ করা গেল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি রক্ষার জন্য সাহায্য পাঠাতে বদ্ধপরিকর বলে জাতি সংঘকে জানিয়েছেন, তারপরই খবর পাওয়া যাবে মিঃ গ্রোমিকো নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছেন আমেরিকার এরূপ কার্য জাতি সংঘের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। পররাষ্ট্র বিভাগ সোভিয়েট ইউনিয়নের হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করে মিত্র পক্ষের কণ্ট্রোল কমিশনকে ব্যবস্থা অবলম্বনে অনুরোধ করেছেন; খবর প্রকাশিত হবার পরই পাঠ করতে হবে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার এই কার্যটাকেই 'অন্যায় হস্তক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন। সেদিনই ল্যানি সংবাদপত্রে পাঠ করলেন, আমেরিকা সরকার স্থির করেছেন তাঁরা 'একাই' দক্ষিণ কোরিয়াতে একটী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। বিস্মৃত হয়ে ভাবলেন তিনি, তাঁদের শান্তি প্রোগ্রামের শ্রোতাদের ক'জন অধ্যাপক আলষ্টনের সেই সুদূরবর্তী দেশ সম্পর্কিত সকর্তবাণীর কথা স্মরণ করবে।

(৬)

নিউজার্সি, এজমেয়ারের বেতার ঘোষককে আর, আই, এ, এস-এর আমেরিকান প্রধানটী খুব সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। তিনি বললেন, মিঃ ব্যাডের কেন্দ্রটী খুব ভাল কাজ করছে, তাদের কাজ এ তুলনায় নগন্য। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর এবং এ অবস্থায় এই নূতন প্রচেষ্টার যতটুকু সম্ভব তারা

করে যাচ্ছেন। আমেরিকায় তা অল্পই সমাদর পাচ্ছে। বার্লিন, যেন একটা দ্বীপ। বিপুল বন্যা ধেয়ে আসছিল তাকে গ্রাস করতে। সেটা চারদিকে পূর্বজার্মানী ও পূর্বজার্মানদের দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত। সামরিক ও শাসন কর্তৃত্বের দিক থেকে পূর্বজার্মান সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট প্রভাবাধীন। তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দিক থেকেও সোভিয়েট প্রভাবে চলে যাবে। তারা কমুনিষ্ট সংবাদপত্র পাঠ করে, রেডিও বার্লিনের প্রচার শুনে। বার্লিনের বৃটিশ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও রেডিও বার্লিন সোভিয়েটরা পরিচালনা করে।

তুলনায় আর, আই, এ, এসের কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু কণ্ঠটা সত্যের কণ্ঠ। বুদ্ধিবৃত্তিতে উপবাসী জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত বহির্জগতের সত্য তথ্য জানিয়ে এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটী বিপুল বেগে সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিঃ ব্যাড তাদের সাহায্য করতে পারেন, কারণ তিনি জার্মানদের জানেন, তাদেরই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। ষ্টেশনের শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রোগ্রামও বহু পরিমাণে প্রসারিত করা হবে। সেগুলিতে আমোদ-প্রমোদ ও যথেষ্ট গানবাজনার ব্যবস্থা করা দরকার। মিঃ ব্যাডকে তাঁরা চান তিনি যেন গিয়ে তাঁদের পরামর্শ দেন। যে জার্মানদের তাঁরা নিযুক্ত করেছেন তাদের সংগে সাক্ষাৎ করে তাদের উপযুক্ততা তিনি বিচার করে দেখবেন। তিনি প্রোগ্রাম শুনবেন, তাতে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁর খরচপত্র দেওয়া হবে এবং তাঁর বেতন—কিন্তু আর, আই, এ, এসের সকলেরই বেতন বেশী নয়।

ল্যানি জানালেন তাঁর নিজস্ব আয় রয়েছে। ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা অদ্ভুত। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যয় আয় থেকে বাদ দেওয়া চলবে, তাতে তাঁর আয়ের ওপর ইনকাম ট্যাক্সের হারটা কমবে। তাই, যদি তিনি আর আই এ এস থেকে কোন বেতন নেন, তাহলে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হবে। ব্যাপার দাঁড়াবে এই যে, আমেরিকার ট্যাক্সদাতাগণ খরচটা দেবে, আর আই এ এসেরও টাকা কিছু বাঁচবে। কর্তাব্যক্তিটি হেসে জানালেন, যে টাকাটা বাঁচবে তা নিশ্চয়ই তাঁরা কাজে লাগাবেন।

(৭)

ল্যানি বাড়ী ফিরে সব কথা জানালেন লরেলকে। সে তার স্বামীকে যেতে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী। সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বার্লিন থেকে নানা লোককে হরণ করে নেওয়া, অনেকের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কাহিনী সে শুনেছে।

কিন্তু ল্যানি বললেন, মাসারিক পর্যন্ত ফিরে গেছেন। এটা এ সংশয়ের ভয়ভাবনার উত্তর। এটাই হল সাহসী ও দৃঢ়সংকল্প লোকের পথ। দুর্বলতা ও ইতস্ততঃ ভাব তাদের পক্ষে লজ্জাকর। তিনি একটি দৃষ্টান্ত, একটি শ্লোগান, কর্তব্যের একটি আহ্বান। মাসারিক সিংহের গুহার একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। অথচ ল্যানি থাকবেন গুহার বাইরে।

শান্তি প্রোগ্রামের দিক থেকে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন ক্ষতি হবে না। রিক একটি লোকের সন্ধান পেয়েছে। সে তাদের জন্য লিখে দেয়, সকলকে সাহায্য করে। স্কুবির বয়স বাড়ছে কর্তব্য কর্ম ভাল করে বুঝে নিচ্ছে। ফ্রান্সেস এখন চিঠিপত্র পড়ে কোনগুলি গতানুগতিক প্রশ্নোত্তরের আর কোনগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় তা' বেছে নিতে পারে। জেরাল্ড ডি গ্রুট ফ্রান্সেসের ব্যাপারে মনের বিষাদটা ঝেড়ে ফেলেছে। তার মা ভ্যাসার কলেজের গ্র্যাজুয়েটিং ক্লাশ থেকে একজনকে বেছে নিয়েছেন। ওই তরুণী মেয়েটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সকলেই চায়। সে এজমেয়ারে এসেছে। মেয়েটি কাজিৎকর্মা। সে কাজে লেগে গেছে, অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট—জেরাল্ডকে নিয়েও খুশী। সুতরাং ল্যানি পূর্ব জার্মানীর এক কোটী আশি লক্ষ লোকের উদ্ধারের জন্যে বিমান-যাত্রা করলেও শান্তি প্রোগ্রাম চলতেই থাকবে।

আবার তিনি নিউফাউন্ডল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড হয়ে দীর্ঘ বিমান-যাত্রায় বেরিয়ে গেলেন। সাধারণ মানচিত্রে দেখা যাবে এ যাত্রাটা ঘুরে যাওয়ার মতো, কিন্তু আসলে এটাই হচ্ছে যথাসম্ভব অল্প সময়ে যাওয়ার রাস্তা। লরেলের এ যাত্রার বিশেষ আতঙ্ক রয়েছে। তার সেই ভয়াবহ স্বপ্ন, ল্যানির ভীষণ দুর্ঘটনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। এবার আর সে স্বপ্ন দেখেনি। তার মানসিক ভাবনা-চিন্তা যেন থেমে রয়েছে, সে সাংসারিক কাজকর্মে, সন্তান পালনে অতি ব্যস্ত। যখন অবসর পেয়ে চিন্তায় মগ্ন হবে তখন সে ক্লান্ত এবং ঘুম এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

... ল্যানি আবার তাঁর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা করে বিমানে গিয়ে চেপে বসলেন। অল্পদিন মাত্র পূর্বে 'প্রেসিডেন্টের এজেন্ট' নামক বইখানা প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা গুপ্ত বিভাগের ও এফ, বি, আইর লোকদের পড়বার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। ল্যানি সেখানা পড়ে নিলেন। তিনি সামরিক বিমানে ততোক্ষণে গিয়ে পৌঁছালেন টেম্পল হেফারফেল্ড-এ। হোটেলে খাবার তাঁর নিজেরই খানের ব্যবস্থা ছিল। পরদিন সকালে তিনি আমেরিকান অঞ্চলে নতুন ও শক্তিমান

র‍্যান্ডফাণ্ডের জনমুখর অফিসে বসে প্রতিষ্ঠাতা দু'টি তরুণ আর একটি তরুণীর মুখে তারই কাহিনী শুনছিলেন।

(৮)

তাদের বক্তব্য হচ্ছে সামরিক ও কূটনৈতিক কর্তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন কাজ। সামরিক বিভাগের লোকেরা একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র আর নিয়মশৃংখলা তথা কায়দামাফিক অভিবাদনের উপর বিশ্বাসী। কূটনৈতিকেরা জানেন কেবল কূটনীতির ব্যবসায়। তাঁরা জানেন শুধু বিস্তারিতভাবে রচিত দলিলের খসড়া-বিনিময়। সে বিনিময় চলে তাঁদেরই মতো উপাধি ও পোষাকধারী কূটনৈতিকদের সংগে, যদিও ওরা ক্রমিকীটের ভাষায় কথা বলে, নৈতিকতায় বর্বর যুগের। নিজেদের বিশেষ বিভাগীয় শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষায় সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিরা বিশ্বাসী নহেন। জনগণের শিক্ষাদানকে তাঁরা বলেন প্রচার-কার্য এবং সেটাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখেন। সংবাদপত্র একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব, আর রেডিও হচ্ছে আধুনিক অনধিকার চর্চা। এই অভিমতের জন্যে যেখানে কোটী কোটী ডলার ব্যয় করা কর্তব্য ছিল, সে স্থলে ব্যয় করছে কয়েক লক্ষ ডলার। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েটকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা দেওয়ায় আমেরিকার লোকদের কাছে এটার মূল্য কতখানি? যদি যুদ্ধ আসেই, তাহলে স্বাধীন জগতের পক্ষে জার্মানদের সমর্থন লাভ আমেরিকার লোকদের কাছে কতখানি প্রয়োজন?

নূতন শত্রু কম্যুনিস্টরা তাদের পুরাতন শত্রু জার্মানদের জয় করতে বদ্ধ-পরিকর। তাদের মুখে আন্তর্জাতিকতা কিন্তু কার্যে সংকীর্ণ জাতীয়তা। তাদের কলাকৌশল হল দস্যুতা ও উপদ্রব, প্রচার হল শ্রমজীবীদের ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। তারা ক্রমাগত জার্মানদের মিথ্যা ও অপপ্রচারের জালে ঘিরে ফেলছে। আর আই এ এসের লোকদের একমাত্র উত্তর হল, সত্য তথ্য। স্বাধীন জগতে বিশেষতঃ আমেরিকার জগতে কি হচ্ছে এ সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ তারা সংগ্রহ করছে। সঙ্গীত, রঙ্গকৌতুক ইত্যাদিও তারা পরিবেশন করে, তবে অধিকাংশই প্রচার করে সোজাসুজি সংবাদ। সোভিয়েটদের প্রচারের সরাসরি উত্তর দান তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাদের ওপর নির্দেশ হচ্ছে শুধু সত্য তথ্য আর অধিকতরভাবে সত্য তথ্য প্রচার।

এডল্ফ্ হিটলার ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর থেকে চোদ্দ বছরব্যাপী যে সুযোগ থেকে জার্মানীর জনসাধারণ বঞ্চিত ছিল, সেই সুযোগ দাও তাদের, সত্য সংবাদ জানাও। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এ যেন স্বর্গের একটি রহস্যদ্বার খুলে দেওয়া। আশ্চর্য, নূতন ও উজ্জ্বলতাভরা স্বর্গ। সেখানে প্রত্যেকে নিজের কৌতুহল মেটাবার জন্যে অবাধে সব কিছু তন্ন তন্ন করে জান্তে পারে। অজ্ঞাত চৌদ্দটি বছরের সভ্যতার ইতিহাস! বিজ্ঞানে, চিকিৎসায় ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নূতন নূতন আবিষ্কার! শিল্পকলা, সংগীত, কাব্য ও কথাসাহিত্যে নূতন সাফল্য। রাজনীতিতে, গণতান্ত্রিকতার ক্রমবিবর্তনে নূতন অগ্রগতি। সর্বোপরি স্বাধীনতা, স্বাধীনতার মূল কথা : অগণিত লোকসমাবেশে উপস্থিত হয়ে নানা বিরুদ্ধ মতবাদের বক্তার মতামত শোনা এমন কি তাদের প্রশ্ন করার অধিকার, অবাধ আলোচনার স্বাধীনতা। এই যে ক্রমোন্নতি, একথাই আর, আই, এ, এস জার্মানদের জানাচ্ছে।

নিউজার্সির এজমেয়ার থেকে ল্যানি ব্যাড এ কাজই করে যাচ্ছেন। তিনি আর, আই, এ, এসকে তাই জানালেন—তাঁদের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের কথা। তাঁরই পরামর্শ মতো প্রতিষ্ঠিত বেতার স্কুল, স্কুল ফাংক। তা থেকে সৃষ্টি হল স্কুল ফাংক-পার্লামেন্টের। জার্মানীর মানুষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দেবার জন্যে এটা উদ্ভাবিত হয়েছে। একটি বেতার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব আছে, ফাংক-ইউনিভারসিট্যাট। যে সমস্ত চিন্তাধারা, থিওরী ও বিশ্বাস কম্যুনিস্টরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে পূর্ব জার্মানীতে, বিদ্যালয়ে যেগুলির স্থান নেই, লাইব্রেরীর বইগুলি থেকেও যা' ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেগুলিই জার্মান ছাত্রদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে। তারা নিজেদের কক্ষে রেডিওর একেবারে কাছ ঘেঁসে বসে, যাতে শব্দটা খুব মৃদু হয়। আর, আই, এ, এসের নীতি হচ্ছে প্রচারকার্যের পূর্বে নিজেদের নাম ঘোষণা না করা। তাদের কোন নির্দিষ্ট কথার ধরন, শ্লোগান বা সংগীতও নেই, যাতে পরিচয় ধরা পড়ে। কি বলা হচ্ছে তা' থেকেই সবাই পরিচয় পাবে। কানে কানেও এ প্রচার শুনতে পাওয়া যেতে পারে, শব্দ উৎপাদন যন্ত্রের এক বা দু'ইঞ্চি দূরে কান পেতে রেখে।

এর ফল পাওয়া যাচ্ছে অল্প দিনেই। সমস্ত জার্মানীতে এখন স্টেশনের লক্ষ লক্ষ বন্ধু। যখনই পারে তখনই তারা আসে। তারা আসে বার্লিনের সোভিয়েট অঞ্চল থেকে, এমন কি জার্মানীর সোভিয়েট এলাকা থেকেও। তারা

জীবন বিপন্ন করে আসে, তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে, আর জানাতে আসে এই স্টেশন এবং বাতাসে ভেসে যায় যে যাদুকরী কণ্ঠস্বর, তার সঙ্গে নিজেদের অন্তরঙ্গতা।

(৯)

আনন্দের সঙ্গেই ল্যানি এই কাজে যোগদান করলেন। তাঁর নিজের রেডিও স্টেশন থেকেই এ ধরনের কাজ চলছে। অবশ্য সেখানে অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁর ভেতর পরিকল্পনার চিন্তাধারায় পূর্ণ। তিনি জার্মানদের ভাল করেই জানেন। তাদের কাছে এগুলি কিরূপ আবেদন জাগাবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। তিনি একটি ছদ্মনাম ধারণ করলেন, হের ফ্রোলিচ্, অর্থাৎ আনন্দপূর্ণ। জার্মান ভাষা তিনি ভালই জানেন। তিনি বললেন তাদের : তিনি জার্মানীর জনসাধারণের একজন পুরাতন বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে তিনি জার্মানদের গুণগ্রাহী, তাদের ভালবাসেন। তিনি নাৎসী আমলের নানা কাহিনী বললেন। বললেন তাদের কথা, বহির্বিশ্বের কাছে যেসব ভয়াবহ লোকগুলি জার্মানীর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক জার্মানের সেই শাসনকালের দিকে অনুরাগের ভাব নিয়ে কথা বলার রেওয়াজ : 'হিটলারের অধীনে আমরা ভাল ছিলাম।' ল্যানি সেই নাৎসীরা কিভাবে ধ্বংসকার্য ও নরহত্যা চালিয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দেন বক্তৃতায়।

তারপর দেশের বহু মূল্যবান সম্পদের কথা। সেই আধুনিক দস্যুদল, স্থলদস্যুদল সে সম্পদগুলি হস্তগত করেছিল। ল্যানি সেই সমস্ত ঐশ্বর্যের বর্ণনা দেন, বলেন, ঐগুলি কোথায় গোপন করে রাখা হয়েছে তার সংবাদ জানালে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। সম্পদগুলি স্পেন অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে যেসব নাৎসী বড়লোকেরা পালিয়ে গেছে তারা রক্ষিতা ও নিজেদের জমিদারীর জন্য সে সম্পদের টাকা ব্যয় করবে।

পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি যেসব জার্মানদের পরিচয় পেয়েছেন, তাদের তাঁর মনে পড়ে। তিনি নানা স্তরের লোকদের জানেন। গৃহ-ভৃত্য ও সোশ্যালিস্ট শ্রমজীবী থেকে আরম্ভ করে উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। কেউবা মরে গেছে, কেউ কেউবা পালিয়ে গেছে বিদেশে। অন্যেরা নাৎসী বন্দীশিবির অথবা রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেনি। অনেকেই দেশে রয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কি যারা নাৎসী, তাদেরও

কাজে লাগান যেতে পারে, যদি তাদের মনের পরিবর্তন ঘটে এবং বক্তৃতা দিতে রাজী হয়। তারা কি বলবে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি সত্যকথা বলে তাহলে তাকে ব্যবহার করা হবে।

আর, আই, এ, এসের ক্রমবর্ধমান কর্মীরা প্রায় সকলেই জার্মান্। হের্ ফ্রোলিচ্ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে আমেরিকান শাসনকর্তার নিকট নিজের মতামত জানান। কম্যুনিস্ট পরিচালিত বার্লিন রেডিও জার্মানদের কাছে অবিরত বলে যাচ্ছে, 'আর, আই, এ, এস সম্পূর্ণভাবে পররাষ্ট্র বিভাগের অর্থে পরিচালিত হয়।' তারই প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আর, আই, এ, এস কথা বলে স্পষ্ট জার্মান সুরে—জার্মানীর স্বার্থে, জার্মান মতামতের দিক থেকে, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার এবং সত্য তথ্য সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ভাষায় জার্মানদের কাছে বক্তব্য পেশ করে। যারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাবার মতো করে এ কাজটা করতে পারে, তাদের শ্রমমূল্যদান সার্থক।

চতুর্থ ভাগ

স্বর্গের সম্মুখেই কেলেঙ্কারী কাণ্ড

দশম পরিচ্ছেদ

স্বর্গদূতদের ক্রন্দন

(১)

মঙ্ক বার্লিনে নেই। এক সপ্তাহ ল্যানির তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সপ্তাহ পরে মঙ্ক ফিরে এলেন। দু'জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হল। মঙ্ক একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করলেন। বলতে তাঁর বাধা ছিল না। পোলিশ পিতামাতার সন্তান একজন আমেরিকান সামরিক কর্মচারী তথাকথিত ক্যাটিন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে অনুমতি নিয়ে কাজে নিযুক্ত হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার যখন পোলান্ড আক্রমণ করে তার পশ্চিম অর্ধাংশ অধিকার করেন, তখন তাঁর আর স্টালিনের মধ্যে কোনরকমের একটা বোঝাপড়া হয়, কারণ স্টালিন বিনা বাধায়ই পূর্ব অর্ধাংশটা অধিকার করে নিলেন। পোলিশ সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বেছে বেছে সৈন্য-বাহিনীর অফিসারদের আলাদা করে ক্যাটিন, ওস্টাসকোভ ও স্টারোবিয়েলস্ক নামক স্থানে তিনটি বিরাট বন্দীশিবিরে স্থানান্তরিত করা হল।

তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দ-পনের হাজার। ১৯৪০-এর এপ্রিলে ওইসব বন্দীশিবিরে ওদের খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। লণ্ডনে নির্বাসিত পোলিশ সরকার ক্রমাগতই চেষ্টা করতে লাগলেন ওদের সংবাদ সংগ্রহ করবার। প্রায় পঞ্চাশটি নোট পাঠালেন রুশ সরকারের নিকট। পোলিশ ও বৃটিশ কূট-নৈতিকেরা মৌখিকভাবে ভিসিনিস্কি ও আরো কয়েকজন সোভিয়েট কর্মচারীর নিকট দাবী পেশ করলেন। মলোটভ ও স্টালিন এবং আরো সোভিয়েট মুখপাত্রগণ মৌখিক বিবৃতি দিলেন, কিন্তু কোন উক্তিতেই অকপট তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

প্রায় দু'বছর পর হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন, হিটলারের সৈন্য-বাহিনী ওই রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল। স্মলেনস্কের

পশ্চিমে ক্যাটিন নামক গভীর অরণ্যে তারা একটি পাইকারী কবরখানা অধিকার করল। সেই কবরের তলায় প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিফর্ম পরিহিত পোলিশ অফিসারের মৃতদেহ গাদাগাদি করে সমাহিত করা হয়েছে। জার্মানী অবশ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করল, ডাঃ গোয়েবেলসের মন্ত্রীদপ্তর এই পাইকারী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য বিশ্বের কাছে দাবী জানাল। একটি আন্তর্জাতিক কমিশন আহ্বান করা হল। জার্মানদের অধীনস্থ আমেরিকান যুদ্ধবন্দী ও ক্যাটিন থেকে আনীত পোলিশ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদেরও তারা নিয়ে আসল। নাৎসীরা এই অভিযোগ আনয়ন করেছিল বিশ্বের কাছে রুশদের হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যে। কিন্তু তারা নিজেরাই কতো হত্যাকাণ্ডের নায়ক। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস জন্মাল যে, এটাও তারাই করেছে।

মঙ্ক বললেন, কিন্তু এখন তো সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। সেই পোলিশ আমেরিকান অফিসারটি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের জবানবন্দী নিচ্ছেন। পোলান্ডে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে এবং ইউরোপে পোলিশ আশ্রয়প্রার্থী অগণিত। এটা যে সোভিয়েটরাই করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। আজ না হোক কাল এটা সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণিত হবে। ১৯৪০এর এপ্রিলে ওদের কবর দেওয়া হয়। পোলিশ অফিসারদের সঙ্গের যেসব সংবাদপত্র একই সঙ্গে কবরস্থ হয়েছিল, তাই ইহা প্রমাণ করে। মৃতদেহগুলি এমন ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছিল এবং কাগজ-পত্রগুলি গায়ের সঙ্গে এমনভাবে লেপ্টে ছিল, সেগুলি পরে কবরে রাখা সম্ভব নয়। অধিকন্তু পোষাকগুলি ছিল শীতকালের ভারী পোষাক। জুলাই মাসে জার্মান বাহিনী যখন সেখানে পৌঁছায় তখন শীতের পোষাক ওদের সঙ্গে থাকবার কথা নয়।

জার্মানরা যখন মৃতদেহগুলি আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীশুদ্ধ লোকদের জানিয়ে দেয় তখন ক্রেমলিন থেকে বলা হয় যে, জার্মান আক্রমণের সময়ে পোলিশ অফিসারদের রাস্তার কাজ করতে পাঠান হয়েছিল। রুশ সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণের কালে তাদের ফেলে আসে। মনে রাখা উচিত যে, মৃতদেহগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পরই তারা একথা বলল। এর আগে একথা কখনো প্রকাশ করা হয়নি যে ওইসব নিরুদ্দিষ্ট লোকগুলি জার্মানদের হাতে পড়েছে। স্টালিনের মতিগতি দুর্বোধ্য নয়। তিনি সাধারণ শ্রমিকদের দাস-শ্রমিক করে রাখতে চান, কিন্তু অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে

চান না। তিনি দেশ অধিকার করে সেটাকে পঙ্গু করে রাখতে চান। বিরুদ্ধতা যেন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। এমন কি স্বাধীনভাবে যেন কেহ চিন্তা করতে না পারে। মধ্য ইউরোপের সমস্ত দেশগুলি সম্পর্কে তাঁর এই উদ্দেশ্য। মানুষের স্বাধিকার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই তিনি তাঁর কর্মপন্থা চালিয়ে যাবেন।

(২)

ফ্রিটজ্ মেইসনার সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন মঙ্ক। ছেলেটি খুব কাজ করছে। কিন্তু সে তার বাবার ব্যাপারে শান্তি পাচ্ছে না। বিবেকের তাড়নায় সে ম্রিয়মান। যাঁকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে তাঁর সঙ্গেই প্রতারণা করছে।

মঙ্ক বললেন, তার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারি। আমিও এমনি অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। আমার বাবা পরিশ্রমী লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর শ্রেণী-চেতনা বস্তুটি ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল জার্মানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরাসরি ভগবানের প্রতিনিধিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন কাইজার উইলহেল্ম। আমি যখন বললাম যে, এরকম কোন ভগবান কোথাও নেই, এটা জার্মান জাতি-গত ঔদ্ধত্যের আবিষ্কার, বাবা তখন আমাকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। সত্যি সত্যি লাথি মেরেছিলেন। জানতাম মা খুব দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। নিজের পথ নিজেকেই আমার দেখতে হল, নিজে নিজেই চিন্তা করতে শিখলাম।

মঙ্ক আরও বললেন যে, তিনি ফ্রিট্জকে তাঁর নিজের কাহিনী বলে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা এতে কিছুটা কাজ হয়েছে। কিন্তু ল্যানি আরো বেশী করে তাকে বুঝাতে পারেন। কারণ তিনি কুর্টকে অন্তরঙ্গ-ভাবে জানেন। তিনি ফ্রিট্জকে একথা বুঝাতে পারেন যে, সে কিছুতেই তার বাবাকে বদলাতে পারবে না। কুর্ট তার ছেলেকে স্কুল ছাড়তে দেয়নি। অন্ততঃ তার স্কুলের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্কুলে থাকতেই হবে। বড়দিনের ও ইস্টারের ছুটিতে সে বাড়ী গিয়েছিল। এ দুবারের যাওয়ার ফলে সে কোন কোন মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেয়েছে।

তাঁর উপরওয়ালার অনুমতি ছাড়া ছেলেটি কি কি প্রমাণ পেয়েছে মঙ্ক ল্যানিকে তা বলতে পারেন না। ল্যানিও না-জানাটাই বেশী পছন্দ করেন। তিনি অবস্থাটা বুঝতে পারেন, এবং বৃথা কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তিনি ক্লান্ত

নহেন। যদি কোন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নামটা দেখতে চান না। তাছাড়া, তিনি না জানতে চাইলে ফ্রিট্‌জ আরো সতর্ক হবে। কোন বন্ধুর কাছে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে কোনকালে তার লোভ হতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা তার কাছে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে।

মঙ্কের সঙ্গে ফ্রিট্‌জের দেখা হলে ল্যানি যে এখানে আছেন, এ সংবাদ সে জানল। তাঁদের মধ্যে গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হল। ছেলেটির বয়েস যেন বেড়ে গেছে, সে অধিকতর গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সে তার বাবার সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই কথা বলল : আমার দুঃখ কি জানেন হের ব্যাড, বাবার মনে সুখ দেখতে পাই না।

ল্যানি বললেন, তাঁর দুঃখের কারণ সম্পর্কে তোমার মনে স্পষ্ট ধারণা হওয়া উচিত। তোমার বাবা একটা অন্যায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িয়েছিল এবং সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। সে নিজের পথে চলতে চেয়েছিল, পারেনি। তাই তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু নিজেকে তুমি প্রশ্ন কর : তার আত্মমর্যাদায় পৃথিবীর কতটুকু আসে যায়? তার বন্ধু ও সহযোগীরা সবাই মারাত্মকরকমের উচ্চাভিলাষী, নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। তারা মানুষদের পোকামাকড় বলে মনে করত, যারাই যখন পথে পড়বে তখনই তাদের পিষে ফেলতে হবে। হিটলারের সঙ্গে স্টালিনের চুক্তিটা ছিল অত্যন্ত দোষণীয় ব্যাপার। তারা দু'জন পোলান্ডকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, পোলান্ড যেন এক স্তূপ মাংস। যদিও এই মাংসখণ্ড ভাগাভাগি করে নিতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে হয়েছিল। দু'বছর যেতে না-যেতেই যার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল তাকেই ধ্বংস করবার জন্যে নাৎসীরা অভিযান আরম্ভ করল। তারা গোটা রাশিয়াটাই দখল করতে চায়। যদিও কোটী কোটী লোক আছে সেখানে তথাপি যেন সেটা একটা মৃতদেহ। এরকম ভাব যাদের, আধুনিক সমাজ ও সভ্যতা থেকে তারা নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আমি সবই জানি হের ব্যাড। বাবার দুঃখ, দারিদ্র্য আর দৈন্যদশা আমার হৃদয়কে পীড়া দেয়।

পৃথিবীর দৈন্যদশাগ্রস্ত সকলের জন্যই বেদনা অনুভব স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি প্রত্যেকের জন্যেই কিছু করতে পার না। তার মধ্যে তোমাকে বেছে নিতে হবে। তোমার বাবার সম্পর্কে আমারও একই ব্যথা। আমি অন্তরভরা প্রীতি নিয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আশা ছিল, এমন কিছু করতে

পারব যাতে তাকে মনের শান্তিলাভের পথে টেনে আনতে পারব। কিন্তু সে আমার কাছ থেকে কোন নৈতিক উপদেশ নিতে রাজী নয়। আমার ধারণা তোমার কোন পরামর্শে সে কান দেবে না, তুমি তার কাছে একটি বালক মাত্র।

(৩)

ছেলেটির সমস্যা ল্যানির অন্তর স্পর্শ করল। তাঁরও এই একই সমস্যা। এখন যে যুক্তিগুলি দেখাচ্ছেন সেগুলি নিজের বিবেকের কাছেও উপস্থিত করেছেন, হ্যান্সি রবিনকেও এই কথাগুলি বলেছেন। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পীড়িত এই প্রাচীন মহাদেশে হাজার হাজার লোকই এই একই যুক্তিতে চলছে। পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা, বোনের বিরুদ্ধে ভাই, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী।

ল্যানি বলতে লাগলেন, তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার বাবা যে পথে চলছে সেপথে সুখী হবার তার কি সম্ভাবনা রয়েছে? সে পুরোপুরি কম্যুনিস্টদের হাতে। তারা হিটলারকে যতোটুকু বিশ্বাস করেছিল, হিটলার তাদের যতোটুকু বিশ্বাস করেছিলেন ততোটুকুই তাকে বিশ্বাস করবে। তারা ভাল করেই জানে যে, তার পক্ষে সত্যিকার অকপট কম্যুনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু কাজ পাবে ততদিনই তাকে ব্যবহার করবে। এটাই তাদের কৌশল। পূর্ব জার্মানীর রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক মস্তিষ্কগুলিকে তারা ধ্বংস করে দিতে চায়। প্রত্যেক দেশেই তারা তাই করছে। তার জন্যে যে-কোন বিভেদপন্থী লোককে হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই কাজে লাগাচ্ছে। এডলফ্ হিটলারের একজন অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত অনুচর তাদের বোকা বানাতে পারবে না। তারা তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই তার দলের মধ্যে তাদের কোন গুপ্তচর প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

নিশ্চয়ই দিয়েছে হের ব্যাড, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তারা দিয়েছে। অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো ফ্রিট্জ বলে উঠল।

তাহলে তারা তোমার বাবাকে ভাল করেই জানে। তারা তাকে একটা ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। যেসব জার্মানরা এখনও কম্যুনিজমকে প্রতি-রোধ করছে, তাদের লুব্ধ করবার জন্যে তাকে কাজে লাগাবে। তারপর যখন তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবে, তখন প্রয়োজন হবে প্রচারে চাঞ্চল্য সৃষ্টির—একটা আঘাতের। তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে, এবং হিটলারী

দলের গোপন কার্যকলাপের কথা প্রচার করে দেবে। তার বিরুদ্ধে মামলা করবে এবং স্বীকৃতি দিতেও বাধ্য করবে তাকে। তারপর হয় ফাঁসি অথবা গুলি করে মারা। যদি মনে করে সে খুব জনপ্রিয়, তাহলে একদিন জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দেবে তারপর বলবে, সে আত্মহত্যা করেছে।

আমি জানি, আপনার কথা সত্য হের ব্যাড এবং আমিও তাই ভেবেই কাজ করছি।

তোমাকে এটা বুঝতে হবে তুমি স্টালিনের যুগে জন্মেছ এবং তোমার বাকি জীবনটা এরই আওতায় কাটাতে হবে। তুমি তাদের কলাকৌশলটা অনুধাবন করবে, যাতে সকলের কাছে তার মর্মকথা স্পষ্ট করে তুলতে পার। তারা একটি নূতন সেকুলার ধর্মের ভক্ত, এর নাম বলে জড়বাদ কিন্তু আসলে এটা একটা আদর্শবাদ। দার্শনিক হেগেলের মস্তিষ্কে এই উদ্ভট কল্পনাটির উদ্ভব হয়েছিল, কার্ল মার্কস সেটাকে অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মার্ক্সের নির্ধারিত তালিকা অনুসারে অত্যন্ত অগ্রগামী শিল্প-সম্পদপূর্ণ দেশেই এই বিরাট রূপান্তরটা সংঘটিত হবে। কিন্তু তা' না হয়ে হল সেটা একটি পশ্চাৎ-পদ কৃষিজীবী দেশে। বর্তমানে যেভাবে তার অগ্রগতি চলছে মার্কস বেঁচে থাকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়তেন। তিনি জারদের প্রতিক্রিয়াশীলতার নায়ক বলে ভয় করতেন। তিনি লিখেছিলেন : "রাশিয়ার নীতি পরিবর্তনহীন। এর পদ্ধতি, কৌশল ও প্রয়োগনীতি বদলাতে পারে, কিন্তু তার রাজ-নৈতিক মেরু-আকাশের তারাটি স্থির হয়ে আছে, নড়চড় করতে নেই তার— সেটা হচ্ছে বিশ্বকর্তৃত্ব।" মার্কস ইংলন্ডে থাকতেন এবং সেখানে থেকেই কাজ করে গেছেন। তিনি নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে লিখতেন। তিনি এংলো-স্যাক্সনদের দিকেই চেয়েছিলেন তাঁর থিওরীগুলিকে কার্যকরী করে পৃথিবীকে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে। তা হল না, তাদের স্থানে পুরো-পুরি সংশয়াত্মক এবং ভীতিগ্রস্ত, ষড়যন্ত্র ও ঘৃণার বীজ বপনকারী ক্রেমলিন-চক্রের একদল লোক তাঁর নাম নিয়ে কাজ করছে। তারা তাঁর লেখার সরকারী সংস্করণ ছাপাচ্ছে, তা থেকে ছেঁটে ফেলছে রাশিয়া ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর প্রায় সবগুলি উক্তি। তুমি কি এসব কথা জান ফ্রিট্জ?

আমি সব কথা জানি না হের ব্যাড।

যদি তোমার পক্ষে বিপদের কারণ না হয় তাহলে আমি তোমাকে বইগুলি দিতে পারি। তোমার পক্ষে প্রয়োজন এই নূতন বর্বর শক্তির কূটকৌশল

দম্পর্কে সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা। যাতেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সে কাজই তারা করতে পারে। তাদের একটি সর্বাত্মক কূটকৌশল রয়েছে। তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট করা আছে। প্রয়োগের বেলা সেটা এদিকেও খাটতে পারে ওদিকেও পারে। ধরে নাও যে একটা ঔপনিবেশিক রাজ্য—পাশ্চাত্য ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ উপনিবেশ। সেখানে কম্যুনিষ্টরা সর্বতোভাবে জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার প্রচণ্ড সমর্থক। তারা আরব, হিন্দু, চীনা, নিগ্রো যে-কোন জাতি বা সম্প্রদায়েরই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। তারা সেখানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আন্দোলন ও প্রচারকারীদের পাঠায়। তাদের আন্দোলন ও প্রচারকার্যের একটা বিভাগ রয়েছে, অর্থভাণ্ডার অফুরন্ত। তারা সেখানে ধর্মঘট বাধায়, ছাত্রদের বিদ্রোহে উস্কানী দেয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ররোচনা সৃষ্টি করে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যে লোকদের উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেশটা স্বাধীন হল, এবং নিজেদের একটা সরকার গঠন করল। সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্টরা ভোল পাল্টায়। তারা হয়ে দাঁড়ায় সরকারের বিরোধী,—এ সরকার জমিদার আর মহাজনদের। তারা প্রচার করতে থাকে, কি করে এই সরকার জনসাধারণকে শোষণ করছে, তাদের সম্পদ হরণ করছে। সেখানে আরম্ভ হবে ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সেবোতাজ। পরিস্থিতি বিশেষে প্রকাশ্যেই তারা নেতৃত্ব করবে, অথবা গোপনে থেকে তা' পরিচালনা করবে। সুতরাং পূর্বনির্ধারিত পন্থায়ই আসবে দ্বিতীয় বিপ্লব। কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করবে। তারা প্ররোচনা দেবে জমিদারদের হত্যা করে জমিগুলি দখল করে নাও। তেমনি শ্রমিকেরা কারখানাগুলি দখল করে নিজেরা পরিচালনা করবে। কম্যুনিষ্টরা মন্ত্রী হয়ে বসবে, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব আসবে তাদের হাতে। বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে। তারপর কি ঘটবে?

আমাকে বলুন হের ব্যাড, ফ্রিট্জের মুখে ঔৎসুক্যের উত্তেজনা, সে সব জানবার জন্যে ব্যগ্র, ব্যাকুল। ল্যানি মৃদু হাসলেন সেই ব্যাকুলতায়।

তিনি বলতে লাগলেন : সর্বহারা তথা প্রলেতারিয়েট বিপ্লব সম্পূর্ণ হল। কৃষকেরা পেল জমি, শ্রমিকরা কারখানাগুলি আর কম্যুনিষ্টরা গবর্ণমেন্ট। কৃষকদের যৌথখামারে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানান হল, তাহলেই পাবে তারা ট্রাক্টর আর আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ। যদি আসতে না চায় তাহলে তাদের বলা হল কুলাকস্, পাঠিয়ে দেওয়া হবে সাইবেরিয়ায়। যৌথখামার চলল, হয়তো কয়েকটি মাস মাত্র, তারপরই ওপরে এসে বসলেন একজন কমিশার,

কৃষকদের.জন্য কোনরূপে জীবনধারণের উপযোগী শস্য রেখে সব নিয়ে যাওয়া হল সরকারী ভান্ডারে। কৃষকদের বলা হল, এটা করতে হচ্ছে এইজন্যে যে, দেশে জমিদার ও মহাজনসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের আশু সম্ভাবনা। ওই দুষ্ট লোক-গুলির অপরাধের শাস্তি হচ্ছে প্রাণদন্ড। কারখানার শ্রমিকদের বলা হল তাদের কঠোরতর পরিশ্রম করতে হবে। কৃষকদের উৎপাদন থেকে তাদের জীবনধারণোপযোগী শস্য দেওয়া হল। ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যারা ধর্মঘট করবে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে খনিতে বা অন্যান্য বন্দীশিবিরে দাস-শ্রমিক করে। সেবোতাজের শাস্তি হল প্রাণদন্ড। যে কমিশার এই আইন প্রয়োগ করবেন, তিনি আমেরিকান শিল্পপতিদের কাছ থেকে কেনা ক্যাডিলাক বা লিঙ্কনস্ গাড়ীতে ঘুরে বেড়াবেন। এই হল তোমার বিপ্লব।

তারা বলে এটা কেবল প্রাথমিক স্তর হের ব্যাড।

অবশ্যই তাই। এককালে আমিও এঙ্গেলস্ ও লেনিনের ওই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলাম যে, রাষ্ট্র পরিবর্তিত হবে, নূতন সমাজব্যবস্থার অধীনে স্বতঃই স্বাধীনতা ক্রমবিকাশ লাভ করবে। কিন্তু এখন আমি দেখছি সন্ত্রাস সৃষ্টি ও বঞ্চনার যে পদ্ধতি বিপ্লব আনয়নের জন্যে প্রয়োগ করা হয়, তাতেই ওপরের মানুষগুলিকে বদলে দেয়। আদর্শবাদী ও স্বাধীনতাপন্থীদের হত্যা করা হয় অথবা নির্বাসনে পাঠান হয়। যারা ওপরের তলায় ওঠে ক্ষমতা করায়ত্ত করে বসে, তারা এমনই ধরনের লোক যে, নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে চায় না। তারা ভীতিগ্রস্ত, ক্ষমতার সামান্যতম অংশও ত্যাগ করতে সাহসী হয় না। তাদের এ ক্ষমতা হাতে রাখতে হয় নিজেদের বাঁচাবার জন্যে এবং যাদের তারা ক্ষমতাচ্যুত করেছে তাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে। শ্রেণী-শত্রুদের কথা বলছি না, নিজেদের দলেরই আভ্যন্তরীণ শত্রু, তাদের ভূতপূর্ব বন্ধু ও সহযোগী। তারা তাদের ভাল করেই জানত তাই তাদের সরিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। "বিপ্লব তারই নায়ক ধ্বংস করে" একথা ফ্রান্সে দেড়শত বছর আগেই প্রচলিত ছিল। আমরা ত্রিশ বছর যাবত রাশিয়াতে তাই ঘটতে দেখেছি, এখন দেখছি রাশিয়ার অধিকৃত ইউরোপের সব-গুলি দেশে।

(৪)

এই স্থিরসংকল্প জার্মান ছাত্রটি সবকিছুই লক্ষ্য করেছে। তার বন্ধুবান্ধব ও সহযোগীরাও। সে বলল, তাদের প্রায় সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তারা কি করতে পারে? তারা সারাটা জীবন অবশিষ্ট জগৎ থেকে আলাদা হয়ে আছে। তারা জানে না কোন কিছুই।

ফ্রিট্‌জ জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকা কি সত্য সত্যই একটা স্বাধীন জগৎ হের ব্যাড? অথবা আমরা যেমন সর্বদা শুনে আস্‌ছি, আমেরিকা একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ?

অতীতে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী ছিল, ল্যানি স্বীকার করলেন : আমাকে বলতেই হবে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেলা আমরা ঘোর সাম্রাজ্যবাদীই ছিলাম। মেক্সিকোর কাছ থেকে আমরা যখন টেক্সাস ও কালিফর্ণোনিয়া কেড়ে নিই, স্পেনের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করি, তখন সাম্রাজ্যবাদী বলতে বাধা কোথায়? কিন্তু আমরা যে সমস্ত উপনিবেশ দখল করি সেগুলি সম্পর্কে কি করেছি? আমরা ওসব দেশের লোককে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষিত করে তুলেছি। ফিলিপাইন ও কিউবাকে আমরা স্বাধীন করে দিয়েছি। পুরোটা রিকোতেও তাই করা হবে। আমাদের জাতিটা গড়ে উঠেছে জনগণের সম্মতি অনুসারে গঠিত সরকারের মূল ভিত্তি অবলম্বন করে। লিঙ্কন বলেছিলেন, জনগণের, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের মঙ্গলের জন্য গঠিত সরকার। আমাদের হৃদয়ে সেই ভাবটা গভীর-ভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। আমাদেরও শ্রেণী-সংঘর্ষ রয়েছে, কিন্তু আমরা সর্বাত্মক নরহত্যা ছাড়াই সে সমস্যার সমাধান করি। আমাদের সমাধান হল ভোটের বাক্সে। স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা এটাই বুঝি।

আপনি কল্পনা করতে পারবেন না হের ব্যাড, আমাদের অর্থাৎ জার্মানদের কিভাবে সে কথা বিশ্বাস করান হয়েছিল।

ল্যানি ছেলেটিকে আরও জোরের সঙ্গে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন : আমার বয়স কম হয়নি, আমি আমেরিকায় অর্থনৈতিক বহু পরিবর্তন দেখেছি। 'নিউ ডিল' দেশের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন স্থানে নিয়ে গেছে। অনেক গালমন্দ, গর্জন হয়েছে, কিন্তু মারামারি হয়নি। ট্যাক্স বসিয়ে ওই ক্ষমতাকে হাতবদলান হয়েছে, আরও ট্যাক্স বসান হবে। বে-সরকারী বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—যেমন টেনিসিভেলি অথরিটী, আমাদের দেশের একটি বিরাট অংশ তারা গড়ে তুলেছে। আরো যেমন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, তারা অ্যাটম বোম তৈরী করেছে। আমরা এইভাবে আমাদের বৃহৎ শিল্পগুলিকে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ে যাব, কোনরূপ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে হবে না। আমাদের অগ্রগতির একমাত্র বাধা হচ্ছে যুদ্ধের ভয়। যদি

কম্যুনিষ্টরা আমাদের আবার অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করে, তাহলে আমাদের বর্তমান পদ্ধতিতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে এবং কেউ বলতে পারে না শেষ পর্যন্ত কি হবে। আমাদের যদি আর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে সেটা হবে খুব মর্মান্তিক, কিন্তু এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ভার আমাদের হাতে নেই। সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্রেমলিনের ওপর। আমি এই পর্যন্ত তাদের উদ্দেশে বলতে পারি, তারা ইউরোপ ও এশিয়া দখল করে নিয়ে আমাদের তথাকার কাঁচামাল থেকে বঞ্চিত করবে, বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে আমাদের কোনরূপ আদান-প্রদান থাকবে না, তারাই সে সুবিধাটা ভোগ করবে, আমরা চুপ করে বসে থেকে তা' হতে দেব না।

যদি যুদ্ধ বাঁধে হের ব্যাড, তাহলে জার্মানী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা দু'টী ষ্টীম-রোলারের মাঝখানে পড়ে পিষে যাব।

ল্যানি উত্তর দিলেন, আমি প্রথম যখন জার্মান পড়তে থাকি তখন এণ্ড্রিয়াস হোফার সম্পর্কে কয়েকটী কবিতা পড়েছিলাম। ওই স্বদেশপ্রেমিকটী টাইরলের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। মনে আছে তিনি তাঁর বন্ধুদের বলছেন, 'আমরা সকলেই মৃত্যুর অধিকারে'। আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী একজন মেরিন সার্জেণ্ট সম্পর্কে একটী গল্প প্রচলিত আছে। সে বেলো অরণ্যে আক্রমণ চালাতে গিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছিল; 'এগিয়ে চল নেকড়ের বাচ্চারা তোমরা কি চিরদিনের জন্যে বেঁচে থাকতে চাও?' এই আধুনিক জগতে আমরা এমনি করেই শিক্ষালাভ করব, কি করে বেঁচে থাকতে হবে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঐতিহ্য রয়েছে, তোমরা জার্মানদের ঐতিহ্য রয়েছে সংস্কৃতির। এ দু'টাই অমূল্য সম্পদ আর সেগুলি রক্ষা করতেই হবে। আমি মনে করি না আমাদের দু'দেশের কাকেও বলসেভিকদের কাছে গিয়ে জানতে হবে কি করে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। গেল ত্রিশ বছরে তারা যা করেছে তাতে করে এ বিষয়ে কর্তৃত্বের দাবী করতে পারে না। আমি নিশ্চয়ই চাই না যে, কোন কমিশার এসে আমাকে বলুক আমি কি করে বাঁচব, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য বা অন্য যে কোন বিষয়ে কি চিন্তা করব। নিজের কাছে যা সত্য বলে মনে হবে তাকেই আমি সত্য বলতে চাই। আমি চাই যেন এই সত্য অন্যের কাছেও উপস্থিত করতে পারি, তারা এর উত্তরে কি বলে তা' জানতে পারি।

হ্যাঁ, হের ব্যাড, বলল ফ্রিট্জ : কিন্তু গবর্ণমেন্ট সাম্রাজ্যবাদীই রয়ে গেল।

অধিকতর উন্নত চিন্তাধারার লোকের নীতিগত ভাবপ্রবণতা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। এটা মানুষকে পরাধীন ও শোষণ করা বলে স্বীকৃত। গণতান্ত্রিকতার সমস্ত নীতি ও উদ্দেশ্যের ইহা বিরোধী। যেসব লোক রুজভেল্টকে 'নিউ ডিল' বা ট্রুম্যানকে 'ফেয়ার ডিল' চালু করতে বাধ্য করেছে, তারাই অন্যান্য দেশের লোকদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা অসম্ভব করে তুলবে। তুমি যদি লক্ষ্য কর জাপান সম্পর্কে আমরা কি করছি তাহলে নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পাবে সে দেশে একটী স্বাধীন, মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তুমি দেখছ, ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীন করে দিচ্ছে। পৃথিবীতে এরূপ ব্যাপার ঘটছে। আমি তোমাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি; জার্মানীর ব্যাপারে আমেরিকার লোক একমত যে, জার্মানী ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন দেশে পরিণত হবে এবং দেশের লোকের অভিমতেই দেশ পরিচালিত হবে। কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টরাই চায় পূর্ব জার্মানী বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুক। কারণ সেটা তাদের অধিকারে আছে এবং সেটাকে তারা কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বের অধীনে সোভিয়েট তাঁবেদার দেশে পরিণত করতে চায়।

(৫)

তরুণ জার্মান সোস্যালিষ্টের মনে যে সন্দেহের মেঘ জমেছিল, তা অপসারিত করবার জন্যেই ল্যানি এতো কথা বলছিলেন। সব শুনে হাসিমুখে বলে উঠল ফ্রিট্জ : আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনি যদি বাবাকে এসব কথা বলতেন।

ল্যানি উত্তর দিলেন, এটা তোমার বাবাকে মোটেই বিচলিত করতে পারবে না। সে দেশের লোকের ক্ষমতায় অবিশ্বাসী, তাদের কোন অধিকার নেই, তাদের রাষ্ট্রকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতাও নেই। তোমার বাবা এমন একটী উচ্চ-শ্রেণীর লোক যে, সে শ্রেণীর লোকের ভাল করে জানা জনকল্যাণ কি, সুতরাং তাকে মান্য করে চলা তাদের কর্তব্য, তা না করলে তাদের জোর করে তা' মান্য করাতে হবে। এই তার বদ্ধমূল ধারণা।

এটা বড় অদ্ভুত, বললে ফ্রিট্জ : আমাকে তিনটী আদর্শবাদ সম্পর্কে জান্তে হবে এবং তিনটির কথাই গেঁথে রাখতে হবে হৃদয়ে। বাবা আমাকে বিশ্বাস করে মনের কথা বলেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, আমাদের স্বগৃহে নিরাপদে বাস করবার জন্যে বর্ণচোরা সাজতে হবে। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে

হবে এবং তাদের উদ্দেশ্যের প্রতিও সহানুভূতি দেখান আবশ্যক। এই সঙ্গে আমাদের অন্তরপুরুষটা যেন অবশ্য অটুট ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

ল্যানি বললেন, বিপ্লবের প্রথম দিকে রাশিয়ার লোকদের মধ্যে 'রেডিশেস্' কথাটা প্রচলিত ছিল—বাইরে লাল এবং ভেতরে সাদা।

ফ্রিট্জ উত্তর দিল, আমি বাইরে লাল আর ভেতরে পাটল। এটা পচা আপেল ছাড়া আর কি হতে পারে আমার জানা নেই।

ল্যানি বললেন, ন্যাৎসী আদর্শে আর কম্যুনিষ্ট আদর্শে খুব প্রভেদ নেই ফ্রিট্জ। একটা কথা আছে না, দুই চরমের মিলন হয়?

বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন, বলল ফ্রিটজ: তিনি কথাটাতে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমি যাতে সহজেই কম্যুনিষ্ট বলে ভাঁওতা দিতে পারি, তারই চেষ্টা তিনি করছেন। তিনি বলেন, ন্যাৎসী আর সোভিয়েট দুটোই ব্যক্তি-স্বাধীনতাহীন একনায়কত্বের সরকার। প্রভেদ এই যে একটী শাসিত হয় উৎকৃষ্ট লোকের দ্বারা অন্যটী শাসিত হয় নিকৃষ্ট লোকের দ্বারা। জার্মানরা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কাজের লোক, রাশিয়ানরা তাহার বিপরীত। কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ নীতির দিক থেকে দুইটী আদর্শই এক। এ কারণেই তাঁর পক্ষে কম্যুনিষ্ট থিওরীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভবপর। এই সঙ্গে তিনি নিজস্ব উদ্দেশ্যটাও পোষণ করে যাবেন। কম্যুনিষ্ট ক্ষমতা অধিকার করেছে, আমরা তাদের আনুগত্য স্বীকার করে সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। সে সময় আসতে পারে ষ্ট্যালিনের মৃত্যু ঘটলে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বিশৃঙ্খলায় ওরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এ ভাবেই পশ্চিম জার্মানীরও সময় আসতে পারে, মিত্রশক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে বিবাদ বেঁধে যেতে পারে।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি কখনও আমার কথা বলেছে?

উত্তর করল ফ্রিট্জ, না।

ল্যানি তাকে সতর্ক করে দিলেন, কখনও আমার কথা উল্লেখ করে গোলযোগ বাধিও না। সে যদি করে তো তুমি বলবে, ছেলেবেলায় দেখেছিলে, আবছায়া গোছের মনে আছে।

(৬)

ল্যানির অন্তরে উপস্থিত হয়েছে গভীর আলোড়ন। প্রকৃতি জননীর কি বিস্ময়কর উদ্ভাবন। প্রকৃতিই দিয়েছে জীবজগতে জীবনের জন্য বুভুক্ষা, তার নিবৃত্তির জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা। জীব যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার

আরো চাই। আশার লোভে সে ব্যর্থতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে। ল্যানি মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে করেন। এই জার্মান তরুণটীর মতো বয়েসে তাঁর জীবনে কোন ঝঞ্ঝাটই ছিল না। ফ্রিট্‌জএর জীবনে কোন স্বাচ্ছন্দ্যই নেই। সে দুইটী মৃত্যুপণ যুদ্ধমান শক্তির মাঝখানে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেকে পৃথিবীর অর্ধাংশ অধিকার করে আছে এবং বাকি অর্ধেক প্রতিপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে আন্‌তে কৃতসংকল্প। কামানের গোলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রিট্‌জ। তথাপি সে শুধু বাঁচতেই চায় না, সাহস ও মর্যাদার সঙ্গেই বাঁচতে চায়। নিজেই শুধু বেঁচে থাকবে না, বাঁচতে চায় তারই আদর্শের জন্য, জনগণের জন্য।

যদিও এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ল্যানি যে, তার বাবার কোন অনিষ্টই হবে না তথাপি এই বীর বালককে তার বাবার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করে তিনি ক্ষণেকের জন্যও বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। মঙ্কের কাছ থেকে ল্যানি জেনেছেন, ফ্রিট্‌জ তার বাবার কাগজপত্র চুরি করে এনে পড়ছে, সেগুলির বিষয়বস্তু তাদের জানাচ্ছে। একদিকে এটা তার কর্তব্য, অন্যদিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। দু'টাই হতে পারে না, তথাপি যে কোন ভাবেই ল্যানিকে এ দু'টাই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। তিনি নিজেও এরকম কাজ করেছেন, কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ কখনও তাঁর বাবার বিরুদ্ধে এ কাজ করতে হয়নি। যদি তাঁকে করতে হত তাহলে তিনি কি করতেন, তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হত? একটা বিস্ময়কর যুগে তাঁদের জন্ম হয়েছে। আজকার জগতে একটা বিপুল শক্তি অধিকার করে বসেছে মানুষকে এবং তাদের ঘূর্ণীবাত্যার চক্রে ফেলে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। একবার তাদের মৃত্যুর অভিমুখে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আবার ধীরে ধীরে বিচালীস্তূপে অথবা পালকশয্যায় এনে শুইয়ে রাখছে।

ল্যানি বয়ঃবৃদ্ধ মঙ্কের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। মঙ্ক হাতে কলমে কাজ করার লোক, মনকে নৈতিক জটিলতায় বিভ্রান্ত করে তুলেন না। মঙ্ক বলেন, হয় তুমি ডিক্টেটারকে ঘৃণা করবে অথবা করবে না। হয় তুমি তাদের পরাস্ত করবে না হয় তারা তোমাকে পরাস্ত করবে। তাঁর স্পষ্ট কথা : যে অস্ত্রই আমি হাতে করতে পারব, তা নিয়েই তার সঙ্গে লড়াই করব। ল্যানি তাঁকে জোহান্স রবিনের কৌতুককর আদর্শের কথা শুনালেন। জোহান্স এখন নিউ ইয়র্কের ব্যবসাজগতের অধিবাসী। জোহান্স-প্রচারিত আদর্শ হচ্ছে : 'অন্যান্যরা তোমার প্রতি যা' করবে, তুমিও তাদের প্রতি তাই কর। কিন্তু, তুমি প্রথমেই কর।' একথা বললেও ল্যানি নিজেকে মনে করেন ন্যাৎসী-কম্যুনিষ্ট।

(৭)

সুকৌশলী মঙ্ক এলেন তাঁর আমেরিকান বন্ধুর কাছে। এসে বললেন, আমি একটুখানি সাহায্য চাই। তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পার।

হাস্যভরে ল্যানি উত্তর দিলেন, তোমার জন্যে সব করতে রাজী।

মঙ্ক বললেন, আমার অপিসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। একটি জার্মান মেয়ে এসে এখানে চাকুরী চায়। বয়েস বলল তার আটারো। কিন্তু বেশীও হতে পারে, ঠিক বলতে পারি না। অতি চমৎকার মেয়েটী, খুব চালাক-চতুর। সোভিয়েট অঞ্চল থেকে সে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এসেছে। কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা করলে জানাল যে হার্জএর ওয়েনডেফার্থ গ্রাম থেকে। এটা একটা আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে অথবা তাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই কেউ পাঠাতে পারে। আমাকে স্থির করতে হবে কোনটা সত্য।

ল্যানি ব্যাপারটা বুঝলেন : মনে হচ্ছে আমাদের হিমলারী টাকার বন্ধুরা তাদের একজন কাকেও তোমার অপিসে রাখতে চায়। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে।

ঠিক তাই, বললেন মঙ্ক : যতদূর সম্ভব তাকে আমি জেরা করেছি। তাকে একথা বুঝতে দিতে চাই না যে আমি সন্দেহ করেছি। বুঝতেই পার, আমার কাছে অন্য যে কোন গ্রাম আর ওয়েন্ডেফার্থের মধ্যে পার্থক্যের কি কারণ থাকতে পারে ?

সে কি করে আমাদের আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে এল ?

কোন একটা কাজকর্ম নির্দিষ্টভাবে ঠিক না হয়ে গেলে যেখান থেকে ছাড়া পাবার কথা নয়। কিন্তু অনুগ্রহ লাভ করবারও তো নানা সুযোগ রয়েছে। কোন অফিসারের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল হয়তো। আমি এটা অনুসন্ধান করে জেনে নিতে পারি। কিন্তু এটা তো আসল কথা নয়। আমরা তাকে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিতে পারি। সেখানে গিয়ে সে বলবে, আমেরিকানরা তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

ভোলকিশ্চারবান্ডের একটী গুপ্তচরকে যদি তুমি কাজ দাও তাহলে বড়ো বিপজ্জনক হবে।

তা যে হবে এমন কোন কথা নেই। দোতরফা এজেন্ট অনেকেই আছে এবং তারা ভাল কাজও করছে। আমাদের কেবল বেশী টাকা দিতে হচ্ছে। আমি চাইছি, তুমি মেয়েটীর সঙ্গে দেখা কর। চেষ্টা করে দেখ, কোন কিছু বের

করতে পার কিনা। হার্জ সম্পর্কে একটা মানান-সই গল্প তুমি বলতে পার। তুমি হেইন পড়েছ।

কি করে তার সঙ্গে মিলব?

আমি তোমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দিতে চাই না, তাতে সে সাবধান হয়ে যাবে। তবে আমি তাকে লাঞ্চে বা ডিনারে আমন্ত্রণ করতে পারি। তুমি ঘটনাচক্রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যেতে পার? হার্জ থেকে সে এসেছে, তাই তুমি সেখানকার কথাই বলতে আরম্ভ করবে। তাতে সে উৎসাহিত হবে। তুমি তার সঙ্গে মিলে আনন্দিত হয়েছ এমনি ভাব দেখাবে। তাকে নাইটক্লাবে অথবা অন্য যেকোন স্থানে ইচ্ছা কর নিয়ে যেতে পার।

তুমি জান, এ ধরনের ব্যাপারে আমি কতটুকু এগুতে পারি, তার একটা সীমা আছে। উচ্চরুচিসম্পন্ন ল্যানি মন্তব্য করলেন।

অবশ্যই জানি। কিন্তু তোমার সেকথা তাকে বলতে হবে না। তোমার মতো ফ্যাসনদোরস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে জীবনে আর কখনো মিলেনি একথা তাকেই ভাবতে দেবে। তোমার আকর্ষণ হবে প্রবল। তার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখাবে, সে তার নিজের কথা তোমাকে বলবে। তুমি নিজেই বিচার করতে পারবে কোনখানে সত্য শেষ হল আর উপন্যাস আরম্ভ হল।

ফ্যাসনদোরস্ত ভদ্রলোকটী রাজী হলেন: ভাল কথা, তার সঙ্গে মিলিয়ে দাও আমাকে।

মঙ্ক বললেন, তাহলে আমি আজই সন্ধ্যায় তাকে ডিনারে নিয়ে যাব। তুমি স্কুলথেইস কাফেতে ঠিক সাতটায় যাবে। একজন পুরাতন বন্ধু, আমার সঙ্গে যুদ্ধের পর এই প্রথম দেখা হল তোমার। আমিও তোমাকে পেয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠব। আমরা যখন কথা বলব, তখন তার ফাঁকে ফাঁকে তুমি চাইবে মিস্ আন্না সুর্ডেনের দিকে। তারপর—সে যেন বুঝে যে, তার সুন্দর দৃষ্টি সম্পর্কে তুমি উদাসীন নও।

(৮)

তাই ঘটল সেদিন। ল্যানি ব্যাড কারফুরস্টেনড্যামের ওপর জনপ্রিয় রেস্টুরেন্টে ছোট্ট টেবিলে মুখোমুখী হয়ে বসলেন সেই জার্মান মেয়েটির সঙ্গে। জীবনচাঞ্চল্যে ভরপুর তরুণীটি। চোখ দু'টি কালো, কালো তার মাথার চুল। আধুনিক যুগের মতো করে ঠোঁট দুটীতে আর গালে বেশী রঙের প্রলেপ নেই।

বরং অনেকখানিই ল্যানির মনোমত। সে তন্বী, হয়তো কোন প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বী বলবে শীর্ণদেহ তার। পোষাক-পরিচ্ছদ বলে দেয়, মেয়েটী দরিদ্র, তাই এর চেয়ে ভাল পোষাক পরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ অভাব সে সযত্নে পূরণ করে দেয় তার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, তার উৎসুক দু'টি কালো চোখের দৃষ্টি-লীলায়। প্রথম দৃষ্টিতেই সে করুণার উদ্রেক করল ল্যানির মনে। পরাজিত জার্মানীর সবগুলি ছেলেমেয়ে, বিশেষভাবে বার্লিন দ্বীপের ছেলেমেয়েরা সবাই এমনি। এখানে অনেকগুলি প্রাণী চরম চেষ্টা করছে জীবন রক্ষার, নিরাশ হয়েও আশা করছে, অসম্ভব কল্পনায় দিন কাটাচ্ছে।

আমেরিকান ভদ্রলোকটী বললেন, ওয়েণ্ডেনফার্থ! কি চমৎকার। গ্রামটী আমি ভাল করেই জানি, সেখানে আমি গিয়েছি। সেখানকার কুর্ট মেইসনারের আমি বন্ধু ছিলাম। তাকে জান তুমি?

তিনি ভাবছিলেন উত্তর পাবেন, সে তাকে ভাল করেই জানে। কিন্তু না, সে বলল, লোকদের তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে শুনেছি। পথে তাঁকে দেখেছি। তাঁর মুখে বিষাদ লেগেই আছে, দেখলে বড়ো দুঃখ হয়।

ল্যানি এবার মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। শুনতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন যে সে বলবে সে নির্বাসিত কোন ইটালীয় মার্কুইসের মেয়ে, অথবা এমনি কোন গালভরা চাঞ্চল্যকর পরিচয়। কিন্তু আবার মিথ্যা প্রতিপন্ন হল ধারণা। মেয়েটি বলল, তার বাবার একটি ছোট্ট দোকান ছিল আর তাতেই তাদের চলত। মেইসনারের কয়টি ছেলেমেয়েকে সে স্কুলে দেখেছে, কিন্তু সেটাকে জানাশোনা বলা যায় না। তারা তার চেয়ে বয়সে ছোট এবং সামাজিক দিক থেকে বড়ো।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ল্যানি। সে উত্তরে জানালে, তার বাবাকে যুদ্ধ করতে ভোলকস্‌টারস্‌এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল নাৎসীদের শেষ প্রতিরোধ ব্যূহ। তারা অতিবৃদ্ধ, বালক, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ যে হেঁটে চলতে পারে তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে হাতে বন্দুক দিয়ে কোনরূপ ট্রেনিং ছাড়াই জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। আমার বাবা যক্ষ্মারোগী ছিলেন, যুদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি যখন পিছিয়ে চলে আসবার চেষ্টা করছিলেন তখন তাঁদেরই একজন অফিসার তাঁকে গুলি করে মারে। কম্যুনিষ্টরা গ্রামটি অধিকার করার পর সেখানে লুটতরাজ ও ধর্ষণের মরশুম পড়ে যায়। তার মা অব্যাহতি পান নি ওদের হাত থেকে। সে লুকিয়ে

থাকবার ব্যবস্থা করেছিল। লুকিয়ে থেকে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছিল। বার্লিন ভাগাভাগি হয়ে যাবে বলে মিত্রপক্ষ যখন স্থির করলেন, তখনই সে সহরে পালিয়ে এসে আমেরিকান অঞ্চলে একটি আশ্রয় শিবিরে স্থান পায়। সেখানে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট খাবার-দাবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা বড় শোচনীয়। তাই সে একটা কাজ করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কি করে সে কাজ খোঁজবার অনুমতি পেল সে কথা সে বলল না, ল্যানিও জিজ্ঞাসা করেন নি।

খাওয়া শেষ হবার পরই মঙক ক্ষমা চেয়ে নিলেন, তাঁর বাড়ীতে কিছু লেখা-পড়ার কাজ রয়েছে। তিনি বললেন, মিঃ ব্যাড আমার হয়ে মিস্ সুর্ডেনকে দেখাশোনা করবেন। তাঁর কণ্ঠে সহৃদয়তার আভাস। ফ্যাসনদোরস্ত ল্যানি উত্তর দিলেন, আনন্দের সঙ্গেই তিনি এ করবেন।

অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ল্যানি আরও বললেন, আমিই ভার নিলাম এই 'ছোঁড়ীর'।

মঙক বললেন, তাই হোক।

অভিনয়টা খুব ভালই হল।

(৯)

কিছুক্ষণ তাঁরা কথাবার্তা বলে কাটালেন। এই ধনী আমেরিকান ভদ্র-লোকটি জানালেন তিনি একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীতে চিত্রসম্পদের পুরানো মালিকদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মিস্ সুর্ডেনের কি ভাল ছবির খবর জানা আছে? মিস্ সুর্ডেনের দুর্ভাগ্য, জীবনে কখনও এসব সম্পর্কে কিছু জানবার সুযোগই পায়নি। ম্যাগাজিন ও স্কুলের বইতে সেগুলির ছবি ছাড়া নামকরা কোন আসল চিত্র কখনও দেখিনি। এখন চিত্র-সম্পদের অধিকারীরা সাধারণতঃ এগুলিকে লুকিয়েই রাখছে, খুঁজে বের করতে ডিটেকটিভের দরকার। ইচ্ছে করেই ল্যানি ওই তরুণীকে কাজ করবার সুযোগ দিলেন, কিন্তু সে তা' করতে রাজী নয়। এটা তারই পক্ষে যাচ্ছে।

তাঁরা রেস্টুরেন্ট ত্যাগ করে সেই বসন্ত সন্ধ্যায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। একদা রাস্তাটি তার আলোর সমারোহে উজ্জ্বল নৈশ জীবনের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তা' আঁধার আর আবছায়া আলোতে ঘেরা। তবে নৈশ ক্লাবগুলি আবার খুলেছে এবং জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে। ল্যানি বললেন,

একটা ক্লাবে গেলে মন্দ হয় না। তাঁরা প্রবেশ করলেন একটিতে। তাঁরা একখানা দু'জনের টেবিলে স্থান গ্রহণ করলেন। চারদিকে কথাবার্তার কলগুঞ্জন। সম্মুখে একটি নীচু মঞ্চে চলছে নৃত্য ও সঙ্গীত। ওগুলি যৌন আবেদনে পূর্ণ, অত্যন্ত বিশ্রী ধরনের। কিন্তু ওদিকে তাঁরা বেশী মনোযোগ দিলেন না। কারণ ল্যানি একজন গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক, তিনি সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাকুল।

টাকা-পয়সা তাঁর যথেষ্টই আছে সর্বদা, কিন্তু সেটাই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেনি। তিনি বললেন, এইসব ভয়াবহ যুদ্ধের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। তাঁর ধারণা, বিজ্ঞতর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা যুদ্ধ পরিহার করতে পারত। যুদ্ধই বিদ্রোহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে বাধমুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছে, তারা সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে আর কম্যুনিষ্টরা কল্পনা করছে সেটা তারাই পূর্ণ করবে। কিন্তু তাতে তারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তারা মানবজাতির একটি অনুন্নত অংশের প্রতিনিধি।

আন্না সুর্ডেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই তাঁর কথা শুনছিল। তার মতে একটি দরিদ্র তরুণীর পক্ষে তাই স্বাভাবিক। এই ধনী ভদ্রলোকটির আতিথেয়তায় সে আনন্দের সঙ্গে প্রচুর খাচ্ছে। বহু বছরের মধ্যে এরূপ খাওয়া এই প্রথম। ভদ্রলোক বললেন যে, অতীতে তিনি এডলফ্ হিটলারকে ভাল করেই জানতেন এবং তাঁকে একজন বিরাট পুরুষ বলেই তাঁর ধারণা ছিল। এটা সত্যি যে, হিটলার জেদী ছিলেন কিন্তু তাঁকে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ করে না তুললে প্রভাবিত করা যেত। তিনি জার্মানদের শৃঙ্খলার অধীনে এনেছিলেন। এমন একটি শাসন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো সেটা হাজার বছর চলতে পারত। মিঃ ব্যাডের অভিমত এই যে, বিজ্ঞ রাজনৈতিকরা তাঁর সঙ্গে একটা ঐক্যমতের ভিত্তি রচনা করতে পারত। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের উদ্দেশ্য ছিল তাই এবং যথাসাধ্য তিনি করেছিলেনও। মাথাগরম আমেরিকান প্রেসিডেন্টই এ পথে বাগড়া দিলেন।

কিছুক্ষণ এমনই সুরে কথা বলতে লাগলেন ল্যানি, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মনে কর মিস্ সুর্ডেন?

তরুণী উত্তর দিল : এ ধরনের কথা আমি আমার মা-বাবার কাছে, জানা-শোনা সব জার্মানদের কাছেই শুনেছি। কিন্তু একজন আমেরিকানের মুখে

একথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি। অনেক আমেরিকানেরই কি এই মত?

ল্যানি বললেন, অনেকেরই এই ধারণা তবে সকলেই একথা মুখ খুলে বলতে রাজী নয়। বৈষয়িক দিক থেকে এটা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। আমি স্বাধীন লোক, কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তাই যা চিন্তা করি তাই বলি। তোমার কি ধারণা?

তরুণী উত্তর দিল, যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তার বয়েস অল্প, লোকে যা বলত তাই সে জানত। অত্যন্ত ভয়াবহ ওই যুদ্ধটা, তাদের বাড়ীঘর পরিবারশুদ্ধ সব নিশ্চিহ্ন করে দিল। অমনি লক্ষ লক্ষ জার্মানের ঘটেছে। নাৎসীরা জোর করে তার দুই ভাইকে সৈন্যদলে নিয়ে যায়। তাদের মৃত্যু হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। তারপর নিয়ে গেল তার বাবাকে, তাঁকে তারা গুলি করেই মারল। কাজেই সে ওদের ঘৃণা করে। কিন্তু মিঃ ব্যাড একজন জানাশোনা অভিজ্ঞ ভদ্রলোক, তিনি যা বলছেন তাই হয়তো ঠিক। সম্ভবতঃ জার্মানীর ভালর জন্যেই এসব তারা করেছে।

তারপর তারা কিছু সময় মনোযোগ দিলেন নাচগানের দিকে। মিঃ ব্যাড আবার কিছু খাবারের অর্ডার দিলেন। মেয়েটি বাধা দিল, তিনি মানলেন না। আমেরিকান-বার্লিন এলাকায় আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করলেন। তিনি বুঝাতে লাগলেন, কেন এ অঞ্চলে কাজকর্মের অভাব হচ্ছে। এখানকার বহু যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, কাঁচামাল নিঃশেষিত। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পল্লী অঞ্চলের একটি বালিকাকে অনেক কিছু খবর দিতে পারেন। তিনি সরকারী ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বার্লিন শাসিত হচ্ছে মিত্রপক্ষীয় কন্ট্রোল কমিশন দ্বারা। যে কোন ব্যাপারেই চারটি দেশের পক্ষে ঐক্যমতে পৌঁছান কঠিন হচ্ছে। রুশেরা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করে চলছে। যুদ্ধের সময়ে যে অনাচার করেছিল, তা আবার করবে এটা তাঁর মনে হয় না। সব যুদ্ধেই এরকম অনাচার ঘটে থাকে এবং হয়তো আমাদের মেনে নিতে হবে যে, এটা রাশিয়ার যুগ চলছে। তিনি অবশ্য জার্মান সভ্যতাই পছন্দ করতেন, হয়তো নিজে জার্মান ভাষা জানেন, রুশ ভাষার অক্ষরগুলি সম্পর্কেই মাত্র জ্ঞান আছে, তাই এ পক্ষপাতিত্ব।

তাঁর সেই মনোহর হাসির সঙ্গেই এসব কথা বললেন ল্যানি। মিস্ সুর্ভেনকে তাঁর উপদেশ হচ্ছে, রুশ আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা উচিত।

তার মনকে একথাটা মানিয়ে নিতেই হবে যে, জার্মানীর যে অংশে সে জন্মলাভ করেছে সে অংশটা এখন রুশ শাসনের অধীন। রুশ সংস্কৃতি সেখানে প্রসার-লাভ করবে, বিশেষভাবে তাদের অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও আদর্শ। হয়তো এটাতে ভালই হবে, এই বিরাট দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রত্যেকেই দেশের উৎপাদনের সুবিধাটা ভোগ করবে। মার্কস ও লেনিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কম্যুনিজম বিজয়ী হলে রাষ্ট্রের উন্নতি হবে, এবং সম্ভবতঃ সেখানে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবে লোকে। সোভিয়েট যাকে গণতন্ত্র বলে, মিস্ সুর্ডেনের মতো সম্পদহীন লোকের পক্ষে তা'তে হয়তো অনেক উপকার হবে।

ল্যানি বললেন, আমার মতো সম্পন্ন অবস্থার লোকের পক্ষে আজকার পৃথিবী খুব আনন্দদায়ক। কিন্তু কল্পনায়ও এটা আমি যথেষ্টই অনুভব করতে পারি যে, ধনসম্পদহীন শ্রেণীর লোকের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সচরাচর যেসব কথা ল্যানি বলে থাকেন, তাঁর আজকার কথার সঙ্গে তার স্পষ্টতঃই মিল নেই। কিন্তু আবার মেয়েটি বিনীতভাবেই হাসল। তার অভিমত হল, কথাগুলি শুনে সঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে এবং তার মতো একটি অজ্ঞ মেয়ের কাছে এসব কথা বুঝিয়ে বলবার কষ্ট স্বীকার করায় সে মিঃ ব্যাডের কাছে কৃতজ্ঞ। আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে এসব আলোচনা বারবারই সে শুনেছে। সেখানে লোকের ভীড় জমে আছে কিন্তু কথা বলা ছাড়া আর তাদের কোন কাজ নেই। কোন কোন সময় তারা ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, নানা দলে ভাগ হয়ে যায়। তারা একে অন্যের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়, একে অন্যকে নিষিদ্ধ অভিমত পোষণ করে বলে অভিযোগ করে। সুর্ডেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, বাধ্য হয় হতাশ হতে। এর হাত এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। সর্বদাই চিন্তা, তার যে কি হবে? সে কোন একটা কাজকর্ম করতে ইচ্ছুক, ব্যগ্র। তার কোন জ্ঞান নেই এটা সে জানে, কিন্তু বিশ্বাস আছে তার মনের জোরের ওপর এবং সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য যে-কোন কাজ করতেই প্রস্তুত। যদি মিঃ ব্যাড তার আমেরিকা যাবার কোন পথ বাৎলে দেন! দেবেন কি?

মিঃ ব্যাড দুঃখ প্রকাশ করলেন। যতজন জার্মানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে তার প্রায় অর্ধেক লোকই তাঁকে এমনি অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু কিছুই তিনি বলতে পারেন নি। তাঁর কোন রাজনৈতিক প্রভাব নেই, কোন ব্যবসাও নেই যে, তাদের কাজ দেবেন। এই পর্যন্তই তিনি বলতে পারেন,

তাদের ধৈর্য আছে, তাদের জার্মানীর ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস রেখেই থাকতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, আমেরিকা, সমস্ত মিত্রশক্তিপুঞ্জই আবার জার্মানীকে স্বাধীন ও সম্পন্ন করে তুলতে চান।

(১০)

বেশ দেরী হয়ে গেছে। মিঃ ব্যাড বললেন, এবার উঠতে হবে। তিনি খাবার বিল পরিশোধ করলেন। অত্যন্ত মোটা টাকার বিল। ল্যানি বেশ তৎপর কৌশলের সঙ্গে এমন করে বিলের টাকাটা পরিশোধ করলেন যে, সুর্ডেন যেন অঙ্কটা জানতে না পারে। তাঁরা যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন তখন মেয়েটি শক্ত করে ল্যানির হাত জড়িয়ে ধরল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে তেমনি যুগলেই তাঁরা চললেন।

তখন যানবাহন বিরল হয়ে এসেছে। ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘর কি অনেক দূরে মিস্ সুর্ডেন?

আঃ, বড়ো দুঃখের কথা মিঃ ব্যাড, বলল তরুণীটী : আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না। আমি একটি ঘরে আরো ছ'টি মেয়ের একসঙ্গে থাকি। ভীড় জমে আছে ঘরে।

এটা অত্যন্ত খারাপ—বললেন ল্যানি।

তরুণী বলল, আপনার কি এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। সে আরো জোরে ল্যানির হাতখানি জড়িয়ে ধরল।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ মিস্, ল্যানি বললেন : আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার কথাই বলেছিলাম। তোমার ঘরে যেতে চাইনি।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইল তরুণী, ওহো, মিঃ ব্যাড, কি বলছেন, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন?

ঠিক তাই—উত্তর দিলেন ল্যানি।

কিন্তু আপনি আমার জন্যে এতগুলি টাকা খরচ করলেন!

টাকা খরচ করেছি সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটালাম বলে। তোমাকে ঠিক বলছি, তোমার ঋণ নেই কিছু আমার কাছে। আমি একজন বিবাহিত লোক মিস্।

ওর শিহরণটা অনুভব করা যায়। কিন্তু তখনও সে হাতখানি জড়িয়েই আছে : তাতে কি এমন অসুবিধা হল মিঃ ব্যাড?

আমার বেলায় অসুবিধা আছে। ল্যানি উত্তর দিলেন : আমি জানি

কিছু কিছু আমেরিকান জার্মানীতে কি করছে। কিন্তু আমি ওদের দলের নই।

একটা মৃদু কান্নার শব্দ : ওঃ, এতো নিরাশ হলাম আমি! তরুণী বলে উঠল।

ল্যানি বললেন, আমি সত্যই দুঃখিত মিস্ সুর্ডেন।

সহসা তরুণীটি দু'হাতে ল্যানিকে জড়িয়ে ধরল : মিঃ ব্যাড, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি আপনাকে খুব খুশী করতে পারব। একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আমি অনুগত থাকব, কখনো কা'কেও এ সম্পর্কে একটি কথাও বলব না। সারা জীবনে আপনার মতো একজনও লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি আপনাকে সব রকমে আরাম দেব। যা' আপনার ইচ্ছা তাই করব।

ল্যানি নম্রকণ্ঠে বললেন. দুঃখিত মাই ডিয়ার, আমি তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারব না, কিন্তু বন্ধুরূপে তোমাকে সাহায্য করব। একটি কাজের সন্ধান আমার আছে, হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এখন চল, তোমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিই। রাতের বেলায় রাস্তাঘাটে মেয়েদের পক্ষে বিপদ বড় বেশী।

তরুণী উত্তর দিল, সকলের বেলাই তাই, আমেরিকানদেরও।

সুর্ডেন ছেড়ে দিল ল্যানিকে। তাঁরা দু'জনে জোড়া বেঁধে পাশাপাশি পথ চলতে লাগলেন।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, মিস্ সুর্ডেন, তুমি কি মঙ্ককে কোন কাজের কথা বলবে বলে ভেবেছ?

আমি তাঁকে বলেছিলাম মিঃ ব্যাড। এসূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কথা দিয়েছেন যে, চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু আমার সন্দেহ তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। আপনি তো জানেন, বার্লিনে কিরূপ খারাপ লোক আছে। আমি কি করে তাঁকে বিশ্বাস করাব যে, আমি ভাল লোক?

সহসা ল্যানি বুঝতে পারলেন, পথ চলতে চলতে সুর্ডেন কাঁদছে। সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল : আপনিও—আপনিও আমাকে ভাল মনে করবেন না। এখন আর আমি আপনার কোন কাজেই লাগব না।

অধিকতর কোমলকণ্ঠে বললেন ল্যানি, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ মাই-

ডিয়ার, আমার বয়স তোমার চেয়ে অনেক বেশী, দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করেছি এতোকাল যাবত। আজকার জার্মান মেয়েদের অবস্থা আমি ভাল করেই বুঝতে পারি। যাদের মেয়েদের স্বামী হবার সম্ভাবনা ছিল তাদের লক্ষ লক্ষ লোক হত হয়েছে, ওই রকম লক্ষ লক্ষ চাকরীর সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে। মেয়েদেরও অন্যান্য জীবদের মতোই খেতে হয়। সব সময়ে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকা ভয়াবহ। আমার কাছে সাধুলোক, ভালো লোকের পরিচয় কি জান? কাজ করবার সুযোগ চাওয়া।

ওঃ, মিঃ ব্যাড, মেয়েটি কেঁদে উঠল ঃ আমি যদি একটা কাজ পাই, নিজেরটা নিজে উপার্জন করতে পারি, নিজের একখানা ঘর পাই তা'হলেই নিজেকে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বলে মনে করব।

ল্যানি বললেন, মঙ্ক কি করছেন আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু আমি জানি আমেরিকান সামরিক সরকারে তাঁর প্রতিপত্তি আছে। আমি তোমার কথা তাঁকে বলব, একথাও বলব যে, তোমাকে আমি সাধু, ভাল মেয়ে বলেই বিশ্বাস করি।

(১১)

মঙ্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেসারী ডিপার্টমেন্টের বিরাটদেহ অমায়িক ভদ্রলোক মিঃ এন্ডড্রু মরিসনের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন ল্যানি।

ল্যানি বললেন, একেবারে নিঃসন্দেহ হইনি আমি মেয়েটি সম্পর্কে। এও হতে পারে যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথাবার্তায় তাকে বোবা সাজতে বলে দেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে সে অভিনয় খুব ভালই জানে। এটা নিশ্চয়, আমাকে নিয়ে যখন রাত কাটাতে চেয়েছিল, তখন সে অভিনয় করেনি। সে ভেবেছিল, একটি ভাল শিকার পেয়েছে।

সূচনাটা আমাদের মন্দ নয়, মরিসন বললেন, তবে ভয় হচ্ছে যে, তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব না।

ল্যানি প্রশ্ন করলেন, আশঙ্কাটা কোথায় আমাকে বলুন। হিমলারী টাকা-ওয়ালারা জানে যে আমরা তাদের পেছনে লেগেছি। গুজম্যানের নিখোঁজ হওয়ার পর তারা ব্যাপারটা অনুমান করতে পারবে। আপনি বলেছেন আরো দু'টি গুপ্তচরকে নিয়ে এসেছেন। ধরুন তারাই মেয়েটিকে পাঠিয়েছে এবং ধরুন সে এদিকের কথা ওদিকে জানাল, কিন্তু আপনারা যা' তাকে বলবেন, তা' ছাড়া সে কিছুই জানতে পারবে না।

কিন্তু সে আমাদের যা বলবে তার ওপর কি নির্ভর করতে পারব?

যে-কেহই কিছু বলুক না কেন, আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না, মঙ্ক বললেন : অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে। আমাদের মেয়েটিকে তার চলবার মতো যথেষ্ট মাইনে দিতে হবে এবং যদি সে কাজে সফল হয় তাহলে বড়ো হাতে পুরস্কার দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ল্যানি জানতে চাইলেন; মনে করুন প্লেটগুলি কোথায় আছে সে জানতে পারল, আপনারা কি সেগুলি উদ্ধার করতে পারবেন?

এর জন্যে ভাবতে হবে না, মরিসন বললেন, কার্ডে দু'লাইন লিখে জানালেই আমরা সেখানে একটি লোককে ঠিক করে প্লেটগুলি উদ্ধার করব।

ধরুন সে টাকাগুলির সন্ধান পেল, সেগুলিকে নিয়ে আসবার যানবাহন পাবেন, সেগুলিকে সীমান্তের এপারে নিয়ে আসতে পারবেন? ল্যানির আর এক প্রশ্ন।

আমরা তা চাই না, বললেন মরিসন, আমাদের লোকের একমাত্র কাজ সেগুলি উদ্ধারের পর একখানি গাড়ীতে করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া, সেখানে ভাল করে আগুন জেবলে ওগুলি আগুনে আহুতি দেওয়া।

আপনারা আমার চেয়ে এসব ভাল জানেন, বললেন ল্যানি, মেয়েটিকে সোভিয়েট এলাকায় পাঠান হবে কি করে? আমরা পাশপোর্ট জাল করব?

না। উত্তর দিলেন মরিসন : সে তাদের সামরিক দপ্তরে যাবে অনুমতি-পত্রের জন্যে। তারা অবশ্য ক্রমশঃ খুব কড়া হয়ে উঠছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি এমন একটি কাহিনী বলতে পারবে যাতে তারা সন্তুষ্ট হবে। সে সেই অঞ্চলের লোক, তার একটা ধারণা জন্মেছে তার পরিবারের লোকজন বেঁচে আছে, তার বাবা, মা, ভাইয়েরা যে কেহ। আমাদের কোন একটি শিবিরে সে আশ্রয়প্রার্থী ছিল, তার প্রতি অসদ্ব্যবহার করা হয়েছে। পালিয়ে আসার জন্যে সে এখন অনুতপ্ত। তাকে আমরা কয়েকটি কম্যুনিষ্ট ধরনের কথা শিখিয়ে দিতে পারি। সে একজন কমিসার অথবা কমরেড হতে চায়। তাকে নিয়ে তারা ভাল প্রচার কার্য চালাতে পারবে। আমার ধারণা তাকে তারা যেতে দেবে।

ভাল কথা, ল্যানি বললেন, তাহলে প্রথম কাজটা প্রথমেই করা হোক না কেন? তাকে বলুন, তুমি যদি যাবার ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে ওয়েস্ডে-ফার্থে একটা কাজ পাবে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিন অনুমতিপত্রের জন্যে দরখাস্ত করতে। যদি সে অনুমতি পায়, তাহলে বলবেন কাজটা কি।

যদি সে ভয় পায় অথবা আপনারা মনে করেন তার হাবভাব ভাল মনে হচ্ছে না, তাহলে আপনারা মত বদলাতে পারেন, তাতে কোন ক্ষতিই হবে না।

মরিসন প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মনে কর মঙ্ক?

মেয়েটি বেশ চট্‌পটে, দেখতে আকর্ষণীয়। কাজেই পুরুষের ওপর তাড়াতাড়ি যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তার দ্বারা সেই বান্ডদলের লোকদের কাউকে হাত করে এক-দু' সপ্তাহের মধ্যে আমাদের কোন মূল্যবান সংবাদ পাঠান সম্ভব হতে পারে। আমার অভিমত হচ্ছে তাকে চলবার মতো টাকা দিয়ে আর চিঠি লেখার একটা কোড ঠিক করে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সে যদি হিমলারী টাকার সন্ধান পায় তবে তাকে কয়েক শ' ডলার দেওয়া হবে, প্লেটগুলির সন্ধান দিতে পারলে তার দ্বিগুণ আর দক্ষিণ আমেরিকা যাবার একখানা টিকিট।

খুব তো যেমন খুশী আমাদের টাকা উড়াচ্ছ, কপট হাস্যভরে বললেন মরিসন : তবে আমার ধারণা ওয়াশিংটন গররাজী হবে না।

(১২)

ল্যানি ক্রমাগত চিন্তা করছিলেন ব্যাপারটা সম্পর্কে। এটা তাঁর কাছে একটা ধাঁধা। আজ মরিসনকে প্রশ্ন করলেন : সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের একেবারে অজ্ঞাতে তাদেরই অধিকৃত অঞ্চলে এরূপ একটি দুর্বৃত্ত জার্মান দল কাজ করে যাচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব? আবার তারা কি জার্মান না রাশিয়ান?

মরিসন উত্তর দিলেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া শক্ত। দেশে এখনও অবস্থাটা এলোমেলো। বড়ো বড়ো ব্যাপারে সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখছে হয়তো এবং বে-সামরিক দিকটা আছে জার্মানদেরই হাতে। আমরা যেমন এদিকে করছি।

জার্মানরা কম্যুনিষ্ট?

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কারণ কম্যুনিষ্টরা এখনও অদলীয় সরকারের ভাঁওতা দিচ্ছে। ক্রমশঃ সেটা স্পষ্ট হয়ে আসছে।

আমার কথা হচ্ছে : তারা এতে রয়েছে। ওপরওয়ালারা এটাতে অনুমতি দিয়েছে অথবা এটা গুলি করে মারার মতো অপরাধ বলে মনে করে এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

মরিসন বললেন, আমেরিকান বা বৃটিশ অর্থের মূল্যমানে কোন বিপর্যয়

দেখা দেবে এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা এ চাষে যে ফসল ফলবে তার ফল ভোগ করতে চাইতে পারে।

আমাদের পক্ষ থেকে কি সোভিয়েট সরকারের কাছে কোন অভিযোগ করা হয়েছে?

আমরা অভিযোগ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি মিঃ ব্যাড। সব ব্যাপারেই তারা আমাদের দুমুখো কথা বলবে। তারা সোজাসুজি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে নির্বিকার চিত্তে মিথ্যা কথা বলে যাবে। যখন জানবে যে আমাদের হাতে স্পষ্ট প্রমাণ পর্যন্ত রয়েছে, তখনও মিথ্যা কথা বলায় তাদের মুখে আটকাবে না। তাই আমরা নিজেরাই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া স্থির করেছি। আমরা কারও ক্ষতি করতে চাইছি না, যদি একদিন সেই কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলতে পারি আর প্লেটগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি তাহলেই নিজেদের বাহাদুর মনে করব।

আমি চিন্তা করছি, ল্যানি বললেন, আমরা যদি ওই দলটির মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারি যাতে তারা এমন স্থানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় যে, আমাদের হাতে এসে পড়ে?

বিপদ হচ্ছে কি করে আমরা তা করব? আমরা সোভিয়েটের কাছে আরো অভিযোগ জানাতে পারি। তাতে করে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। এর ফল এই হবে হয়তো, তারা টাকাগুলি হাত করে গোপনে চালিয়ে দেবে এবং আমাদের জানাবে তারা কিছুই জানে না। ঐ সব হিমল্যারী লোকদের সম্পর্কে আমরাই একটা ব্যবস্থা করতে চাই, কম্যুনিস্টরা জানবে সব শেষ হয়ে গেলে।

আপনি বলতে চান সোভিয়েট এলাকায় ওদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে লোক পাঠাবেন?

এ অন্যায় কথা বলবেন না, বললেন মরিসন। কিন্তু তাঁর কথাতে যেন কেমন গুরুত্ব নেই। আরও তিনি বললেন, আমরা জিনিষগুলি কোথায় আছে খুঁজে বের করব। তারপর সময় আসবে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করবার। হয়তো আপনি আমেরিকায় ফিরে যাবেন, এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না।

সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মরিসনের মুখ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অসম্মানের মধ্যে সম্মানের মূল্য

(১)

ল্যানি বেতার কেন্দ্রের কাজে ফিরে এলেন। তিনি বার্লিনের পূর্বপরিচিত মহলে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়ান। সে তথ্য দু'খানেই কাজে লাগাবেন। অন্য স্থানটি হল, নিউ জার্সি, এজমেয়ার। দু'তিনদিন পর টেলিফোনে ডাক এল মঙ্কের কাছ থেকে। তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছিলেন। বার্লিনের টেলিফোন লাইনের কথাবার্তা ধরার চেষ্টা করে কম্যুনিষ্টরা। আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব লাইনটাই নিরাপদ।

মঙ্ক বললেন, ফার্দিন্যাণ্ডের বাবা সহরে এসেছে।

ল্যানি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, সত্যি? কোন্ অঞ্চলে?

ওদিক থেকে উত্তর এল : তার নিজের।

সে কি করছে এখানে?

ঠিক জানি না, তবে সম্ভবতঃ তার নিজস্ব স্বাভাবিক কাজই করছে।

'স্বাভাবিক' শব্দটার ওপর খুব জোর দিলেন মঙ্ক। ল্যানি বুঝলেন এটা দ্বারা মঙ্ক বুঝাতে চাইছেন, সঙ্গীত। হয়তো তিনি কোন প্রকাশক খুঁজতে এসেছেন, পূর্বেও কুর্ট এরূপ আসতেন। যদি প্রকাশক না পাওয়া যায়, তাহলে নিজের খরচেই কোন প্রেস থেকে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। অথবা খরচটা যাবে হিমলারী টাকার ক্রয়কারীদের পকেট থেকে।

টেলিফোনের কণ্ঠ আরো বলল : সে কোথায় আছে আমরা জানি না। এটুকুই জানি কোন বন্ধুর সঙ্গে আছে। কিন্তু ফার্দিন্যান্ডের সঙ্গে স্ট্রনথেইস ক্যাফেতে সে লাঞ্চ খেয়েছে। নিয়মিতই সে সেখানে খায় বলে মনে হচ্ছে। আপনি আজ যেতে পারেন।

কিন্তু সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আমরা শেষবার যে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, সে কথা মনে আছে তো?

ল্যানি চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, মনে আছে।

ভাল কথা, তাহলে যান একবার। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

আর টেলিফোনে কোন কথা হল না, প্রয়োজনও ছিল না। ল্যানিই বলেছিলেন, ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়া উচিত। অপিস থেকে আসবার পথে তিনি মঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, কিভাবে এটা করা সম্ভব। এখন মঙ্ক বলছেন, এই সময়। তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস আছে ল্যানির।

এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বার্লিনেরই আরও অগণিত রাস্তার মতোই একটি রাস্তা। সেটাই পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যেকার সীমা-চিহ্ন। রাস্তা পার হয়ে যাওয়া চলে, কেউ বড় একটা লক্ষ্য করে না। নিজে কোন বিপদের সৃষ্টি না করলে কোন বিপদের সম্ভাবনাও নেই। অথবা যদি এমন লোক হয় যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। ল্যানি সীমা অতিক্রম করে গেলেন এই ভরসায় যে অবাঞ্ছিত আমেরিকান রেডিওতে যে হের ফ্রোলিচ্‌ কথা বলেন, তিনি ল্যানি অন্ততঃ রাস্তার পুলিশ বা লাল ফৌজের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। আমেরিকার পোষ্ট আপিসগুলিতে বুলেটিন বোর্ডে যেমন পলায়িত অপরাধীদের ফটো সেঁটে দেওয়া হয়, তেমনি তাঁর ফটো কোথাও এঁটে দেওয়া হয়নি। তাঁর একমাত্র স্বাতন্ত্র্য পোষাক পরিচ্ছদে। তথাপি তিনি সীমা অতিক্রম করে সোভিয়েট এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করলেন।

(২)

তিনি সেই জনপ্রিয় কাফেতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখনও যারা টাকা খরচ করতে পারে, তারা সেখানে ভাল খাবার পায়। ঠিক দুপুরের প্রাক্কাল, কাফেতে ভিড় জমে গেছে। প্রধান ওয়েটারকে ল্যানি বললেন, তাঁর একজন বন্ধুর এখানে আসবার কথা। তিনি চারদিকে ঘুরে বেড়ালেন। বন্ধুকে না পেয়ে দোরের মুখোমুখী একখানা আসন দখল করে বসলেন। ইউরোপের বিদগ্ধ ও অবসর-বহুল শ্রেণীর লোক যেভাবে বসে দীর্ঘ সময় কাটান আহার করে, তারই জন্যে প্রস্তুত হলেন ল্যানি। হয়তো এক কাপ কফি অথবা এক বোতল মদের অর্ডার দিয়ে বসা হল কাফেতে, ওয়েটার অর্ডারের বস্তুটি এনে দিয়ে সঙ্গে নিয়ে এল একখানা সংবাদপত্র। সংবাদপত্র হাতে নিয়ে বসে, মাঝে মাঝে পাত্রে চুমুক দিয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিন, কেউ বাধা দেবে না।

ল্যানি সংবাদপত্রের এক-দু'লাইন পড়েই দোরের দিকে তাকান, নূতন কে এসে প্রবেশ করল কাফেতে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি, প্রায় একঘণ্টা। তিনি আর-একখানি সংবাদপত্র চেয়ে নিলেন এবং ওয়েটারকে কিছু বকশিশও

দিলেন। অবশেষে তাঁর হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠল। কুর্ট মেইসনার দোর দিয়ে প্রবেশ করছেন, সম্পূর্ণ একাকী। কুর্ট মেইসনার, দীর্ঘদেহ, লম্বা মুখ, গম্ভীর। পরিধানের স্যুটটি ভাল করেই পরা, কিন্তু সেটা ইস্ত্রি-করা নয়। এটাই জার্মানদের ফ্যাসন, বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলের জার্মানদের। ল্যানি উঠে ব্যগ্রভাবে কুর্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। এ ব্যগ্রতা সত্য, ব্যগ্রতার ভান নয়।

ল্যানি বলে উঠলেন, কুর্ট! কি সৌভাগ্য! তুমি বার্লিনে কি করছ? এসো, আমার টেবিলে। না, আপত্তি শুনব না।

মাত্র দু'জনের টেবিল। অনুরোধ উপেক্ষা করা কঠিন। কুর্ট খুব ব্যবস্তা না দেখিয়ে ধীরে ধীরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। ল্যানিকে দেখাচ্ছিল খুব আনন্দিত। কুর্ট কঠোর গম্ভীর।

খাদ্যবস্তুর তালিকা নিয়ে এল ওয়েটার। কুর্ট রেভিওনির অর্ডার দিলেন। ল্যানি বুঝতে পারলেন কুর্ট এমন খাবারই খাবে, কেবলমাত্র কাটার সাহায্যে যেগুলি খাওয়া যায়। নিশ্চয়ই বাড়ীতে বিশ্বস্ত এলসা তাঁর মাংসের টুকরো কেটে দেয়। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা চলে না। ওয়েটার চলে যাবার পর ল্যানি বললেন, তোমাকে পেয়ে এতো খুশী হয়েছি কুর্ট! ভেবেছিলাম, আর কখনো বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। বল, বার্লিনে কি জন্যে এসেছ?

আমার গান-বাজনার ব্যবসা সম্পর্কে এখানে এসেছি।

প্রকাশক ঠিক হয়ে গেছে? তারা প্রকাশ করতে রাজী?

এখনও ঠিক বলতে পারি না।

এটা বোঝা যায়, তাঁকে লোভ দেখিয়ে লাভ কিছুই নেই, খুব লোভজনক প্রসঙ্গের প্রলোভনেও মনের কথা প্রকাশিত হবে না।

কিন্তু ল্যানির কর্মপন্থা হল ক্রমাগত আক্রমণ করে যাওয়া : তোমার সম্বন্ধে প্রায়ই আমি ভাবি কুর্ট। আমার ইচ্ছা, আবার আমাদের সেই বন্ধুত্ব ফিরে আসুক। তোমাকে সাহায্য করতেও আমার আগ্রহ।

তোমাকে তো বলেছি, আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

বলেছ সত্য, কিন্তু কুর্ট, আমি এটা বিশ্বাস করি না। তুমি কি করে চালাবে? এখানে বর্তমানে যে অবস্থা, সে অবস্থার মধ্যে থাকবে কি করে?

এসব কথা আলোচনার এ স্থান নয় ল্যানি।

খুব আস্তে কথা বলব, কেউ শুনতে পাবে না। আমার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলে কেশে ওঠো, আমি থেমে যাব। সম্প্রতি আমি

যা জানতে পেরেছি তোমাকে তা বলব। নিশ্চয়ই তুমি ক্যাটিন অরণ্যের নাম শুনেছ এবং জান যে সেখানে কি ঘটেছিল?

সে কাহিনী আমি শুনেছি।

আমি কোন নাম করব না। তুমি জান দোষটা কাদের ঘাড়ে চেপেছিল এবং সত্যি তারাই দোষী নয়। এও তোমার জানা কারা ওই জঘন্য অপরাধ করেছিল। আরও পাইকারী কবরখানা নিশ্চয়ই আছে, যেগুলি কখনো আবিষ্কৃত হবে না। প্রায় চোদ্দ-পনর হাজার অফিসার পৃথিবী থেকে তিরোহিত হয়েছে। তারা মাটির তলায় চাপা পড়েছে। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, কি ধরনের লোকের সঙ্গে তুমি কাজ করছ।

একথাটা আর কারো আমাকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

জান, তারা কিভাবে ভাঁওতা দেয়? তারা শিল্প ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, তারা সভ্যতাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাঁচে একই ধরনের করে সবাইকে গড়তে চায় জোর করে। এটা সমস্ত প্রকারের স্বাধীনতা ও সমস্ত অগ্রগমন প্রচেষ্টার সমাপ্তি। এ অবস্থায় শিল্প ও সংস্কৃতি কি করে উন্নত হবে? তুমি একজন স্বাধীনচিত্ত লোক, যা' বিশ্বাস করো তাই লিখেছ। সম্ভবতঃ যে বিশ্বাসের ভান কর তার মতো করে কিছু তুমি লিখতে পারবে না।

আমার কি বিশ্বাস তা তোমার জানবার কথা নয়।

আমি তোমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত জানতাম। আমার দৃঢ় ধারণা তোমার বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটেনি। আমি যে লোকটিকে বহুকাল ধরে খুব ভাল করেই জানতাম তারই সঙ্গে কথা বলছি। আমাদের বন্ধুত্বকে ঠেলে ফেলা যায় না, তাকে শেষ করে দেওয়াও সম্ভব নয়। উপায় ও নীতি সম্পর্কিত ধারণায় আমাদের মতভেদ আছে কিন্তু লক্ষ্য একই এবং সর্বদাই তা' থাকবে। যদি তোমার অন্তরপুরুষকে তুমি দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা কর, তাহলে সাময়িক সফল হলেও চিরকালের জন্যে পারবে না। আমি তোমার সেই অন্তরপুরুষের কাছেই আবেদন জানাচ্ছি, তার পুনরুজ্জীবনের জন্যে।

কিন্তু কুর্টের গম্ভীর চাহনিতে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কুর্ট বললেন, খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তুমি ভুল করছ। আমি জানি আমি কি, এবং কি করছি।

তুমি নিজেকে প্রতারিত করছ। নিজেকে তুমি বোঝাচ্ছ যে, এই নূতন মানুষগুলির সঙ্গে চলতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। তাদের সঙ্গে ঐক্য-

মতের ভান করে বোকা বানাবে। তুমি মনে কর যে জীবনকে ঘৃণা কর সে জীবনই যাপন করবে, তা পারবে না। তাতে তোমার সৃজনী শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। উপায়টাই পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদের পরিবর্তে নিজেকেই তুমি প্রতারিত করবে।

তাহলে আমি যতটুকু জানি, আমার সম্বন্ধে তুমি তার চেয়ে বেশী জান। তোমার আঁকা ছবিটাকে আমল দিতে রাজী নই।

তুমি কি ভাবছ আমি ঠিক জানি। পরিবারের কথা ভাবছ। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত, পরিবারটা এখানে স্বতন্ত্র থেকে আকস্মিক ঘটনায় বেড়ে উঠতে পারে না। ছেলেমেয়েদের তাদের বাবা মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, তাদের মগজে ক্রমাগত প্রচারের মন্ত্রগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারা গান গায়, কি ধরনের গান সে তুমি জান, আমাকে বর্ণনা করতে হবে না। তারা সেই গান গাইবে বাড়ীতে তোমার কাছে আসতে আসতে তুমি কি মনে করবে? তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে জীবনে তাদের প্রথম কর্তব্য হল তোমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা। মনে করতে পার যে, শত্রুদের ঘৃণা করতে তাদের শিক্ষা দেবে, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভাবপ্রবণ ও দ্রুতগ্রহণশীল মন পরিণত বুদ্ধির ষড়যন্ত্রের জটিলতায় প্রবেশ করতে পারছে না। অনিবার্যভাবেই তারা কোন কোন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে ফেলবে এবং সেটাই হবে তোমার শেষ।

(৩)

কুর্ট কেশে উঠলেন। ল্যানি হলেন নিস্তব্ধ। ওয়েটার খাবার নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। সে চলে গেল কিন্তু খুব দূরে নয়। স্পষ্টতঃই সে কথাবার্তা শোনবার জন্যই দাঁড়িয়ে রইল। এ সময়ে সচরাচরই এরূপ ঘটছে। কাজেই ল্যানি মূল্যবান কোন ছবির সন্ধান কুর্ট জানেন কিনা এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওয়েটার অন্য একটি টেবিলের কাছে গেল, ততোক্ষণ এই প্রসঙ্গই চলতে লাগল।

তারপর ল্যানি আবার বলতে আরম্ভ করলেন : পশ্চিম জগতের পক্ষে আমি তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তোমার প্রতিভার তাদের প্রয়োজন আছে, নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের চাই। তুমি পশ্চিমের লোক, তোমার সমস্ত চিন্তাধারা পশ্চিমের। তুমি এখন যে জগতে বাস করছ সেখানে গোয়েথ,

বিঠোফেন কি করে বাস করতেন? তাঁদের কেউ কি কোনদিন আদেশ করেছে কিভাবে কি রচনা করতে হবে? তুমি জান, আমিও জানি, জার্মান সংস্কৃতির ভিত্তি স্বাধীনতার ওপর। জার্মান বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীন গবেষণা ও শিক্ষাদানের অধিকার। জার্মান রাষ্ট্রের অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরাও শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হননি। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে? তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি যা জানি তা' তুমিও জান। ওরা জার্মান বিজ্ঞানের কাছে চায় কেবল রকেট, জেট বিমান, অ্যাটম বোম—এরকম ধরনেরই প্রগতি তাদের কাম্য। তারা চায় রুঢ় অঞ্চলের অধিকার, এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানায় সে অঞ্চলটাকে পরিণত করতে। তারা তা করতে পারলেই ফ্রান্স ও বৃটেন তাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল হবে। তখন জার্মানদের অবস্থা কি হবে? তারা হবে দাস আর যন্ত্র-মানব!

কুর্ট প্রতিবাদ করলেন এবার আরো ধারাল কণ্ঠে : এটা এসব আলোচনার স্থান নয়।

আমি আস্তে কথা বলছি, কেউ শুনবে না। আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি এই উদ্দেশ্যে যে, পাশ্চাত্য জগতে যাবার পথে তোমাকে আমায় সাহায্য করতে দাও। যতদিন পর্যন্ত তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, ততদিন তোমার পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব আমি নেব। আমি যদি বলি, তাহলে বাবা এতে আনন্দে রাজী হবেন। আমি তোমার জামিন হব, বলব কোনরূপ রাজ-নৈতিক কাজে তুমি জড়িত নও। আবার তুমি মস্ত বড়ো শিল্পী হয়ে দাঁড়াতে পারবে। শেস্টোকোভিচের মতো হাতের পুতুল শিল্পী হবে না।

আমি তোমাকে বলেছি এ সবে আমার আকর্ষণ নেই।

তোমাকে একটা নিশ্চিত পরিণতির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি। তারা তোমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে, কিন্তু আমি জানি, তোমারও জানা নিশ্চিতই উচিত, এটা বেশীদিন চলবে না। তারা জার্মানদের শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে, সকলকেই নীরব করে রাখতে তারা চায়—যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের ওপর তাদের থাবাটা ভাল করে বসাতে না পারছে ততদিন এটা চাইবে। তারপর তোমার সময় হয়ে অসবে। মনে রেখো তারা তোমার সব কথা জানে। তোমার সহ-যোগীদের তারা চিনে। তারা জানে তোমার বন্ধুদের। তাদের তারা চরমভাবে ঘৃণা করত। চরম ঘৃণা আছে আবার ভয়ও আছে এখনও। আমি তোমার বন্ধুদের জানি না। কিন্তু এটা ঠিক তাদের মধ্যে একজন গুপ্তচর আছে।

নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর, কে সেই পুরুষ বা মেয়ে হতে পারে। কি সে তোমার সম্পর্কে রিপোর্ট করছে, ওরা রেকর্ড করে রাখছে? সময় আসলে তোমাকে নিয়ে যাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তোমাকে যেতে হবে নির্যাতন-প্রকোষ্ঠে। তোমাকে বলা হবে কি স্বীকৃতি দেবে আর তুমি তা' দিতে বাধ্য হবে। যে কোন উৎকট অপরাধের তারা কল্পনা করবে, তাই তুমি স্বীকার করবে। তারা যাদের ধ্বংস করতে চাইবে, তুমি তাদেরই নামে অভিযোগ করবে। তোমার ছেলে-মেয়েদের সরকারী ফার্মে পাঠাবে। তোমার স্ত্রী যাবে কয়লার খনিতে কাজ করতে আর তুমি যাবে গ্যাস প্রকোষ্টে অথবা গিয়ে দাঁড়াবে দেয়াল ঘেঁসে, গুলির পর গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হবে।

'হুস্'—চুপি চুপি শব্দ করলেন কুর্ট। ওয়েটার আবার সেই স্থানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কুর্ট আঙ্গুল তুলে লোকটিকে ডাকলেন, সে এগিয়ে গেল।

'আমার চেক', জিজ্ঞাসা করলেন কুর্ট।

খাবারে কোন গোলমাল আছে কি স্যার? প্রশ্ন করল ওয়েটার। কারণ সে দেখছে প্লেটের খাবার স্পর্শ করা হয়নি।

খাবারে কোন দোষ নেই। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। চেকটা আন।

চেকের ওপর দৃষ্টি বুলালেন কুর্ট। কয়েকটি মার্ক গুণে দিলেন ওয়েটারের হাতে। বক্‌শিশটাও এর মধ্যে আছে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটি কথা না বলেই কাফে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(৪)

ফিরে গিয়ে মঙ্কের কাছে সব কথা বললেন ল্যানি।

ল্যানি বললেন, এটা ঠিক যে, আমি তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার ফল কি হবে, দেখতে হবে।

মঙ্ক বললেন, জার্মান মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সে যে-কোন কাজের জন্যেই প্রস্তুত। সে সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে অনুমতি পত্রের জন্য আবেদন জানিয়েছে, বলেছে, দেশে লোকজনের খোঁজ করতে যাবে। ল্যানি আর, আই, এস, এ তাঁর কাজ করতে গেলেন। তিন-চারদিন পর মঙ্ক তাঁকে সামরিক বিভাগের ফোনে ডাকলেন। 'সে চলে গেছে' বললেন মঙ্ক। কোন নাম বললেন না। আর কোন কথা নেই তাঁর বলবার। ল্যানিকে তিনি বলেছেন, কথা বলার তাঁদের একটা সাঙ্কেতিক ভাষা থাকবে। মেয়েটি

চিঠিপত্র লিখবে—দৃশ্যতঃ হবে নির্দোষ। আবার এমনও হতে পারে, তার কোন খবরই আর পাবেন না। এ যেন কারো পক্ষে লাভাপ্রবাহের ওপর লাফ দিয়ে পড়ার মতো।

একটা উন্মাদ আক্রমণ-বিধ্বস্ত মহানগরী বার্লিন। অর্ধেকই তার ধ্বংস-স্তূপ। নগরীর যে অংশে ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত সেই বিশেষ অঞ্চলটিতেই এর ৩৪০ বর্গমাইল স্থানে এখনও ৩০ লক্ষের অধিক লোক বাস করে। তাদের প্রতিদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, যখন সম্ভব কাজে যেতে হয়। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেভাবে বাস করা সম্ভব সেইভাবেই তারা বাস করে। শত শত নূতন লোক নিত্য আসে তাদের সেই দুর্দশার ও অস্বাচ্ছন্দ্যের অংশ গ্রহণ করতে।

নবাগতেরা আসে পূর্ব থেকে। তারা হেঁটে আসে। জিনিষপত্র যতটুকু মাথায় বা ঘাড়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব তাই আনে। সীমান্ত ১৪৪ মাইল। চারদিকে রুশ অঞ্চল। গোপনে পালিয়ে আসা বন্ধ করার কোন পথ নেই। তাদের কম্যুনিষ্ট এলাকায় ফেরৎ পাঠানোর অর্থ মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া অথবা তাদের কম্যুনিষ্ট কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া। কারাবাস মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। পশ্চিম জার্মানীতে কিছু লোককে পাঠান যেতে পারে, কিন্তু তাও পাঠাতে হবে সোভিয়েট অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। তাই একমাত্র পথ হল বিমানপথ। পশ্চিম জার্মানীতেও তারা সাদর সম্বর্ধনা পাবে না, কারণ সেখানে ইতিমধ্যেই ৭০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী গিয়ে ভীড় করেছে। কাজেই আমেরিকান সৈন্যরা ব্যারাক তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমেরিকা থেকে জাহাজ-বোঝাই হয়ে আসছে খাদ্যবস্তু। একটি সভ্যদেশের যুদ্ধজয়ের এই দণ্ড।

নগরীর চারটি অংশ চারটি বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে। তাদের একটি বেসামরিক সরকার আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। জনগণের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী, তাই তারা সোস্যালিষ্ট-ডেমোক্রেটিক আর্নষ্ট রয়টারকে মেয়র নির্বাচন করেছে। কিন্তু চারটি সামরিক দলের মধ্যে তাঁকে নিয়ে মতভেদ। তিনি সোভিয়েট-বিরোধী বলে কম্যুনিষ্টরা তাঁকে কাজ করতে দেবে না। আপোষ-নিষ্পত্তির ফলে তাঁর ডেপুটীকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। কাজেই এককালের মদগর্বিত সাম্রাজ্য-বাদী জার্মানীর রাজধানীর মেয়র এখন একজন মেয়েলোক, লুই স্রোডার।

বার্লিন শুধু রাজনৈতিকই নয়, জার্মানীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিরও

প্রাণকেন্দ্র ছিল। সোভিয়েটের পূর্ণ ইচ্ছা ছিল সেটা দখল করার। তারা দেখেছিল, তাদের লাল-ঢেউ ধেয়ে আসছে সেই বিশিষ্ট জনবহুল দ্বীপটিকে গ্রাস করতে। বহুদিন আগে থেকেই এটা তারা পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এর প্রধান অংশ ছিল জনগণের মন অধিকার করা।

তাদের সৈন্যবাহিনী যখন নগরীতে বন্যার মতো প্রবেশ করল, তখন তারা সবচেয়ে চমৎকার একটি স্থান অধিকার করল—অক্ষত রেডিও-বার্লিনের প্রাসাদটি। তারা অধিকার করল প্রকাণ্ড লাইব্রেরীটি, তার অগণিত পুস্তক-রাশি, অনেকগুলি গানের রেকর্ড ও অন্যান্য কাগজপত্র। সঙ্গে সঙ্গে পেল তারা একদল অভিজ্ঞ কর্মচারী, তারা জার্মান ভাষা জানে। তাদের কাজে রাখা যেতে পারে, হুকুম মতো কাজ করে যাবে তারা। যখন নগরী ভাগ করা স্থির হয়ে গেল তখন রেডিও ষ্টেশনটি পড়ল বৃটিশ এলাকায়। কিন্তু রুশেরা তা অধিকার করেই রইল। তাদের সুবিনীত মিত্রদের কর্তৃত্বের ভাগ দিতে রাজী হল না। পোটসডাম, লিপজিগ ও ড্রেসডেনে বেতার কেন্দ্র চালু করার পরও এ অধিকারটা ত্যাগ করল না।

আমেরিকানরা অত্যন্ত দেরীতেই উপলব্ধি করল যে, তাদের একটি নূতন সংগ্রাম চালাতে হবে, প্রচার সংগ্রাম। তারা একটি ক্ষুদ্র বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে জার্মান কৌশল অনুসরণ করে, টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে বেতার প্রচার করে। মারাত্মক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জে তারা আর, আই, এ, এস প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা চলছে সখের নাৎসীবিরোধীকর্মীদের দ্বারা। তারা বারো বছর ছিল জার্মান বেতারের অস্পৃশ্য। তাদের মাত্র তিনটি স্টুডিও আছে। অর্কেষ্ট্রা বা শ্রোতাদের কোনটারই পক্ষে এগুলি যথেষ্ট নয়, অতি ছোট। কিন্তু তারা বাইরের জগতে কি ঘটছে এ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে যাচ্ছে। ক্রমশঃ জার্মানরা এটা জানতে পেরেছে এবং শোনবার অভ্যাস জন্মেছে তাদের। তাঁর সোভিয়েট মিত্রদের প্রতি নৈষ্ঠিক সৌজন্যশীল জেনারেল ক্লে তাঁর অধীনস্থ প্রচার বিভাগকে নিষেধ করে দিয়েছেন, যেন সোভিয়েট পক্ষের সঙ্গে কোন বিতর্ক না করা হয়, যেন তাদের সম্পর্কে দুর্বিনীত কোন উক্তি করা না হয়। প্রায় দু'বছর আমেরিকান রেডিও কোনরূপ উত্তর না দিয়ে কেবলমাত্র দৈনন্দিন সংবাদ দিয়ে অবিরাম সোভিয়েট আক্রমণ সহ্য করেছে। কর্মচারীরা বিরক্তি বোধ করেন এই নিষেধবিধিতে কিন্তু সামরিক বিভাগের আদেশ মানতেই হবে।

আর, আই, এ, এসের প্রচার হচ্ছে মানবধর্মী। সেখানে কোন জাতিগত,

আদর্শগত, কিম্বা দলগত ভেদাভেদ নেই। বার্লিনের নানা শ্রেণীর লোক এর সংগীত উপভোগ করে থাকে। রুশ সৈনিকদের এটা শুনতে নিষেধ আছে, কিন্তু অফিসারেরা সেই নিষেধাবিধি ভংগ করে চলে। তারা রাশিয়ান সংগীত শুনে। তাদের সরকার ভাবপ্রবণতা ও সমরবিরোধী ভাব আছে বলে যে সংগীতগুলি নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলিও থাকে তার মধ্যে। আর, আই, এ, এসের বন্ধুসংখ্যা বাড়ে, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ খ্যাতি গিয়ে পৌঁছায় ওয়াশিংটন ডি, সি, পাহাড়ের ওপর বিরাট মার্বেল প্রাসাদ পর্যন্ত—সেখানে কংগ্রেস সদস্য-দের কাছে আবেদন জানায়, জোর চাপ দেয় আরও কিছু অর্থের জন্যে।

(৫)

জার্মানীর মধ্যে সামরিক অগ্রগতি যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, তখন ল্যানির সাক্ষাৎকার ঘটে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর একজন রুশভাষাবিদ্ সার্জেন্টের সংগে। ল্যানি জার্মান যুদ্ধবন্দীদের জেরা করতেন আর ওই সার্জেন্টটি করত রুশ বন্দীদের। তার নাম ছিল বরিস শাব। বর্তমানে বার্লিনে সামরিক সরকারের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে বেসামরিক কর্মচারীরূপে সে কাজ করছে। ল্যানির সংগে সাক্ষাৎকারের কথা তার মনে আছে। এবার দু'জনের সাক্ষাৎ হলে সেই গৌরবময় দিনের অতীত কাহিনী নিয়ে আলোচনা হল। আমেরিকান ও সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী যখন এসে মিলেছিল এলবে নদীর নিকটে প্রুশীয় সহর ক্লোয়েটজ্-এ তখন শাব সেখানে ছিল। দু'টি বাহিনী পরস্পরকে সামরিক অভিবাদন জানিয়েছিল, ব্যান্ডে বেজেছিল "তারকাখচিত পতাকা" ও "আন্তর্জাতিক" সংগীত। সে দেখেছে দু'টি বাহিনীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সৌহার্দ্য। আমেরিকান মিত্রদের সবকিছু সম্পর্কে দেখেছে রুশদের ব্যগ্র কৌতূহল। তারা কথা বলতে যদিও পারেনি তথাপি তাদের মুখগুলি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। নানা জিনিষের নাম তারা শিখেছিল, স্মরণচিহ্নের বিনিময় করেছিল। রবিবারে স্কোয়ারে একটি আনুষ্ঠানিক উৎসব হয়েছিল। তাতে রেডক্রশের মেয়েরা কফি ও রুটির টুকরো পরিবেশন করেছিল। ব্যান্ডে বেজেছিল সত্যিকার আন্তর্জাতিক সংগীত : 'ডিক্সি' আর 'ইয়াংক ডোড্ল', লালফৌজের সংগীত 'মেডোল্যান্ড' এমন কি জার্মান সামরিক সংগীত 'লিলি মারলিন' পর্যন্ত। শাবের মতে লিলি মারলিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আন্ত-র্জাতিক খ্যাতির শিখরে উঠেছিল। বৃটেনের সংগীতও সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছিল। রুশরা গাইতে শিখেছিল 'টিপারারী' গানটি। রুশ ভাষায় গানের অনুবাদ করা হয়েছিল। অবশ্য রুশ ভাষায় গানটি বিশ্রী শুনাচ্ছিল।

শাব সোভিয়েটের নূতন মনোভাবের কথা বলল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানরা যেসব রুশদের বন্দী করে, তাদের প্রতি ব্যবহারে মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। জার্মান বাহিনীর বিপুল অগ্রগতির মুখে বহু রুশ সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। কিছু সৈন্য যুদ্ধ করতে চায়না বলে আত্মসমর্পণ করেছিল। বিপুলসংখ্যক সৈন্যই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু যখন গোলা-বারুদ নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন তারা ধরা দিতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকানরা তাদের মুক্ত করেছিল এবং তারা এলবের দিকে আসতে লাগল।

একটি অন্তরীণ শিবিরে তিনশ রুশ অফিসার ছিল। তারা নিজেদের সৈন্য-বাহিনীতে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু অনুমতি এল না। সোভিয়েট সৈন্যাধ্যক্ষ তাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন না। ওদের দিকে কোনরূপ মনোযোগ দিতেই রাজী নহেন। বেসামরিক যেসব রুশ আশ্রয়প্রার্থীদের জার্মানেরা দাস-শ্রমিকরূপে পরিণত করেছিল তারা দেশে ফিরে যেতে চায় কিন্তু ভয় পাচ্ছিল তাতে। তারা উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমেরিকান মহলে তত্ত্ব নিচ্ছিল, বলা হয়েছিল যে, তাদের যেতেই হবে। আমেরিকার পক্ষ থেকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে জানান হয়েছিল। ওরা বলল, সবই ঠিক আছে, আশ্রয়প্রার্থীরা সদ্ব্যবহার পাবে।

তারা ফিরে গেল আর পেল ভয়াবহ অভ্যর্থনা। কেহ কেহ পালিয়ে আমেরিকান অঞ্চলে ফিরে এল। শাব সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাহিনী শুনেন। যুদ্ধজয়ের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে অক্ষশক্তিদেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ রুশ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। বহু লোককে টমিগান হাতে প্রহরারত সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে শত শত মাইল হেঁটে যেতে হয়। তাদের মালগাড়ীতে বোঝাই করে শেকলে বেঁধে রাখা হয়। অফিসারদের সামরিক চিহ্নগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। অনেকের পোষাকও। তাদের জীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে একশ তিপ্পান্নটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়। কিছু লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়, আর কখনও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অধিকাংশ লোককেই শিবিরে রাখা হয়। ওইসব শিবিরে পূর্বে জার্মান যুদ্ধবন্দীদের রাখা হত। অকথ্য নোংরা ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত শিবিরগুলি। অর্ধ অনশন ও নানাবিধ রোগ শিবিরে লেগেই আছে। শেষ পর্যন্ত ওইসব বন্দীদের উত্তর রাশিয়ার খনি ও আরণ্য অঞ্চলে এবং সুদূর সাইবেরিয়ায় দাস-শ্রমিক করে

পাঠান হয়। গড়ে দণ্ডকাল ছিল তিন থেকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাস। প্রত্যেকটি বন্দীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল যে কখনো সে তার ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা প্রকাশ করতে পারবে না। পুরুষ ও নারী বন্দীদের বেলা একই ব্যবস্থা।

যারা পালিয়ে এসেছিল শাব বার্লিন, প্যারি ও অন্যান্য স্থানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তার নোটবুক থেকে সে ল্যানিকে অর্ধ ডজন অদ্ভুত ঘটনার কথা বর্ণনা করল। যথাসময়ে সে কাহিনীগুলি এসে পেঁছিল নিউজার্সির এজমেয়ারে। একজন রুশ সৈনিকের নিজমুখে বর্ণিত কাহিনী বল্‌ছি। সে গ্র্যাচেভ নামক একজন সোভিয়েট মেজর জেনারেলের সোফার ছিল। সে জেনারেলকে ড্রেসডেন থেকে মোটর চালিয়ে মস্কো নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে মস্কো পেঁছে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল এ দৃশ্যটি ঃ—

"সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীর নিকটে একদল মেয়ে সার বেঁধে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে রাইফেলধারী সৈনিকেরা। আমরা যখন মোটর চালিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার হৃদয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেয়েদের পরনে ছালার তৈরী স্কার্ট, গায়ে ক্যানভাসের ব্লাউজ, পায়ে কাঠের জুতো। তাদের চুলগুলি ধূসর রঙের ন্যাকড়ায় জড়ান ছিল। এভাবেই সেই দেড়শ থেকে দু'শ মেয়ে পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত।

আমি প্রশ্ন করলাম, এরা কারা?

উত্তর হল ঃ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের দল। জার্মান থেকে ফিরে-আসা মেয়েরা। অনেকই আছে এখানে এরকম। তারা পুনর্গঠনের, ঘরবাড়ী তৈরীর কাজ করছে।"

(৬)

ল্যানি তাদের শান্তি প্রোগ্রাম শুনেন শর্ট ওয়েভে আর, আই, এ, এস অাপিসে বসেই। প্রতি সপ্তাহেই একবার নিয়মিতভাবে লরেলকে ফোন করেন এবং জেনে নেন সবই ঠিকমত চলছে। প্রকৃতির যে নূতন অপূর্ব অবদানটি তাঁরই সহায়তায় মূর্তিলাভ করেছে, সেটা সার্থকতার সঙ্গেই বেড়ে উঠছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ব্রোসলের নির্দিষ্ট সময়ের দু'সপ্তাহ আগেই সে

এসেছিল। অধ্যাপক শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পর্কে বহু বৎসর গবেষণা করেছেন। তিনি বলে দিতে পারেন, কবে শিশুটি জন্মাবে, কবে হামাগুড়ি দেবে, কবে কথা বলতে আরম্ভ করবে, হাঁটবে।

বাড়ী যাবার জন্যে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছিলেন ল্যানি। তিনি আর, আই, এ,এসের লোকেদের বললেন, তাঁর সাধ্যমত সবকিছু পরামর্শই দিয়েছেন তিনি। তিনি এজমেয়ারে ফিরে গিয়ে আমেরিকার লোকদের জানাবেন বার্লিনে তিনি কি দেখতে পেলেন এবং 'ঠাণ্ডা লড়াইএর' সমস্যাটা কিরূপ জরুরী। তিনি ওয়াশিংটনে সরকারী কর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁদের এটা বুঝাতে চেষ্টা করবেন, বার্লিন রেডিও দিনের পর দিন যেভাবে আক্রমণ করে যাচ্ছে, তাতে আর, আই, এ, এসকে সোজাসুজি উত্তরদানে অনুমতি দেওয়া কর্তব্য। আদর্শের দিক থেকে একগালে চড় খেলে আর একগাল পেতে দেওয়াটা খুব উচ্চ আদর্শ, কিন্তু এরও একটা সীমা থাকা উচিত। দু'বছর অনেকখানি সময়।

এবার আর ল্যানি রিভিয়েরা গেলেন না। টেলিফোনে বিউটীর সঙ্গে কথা বললেন, এবং জানলেন সবাই ভাল আছে। যে পরিবারে ঘটনাবহুলতা নেই সেই পরিবারই সুখী। একটি বৃটিশ বিমানে করে গিয়ে তিনি লণ্ডনে অবতরণ করলেন। সেখানে একদিন কাটালেন আলফি পোমরয় নেলসনের সঙ্গে একটি আনন্দময় সন্ধ্যা অতিবাহিত করবার জন্যে। রুশ ও জার্মানরা যেমন আজকার বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তেমনি বৃটিশরাও। বিশ্বের ইতিহাসে তারা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির প্রমাণ দিচ্ছে। তারা প্রমাণ করছে, মার্কস সত্য কিন্তু লেনিন মিথ্যা। এংলো-সেক্সনেরা হিংসাত্মক কার্য ও সরকারের উচ্ছেদ না ঘটিয়েই ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রীদের শ্লোগান হচ্ছে, 'ক্রমবিকাশের অনিবার্যতা'; ইংরেজরা এখন তাদের কঠোর শ্রমশীল অথচ মন্থর অনাটকীয় পদ্ধতিতে তাদের নিজেদের জগতটাকে তৈরী করে নিচ্ছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শ্রমিক দল পাঁচটি মূল শিল্পের জাতীয়করণের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে : কয়লা, বিদ্যুৎ, যাতায়াত, ইস্পাৎ ও ব্যাঙ্ক। তারা চিকিৎসা ব্যবস্থাও রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিচ্ছে, যাতে একটিও পীড়িত লোক না বিনা চিকিৎসায় থাকে। তারা খাদ্যবস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে, যাতে একজন লোকও উপবাসী না থাকে। তারা এই কার্যসূচী পুস্তিকা আকারে

প্রকাশ করে দেশের মধ্যে বিতরণ করেছে। তারই ফলে নির্বাচনে শ্রমিকদল বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। এখন তারা একটি একটি করে কঠোর ও সুনির্দিষ্ট ভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে অগ্রসর হচ্ছে।

আলফি একজন নব-নির্বাচিত শ্রমিক সদস্য। তাঁর বাবাও, বহুকাল আগেকার শ্রমিকদলের সমর্থনকারী। কি উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের মধ্যেই তাঁদের সময় কাটছে। আলফি বৃটিশ-দুর্লভ উৎসাহের সঙ্গে এসব বর্ণনা করলেন। দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কার্যসূচীর অর্ধেকেরও বেশী কার্যকরী করা হয়ে গেছে। বাকিগুলিও দাড়ি, কমার পরিবর্তন না ঘটিয়ে কার্যকরী করা হবে,—রক্ষণশীলেরা দিক না বাধা, করুক না চীৎকার। প্রাক্তন বিমান বাহিনীর অফিসার বললেন, ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল এমনটা—একটি রাজনৈতিকদল নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রদত্ত তার সবগুলি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। আর কোথাও এমনটা ঘটেছে ল্যানি?

ল্যানি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, বলশেভিকরা দাবী করবে তারা লেনিনের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে, কিন্তু আসলে তারা করেনি। লেনিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাষ্ট্র তার কঠোরতা হ্রাস করবে, কিন্তু তা জোনার গ্রাউডের মতো বেড়েই চলেছে।

তাছাড়া তারা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, শ্রমিক সদস্য বললেন, আমরা একজন লোককেও হত্যা করিনি। অবশ্য কয়েকজন রক্ষণশীল লর্ড ক্রোধে জ্বলে মারা গেছেন।

বৃটিশ সরকার একটি ইউনিট। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যেন নিজের মধ্যে লড়াইয়ে নিযুক্ত। এর রহস্যটা বুঝিয়ে দিতে বললেন আলফি ল্যানিকে। সত্যই বড়ই গোলমেলে অবস্থা। প্রেসিডেণ্ট ডেমোক্রেট, কংগ্রেস রিপাবলিকান। যদি বা ডেমোক্রেটিক দলই কংগ্রেস অধিকার করে, তথাপি প্রেসিডেন্টের হাত-পা বাঁধাই থাকবে। কারণ যেসব দক্ষিণী সদস্য নিজেদের ডেমোক্রেট বলেন তাঁরা ভোট দেন রিপাবলিকানদের সঙ্গে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপারে দক্ষিণ বাকি দেশের একপুরুষ পেছনে পড়ে আছে। কাজেই অর্থনৈতিক দর্শনেও তারা পশ্চাদপদ। তথাকার রাজনৈতিকেরা নিজেদের ডেমোক্রেট বলে এই কারণে যে, রিপাবলিকান পার্টি গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছে, জয়ী হয়েছে। কিন্তু যখন অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রশ্ন আসে তখন তারা সেই হার্ডিং ও কুলিজের এমন-কি ম্যাককিলনের যুগে।

(৭)

রক্ষণশীল লর্ডেদের এ সম্পর্কে কি ধারণা এটাও তাঁর জানবার সুযোগ হল। তাদের সদ্যবিবাহিত মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ইরমাকে জানান ল্যানির সামাজিক কর্তব্য। তিনি যখন উইকথর্প প্রাসাদে উপস্থিত হলেন, তখন ইরমা ও তার স্বামী লণ্ডনে ছিলেন। উইকথর্পের আর্ল সেড্রিক মাণ্টারসন তাঁর পরিষদীয় ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেন, যদিও তাঁর বক্তৃতা বা ভোট দেওয়াতে কিছু যায় আসে না। তাঁদের সহরের বাড়ীতে গিয়ে যখন ল্যানি উপস্থিত হলেন, তখন ইরমা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে ল্যানি, কেমন? ল্যানি রাজী হলেন। স্বামীদের দেখা যায় স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতকারে বিব্রত হয়ে পড়েন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেডি নিজেকে বলেন 'আধুনিক'। ইরমাও আধুনিক।

ল্যানি তাঁদের রাজপ্রাসাদসদৃশ ভবনে গেলেন লাঞ্চ খেতে। টেবিলে খাবার পরিবেশন করল যে খানসামা এবং বয়, তারা ল্যানির পূর্ব-পরিচিত। ওদের তিনি সংবাদ নিলেন, কেমন আছে তারা। কিছুকাল ল্যানি ও ইরমা সেডির ভাড়াটে এবং অন্তরঙ্গ ছিলেন। তখনই ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদ আর নূতন বিবাহ-বন্ধন। ল্যানি ইরমাকে জানালেন ফ্রান্সেস সম্পর্কে সুসংবাদ। বিবাহিত জীবনে সুখী ও কর্মব্যস্ত আদর্শবাদী মেয়েটি নিশ্চয়ই ভাবী যুদ্ধ প্রতিরোধের কাজে সহায়তা করছে। লর্ড মহাশয় মন্তব্য করলেন, একটা গোলা-বারুদের কারখানায় কাজ করলেই সে ভাল করত। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে বলশেভিকরা পৃথিবী জয় করতে চায় এবং তার কমে কিছুতেই থামবে না।

তাঁরা রাজনৈতিক আলোচনাই আরম্ভ করলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য নিজেদের অধিকার কি করে রক্ষা করবে আর আমেরিকাই বা আর্থিক দিক দিয়ে গোটা বিশ্বের ভার কাঁধে নিয়ে কিভাবে চলবে? আমেরিকার লোক কি এটা সহ্য করবে? যতদিন ইংলণ্ডের লোক দরিদ্র-আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে না, ততদিন তাদের ওপর ট্যাক্সই বসান হবে।

তাঁর যৌবনকাল থেকেই লর্ড উইকথর্পকে ল্যানি জানেন। এখন তিনি মধ্য-বয়সী। তাঁর সুন্দর চুলগুলি মাথার ওপরের দিকে পাতলা হয়ে আসছে। কিন্তু তখন তিনি প্রাণধর্মে উচ্ছল ইংরেজ, যখন বাড়ীতে থাকেন তখন প্রত্যহ তাঁর জমিদারীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। অবশ্য তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত বিসদৃশ। ইরমার টাকা না থাকলে এতোদিনে বাড়ীতে বোর্ডারস রাখতে আরম্ভ করতেন।

লর্ড উইকথর্প ঘোড়ার রাখবেন, একথা ভাবা ল্যানির পক্ষে কঠিন। কিন্তু তিনি জানতেন এটা পরিহাস নয়। তিনি জানতেন বৃটেনের একজন লর্ড একটি বাস লাইন রেখেছেন, নিজে তিনি বাস চালান। আর-একজন নিজের স্ত্রীকে সংগে নিয়ে মাছ বিক্রী করেন। আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম রেল রাস্তা থেকে ইরমার আয়, এই আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ দিতে হয় ইনকামট্যাক্সরূপে ওয়াশিংটন সরকারকে। সে একটা কৌশল অবলম্বন করেছে। তাদের শ্রেণীর আমেরিকানদের কাছে এটা খুব জনপ্রিয় পন্থা। কোনরূপ জনহিতকর কার্যের নাম করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়া, ওগুলির জন্য ট্যাক্স লাগে না।

(৮)

বৃটেনে প্রায় আটশ লর্ড আছেন। সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক কর্তব্যকে খুব গুরুত্ব দেন না। তাঁদের নির্দিষ্ট চেম্বারে এক-তৃতীয়াংশেরও স্থান সংকুলান হয় না। সেডি একটি বক্তৃতা লিখবেন, তা বার বার পড়ে দেখবেন, দশবার সেটা সংশোধন করবেন অত্যন্ত কঠোর মনোযোগের সংগে, তারপর সেটা সভায় পাঠ করে সংবাদপত্রে পাঠাবেন প্রকাশের জন্যে। কিন্তু কাগজের টানাটানি, একটি কি দু'টি প্যারাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে। অবশ্য তাঁর নিজের কাগজের অভাব নেই। ইরমার টাকা আছে, কাগজ ও ছাপার কোন অসুবিধে নেই। তাঁর কাছে পৃথিবীর বিশিষ্ট লোকদের নামের তালিকা আছে। তিনি সকলের কাছে তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠিয়ে দেবেন। তাতে সেডি বলবেন, সন্তোষহীন শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে ভোট আদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্যের কথাই যেসব লোক চিন্তা করে তারা নিশ্চিতই বৃটেনকে দেউলিয়া হবার পথে টেনে নিচ্ছে। তাঁর জমিদারীতে এ সম্পর্কে কাজকর্ম করবার জন্যে একটি অপিস আছে, তার ম্যানেজার ও সেক্রেটারীরা রয়েছেন, টাকা আসছে সেই ইরমার কাছ থেকেই।

সেই অতীতে ল্যানি আর ইরমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল এই কারণে যে, ইরমা এডলফ হিটলারের একজন অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। মনে করত, হিটলার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাসী—বিশেষতঃ বিপুল বিত্তশালীদের পক্ষপাতী। নিজেকে হিটলার একজন সমাজতান্ত্রিক,—ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট বলতেন। কিন্তু আসলে তিনি সেই দক্ষিণী সিনেটারদের মতো, তারা নিজেদের বলে ডেমোক্রেট কিন্তু ভোট দেয় রিপাবলিকানদের পক্ষে। কাজেই বিগত যুদ্ধকালে

আগাগোড়া ইরমা ও তার নূতন স্বামীটি হিটলারকে তুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। হিটলারের সমগ্র ইউরোপ দখল করে নিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা' মেনে নিতেই তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু এখন আবার ক্যালেইডোস্কোপে নাড়া লেগেছে। ইরমা ও সেডি 'সোসো' স্টালিন এবং তাঁর কোন প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা স্থাপন করতে রাজী নহেন। কাজেই বিরাট বিস্ময় ও বিব্রতবোধের সঙ্গেই ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমত হতে বাধ্য। এজমেয়ার থেকে যেসব ডাক আসছিল তাঁর কাছে, তাতে তিনি শান্তি প্রোগ্রাম সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তা' নিয়ে গালাগাল দিয়ে সর্বদারই মতো কয়েকখানা পত্র ছিল। একখানা পত্র ছিল ফ্লোরিডা পাকোহিতে শীতকালের সব্জী উৎপাদনকারী একজনের। সে একটি নামের তালিকা দিয়েছে : ম্যাকআর্থার, চিয়াংকাইসাক, ইন্দোচীনে ফরাসী, জাভায় ডাচ্, পারস্য ও আরবে তৈলওয়ালারা, তুর্কী, গ্রীক, নাৎসী, ডি গলো, পোপ, ফ্রাঙ্কো, সালাজার, ল্যানি ব্যাড। হ্যাঁ, তিনি এদেরই দলের, এবং এখন লর্ড ও লেডী উইকথর্পের দলে!

অবশ্য ল্যানি আর একটি তালিকা সংকলন করতে পারতেন। স্টালিন থেকে আরম্ভ করে যতোসব নির্যাতন ও অত্যাচারকারীদের তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাদের নামের তালিকা। ড্জার্বজিনস্কি, য়াগোদা, যেশোভ; গেপায়ু, চেকা ও এস, কে, ভি, ডির বিভিন্ন কর্তা এবং এম, ভি, ডি। ক্যাটিন অরণ্যের জল্লাদদল আর নাৎসীরা যখন লক্ষ লক্ষ ইহুদী এবং একলক্ষ পোলদের হত্যা করে তখন ওয়ারশর বাইরে উপস্থিত নীরব দর্শক লাল ফৌজের প্রধানরা। সেই সব লোক, যারা এক বা দু'কোটি লোককে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল! উত্তর রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার মানচিত্রে রক্তবর্ণের ছড়ানো বিন্দুতে চিহ্নিত হয়ে আছে সে কাহিনী! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই একথা উচ্চারণ করা সহজ, 'তুমিও'! পৃথিবীর পেছন দিকে দেয়ালের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভেংচাতে থাকো, গালাগাল দিতে থাকো!! যে লোক চায় আমেরিকার সমস্ত শক্তি নির্যাতিত মানবশ্রেণীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে নিয়োজিত হোক, সে কি করবে? সে কি বলবে, 'তোমার দু'টি বাড়ীই ধ্বংস হোক', তুমি ফ্লোরিডা পাহোকিতে গিয়ে এ্যাভোক্যাডোস আর শীতকালের সব্জী ফলাতে থাক? তার পক্ষে কি গিয়ে টেনিসনের 'লটাস-ইটার'—সুখপ্রিয়

লোকদের সঙ্গে যোগ দেয়া সম্ভব?

লটাস-ইটার

শূন্যগর্ভ মায়ালোকে বাস আর আরাম শয়ন,
মানুষে উপেক্ষা শুধু, গিরিশিরে দেবতারা যেন
নীচের পৃথিবীপানে চেয়ে ফোটে গোপন হাসিটি,
ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, ভূমিকম্প আর
সুগভীর আর্তনাদ, অগ্নিতপ্ত বালু—
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজে অগ্নি জ্বলে নগরে নগরে
জলযান ডুবে যায়, লক্ষ হস্ত জানায় প্রার্থনা।
কিন্তু তারা মৃদু হাসে আর মনে করে
বিষাদকরুণ সুরে উচ্ছ্বসিছে সঙ্গীতের ধারা,
একটি বিলাপ যেন,
পুরানো দিনের সেই অন্যায় কাহিনী।

(৯)

তাঁর সেই পরিচিত পথ আইসল্যান্ড ও নিউফাউন্ডল্যান্ড হয়ে ল্যানি স্বদেশে ফিরে এলেন। গান্ডার বিমান বন্দর থেকে একটি সামরিক বিমানে তিনি সোজা উড়ে এলেন ওয়াশিংটনে। তাঁরই পাশের আসনে ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। ছুটিতে বাড়ী আসছেন। সিগন্যাল কোরের সঙ্গে সংযুক্ত ডেভিড ক্রিচেভস্কি। তাঁর জন্ম রাশিয়ায় এবং তিনি রুশ ভাষায় কথা বলেন। বার্লিন ও জার্মানীর এলাকার মধ্যে যে দুইটি কেব্‌ল লাইন আছে, তাতে যে বিরাট দলটি কাজ করে, তিনি তাদের একজন। সেই লাইন গেছে সোভিয়েট এলাকার মধ্য দিয়ে। তাই সোভিয়েট তাদের সাম্প্রতিক মিত্রদের বিরুদ্ধে যে ঠাণ্ডা লড়াই চালাচ্ছে তার সঙ্গে তাঁর প্রাত্যহিক পরিচয়। তারা আমেরিকানদের তাড়াতে চায়। সেই সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে চায়। তারা এর জন্য নানা কৌশলে উৎপাত-উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে। কখনো কখনো লোকদের অপহরণ এমন-কি খুন পর্যন্ত করছে।

লাইনে সাতটি রিপিটার স্টেশন আছে। প্রত্যেকটিতে আমেরিকানদের ছোট একটি জায়গায় একটি বাড়ী আছে থাকবার জন্যে। উপরের তলায় থাকে আমেরিকানরা, নীচের তলায় রুশেরা—রুশ সিগন্যালার, গুপ্তপুলিশ এম, ভি,

ডির এজেন্টরা। আমেরিকানদের প্রতিটি কাজ তারা লক্ষ্য করে। দিনে বা রাতে যে-কোন সময়ে তারা আমেরিকানদের ঘরে তল্লাসীর জন্যে হানা দেয়। এমন কি তারা বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে নিষেধ করে। তালা দিলে তারা ভেঙে ফেলে। বাড়ীর চারদিকে ১৫ বর্গফুটেরও কম দেয়াল-ঘেরা একটি উঠোন আছে। সোভিয়েট গার্ডদের পাহারা ছাড়া আমেরিকানরা এর বাইরে যেতে পারে না। কেব্‌লে কোথাও কোন গোলযোগ ঘটলে যদি তাড়া-তাড়িতে কেউ লাইন সারাবার জন্যে বাইরে যায়, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারপরেই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। আমেরিকান অফিসার গিয়ে বলে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট তাকে ফিরিয়ে দিতে, তারা বলে কিছুই জানে না এ সম্পর্কে, যদিও ওই সময়ে কর্তাটি একই বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকানরা কিভাবে লোকদের নিয়ে যাওয়া হয় তা' বুঝতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে ওদের আর পাত্তাই পায়নি।

ক্রিচে্চেভস্কি বললেন, কেবল লাইনটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনও ক্ষান্ত হবে না মিঃ ব্যাড। আমার মনে হয় তারা আমাদের বার্লিন থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

ল্যানি উত্তর দিলেন, আমার মনে হয় না যে, তারা এতদূর যাবে।

কিন্তু লেঃ জেনারেল জানতে চাইলেন, তারা যদি চলাচলের রাস্তা ও কেব্‌ল লাইন বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা কি করব? তাদের সঙ্গে চুক্তির বলে আমাদের কি বার্লিনে প্রবেশ করবার অধিকার আছে?

ল্যানি তা জানেন না। তিনি বললেন, আমাদের আইন বলে, যে জায়গার ওপর আমার অধিকার আছে সেখানে আমি যাবারও অধিকারী। কম্যুনিষ্টরা বল্‌বে তাদের আইন অন্য রকম। যাই হোক, আমার ধারণা লড়াই না করে আমাদের তাড়ান চলবে না। আমাদের লোকেরা সেখানে উপোস করে থাকবে, তাও আমরা হতে দেব না।

(১০)

ট্রেসারী বিল্ডিংএ দেখা করতে গেলেন ল্যানি। সেখানে গুপ্ত বিভাগের টার্নার বিভিন্ন শাখার প্রধানদের সমবেত করেছিলেন, ল্যানির অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবার জন্যে। তিনি কেমন দেখে এলেন জার্মান ও রুশদের, তাঁর সহকর্মী মঙ্ক ও মরিসন সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি তিনি বলবেন। এই বৈঠক যখন শেষ হল, তখন টার্নার প্রস্তাব করলেন, আপনার যদি দু'এক ঘণ্টা সময়

থাকে তাহলে আপনাকে একটা চিত্তাকর্ষক জিনিষ দেখাব।

ল্যানির ইচ্ছাই তাঁর সময়। টার্নার তাঁকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে কয়েকখানি ছোট টেবিল এক একখানি চেয়ারসহ সাজান আছে। সম্মুখে একটি অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র। যন্ত্রটি একটি ধাতুর তৈরী ঢাকনির মতো, সম্মুখ দিকে অনেকখানি খোলা। সুইচ টিপে ওপরে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দুখানি কাচের প্লেটের মধ্য দিয়ে তা ঢাকনির ঢালু মেজেতে নেমে আসে। এটা মাইক্রো-ফিল্ম সহজে পাঠ করবার যন্ত্র। টার্নার তাঁর পকেট থেকে একখানি খাম বের করলেন। তাতে ছিল কয়েকখানি সেলুলয়েডের ফিতা। ফিতাগুলোতে ছোট্ট ছোট্ট ফটোগ্রাফ। ঠিক একটি পোষ্টাল টিকিটের সাইজ। কাচের প্লেট দুটির মাঝখানে রোলারের মধ্যে যখন সেই ফিতা একটি চালিয়ে দেওয়া হল, তার মধ্য দিয়ে একটা আলো গিয়ে পড়ল ঢাকনির মেজেতে। একখানি লিখা পৃষ্ঠা, স্পষ্ট পাঠ করা যায়। অক্ষরগুলি বড়ো বড়ো, একখানা বইএর সাইজের পাতা। আরামে বসে লেখাটা পড়া চলে। প্রথম পৃষ্ঠা পড়ার পর ফিতেটা ইঞ্চিখানেক ডানদিকে ঠেলে দিলেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠা এসে যাবে, এমনি করে তিন, চার......

ফিতাগুলিতে লেবেল দেওয়া হয়েছে, 'হিমলারী টাকা—সাব্‌সেস্যহসেন'। টার্নার বললেন, এ হচ্ছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গুপ্ত রিপোর্ট। হিটলারের আমলের নাৎসী গুপ্ত বিভাগের কাগজপত্র পরীক্ষা করার ফলে এটা তৈরী হয়েছে। বৃটিশ টাকা তৈরীর কাজে নিযুক্ত বন্দীশিবিরের বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। রিপোর্টে ৩০টি পৃষ্ঠা আছে। ল্যানির প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল এটা ভাল করে পড়তে এবং নোট করে নিতে।

পৃথিবীতে আর কখনো এরূপ কাহিনী শোনা যায়নি। যদি কোনদিন সোভিয়েট গুপ্তচর বিভাগের রেকর্ড পরীক্ষা করবার সুযোগ না ঘটে, তাহলে আর কোনদিনই হয়তো এরূপ কাহিনী শোনা যাবে না। জার্মানীর দূরদর্শিতা ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে অভ্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে, কাগজের টাকা তৈরীর জন্য বিশেষজ্ঞ খোদাইকার, মুদ্রাকর ও কারিগর খুঁজে বেড়ান হয়েছিল। কেবলমাত্র ইহুদীদের বেছে নেওয়া হয়। বোঝাই যাচ্ছে উদ্দেশ্য ছিল, কাজ শেষ হয়ে গেলেই ওদের শেষ করে দেওয়া হবে। তার ফলে এ সম্পর্কে আর কোন তথ্যই প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ওই সব হতভাগ্য বিশেষজ্ঞদের ডেকে আনা হয়নি। তাদের বেতন দিয়েও

নিয়োগ করেনি। তাদের গ্রেপ্তার করে বার্লিনের উত্তরে স্যাচ্‌সেনচেন শিবিরে বন্দীরূপে পাঠান হত। বন্দী শিবিরে যাওয়া মাত্রই তাদের স্থান হত উনিশ নম্বর ব্লকে। ওটা বিশেষভাবে দেয়াল দিয়ে ঘিরে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। বাকি অংশের সঙ্গে কোন সম্পর্কেই ওই ব্লকের ছিল না। অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় তারা ভাল ব্যবহার পেত। তাদের ওপর কোন অত্যাচার চলত না। তারা ভাল খাবার দাবার পেত। শীতে কষ্টভোগ করত না তারা। তারা এস, এসএর তত্ত্বাবধানে ছিল। তারা তাদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করত, এমন কি বন্ধুত্বও পাতাত। ওই বন্দীরা নাটক অভিনয় করেছিল, এস, এসরা কেউ কেউ অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের ওদের সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলতে দেখা গেছে। কিন্তু কখনও বন্দীদের বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হত না। কারো সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করাও চলত না। যখন কেউ যক্ষায় একেবারে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ত, তখন তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলা হত। যুদ্ধের সময়ে কয়েকজন আহত ও পঙ্গু লোককে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেককে কাজ করতে হত, ভাল কাজ না করার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হত। একটীমাত্রই শাস্তি ছিল, একই ধরণের দণ্ড, মৃত্যু।

এই দলটীর নাম ছিল 'সোণ্ডারকোমাণ্ডো হিমলার'। ক্রমশঃ এদের দল বাড়ান হচ্ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে একশ চল্লিশজন কারিগর কাজ করছিল। তারা কেবল নোট তৈরীই করেনি, জার্মাণীর যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম অনেক জাল কাগজই তৈরী করেছে : ষ্ট্যাম্প টিকিট, টিকিট দেওয়া খাম, টিটো-প্রোজের ওয়ারবণ্ড, বৃটিশ ও মার্কিণ বৈমানিকদের সনাক্তকার্ড, রুশ পুলিশবাহিনী এন, কে, ভি, ডির পাশ, এলজিয়ার্স, রুশ ও সুইসদের সনাক্তকার্ড; আমেরিকার নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট, রেডক্রশের চিঠির কাগজ, ইউরোপের সবগুলি দেশের পাশপোর্ট ষ্ট্যাম্প, সমস্ত কূটনৈতিক অপিসের রবার ষ্ট্যাম্প, বিদেশী এজেণ্টদের লিগেশন সম্পর্কিত রিপোর্ট, ইত্যাদি অনেক কিছু। এই উদ্যোগের কর্তা ছিলেন হেড্রিক, নিরাপত্তা পুলিশের প্রধান। ১৯৪২শে মে মাসে যখন তাঁকে হত্যা করা হয়, তখন কর্তা হন অর্নিষ্ট ক্যালটেনব্রুনার। আর, এইচ, এস, এ ছিল এই উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত নাম—এর অর্থ হল, রাইখ হেড কোয়াটারস অব দি সিকিউরিটী আমট্ বা ব্যুরো।

বিশেষজ্ঞ খোদাইকারেরা প্লেট তৈরী করত। হাতে তৈরী কাগজ

প্রস্তুত করা হত বাইরে। চারখানা সিট করে সেখানে আসত। চারটী মনোপোল ম্যাশিন ছিল, পাঁচ, দশ, কুড়ি ও পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট ছাপা হত। ছাপা ও কাগজগুলি শুকানো যখন শেষ হত তখন সেই সিটগুলি কাটা হত না, রুল দিয়ে ছেঁড়া হত। রেইসেরেইএ এটা করা হত। তার পর নোটগুলি নিয়ে যেত সোর্টিয়েরেইএ। সেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রত্যেক-খানি পরীক্ষা করে দেখত। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্যে এরাই দায়ী থাকত। প্রথম শ্রেণীর নোটগুলি যেত বিদেশে জার্মাণ লিগেশন-গুলিতে। গুপ্তচরদের কাছে যেত দ্বিতীয়শ্রেণীর নোটগুলি। তৃতীয়শ্রেণীর নোটগুলি রিজার্ভ করে রাখা হত, জার্মাণীর ইংলন্ড জয়ের পর সেখানে ওইগুলি চালু করা হবে বলে।

অনেকখানি নোট একসঙ্গে গেঁথে রাখা হত। এটাই ইংরেজ প্রথা। যদি নোটের কোথাও সামান্য ত্রুটীবিচ্যুতি দেখা যেত তাহলে সতর্কতার সঙ্গে সেযায়গাটাতেই পিন দিয়ে গাঁথা হত। ইংরেজরা যা করত সেভাবেই একটী কোন ছিঁড়ে ফেলা হত। কিছু নোটকে এমনভাবে ময়লা করে দেওয়া হত, যাতে মনে হবে সেগুলি খুব নূতন নয়। সবকিছুর হিসাব রাখা হত, তাতে দেখা যায় তারা ১৩৪,৬০৯,৯৪৫ বৃটীশ পাউন্ড নোট ছাপিয়েছিল। ওই কাগজপত্রে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে তারা ফটোটাইপ মুদ্রণ প্রথায় আমেরিকান ডলার নোট তৈরী করতে আরম্ভ করে। সাফল্য লাভের পূর্বে সবশুদ্ধ তারা দু'শ কুড়িবার পরীক্ষা করেছিল। ততোদিনে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে এবং এ শেষ তাদের পরিকল্পনা মতো নয়।

(১১)

আক্রমণকারী বাহিনী যখন বাধা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করবে বলে মনে হল তখন ওই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও মানুষজনকে গাড়ীতে বোঝাই করে দেনুব নদীর তীরে মাউথওসেন বন্দী শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হল। তারা সেটাই নিরাপদ ভেবেছিল। কিন্তু প্যাটনের বাহিনী সেদিকে এগিয়ে আসছিল। তাই তারা পালিয়ে গেল ক্ষুদ্র গ্রাম রেডেল-জিপে। তারা কেবলমাত্র তাদের যন্ত্রপাতি বসিয়ে আবার কাজ আরম্ভ করতে প্রস্তুত হয়েছে, খবর পেল যে বিপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনী নিকটে এসে পৌঁছেছে। সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ম্যাশিনগুলো নিয়ে একটী হ্রদে ডুবিয়ে রাখা হল। টাকার বোঝাগুলি এদিকে

ওদিকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ১৪০ জন ইহুদী কারিগরকে ট্রাকে বোঝাই করে যাত্রা করা হল, তারা জানত এই তাদের শেষ যাত্রা।

কিন্তু, ওদের দুজন কোনভাবে পালিয়ে গেল। অন্যান্যরা তাদের গার্ডদের কাছে আবেদন নিবেদন জানাতে লাগল। তারা যুক্তিও উপস্থিত করল, দুজন যখন পালিয়ে গেছে, তখন গুপ্তকথা তো প্রকাশ হয়ে পড়বেই, তাদের হত্যা করার সার্থকতা কি? আমেরিকানরা আসছে, তারা নিরপরধে লোকের পাইকারী হত্যা সমর্থন করে না। এস, এসএর যে সব লোকেরা এই হত্যায় অংশ নেবে তাদের সকলকেই তারা ফাঁসী দিতে পারে। তাছাড়া টাকার প্রশ্নও আছে। সব টাকাই জাল নয়। সত্যিকার আমেরিকান ডলার ও বৃটীশ পাউন্ডও ছিল। কারণ সেগুলি নকল করতে হত, জাল নোটগুলি মিলিয়ে দেখতে হত। কারিগররা এর অনেকগুলি লুকিয়ে রেখেছিল। একজনের কাছে একটা দড়ির বলের মধ্যে একটী বাণ্ডিল আছে। গার্ডরা এর অংশ নিয়ে যার যার বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কাহিনীর শেষ এখানেই। এর ফলেই বৃটীশ এজেন্টরা ওইসব ইহুদী কর্মী ও এস, এস গার্ডদের খুঁজে বের করেছিল। তাদের কাছ থেকেই অফিসিয়েল রিপোর্টের বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অন্ততঃ ল্যানির মতে রিপোর্টের অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ অংশ হল এই যে, এই জঘন্য কাজটী প্রকাশ হয়ে গেলে দায়িত্ব এড়াবার জন্যে জার্মাণদের প্রস্তুতি। ল্যানির পুরানো বন্ধু হের ডাঃ জুপচেন গোয়েবেলসএর অফিস থেকে তিনি একটী বিবৃতি প্রকাশ করে নিজেদের এই জঘন্য কাজটীর দায়িত্ব মিত্রপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪২শের ডিসেম্বরে আমেরিকা ও বৃটেনের বাহিনী যখন উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে নাৎসী প্রচারযন্ত্র একটী কাহিনী প্রকাশ করে "আলজিয়ার্সে জাল ব্যাঙ্ক নোটের প্লাবন" শিরনামায়। প্রথমে রোমের একটী সংবাদপত্রে কাহিনীটা প্রকাশিত হয়। বলা হয় ইংরেজেরা অভিযাত্রী বাহিনীর হাত দিয়ে জাল আলজিরিয়ান নোট পাঠিয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড ঐগুলি ছাপিয়েছে এবং উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীরা সেগুলি সৈন্যদের দিয়েছেন। সমস্তগুলি নূতন প্যাকেট, পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোট।

উত্তর আফ্রিকায় ল্যানি এ কাহিনী শুনেছেন। এ কি সত্য হতে পারে? এবার তিনি এ সম্পর্কে উল্লেখ করলেন টার্নারের নিকট। টার্নার বললেন, এটা একটা চিরাচরিত ন্যাৎসী কৌশল। সোভিয়েটরা তাই গ্রহণ করেছে। যখনই তারা প্রচার করবে যে, আমেরিকানরা যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করছে, বিষবাষ্প, রোগ-

বীজাণু অথবা অন্যান্য দোষণীয় অস্ত্র ব্যবহার করছে, তখনই নিশ্চয় করে বুঝতে হবে তারাই এটা করছে অথবা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

(১২)

ল্যানির ইচ্ছা ছিল প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু খবর পেলেন তিনি ক'দিনের ছুটিতে আছেন। তিনি হোয়াইট হাউসে খবর দিলেন এবং হোটেলে বসে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেক্রেটারী ফোন করলেন, প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা ল্যানি যেন পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী অ্যাচিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ল্যানি একখানা ট্যাক্সিতে করে রওয়ানা হলেন। নগরীর সেই অংশটাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় "ফগী বোটম"। যুদ্ধের প্রসাদে সেখানে রাষ্ট্র বিভাগ একটি বিরাট প্রাসাদের উত্তরাধিকারী হয়েছে। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হল একজন ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন লোকের সঙ্গে। ভদ্র-লোক ইয়েলের লোক, হার্ভার্ডের একজন আইনব্যবসায়ী। ল্যানির মতোই তাঁর একটি ছোট্ট গোঁফ আছে। কখনো আর তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়নি। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই একে অন্যকে পরিচিত বলে গ্রহণ করলেন। প্রথম কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মনে হল, দু'জনই দু'জনকে বোঝেন। ডিন অ্যাচিসন ট্রুম্যান মতবাদের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। ট্রুম্যান-নীতি হচ্ছে, মুক্ত জগৎ কিছুতেই নিজেকে গোগ্রাসে গিলে ফেলতে অথবা একটু একটু করে ঠুক্‌রে খেতে দেবে না। তিনি এ ধারণায় বিশ্বাসী নহেন যে, তুরস্ক ও গ্রীসের পুনরস্ত্রসজ্জার ফল হবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ। তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, পুনরস্ত্রসজ্জার ব্যর্থতার ফলে তাদের ওরা গিলে ফেলবে। অবশ্য এমন উচ্চ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যশীল মন তাঁর যে, তিনি কারো নামে কোন শ্লেষ-প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক।

বার্লিনে ও তার চারদিকে সোভিয়েট কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি যা অবগত হয়েছেন ল্যানি সে সব কথা বর্ণনা করলেন। রেডিও-বার্লিন অবিরাম ধারায় তাদের তিনটি প্রাক্তন মিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা বর্ষণ করে যাচ্ছে। বিশেষভাবে তাদের সবচেয়ে অধিক শক্তিমান—সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে। ল্যানি জানেন, যুদ্ধ বিভাগ সোভিয়েটের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে আর, আই, এ, এসকে আদেশ জারী করেছেন। তাঁর অনুমান, 'যুদ্ধ' 'রাষ্ট্রে'র অভিমত অগ্রাহ্য করবে না। তিনি জানালেন, এ সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন-চিন্তার সময় এসেছে। ডিন

গ্রেহাম অ্যাচিসনের অভিব্যক্তিতে ছিল প্রতিটি ব্যাপারে কঠোর নির্ভুলতার আভাস, তাঁর প্রত্যেকটি কথায় ছিল সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি বললেন ঃ সোভিয়েট আমাদের মিত্র। জার্মান আমাদের বিজিত শত্রু। আজকালকার যুগধর্ম হল মিত্রদের বেলা শিষ্টাচারসম্মত ব্যবহার এবং বিজিতদের সম্পর্কে মর্যাদাসম্পন্ন গাম্ভীর্য। আমাদের নীতি পরিবর্তন করতে হলে সেটা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আমরা তার পূর্বে ইতস্ততঃ করতে বাধ্য। বিধি-সংগত পন্থায় সোভিয়েট রাজ্য সম্পর্কে আমাদের কূটনৈতিক প্রতিবাদ ক্রমান্বয়ে পাঠিয়ে এসেছি। এক সময় সংবাদপত্রের মারফতে সেগুলি আমাদের দেশের এবং মিত্র দেশগুলির লোকেরাও জানতে পেরেছে। জনমতের পরিবর্তনে সময় লাগে। আপনি জানেন, শাসনকর্তাদের যেমন জনমত গঠন ও পরিচালনা করা প্রয়োজন তেমনি আমরা তাদের খুব বেশী পেছনেও ফেলে যেতে পারি না, তাতে যোগাযোগ আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

একথা সত্য মিঃ অ্যাচিসন, বললেন ল্যানি। আমি এ শিক্ষা পেয়েছি একজন মহান শিক্ষকের কাছে, তিনি হচ্ছেন ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট। তিনি বলেছিলেন, জনগণ যতটুকু আমাকে এগুতে দেবে আমি তার চেয়ে দ্রুততর বেগে এগিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক জার্মানদের সংগে আমাদের সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তারা পূর্ব ও পশ্চিমের একটিকে বেছে নিতে যাচ্ছে। সোভিয়েটরা জার্মান মন অধিকার করবার চেষ্টা করছে। তারা বিরাট রেডিও যন্ত্রটি হাতে পেয়েছে। তারা টাকার জোরে বার্লিন থেকে বিখ্যাত কারিগরী মাথাগুলি কিনে নিয়েছে। তারা তাদের হয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করছে। তারা জার্মান সংগীত ও আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে সব রকমের জঘন্য প্রচারকার্য জার্মানদের মধ্যে চালাচ্ছে, তার মধ্যে আছে আমাদের সম্পর্কে ভয়াবহ নির্মম মিথ্যা কাহিনী। পূর্ব ও পশ্চিম দু' জার্মানীই সে প্রচার নিত্য শুনতে পাচ্ছে। বিশ্ববাসী শুনছে, সোভিয়েট ইউনিয়নই জার্মান জনগণের ঐক্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য কাজ করছে। আমাদের উচিত এ প্রচারের পরিবর্তন। মিঃ অ্যাচিসন, আমরা আর, আই, এ, এসকে কম্যুনিস্ট যুক্তির উত্তরদান এবং মিথ্যা উক্তির সংশোধনের অধিকার দিয়ে এ অবস্থার পরি-বর্তন ঘটাতে পারি। তারা বলার সংগে সংগেই প্রতিদিন উত্তর দিয়ে যাবে।

আন্ডার-সেক্রেটারী উত্তর দিলেন, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি মিঃ ব্যাড, আমরা এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করছি। আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই

বলছি, এ বিষয়ে সত্বরই একটা সিদ্ধান্ত হবে বলে আমি আশা করছি।

ল্যানি সাক্ষাৎকার শেষ করে বেরিয়ে পড়লেন আপিস থেকে। লবিতে তরুণবয়স্ক অনেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল লেখবার প্যাড খুলে হাতে উদ্যত পেন্সিল নিয়ে। তারা কি করে যে সংবাদ পেল ল্যানি জানেন না।

তিনি বললেন তাদের : মিঃ অ্যাচিসন আমাকে কি বলেছেন, তা' আপনাদের বলতে পারব না। তবে আমি তাঁকে কি বলেছি, আনন্দের সঙ্গেই তা আপনাদের বলতে পারি।

ওরা তাই লিখে নিতে সুরু করল।
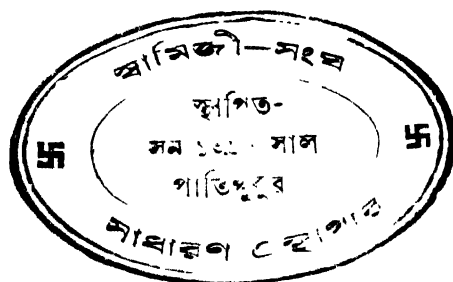
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আহত ভালবাসার নরক

(১)

বিমানে ল্যানি নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। তিনি শান্তি দলকে বিব্রত করতে চান না। তাই ট্যাক্সি নিয়েই বিমান বন্দর থেকে এজমেয়ারে ফিরে এলেন। তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে লরেল। তারপর আছে স্বর্গ থেকে সদ্য আগত সেই তীর্থযাত্রীটি, যতদিন সম্ভব এখানে সে বিশ্রাম নিতে চায় —এই বিশ্রামাগারে। সে ল্যানির তৃতীয় সন্তান। কিন্তু জীবনলাভের এই বিস্ময়কর পন্থার তাৎপর্য তিনি কখনো উপলব্ধি করেন নি। এটা তাঁর মনে হয় বড়ো গোলমেলে ও সংকটপূর্ণ, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কিন্তু তাই সত্য। তাঁর ধারণা আগে-ভাগে যদি তাঁর পরামর্শ নেওয়া হত, তাহলে তিনি আরও নিরাপদ ও সুবিধাজনক অনেকগুলি পন্থা বাৎলে দিতে পারতেন।

এই ক্ষুদ্র শিশুটী। সযত্নে জড়ান একটা মাংসের পুটলী। হাত-পা ছুঁড়ছে, অবোধ্য ভাষায় কথা বলছে। সতর্ক দৃষ্টি আছে তার ওপর, তার পরিচর্যা করা হচ্ছে তৎপরতার সঙ্গে। মায়ের নামে তার নামকরণ হয়েছে—বেবি লরেল। সেটা ছোট্ট হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই বেইব। এটা খুব মর্যাদাপূর্ণ উপাধি নয়, কিন্তু অনেক দিন লাগবে তার এটা বুঝতে। তাকে যারা ঘিরে আছে তাদের মধ্যে তার ছোট্ট ভাইটিও আছে—পাঁচ বছরের ভাই জুনিয়ার। এই বিস্ময়কর বস্তুটিতে তার আনন্দের অন্ত নাই, আবার দুঃখও কম নয়। যখন সে প্রশ্ন করে তখন আর সারস পক্ষীর গল্প বলা হয় না।

সম্বর্ধনা জানাতে উপস্থিত সেখানে শান্তিদলের সমস্ত সদস্য এবং কর্ম-চারীরা। তারা সবাই সমবেত হল ল্যানির মুখে শুনতে তিনি জার্মানীতে কি দেখে ও বুঝে এসেছেন। পরে তারা একই বর্ণনা শুনল তাঁরই মুখে। অবশ্য জাল নোট বা গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে কিছু নয়, তবে আর, আই, এ, এসের সবকিছু বিবরণ। শান্তি প্রোগ্রামের এ যেন দূর-সম্পর্কিত ভাই। সোভিয়েটরা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব করে তোলবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প তাঁর এ বিশ্বাস তিনি প্রবল যুক্তিদ্বারাই সমর্থন করলেন। ফলে অবশ্য চিরাচরিতভাবে সহ-

যাত্রীদের ডনার ফ্লোরিডা পাহোকিতে শীতকালীন সব্জীর চাষীর বহু পত্রাঘাত এসে আপিসে পৌঁছল।

(২)

আর একখানি পত্র এল, 'ব্যক্তিগত' চিহ্নিত, লেখক "রটারডাম"। রটারডামেই হ্যান্সি রবিনের জন্ম। সেখান থেকেই ত্রিশ বছর আগে তিনি ল্যানির কাছে তাঁর প্রথম পত্র লেখেন। তখন বালক হ্যান্সি লিখেছিল, "আমার বয়েস বার বছর। এখন আমি বেহালায় বিঠাফোন চর্চা করছি।' এখন হ্যান্সি বিঠা-ফোনের রচিত সমস্ত সুরই বেহালায় বাজাতে পারেন। অনেকগুলিই তাঁর স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। হ্যান্সি লিখেছেন, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। লাঞ্চএর সময়ে টেলিফোন করব।"

এ সময়ে ল্যানি বাড়ীতে থাকেন। হ্যান্সির এটা নোটিশ যে ল্যানি যেন নিজেই ফোনে কথা বলেন। তিনি তাই করলেন। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটি যখন ফোনে ভেসে এল, তিনি ত্বরিৎকণ্ঠে উত্তর দিলেন, উত্তম, জায়গাটির নাম ও সময় বল। ওদিক থেকে কথা ভেসে এল, লেক্সিংটন এভিনিউ, ৩২নং স্ট্রীট, উত্তর-পূর্ব কোণ, কাল ঠিক দুটোয়। ল্যানি উত্তর দিলেন, উত্তম। হ্যান্সি আবার স্থানটির নির্দেশ দিলেন, তারপরই কোন কথা না বলে রিসিভারটি রেখে দিলেন। তাঁরা দুজনেই খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন এরূপ যোগাযোগে। হ্যান্সি কখনও নিজের বাড়ী থেকে ফোন করেন না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন একটা জায়গায়, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেখানকার একটি টেলিফোন ষ্টেশনে ফোন করেন।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে গিয়েই পৌঁছলেন ল্যানি। নিকটবর্তী স্থানের একটি গলি-রাস্তায় তিনি মোটরখানি পার্ক করে রাখলেন। নির্দিষ্ট সময়ের এক-দু'মিনিট পূর্ব পর্যন্ত বসে একখানি সংবাদপত্র পড়লেন। তার-পরই তিনি মোটর চালিয়ে গিয়ে দু'খানা বাড়ী ছাড়িয়ে সেই কোণটিতে পৌঁছলেন। হ্যান্সি একটি গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। এটা উত্তপ্ত গ্রীষ্মকাল। হ্যান্সির চোখে একজোড়া কালো চশমা। ল্যানির মোটরটি থেমে পড়তেই হ্যান্সি তাতে উঠে বসলেন। তাঁরা লেক্সিংটন এভিনিউ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। ক্রমশঃ তাঁরা বেরিয়ে গেলেন সহর থেকে পল্লী অঞ্চলে। হ্যান্সি অনড় হয়ে তাঁর জায়গাতে বসে রইলেন, যাতে বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত

না হয়। এরপর কথা বলতে আরম্ভ করলেন দ‍ুজনে।

বেহালাবাদক বললেন, দেহ ও মনের দিক থেকে আমি নরকভোগ করছি ল্যানি।

ল্যানি ভাল করেই জানেন হ্যান্সি কি দারুণ পীড়াই না অনুভব করছেন। তাঁর নিজেরও তো এই একই অবস্থা। বললেন ঃ কিছু জানতে পেরেছ?

বেস লঙ দ্বীপের একটি সহরে মোটর নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে প্রক্সিমিটী ফিউজের একটি কারখানা আছে। কোম্পানীর একজন কর্মচারী তাকে মাইক্রো-ফিল্মের একটি প্যাকেট দিয়েছে। বেস সেটা নিয়ে এসে নিজের হাতে একটি কম্যুনিষ্ট ফটোগ্রাফারের দোকানে দিয়েছে।

আমাদের কর্তারা এ সম্পর্কে কি করছেন?

তাঁরা লক্ষ্য রাখছেন। তাঁরা সমস্ত দলটিকে একসঙ্গে পাকড়াও করতে চান। আমাদের সাহায্য করতে হবে। আমার নিজের স্ত্রীও এই দলে ল্যানি!

ল্যানি খুব বিচলিত হলেন না। তিনি ঠিক এমনি ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি এও ঠিক করে রেখেছিলেন এরকম অবস্থায় তাঁর ভগ্নীপতি ও প্রিয় বন্ধুটিকে কি বলবেন ঃ তোমার মনের অবস্থা আমার অজানা নয় হ্যান্সি। কম্যুনিষ্টরা যা করে, তোমাকে তাই করতে হবে। তোমাকে ইস্পাতের মতো কঠিন হতে হবে। তুমি নিজের দেশের, সমস্ত মুক্ত জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছ।

ল্যানি একথা বললেন সত্য কিন্তু তা' শোনাল শূন্যগর্ভের মতো। তিনি নিজেকেই ইস্পাতের মতো কঠিন করে তুলতে পারেন নি। তাঁর হাতদুটি কাঁপছিল, তাঁকে তাই জোর দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হল স্টিয়ারিংএর চাকাটা।

যেন পাতালপুরী থেকে হ্যান্সির কণ্ঠ ভেসে এল ঃ তাকে আমি ভালবাসি ল্যানি! এর মতো মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? আমাকে এখনো তাকে ভালবাসতে হয়। এক আমি তাকে ভালবাসি, আর-এক আমি ঘৃণা করি। আমি ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গেছি।

আমি জানি তোমার কি বেদনা। ভুলে যেয়ো না সে আমারও বোন।

কিন্তু, সে তোমার স্ত্রী নয় ল্যানি। হৃদয়ের প্রিয়তমা নয়। সে সর্বদাই আমার স্ত্রী ছিল, প্রিয়তমা ছিল। সর্বদা এটা আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিচ্ছে। জানি না কি করে এটা সহ্য করব। আমি ভুল পথ নিয়েছি। এরকম কর্তব্য করতে পারতাম যদি অভিনেতা হতাম।

প্রতিটি শিল্পীই এক একটি অভিনেতা হ্যান্সি। যে ভূমিকায় তুমি অভিনয় কর, তাই হয়ে যাও। মোজার্ট বা বিঠোফেন, পাগনিনি বা ক্রেইসলার—তাঁরা সকলেই ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন লোক।

সে সাময়িক এবং সেটা শুধু অভিনয়। এটা সব সময়েই চলবে, আমি কখনও এড়িয়ে যেতে পারব না। আমি মিথ্যার অভিনয় করছি, আমার সমস্ত জীবন মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ঘৃণা করা-ছাড়া আমার উপায় নেই।

তুমি জান হ্যান্সি, প্রায় বারো বছর যাবতই আমি এই করছি।

সে জন্যেই তোমার কাছে এসেছি ল্যানি। তুমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। কিন্তু আমার সেরকম মনের জোর নেই, তোমার মতো আমি বাস্তববাদী নই। আমার হৃদয়টা বড়ো কোমল। আমার স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে। সত্যিই বলছি, জানি না এটা কি করে সইব।

(৩)

হ্যান্সি তাঁর সমস্ত মন খুলে এই আশ্চর্য মানুষ ল্যানির কাছে সব কথা উপস্থিত করতে চান। তিনি তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের সব খুঁটিনাটিই ব্যক্ত করতে চান। কোনদিনই মিথ্যাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি, এখন তাঁর সমস্ত জীবনটাকে মিথ্যার পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি চান, ল্যানি বার বার বলুন এটা করা তাঁর কর্তব্য, এটা তাঁকে করতেই হবে, কোন দুর্বলতাই যেন কখনো তাঁকে আশ্রয় করে না। তাঁর উচিত হবে আইওসিক ভিগারিওনভিচ ড্‌লুগাসভিলি নামক যে লোকটী ষ্ট্যালিন অর্থাৎ ইস্পাৎ নামটী ধারণ করেছেন তাঁরই মতো মানসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

হ্যান্সি এমন মেয়েকেই ভাল বেসেছিলেন যার জন্যে আছে তাঁর অর্ধ ভাল-বাসা আর অর্ধ ঘৃণা। ল্যানি তাঁকে জানালেন যে, এটা বর্তমান জগতে বিরল নয়, যে বিরাট দেশে তিনি বাস করছেন অথবা যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে, সর্বত্র এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। ল্যানিকে মিথ্যার পর মিথ্যা চালিয়ে যেতে হবে, তাঁকে ভিলেন হতে হবে। আজকার জগতে এটাও বিশেষ আশ্চর্যজনক কিছু নয়। হ্যান্সিকে তাঁর অন্তরে এক মানুষ হতে হবে, বাইরে আর এক মানুষ। এটা রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শিল্প মাত্রই নয়, ব্যবসা ও রাজনীতির মঞ্চেও শিল্প বিশেষ। সব নরনারীই অভিনেতা অভিনেত্রী। এ যেমন অভিজাত সমাজের মায়েরা মেয়েদের প্রস্তুত করে তুলেন সমাজক্ষেত্রে

লোভনীয় হয়ে উঠে নিজের বাঞ্ছিত জীবনসঙ্গীকে শিকার করবার জন্যে।

তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধুটী হ্যান্সিকে বললেন, দেখ হ্যান্সি, তুমি বলেছিলে বেসকে ওরা মস্কোর লেনিন একাডেমীতে শিক্ষাদানের জন্যে ভর্তি করেছিল—অতি অল্প সংখ্যক আমেরিকানেরই এই সৌভাগ্য হয়েছে। বেস কি তোমাকে জানিয়েছিল সেখানে কি শিক্ষা সে পেয়েছিল?

সেখানে তারা লেনিনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল।

সে কি বলেছিল, গুপ্তচরবৃত্তি বিষয়ে কিছু শিখিয়েছিল কি না?

না, এ সম্বন্ধে কিছুই বলেনি।

অবশ্য সে বলবে না। কারণ প্রথমেই এ শিক্ষা তারা দিয়েছে, পার্টির ভেতরের চক্রটি ছাড়া আর কারো কাছে সে বলতে পারবে না, লেনিনের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন প্রকৃতপক্ষে কি। বেস যদি কম্যুনিজমের বন্ধু এবং প্রসারকামী হয়, তা'হলে বিশ্বের প্রত্যেকটি লোকের কাছে জোরের সঙ্গে তাকে বলতে হবে কম্যুনিষ্টরা হিংসাত্মক পন্থায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির উচ্ছেদের পক্ষপাতী নয়। কম্যুনিষ্টরা সর্বদাই শান্তির পক্ষপাতী, কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যপন্থীরাই যুদ্ধের হুমকি দেয়, যুদ্ধ বাধায়। একমাত্র পার্টি-সদস্যদের কাছেই কম্যুনিষ্টরা মুক্তকণ্ঠে কথা বলে। কেউ যদি সেখানে যুদ্ধ বিরোধী কথা বলে তা'হলে সে অবিলম্বে বিশ্বপ্রেমিক বিচ্যুতিবাদী ও সোশ্যাল ফ্যাসিষ্টরূপে অভিহিত হবে।

বাস্তবক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগের ফলে কোন পার্টি-সদস্যেরই নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয় যে, অন্য সদস্য কি বিশ্বাস করে এবং কি করতে চায়। তোমাকে লোভ দেখাবার জন্যে তাকে পাঠানো হতে পারে, এবং সে চেষ্টা করবে তোমার মনের কথা জানতে, সেটা তখনকার পার্টি-লাইনের অনুকূল কি না। হাজার হাজার পার্টি-সদস্যকে 'স্লিপারস'—গুপ্ত সদস্য হয়ে থাকবার ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারা দলের অনুগামী এবং অন্তরে অন্তরে বিশ্বস্তই থাকে এবং কোন একজন নেতার নিকট রিপোর্ট দেয় কিন্তু বাইরে তারা অ-কম্যুনিষ্ট বলেই পরিচয় দেয়। তারা অন্যান্য দল, মতবাদ ও আদর্শের এবং কোন কোন সামাজিক দলের ধ্যান-ধারণা ও কর্মতৎপরতা গভীরভাবে অনুধাবন করে। তারা সেইসব দলে যোগ দেয়, সদস্য হয় এবং গোপনে ও কৌশলের সঙ্গে সেটাকে লোকের কাছে অপ্রিয় করে তুলে।

ল্যানি বললেন, বর্তমান বার্লিন ভ্রমণে আমি অদ্ভুত একটা প্রমাণ পেয়েছি। একটি সামাজিক সমাবেশে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জার্মান ভদ্রলোকের দেখা পাই। তিনি একজন শিক্ষাবিদ্ এবং প্রকৃত উদারপন্থী। আদর্শের জন্যে তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর স্ত্রীটিও সঙ্গে ছিলেন। মহিলাটি খুব আকর্ষণীয়। তিনি বললেন, তিনি কোয়েকার হয়ে পড়েছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার একমাত্র উপায় ক্ষমতাবৃদ্ধি, কোন অবস্থায়ই আপোষ না-করা। তিনি তাঁর আদর্শের কথা বুঝিয়ে বললেন, আমি তাতে মুগ্ধ হলাম, তিনিও আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরদিন সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি একখানা পত্র পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'এটা আপনাকে জানান কর্তব্য বোধ করছি যে, আমার স্ত্রী একজন কম্যুনিষ্ট।'

(৪)

হ্যান্সি স্লিপারসদের কথা জানেন। এখন তিনি এমন বিশ্বস্ততা অর্জন করেছেন যে, কলাকৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে সব জান্তে পেরেছেন। তাঁর নিজের কর্তব্যের উপদেশ তিনি পেয়েছেন। তাঁকে প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা করা হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজে। তিনি বললেন, বেস আমার চার্জে আছে। আমি স্লিপার নই, প্রকাশ্য সদস্য।

এর কারণ হচ্ছে তুমি বিখ্যাত লোক। অনেক অকপট লোক আছেন, তাঁরা কিছুই সন্দেহ করেন না এবং ধোঁকা দেওয়া সহজ বলে কম্যুনিষ্টরা তাঁদের ব্যবহার করে। এদের নিয়ে তারা খুব গালভরা নামের, মহৎ সব উদ্দেশ্যের কথা বলে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অথবা একদল স্লিপারস্ কোন বহুকালের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। একজন অফিসের স্টেনোগ্রাফার হয়ে প্রবেশ করবে, তারপর ক্রমশঃ হয়তো কার্যকরী সম্পাদক হয়ে পড়বে এবং সবকিছু কাজ সে-ই চালাবে। স্লিপারস্‌রা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বর্ণগত সাম্য, সমর-বিরোধিতা ও বহিরাগতের নাগরিক অধিকার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর। এরা কম্যুনিষ্ট এজেন্টদের অবাধ যাওয়া-আসার সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে, কেহ ধরা পড়ে গেলে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করে। ওইসব প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বদা জনসভার ব্যবস্থা করে, সভা আহ্বান করায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দস্তখতে। সে সব সভায় তারা বক্তৃতা দেয়, 'আমি কম্যুনিষ্ট নই, কিন্তু'—তারা তখনকার পার্টি-লাইনের উপযোগী নীতির পক্ষেই ওকালতি করে।

আমি ওদের নিয়ে কি যে ঝালাপালা হয়ে উঠেছি—বললেন বেহালাবাদক।

আমি জানি হ্যান্স! কল্পনা কর দশ বৎসরে আমি এডল্‌ফ হিটলারকে নিয়ে কি ঝালাপালাই না হয়েছি। আমার সঙ্গে বা অন্য যে-কোন লোকের সঙ্গেই কথা বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে বকতে আরম্ভ করতেন। জান্‌তেন না কখন থামতে হবে। তিনি কেবল বলেই যাবেন, যতক্ষণ না আমি নিজেকে অবসন্ন মনে করব। কিন্তু এক মুহূর্তও আমি তাঁর কথা থেকে মনকে অন্যত্র নিবিষ্ট করতে পারতাম না। আমাকে মনোযোগ দিয়ে সব শুনতে হত, প্রস্তুত থাকতে হত তাঁর প্রত্যেকটি কথায় সায় দিয়ে কথা বলতে অন্ততঃ মাথা নাড়তে। আমি সেটার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলাম এবং সেটাকে একটা খেলারূপে গ্রহণ করে নিজেকে তাতে নিযুক্ত রেখেছিলাম। তুমি একজন বেহালা-বাদক, সুর বা গৎ শেষ করার বাজনাটাও বাজাও। জান যে এটার কোন মূল্য নেই, এতে কোন কিছুই প্রকাশ পায় না। এটা কেবলমাত্র লোক-দেখান। কিন্তু বাজাতেই হয়। সেটা তোমরা বেশ ভাল করেই বাজাতে শেখ এবং উপভোগও কর।

সত্যি ল্যানি, আমি এমনি করেই ভাবতে চেষ্টা করব।

দেশে ফিরে আসবার পথে ইংরেজী একখানা পত্রিকায় একটা চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পড়েছি, তার কথা বলছি। কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ বর্ণনা করছেন নিউগিনির আদিবাসী ম্যারিণ্ডিসদের প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পর্কে। তারা মানুষ-শিকারী কিন্তু নরখাদক নয়। যাদের শিকার করে তাদের দেহগুলি তারা খায় না। মানুষ শিকার তাদের ধর্ম বলে তাই করে। তাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণের প্রয়োজন। জীবন্ত কোন মানুষ যে নাম ধারণ করেছে, সে নাম তার কাছ থেকে না আনলে নামের কোন সার্থকতা নেই। শিকার-করা মানুষের মাথাটি তারা শুকিয়ে রক্ষা করে। এটাই হয় নামের প্রতীক। নাম ছাড়া যে শিশু বেড়ে ওঠে, সে দুর্ভাগা ও সারাজীবন দুর্বল থাকে। তাই ওরা নিকটবর্তী কোন আদিবাসী এলাকায় গুপ্তচর পাঠায় সতর্কতার সঙ্গে ওদের সবকিছু লক্ষ্য করতে। তারা ব্যাপক ভাবে উৎসবের আয়োজন করে, তারপর একদিন রাত্রিতে গোপনে গিয়ে সহসা হানা দেয় সেই এলাকায়, অগণিত লোককে হত্যা করে তাদের মাথাগুলি কেটে নিয়ে আসে। ওদের ছেলেমেয়েদেরও তারা ধরে নিয়ে আসে, কারণ বাবাদের নামগুলি সঠিকভাবে তাদের নিকট থেকে জেনে নেওয়া দরকার। এমনি করেই ম্যারিণ্ডস্‌ শিশুদের নামকরণ হয় এবং তারা সুখী ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

হ্যান্সি মন্তব্য করলেন, গুপ্তচরবৃত্তির ধারণাটা মনে হচ্ছে ঠিক কম্যুনিষ্টদের মতোই।

হ্যাঁ, কিন্তু একটা অদ্ভুত বিপরীত কায়দায়। ম্যারিণ্ডিস্‌রা চায় শিকারদের নামটা গ্রহণ করতে কিন্তু কম্যুনিষ্টরা চায় তাদের নাম শিকারদের গ্রহণ করাতে। যখন শ্রেণী-সংঘর্ষ শেষ হবে আমরা তখন তাদের মতোই হতভাগা ও দরিদ্র হয়ে পড়ব, কিন্তু আমরা ট্রুম্যান-নীতির প্রচারক আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী আর থাকব না। আমরা হব মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট-স্টালিনিস্ট-উইলিয়াম-জেড-ফষ্টারাইটস্‌। প্রলেটারেট-ডিক্টেটারশিপের অধীনে বাস করব, 'ডায়ম্যাট' শিক্ষা করব, সর্বহারা সংস্কৃতির চর্চা করব। একটা মস্ত বড়ো দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা হবে, বাকি থাকবে কেবল খুঁটিনাটি। আমাদের চতুর্থ শতাব্দীতে ফিরে যেতে হবে—যে শতাব্দীতে মানুষ হোমোওঁসিয়ানিজমের ও হোমোইওঁসিয়ানিজমের তথা ধর্মমতের শুধু ভাষার পার্থক্য নিয়ে মারামারি করে মরত। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল নিয়ে মাথা কাটাকাটি।

হায় ভগবান! আমি কি শিক্ষা পাচ্ছি, কি আবৃত্তি করছি তা তোমাকে জানতে হবে। আমি বেসকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করছি। তাকে বোঝাচ্ছি যে, আমি সত্যসত্যই ওই মাম্বো-জাম্বোতে আগ্রহশীল। আমাকে শিখতে হচ্ছে অবজেক্টিজম্‌, প্র্যাক্টিসিজম্‌, অপরচুনিজম্‌, স্কলাষ্টিসিজম্‌, কসমপলিটানিজমের বিপদ কি। এইসব বিচ্যুতির মধ্যে বিভিন্নতা কি তাহা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, কখনও এগুলির হাতে ধরা দেব না। আমাকে কেবলমাত্র নির্ধারিত নীতির অনুগামী হতে হবে—এই নীতিটি ক্রেমলিনের মনবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক মাত্র গত সপ্তাহে কল্পনা করেছেন।

হাস্যভরে ল্যানি বললেন, এবং পরের সপ্তাহে পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত করবেন অধ্যাপকটি একজন ট্রট্স্কীপন্থী, তাঁকে কোন সোনার খনিতে কাজ করতে পাঠানো হবে—পৃথিবীর সবচেয়ে শীতপ্রধান স্থান ভারখোয়ানস্ক-এর খনিতে এবং তুমি একটি নূতন নীতিতত্ত্বের শিক্ষা পাবে।

(৫)

নিজের অন্তরের বিষণ্ণতার কথা একজনের কাছে ব্যক্ত করতে পেরে হ্যান্সি নিজেকে অনেকখানি হাল্কা মনে করছেন। তিনি হেডস্‌-এ ফিরে গিয়ে নিজেকে সেই আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। বার

বারই একথা তিনি শুনেছেন, মানবজাতির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি মর্যাদার কাজ। ল্যানি আবার সেই নিউগিনির বর্বর জাতির কথা উল্লেখ করলেন। ম্যারিণ্ডিস্‌রা এতগুলি কাটা-মাথা নিজেদের দোরে ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছে এই জন্যে যে, তাদের গুপ্তচরেরা ছিল কর্মতৎপর ও দৃঢ়সংকল্প। অন্যান্য আদিবাসী শ্রেণীর লোকেরা ছিল অলস এবং তাদের প্রতি-গুপ্তচরেরা ব্যর্থ হয়েছে। এখনও স্বাধীনতার মর্মকথা হচ্ছে শত্রুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। এটা শুধু অরণ্যভূমিতেই সত্য নয়, জেট বিমান ও অ্যাটম বোমের জগতেও সত্য।

ল্যানি বললেন, দেখ হ্যান্সি, আমি হিটলারের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম তাঁকে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ থেকে নিবৃত্ত রাখতে। আমি সফল হইনি, তবে ভেবেছিলাম একটা সুযোগ আছে। জানতাম তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। আমি লরেলকে শিক্ষা দিয়েছিলাম সে যেন পরলোকের একজন অপূর্ব মিডিয়াম বলে ভান করে। নাৎসী পুরানো নেতাদের সম্পর্কে তাকে সবকিছু জানালাম। একমাত্র ওইসব লোকদেরই হিটলার শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁদের কথা শুনেন। তারপর একদিন হেসকে বললাম লরেলের কথা। আমাদের বার্খোফ যাবার আমন্ত্রণ এল। সেই পার্বত্য নিবাসে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। জায়গাটিতে কূটনীতিবিদ্‌ ও সামরিক কর্তাদের ভীড় জমে গেছে। সকলে সেখানে মৌমাছির মতো গুন্‌ গুন্‌ করছে, ঝাঁক বেঁধেছে। লরেল তার ছদ্মবেশ ধরে এগিয়ে গেল, কাজ সুরু করল। ফুরার সত্য সত্যই মনে করলেন তিনি হার্ডশোফার, ডিট্রিক একার্ট এবং অন্যান্য মৃত নাৎসী বীরপুরুষদের কণ্ঠ শুন্‌তে পাচ্ছেন। তাঁরা উচ্চারণ করছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যবাহিনীর অভিযান এক সপ্তাহ আমরা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আমরা স্বাধীন জগতকে অবস্থাটা উপলব্ধি করবার জন্য অন্ততঃ আরও এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম। কে বলবে এতে কতোটুকু সুবিধা হয়েছিল? আমি ও লরেল পাকা গুপ্তচরবৃত্তি করছিলাম, আমরা শয়তানের মতো মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিলাম। আমরা দু'জনেই। কেউ কি বলতে পারে যে, আমাদের কাজে নৈতিক কোন সমর্থন ছিল না?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হ্যান্সি বললেন, আমার মনে হচ্ছে কেবলমাত্র চরম রকমের যুদ্ধবিরোধীরাই বলবে, না।

হ্যাঁ, তুমি বুদ্ধিহীন জ্ঞানের মুখোসধারী সেজে চড় খেয়ে আর-এক গাল পেতে দিতে পার, তোমার গায়ের পোষাকটাও তাকে খুলে দিতে পার। কোন

দেশ এ চেষ্টা করেছে বলে জানি না। তবে ওইসব ধর্মোপদেশ আমাদের জীবনের নিয়ন্তা বলে স্বীকার করলে কাল আমরা তা' পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আমরা ঘোষণা করতে পারি, কম্যুনিষ্ট দর্শনকে প্রতিরোধ করব না, কম্যুনিষ্টরা বিমান ও জাহাজ বোঝাই হয়ে লাল ঝাণ্ডা আন্দোলন করে আন্তর্জাতিক সংগীত গাইতে গাইতে আসবে। আমাদের সরকার নীরবে সরে দাঁড়াবেন এবং ফষ্টার হবেন চীফ্ কমিশার। জ্যাক ষ্ট্যাবেল হবেন সৈন্যদলের অধিনায়ক। তাঁরা মাস তিনেক পদস্থ থাকবেন, কারণ পলিটব্যুরোর এই সময় লাগবে তাঁরা কসমোপলিটানিজম্ অথবা স্কলাষ্টিসিজমের সমর্থক বলে সিদ্ধান্ত করতে। তারপরই তাঁদের স্থলে অধিষ্ঠিত হবে রাশিয়ানরা। শ্রমিকেরা কারখানাগুলি অধিকার করবে, এক মাসের মধ্যেই তাদের ওপরে এসে বসবেন একজন কমিশার। যৌথ কৃষিব্যবস্থার পত্তন হবে, সেখানেও ঘটবে এই অবস্থা। আরো তিন মাস লাগবে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত করতে যে, আমেরিকানরা সংশোধনের অতীত এবং তাদের কোন সরকারী পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সবগুলি পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হবে, আমাদের স্কুলগুলিতে রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

এসব কিছুটা ঘটছে এখন মধ্য ইউরোপে। বাকিটা অবিলম্বে ঘটবে। যারা আমেরিকায়ও তা' ঘটতে দেখতে চায়, তারাই বলবে এফ, আই, বির কাছে আমার বোন সম্পর্কে রিপোর্ট করা অন্যায় হয়েছে, তুমি তোমার স্ত্রীর পেছনে লেগেছ তাও অন্যায়। আমি বল্‌তে চাই, স্ত্রীকে আমাদের দেশের পরম শত্রুদের কাছে দেশের সামরিক গুপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে দেওয়া তোমার কর্তব্য নহে। আমি বলতে চাই, তুমি-আমি একটা বিপজ্জনক সময়ে জন্ম-গ্রহণ করেছি, শয়তানের সংগে শয়তানী অস্ত্রেই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। স্বীকার করি নূতন মুক্তি—অর্থনৈতিক মুক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে কিন্তু তা আমরা আমাদের অসীম মূল্যবান পুরাতন স্বাধীনতা বলিদান না করেই অর্জন করতে পারি। সেটাই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিত হ্যান্সি।

এসব কথাবার্তাই চলতে লাগল তাদের মধ্যে। নগর-প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়ে হ্যান্সি বললেন, ওই ভীড়ের পথে গিয়ে কাজ নেই ল্যানি, তার বিপদও আছে। যখন গুপ্তচরই হয়েছি তখন ভাল গুপ্তচরই হওয়া উচিত্। আমি চাই না যে, আমাদের দু'জনকে কেউ একসংগে দেখুক।

ল্যানি স্বীকৃত হলেন। বন্ধুকে নামিয়ে দিলেন একটি সাবওয়ে ষ্টেশনের কাছে। তিনি একটি এক্সপ্রেস ধরে মোটরের এক-তৃতীয়াংশ সময়েই পেনসিলভানিয়াতে পৌঁছে যেতে পারবেন। ল্যানি পশ্চিমমুখী জর্জ ওয়াশিংটন পুল পেরিয়ে জার্সিতে গিয়ে পৌঁছবেন—তারপর নিজের বাড়ী। লরেলকে তিনি জানালেন হ্যান্সি কিরূপ মানসিক বেদনা অনুভব করছেন। তবে বেস কি করছে তার উল্লেখ করলেন না। সেটা 'গুপ্ত তথ্য'।

লরেল বলল, দু'জনের জন্যেই দুঃখ হয়। বিশেষভাবে ওই দু'টি বালক! বয়স্করা বুঝতে পারে তারা কি করছে, কিন্তু শিশুরা কতটুকু বুঝতে পারে?

ল্যানি উত্তর দিলেন, ইউরোপে কতো শিশুকে দেখেছি এরকম অবস্থায়। আমি যেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাববার শক্তি হারিয়ে ফেলছি।

প্রত্যেকের অবস্থাই তাই, লরেল বলল, এটা এক ধরণের নৈতিক মৃত্যু। আমাদের সভ্যতার এটা সমাপ্তিও হতে পারে।

(৬)

কয়দিন পর। অপিসে টেলিফোনে ল্যানির ডাক এল। প্রায়ই আসে কিন্তু এ ডাক অভিনব ও অপ্রত্যাশিত। বেসের কণ্ঠ শুনতে পেলেন ল্যানিঃ ল্যানি, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ল্যানি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই। এখানে আসবে কি?

তোমার অপিসে আসতে চাই না! তোমার বাড়ীতেও না। জানি, দু'টি স্থানেই আমি অবাঞ্ছিত। আমারও জায়গা দু'টি ভাল লাগে না।

বেশ, উৎসাহভরে উত্তর দিলেন ল্যানি, কোথায় দেখা হবে, জায়গার নাম ও সময়টা বল।

বেস বলল, তোমার যা'তে অসুবিধে না হয় সে জন্যে মোটর নিয়ে তোমাদের কাছে কোন জায়গায় যাব। বেস নাম বললে, নিকটবর্তী রিভারলী গ্রামের। আরো বললে, কাল সকাল দশটায় পোষ্ট অপিসের সামনে থাকব।

আমাকে পাবে সেখানে। ল্যানি সম্মতি দিলেন। আর কোন কথা হল না।

লরেলকে তিনি একথা জানালেন। মৃদু হাস্য সহকারে লরেল বলল, দেখো, তোমাকে যেন সে দলে না ভিড়িয়ে ফেলে।

তাঁদের পক্ষে যদি বেসকে দলে টানার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে দু'জনেই তাঁরা একসঙ্গে যেতেন। তাঁদের দু'জনেরই ধারণা, বেস তাঁদের বেতার প্রচার

নিয়ে আর-এক দফা প্রতিবাদ জানাতে চায়। বিশেষভাবে বার্লিন থেকে ফিরে এসে ল্যানি যে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে আছে তাঁদের পূর্বতন মিত্রদের বার্লিন থেকে বিতাড়ন করার কম্যুনিস্টদের সংকল্পের কথা।

ল্যানি যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি পোষ্ট অপিসের এককোণে মোটরখানি রেখে তা চাবিবন্ধ করলেন। তারপর পায়চারি করতে লাগলেন। ঠিক সময়েই বেস এসে উপস্থিত হল। সে মোটর নিয়ে ল্যানির কাছে এল, দোর খুলে বলল, উঠে এস। তিনি বেসের পাশে স্থান গ্রহণ করে, মোটরের দোর বন্ধ করে দিলেন। এবার ল্যানি বেসের মুঠোর মধ্যে, যতক্ষণ ট্যাঙ্কের পেট্রল ফুরিয়ে না গেছে ততক্ষণ তাঁকে নিয়ে সে ছুটতে পারে, ল্যানিকে তার কথা শুনতেই হবে।

এর জন্যে ল্যানি প্রস্তুত হয়ে আসেননি। বেসের প্রথম কথাটাই ল্যানির সর্বদেহে একটা হিমপ্রবাহ ছুটিয়ে দিল ঃ ল্যানি, কেন আমার স্বামীকে নিরুপদ্রবে একা থাকতে দিচ্ছ না?

তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে না চেয়ে সোজা রাস্তার দিকে চেয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন : এতে কি বুঝাতে চাইছ বেস? যথাসম্ভব ভাবলেশ-হীন কণ্ঠে ল্যানি এ প্রশ্ন করলেন।

তুমি ভালই জান আমি কি বলতে চাইছি?

তিনি বলতে পারতেন, না, আমি জানি না। আবার এ প্রশ্নও করতে পারতেন, তুমি কি করে জানলে? কিন্তু ও দু'দিকেই তিনি গেলেন না। তিনি সময় নিলেন নিজের বুদ্ধিতে শান দেবার জন্যে। তিনি যেন একজন বক্সার, জোর আঘাত হানবার জন্য ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপর তিনি বললেন, হ্যান্সি তোমার স্বামী হবার আগে থেকেই আমার বন্ধু।

হ্যাঁ, এটা সত্য। কিন্তু সে কখনো তোমার স্বামী ছিল না। আমি জানতে চাই, তুমি কি স্থির করে ফেলেছ যে, আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাক?

কিছুক্ষণ ল্যানি চিন্তা করলেন। হ্যান্সি কি তাকে বলেছে কিছু? নিশ্চয়ই না। টেলিফোন কল, তাঁর দিকে বা ওদের দিকে ধরা পড়েছে? তাঁর নিজের বাড়ীতে কি কোন গুপ্তচর রয়েছে অথবা ওদের ওখানে? কম্যুনিস্টরা সবখানেই রয়েছে! তারা কি নিউইয়র্কে হ্যান্সির পেছনে-পেছনে গিয়েছিল? অথবা এজমেয়ার থেকে ল্যানির পেছনে? তিনি যেন বিপর্যস্ত বোধ করছেন।

(৭)

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি বড়ো এলম্ গাছ। ছায়া বিস্তার করেছে চারদিকে। পথচারীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে বিশ্রামের জন্যে। বেস রাস্তা থেকে নেমে মোটর থামাল। সেখানে বসেই তারা কথাবার্তা চালাতে পারে। পথচারীরা ভাববে হয়তো দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকা বসে তাদের ভালবাসার সমস্যার সমাধান খুঁজছে। অথবা সম্ভবতঃ বিবাহিত দম্পতি তাদের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে চেষ্টা করছে। তারা অনুমান করতে পারবে না, সোভিয়েট গুপ্তচর ও আমেরিকান প্রতি-গুপ্তচরের মধ্যে এখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে।

বেস তার স্বভাবানুযায়ী প্রথমেই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের অবতারণা করল ঃ ল্যানি, তুমিই আমাদের বিয়েটা ঘটিয়েছিলে। আমি অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ ছিলাম তোমার কাছে। ভেবেছিলাম সারাজীবনই সে ঋণ স্বীকার করব। কিন্তু এখন তুমি আমাদের বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছ। এটা বড়ো ভয়ানক।

তুমি ভুল করছ বেস, ল্যানি বললেন, তোমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হোক আমার বা লরেলের কারোই বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

তুমি জান আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেছিল এবং আমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এখন, আমি যা করছি সে সম্পর্কে হ্যান্সির সমর্থন লাভ করেছি। কেন তুমি সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া তোমার কর্তব্য বলে মনে করছ? আমরা এখন এমন সুখী—এ যেন নূতন মধুযামিনী যাপনের মতো।

আবার তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি বেস, তুমি ভুল বুঝেছ।

ল্যানি সত্য কথাই বলতে পারতেন, 'তোমার বিরুদ্ধে হ্যান্সিকে আমি একটি কথাও বলিনি।' কিন্তু এটা বললে, হ্যান্সির সঙ্গে তাঁর যে সাক্ষাৎ হয়েছে, একথার স্বীকৃতি হয়ে যাবে। ত্বরিৎ চিন্তায় তিনি স্থির করে ফেললেন, কোন কিছুই স্বীকার করা হবে না। তিনি তাকেই কথা বলতে দেবেন এবং সতর্কতার সঙ্গে সেকথাগুলি অনুধাবন করবেন। তিনি জানতে চেষ্টা করবেন, বেস কতটুকু কি জানে।

তুমি তার কাছে যা-কিছু বল সবই আমার বিরুদ্ধে তার মনকে বিষিয়ে তোলার জন্যে। তুমি জান, কম্যুনিস্ট আন্দোলনই আমার জীবনের ব্রত। এখন তুমি একটি উন্মাদ প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়েছ। তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ।

ল্যানির মনে একটা আকস্মিক আশার উদয় হল। হয়তো সে শুধু বেতার-প্রচারের কথাই বলছে। হয়তো সে হ্যান্সিকে শান্তি প্রোগ্রাম শুন্‌তে দেখেছে!

ল্যানি বললেন, এটা স্বাধীন দেশ বেস। তুমি যা বিশ্বাস কর, তাই বল, আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলি। ইচ্ছা করেই ল্যানি কণ্ঠে নিরসতার আভাষ ফুটিয়ে তুললেন।

কিন্তু কেন তুমি আমার স্বামীর কাছে বলতে যাবে? তাঁর সঙ্গে তুমি দেখাই-বা কর কেন?

তাহলে বেতার-প্রচার নয়!

ল্যানি কোন উত্তর দিলেন না। সে বলে যেতে থাকল ঃ এখন সে তোমার কি সাহায্য করতে পারে? তোমার মতে সে একটি মেরুদণ্ডহীন, মেয়েমানুষের দাস। সে একটি বিভ্রান্ত অনুভূতিহীন পুতুল। তোমার সংজ্ঞামত, সে গ্রামোফোনে কম্যুনিষ্ট ফরমুলার রেকর্ড বাজিয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোকই তো তোমার কথা শুনছে, কেন তাতেই তুমি সন্তুষ্ট নও, আমার একটি লোককে নিয়ে টানাটানি কেন?

এটা অকাট্য যুক্তি। এর উত্তর ল্যানির প্রস্তুত ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল হয়তো বেস ঠিক-ঠিক নির্দিষ্ট কিছু জানে না, হয়তো বা তার সন্দেহ হয়েছে তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। সম্ভবতঃ হ্যান্সির কথাবার্তায়ই হঠাৎ কোন একটি কথা বেরিয়ে গেছে। বেস যদি সত্যই সংবাদ পেত যে, হ্যান্সিকে মোটরে নিয়ে তিনি দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণ করেছেন, তাহলে সে সোজা সে-অভিযোগ না করে ছাড়ত না। এ অভিযোগ করে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে গর্ববোধ এবং তাঁকে ভয় দেখানোর লোভই তার প্রবল হত।

পক্ষান্তরে তাঁরই মতো বেসও খুব সতর্ক ও কৌশলী হতে পারে। এখন সে একজন সুশিক্ষিত গুপ্তচর। এমন কোন ইঙ্গিত সে দেবে না যাতে তিনি তার সংবাদের সূত্রটা জান্‌তে পারেন। তিনি যেমন সতর্ক মনোনিবেশে তার প্রত্যেকটি কথা শুনছেন, সেও তাই করছে। তাঁর শুধু সুবিধা এইটুকু যে, তিনি জানেন বেস তাঁর সব কথা জানে, কিন্তু তিনি যে তার সম্বন্ধে সব কথা জানেন একথাটা জানে না। এটাই একটা সূক্ষ্ম সুবিধে, তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। ফসলটা এমনই যে, একসঙ্গেই তা কেটে সংগ্রহ করা চলে না, এক একটি শস্য করে সংগ্রহ করতে হবে।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, বল বেস, তুমি কি চাও, আমি কি করব?

তুমি চাও আমি কি করব? আমি কি করব না নয়! স্পষ্টতঃই সংবাদ সংগ্রহের একটা কৌশল।

আমি কি চাই তোমাকে বহুবার বলেছি ল্যানি। হ্যান্সিকে তুমি একা থাকতে দাও। সে তোমার কোন কাজেই লাগতে পারে না। সে প্রচারকারী নয়। মতবাদের ধারণা নিয়ে চলার মতো মানসিকতা তার নেই।

অবশ্য কথাটা সত্য নয়। হ্যান্সি এখন একজন কম্যুনিষ্ট সংজ্ঞাধারী, বামপন্থী বিরাট জনতার সম্মুখে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন,—একজন শক্তিশালী প্রচারকর্তা তিনি। ঘটনাক্রমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহের সূত্র। কিন্তু ল্যানি সেকথা বললেন না, বললে আবার কথা কাটাকাটি করতে হবে। তিনি বলতে পারতেন, 'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে যাক। তুমি যদি তাকে প্রচারকার্যে ব্যবহার না কর তাহলে আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না।' কিন্তু সে প্রস্তাব বেস প্রত্যাখ্যান করবে। ল্যানিও নিশ্চিত নহেন যে, এফ, বি, আইর লোক এতে রাজী হবে। কারণ পার্টির কাছে হ্যান্সি যতই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবেন, ততোই তাড়াতাড়ি তাঁকে ভেতরের চক্রে স্থান দেওয়া হবে।

ল্যানি বললেন, আমি স্থির জানাচ্ছি বেস, আমি হ্যান্সিকে সুখী দেখতে চাই। আমি তাতে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করব না।

বেস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, আঃ ল্যানি, কি যা'তা বোঝাচ্ছ! মনে হচ্ছে যেন তুমি একটি শিশুর সঙ্গে কথা বলছ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমারই উদ্দেশ্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে, গালাগাল দিতে তোমাকে আমি শুনিনি? যা-কিছু তুমি বল সবই আমার সঙ্গে হ্যান্সির ছাড়াছাড়ি ঘটাবার জন্যে। কয়েক বছর ধরেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম।

আমি দুঃখিত বেস, তুমি ব্যক্তিগতভাবে কথাগুলি গ্রহণ করেছ। আমার একটা আদর্শ আছে, তোমারও। দুজনেই নিজের নিজের বিশ্বাসের কথা বলেছি। শেষবার কথাবার্তার সময় তুমি একথাই জানিয়েছিলে ব্যক্তির কোন প্রশ্ন নেই, আসল হল লক্ষ্য। তোমার মনে নেই সে কথা?

হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু সেকথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। সেটা ভুল। একটি ব্যক্তি আমার কাছে অনেকখানি—সে অনেকখানি অনেক বড়ো। হ্যান্সি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে আমি মর্মান্তিক দুঃখ পাচ্ছিলাম।

বেসের স্বর কাঁপছিল। এই প্রথম মুখ ফিরিয়ে ল্যানি তার দিকে চাইলেন।

বেসের চোখে অশ্রু জমে উঠেছে।

কোমল কণ্ঠে বললেন ল্যানি, আমি জানি বেস। ল্যানিও একজন স্বামী, তিনিও ভালবাসেন।

আমি তাকে ভালবাসি ল্যানি। সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। তাকে পেয়ে এতো সুখী ছিলাম, সুখস্বর্গে বাস করছিলাম আমি। আমি যে লক্ষ্যে বিশ্বাসী—যে লক্ষ্যের ধারণা তুমিই আমাদের দু'জনকে দিয়েছিলে, সেই বিশ্বাস ও আদর্শই আমাদের দু'জনকে একসূত্রে বেঁধেছিল। আমি ভাবতাম মৃত্যু ছাড়া আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না। কিন্তু আমি দেখলাম যে তোমার আদর্শ বদলে যাচ্ছে। তারপর তুমি হ্যান্সিকেও দলে টানতে থাকলে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তোমাকে ঘৃণা করি কিন্তু দেখলাম যে, সেটা সইতে পারছি না। তোমার প্রতি এখন আমার ঘৃণা নেই ল্যানি, শুধু বুকখানি ভেঙে গেছে।

তুমি কি ভুল করেছিলে জান বেস? সেটা হল তোমার লক্ষ্য ও আদর্শ যে পরিবর্তিত হচ্ছে তা' না বোঝা। সে লক্ষ্যের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল না, কখনও থাকতে পারে না। আমি সামাজিক ন্যায়-বিচারের কথা বলতাম। সেটা আসবে সাধু পন্থায়। আসবে মুক্ত অবাধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আসবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমরা আমেরিকানরা সেটা জানি এবং শতাব্দীব্যাপী তা অনুসরণ করে আসছি।

এটা স্বপ্ন ল্যানি। এ পথে তা আসতে পারে না। কারণ পৃথিবীর লোক তার জন্যে প্রস্তুত নয়। পুঁজিবাদীরা সেটা ঘটতে দেবে না। তুমি এমন অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছ, যার হাত এড়াতে পারবে না। হয় তোমাকে বিপ্লবী সর্বহারাদের সমর্থন করতে হবে, অথবা দাঁড়িয়ে দেখবে পৃথিবীটা আবার সেই মসীময় প্রতিক্রিয়াশীলতার অতলে সম্পূর্ণ তলিয়ে যাচ্ছে।

(৮)

তাহলে আবার সেই বিতর্ক!

ল্যানি বললেন, এক মিনিট সময় দাও বেস, শোন। আমাকে সত্যের সম্মুখীন হতে বলছ তুমি। এই সেদিন আমি সোভিয়েট অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সে সময়ে প্রায়ই তোমার কথা মনে হত। কারণ তোমার যুক্তিগুলি আমি বিস্মৃত হইনি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম, 'বেস এ সম্পর্কে কি মনে করত?' ধৈর্য ধরে আমাকে কতকগুলি তথ্য জানাতে দাও।

ভাল কথা ল্যানি, বললে বেস। সে ল্যানির আনুকূল্য চেয়েছে, তাই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ঃ তোমার সত্যগুলি বর্ণনা কর। কিন্তু আশ্চর্য হয়ো না, আমি যদি সেগুলিকে 'সাদা মিথ্যা' আখ্যা দিই। এর অর্থ হল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ভয়াবহ মিথ্যা।

একটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করতে দাও। তুমি কি ক্যাটিন হত্যাকাণ্ডের কথা কখনো শুনেছ?

হায় ভগবান! ল্যানি, তুমি কি আমাকে সেই পুরানো পচা অলৌকিক কাহিনীর কথা বলবে?

কয়েক বছরের পুরানো কাহিনী সত্য, হয়তো পচাও, কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌ছি, নূতন করে সে কাহিনী আবার হাত-পা নাড়তে আরম্ভ করছে।

প্রত্যেকেই জানে নাৎসীরাই ওই কাণ্ডটা করেছিল। তারা উন্মাদ চেষ্টা করছে ওটা সোভিয়েটের ওপর চাপাতে।

সোভিয়েট একথাই বিশ্বে প্রচার করছে বেস, কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌ছি সত্যটা মাটির সঙ্গে মিশে আছে, আবার তা মাথা তুলতে বাধ্য। স্টালিন ইচ্ছে করেই চোদ্দ-পনের হাজার পোলিশ অফিসারকে হত্যা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি পোলাণ্ডের পক্ষে আর কখনও জাতি হিসাবে উঠে দাঁড়ানটা অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন।

এখন দ্রুতগতিতেই পোলাণ্ড মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু গড়ে উঠছে কৃষক ও শ্রমিকদের দেশরূপে, অভিজাত ও জমিদারদের দেশরূপে নয়।

তা করা হচ্ছে সেই হত্যা ও শ্রমদাস শিবিরে নির্বাসনের প্রথায়। তাও পোলাণ্ডে নয়, কারণ পোলান্ডের অধিকাংশ সোভিয়েট নিজের এলাকাভুক্ত করে নিয়েছে এবং পোলদের দিয়েছে জার্মানীর অংশ। এবার নূতন যুদ্ধের বীজ বোনা হয়েছে। কারণ এটা তোমার ভাল করেই জানা উচিত জার্মানরা চিরকালের জন্যে তাদের অধিকার পোলদের হাতে ফেলে রাখবে না। প্রায় ৭০ লক্ষ জার্মান সাইলেসিয়া, আপার সাইলেসিয়া ও অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশগুলি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। পোলান্ড আর পোলান্ড নেই। এটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সোভিয়েট তাঁবেদার। পোলিশ কৃষকেরা বেঁচে থাকবে সোভিয়েটের জন্যে আলুর চাষ করতে, এবং সেগুলি অত্যন্ত সস্তা দরে বিক্রী করে, বদলে তাদের কিনতে হবে উচ্চ দামে সোভিয়েট যন্ত্রপাতি। এটা তোমার সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা হতে পারে কিন্তু আমার নয়।

কাজেই দু'জনের সংঘর্ষ চলল। বিগত দু'বৎসর ধরে এমনি সংঘর্ষ চলছিল। পলিটব্যুরো যুদ্ধ-সময়ের মিত্রতাবন্ধনের সমাপ্তি ঘটাবার সময় থেকে। পলিটব্যুরো যা' বিশ্বাস করতে আদেশ করে বেস তাই বিশ্বাস করে। পলিটব্যুরো যাকে বলে 'সাদা মিথ্যা' বেসের কাছে নিঃসন্দেহে তা 'সাদা মিথ্যা'। 'লাল মিথ্যা' বলে অবশ্য কিছুই থাকতে নেই।

ল্যানি বললেন তাকে, আমি ভাবছি বেস, তুমি কি সত্যই এসব বিশ্বাস কর অথবা পার্টির আদেশ বলেই তা সত্য বলে ধরে নাও?

তার উত্তর হল ঃ নোংরামি করে কাজ নেই ল্যানি। একে অন্যকে অপমান করে আমরা কেউ লাভবান হব না।

না, কিন্তু দেখ বেস, দেখছি তুমি পার্টি লাইন ধরে চলছ। তুমি রাতারাতি তোমার মত পরিবর্তন করছ। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত পথে চলছ। কাল যা বলে এসেছ আজ তার বিরুদ্ধে কথা বলছ। যখনই পার্টি-লাইন পরিবর্তন হচ্ছে, তখনই এটা ঘট্‌ছে। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এটা কি সম্ভব? সে কি এতে অবাস্তব ও অসংলগ্ন কিছুই দেখতে পায় না?

যা-তা বলছ তুমি ল্যানি। কখনও আমি এটা করিনি।

হায় ভগবান! ১৯৩৯ সালে আগষ্ট মাসে হিটলার আর ষ্টালিনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তখনকার কথা কি ভুলে গেছ? হিটলারকে আমি জানতাম, এও জানতাম এটা ঘটবে, সেকথা তোমাকেও বলেছিলাম। মনে নেই কিরূপ রেগে-মেগে উঠেছিলে? বলেছিলে এটা একটা অশ্লীল ধারণা। পচা শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে আমার মেলামেশার ফল। তারপর চুক্তি হয়ে গেল, সমস্ত কম্যুনিষ্টদের রাতারাতি মত পরিবর্তন করতে হল। চুক্তি হল, হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করবেন। কিন্তু একটিমাত্র উদ্দেশ্যেই ওটা করা হয়নি। ওটা ছিল জার্মান নাৎসীবাদ ও রুশ সাম্যবাদে সম্পূর্ণ সহযোগিতা। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা বজায় ছিল। প্রায় দু'বছর তাদের মিত্রতা ছিল।

তোমাকে আমার কাছে তা প্রমাণ করতে হবে। বলল বেস।

ল্যানি উত্তর দিলেন, তুমি যদি এ সম্পর্কে কিছু না জান, তাহলে বলতে হবে তুমি তোমার পার্টির কাজকর্ম অনুধাবন কর না। টন টন প্রচার সাহিত্য জার্মানীতে ছাপা হয়েছিল বৃটেন ও ইহুদীদের আক্রমণ করে। হামবুর্গ থেকে রুশ জাহাজে সেগুলি ব্লাডিভষ্টকে পাঠান হয়েছিল। সেখান থেকে আসে

আমেরিকা, এখানকার ন্যাৎসীদের কাছে বিতরণের জন্যে। জার্মান-আমেরিকান ন্যাৎসীদের বাণ্ডের সদস্যরা আদিষ্ট হয় আমেরিকায় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে। অবশ্য তারা শান্তির জন্যে কাজ করবে, আমেরিকান শিল্পক্ষেত্রে আন্দোলন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে সে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

মনে হচ্ছে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জান। বেস ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করলে। ল্যানি বুঝলেন, আর অধিক কিছু তথ্য জানেন বলে প্রকাশ করা হয় তো উচিত নয়।

তিনি শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন : এসব জনসাধারণের জানা কথা। তুমি না জেনে থাকলে জানতে চাও না বলেই জান না। সেই যুক্তির বলেই ষ্ট্যালিন পোলাণ্ডের পূর্বদিকে এক তৃতীয়াংশ পেয়েছিলেন। ষ্ট্যালিন পোলদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে জার্মানীর পূর্বদিকের এক তৃতীয়াংশ দান করেছেন। এর জন্যে তাঁকে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করতে হয়েছে, প্রায় এক কোটী লোককে তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত করেছেন। কিন্তু তাতে জো ষ্ট্যালিনকে মোটেই বিচলিত করে নি। মানুষ তার কাছে আলুর পোকা ছাড়া আর কিছু নয়, ডি, ডি, টি দিয়ে ওগুলিকে নিঃশেষ করা যায়।

ভুল করলেন ল্যানি। কারণ বেস কোমর বেঁধে লাগল মহান সোভিয়েট পিতার মর্যাদা রক্ষায়। পার্টি লাইনের ক্রম-পরিবর্তন সম্পর্কে আর তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হল না। তারা সমস্ত ইউরোপ ও এশিয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব ক'রে চললেন। ল্যানি বললেন, বেস একটা গ্রামোফোন। বেস বললে, ল্যানি ট্রুম্যান-নীতির তাঁবেদার, তারা মার্শাল প্লেনের টাকার জোরে ইউরোপ ও এশিয়া কিনে নিতে চাইছে।

অবশেষে সে বলে উঠল : আমরা এ করে শুধু বচসাই করব, লাভ কিছু হবে না। আমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করছি। এর জন্যে আমি আসিনি। আমি তোমাকে বুঝাতে পারব না, তুমিও পারবে না। আমি কেবল একটা অনুরোধ করতে এসেছি, আমার স্বামীকে একা থাক্‌তে দাও।

ল্যানি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলেন : বেস, আমার এখন হ্যান্সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন কারণ নেই, কোন উদ্দেশ্যও এখন নেই। আমি তোমাকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যদি কখনো সাক্ষাৎ হয়, আমি তাকে তোমার বিরুদ্ধে যাবার জন্যে কোন কিছু বলতে যত্নের সঙ্গেই বিরত থাকব। তোমাদের সুখশান্তিতে কোন ব্যাঘাতই ঘটাব না।

সত্য কথাই বলেছেন। কারণ বিশ্বকমু্যনিজম ও তার সংকল্প সম্পর্কে হ্যান্সির কাছে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবার বা তাকে প্রভাবিত করার কোন প্রয়োজন নেই।

(১১)

বেস ল্যানিকে নিয়ে এল তাঁর মোটরের কাছে। দু'জন বিচ্ছিন্ন হলেন। সেফার্ডস্ টাউনে এসে ল্যানি একটি টেলিফোন ষ্টেশনে প্রবেশ করে হ্যান্সিকে তাঁর বাড়ীতে কল দিলেন—ব্যক্তিগত কল। ল্যানি অপেক্ষা করে রইলেন। অপারেটার হ্যান্সিকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ রটারডাম আছেন?

উত্তর এল : এখানে এ নামের কোন লোক নেই।

হ্যান্সিই কথা বলছেন। এটা তাদের কোডের নাম। হ্যান্সির বাড়ীর নীচের তলায় ও তিনতলায় দু'খানেই ফোন আছে। তাই মাঝখান থেকে শুনবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ল্যানি বললেন : অবিলম্বে সেফার্ডস্ টাউন ১৪৩৮ এ কল দাও।

হ্যান্সি উত্তর দিলেন : এটা রং নাম্বার নিশ্চয়।

আবার বলছি সেফার্ডস্ টাউন ১৩৪৮; ল্যানি রিসিভার রেখে দিলেন।

বেশ মাথা খাটিয়েই তাঁরা এই পরিকল্পনা করেছেন। হ্যান্সি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এমন একটী টেলিফোন ষ্টেশনে যাবেন, যেখানে তিনি অপরিচিত—অন্ততঃ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। সেখানে তিনি ল্যানির দেওয়া নাম্বারে কল দেবেন। কাজেই ল্যানি রাস্তায় পায়চারী করতে লাগলেন। বেল বাজলে গিয়ে রিসিভার ধরবেন। ইত্যবসরে তিনি একটী রহস্যের কথা ভাবছিলেন। তাঁর বাড়ীতে লোকজন আছে, হ্যান্সির বাড়ীতেও। তাঁর অপিসেও অনেকে আছে। তাদের মধ্যে কেউ একজন কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? এ সত্যটা অদ্ভুত যে, তাঁদের মধ্যে কিভাবে যোগাযোগ হয়েছে বেস তা খুলে বলেনি। যদি সে জানত তাহলে নিশ্চয়ই গর্বভরে তার উল্লেখ করত। সে তাঁকে কাবু করতে চেষ্টা করত, এই বলে যে, কোথায় তাঁরা মিলেছিলেন এবং কতক্ষণ ছিলেন। সব চেয়ে বেশী সম্ভাবনা, ল্যানি হ্যান্সিকে চিনে এরকম কোন পার্টি সদস্য তাঁদের মোটরে যেতে দেখেছে।

সেই টেলিফোন ষ্টেশনে এসে একটী লোক প্রবেশ করল। সে ফোন করছে। হ্যান্সি দেখবেন যে লাইনএ অন্যলোক কথা বলছে। কিন্তু ল্যানি

হতাশ হয়ে চলে যেতে রাজী নহেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। অবশেষে বেল বেজে উঠল। রিসিভার ধরে ল্যানি বুঝলেন হ্যান্সি কথা বলছেন। কেউ কারো নাম বলেননি, স্বরেই চিনে নিয়েছেন পরস্পরকে।

ল্যানি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসাবেলাকে কি আমাদের সাক্ষাতের কথা বলেছ?

নিশ্চয়ই না। হ্যান্সির কণ্ঠে বিস্ময়।

আমি জানি তুমি বলনি। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমার প্রতিশ্রুতি চায় সে, তোমার সঙ্গে দেখা করব না। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমার বিশ্বাস পাল্টাতে চেষ্টা করব না। জানি না কি করে এটা হল। আমার অনুমান কেউ আমাদের দেখেছে। যাই হোক, সাবধান হও।

অন্যদিক থেকে ভেসে এল : একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটছে। কিন্তু সে সম্পর্কে কথা বলতে পারব না।

নিশ্চয়ই না। কল্যাণ হোক। এ নিয়ে বেশী উতলা হয়ো না।

পঞ্চম ভাগ

এই গুপ্ত সংগ্রামের ওপরই নির্ভর
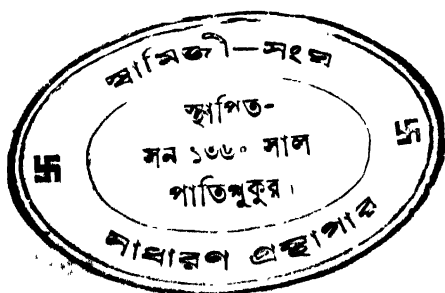
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গোলযোগ সৃষ্টির ধুমধাম

(১)

মঙ্কের নিকট থেকে পত্র এসেছে। যে অদ্ভুত ঠাণ্ডা লড়াই চলছে বার্লিনকে কেন্দ্র করে তার আরও বিস্তৃত বিবরণী দিয়েছেন তিনি। বার্লিন অসহায়, সে এই লড়াইএর উপাদান হতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তথাপি টানাটানি চলছে। মঙ্ক তুলনা করেছেন দু'টী হিংস্র জন্তুর জীবন্ত শিকারের সঙ্গে। দু'টী জন্তু টানাটানি করছে তাকে নিয়ে, আর একে অন্যের দিকে চেয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে। "ঘৃণা লোককে অন্ধ করে দেয়"—মঙ্ক লিখেছেন: 'তারা আশা করে তোমরা আমেরিকানদের বিতাড়িত করবে। কিন্তু এখন তারা কেবলমাত্র তোমাদের বাজিয়ে তুলছে।'

ল্যানি নিজের অন্তরের ভাষাই পাঠ করতে চেষ্টা করলেন। এটা সত্য কথা। দিন দিন যতো খবর আস্‌ছে তিনি দেখছেন রাশিয়ার লোকদের কথা তিনি ভাবছেন না। তারা জার্মানদের মতোই অসহায়। তিনি ভাবছেন বেশী করে ক্রেমলিনের সেই প্রভুদের কথা। তারা—ওই সব ঘৃণা ও মিথ্যার অধিপতিরা বিশ্বের সমস্ত সাধু ও সভ্য লোকের কাছে 'রাশিয়ান' নামটাকে ঘৃণার বস্তু করে তুলছে। এ ধারণার কোন কারণ নেই, এটা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা! তথাপি এ ধারণাই জন্মাচ্ছে। তাই ঘট্‌ছে। সমগ্র সভ্যজগৎ পীড়িত হচ্ছে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বা পরিণাম তার ধ্বংস। স্বেচ্ছাকৃত গড়ে তোলা মিথ্যা দ্বারা ইচ্ছা করেই যে ঘৃণার সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে ডেকে আনছে এই বিপদ।

মঙ্ক কখনো তাঁর নিজের কাজ সম্বন্ধে এক দু'লাইনের বেশী লিখেন না। তিনি লিখেছেন: 'আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তবে ধীরে ধীরে।' তারপর একটা ধাঁধা: 'কালা ফরাসী মেয়েটী কাজ করে যাচ্ছে।' ল্যানি স্মৃতির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে লাগলেন। না, জার্মানীতে কোন ফরাসী মেয়ের সঙ্গে তো তাঁর দেখা হয়নি? কোন কালা মেয়ে তো নয়ই। তিনি পড়তে লাগলেন: 'ফার্দিন্যাণ্ডের

সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা কিছু গড়ে উঠেছে। এটায় অবশ্য জটিলতা বাড়বে। জানি না কি ঘটতে পারে।'

সহসা ল্যানির মনে পড়ল, মঙ্ক একটা কোড তৈরী করেছেন। আন্না সুর্ডেনের কোন নাম দেওয়া হয়নি। অন্ততঃ ল্যানিকে বলা হয়নি। এখন মঙ্ক সেই নামকরণ করলেন। মঙ্ক প্যারিতে ছিলেন, এককালে ল্যানির সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁরা দু'জনেই ফরাসী ভাষা জানেন। ফরাসী শব্দ সাউর্ডি'র অর্থ কালা। ওকে ফরাসী মেয়ে বলে মঙ্ক ল্যানিকে পরিচয়ের সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন।

সোজা কথায়ই জানাচ্ছেন, ফ্রিট্জ ও আন্নার মধ্যে কোন ব্যাপার ঘটছে। এটা নিঃসন্দেহে কৌতুকজনক। ল্যানি যখন মরিসন ও মঙ্কের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, তখন এটাই ঠিক হয়েছিল যে, আন্না হিমলারী টাকার দলের কাউকে হয়তো হাত করতে পারবে। কিন্তু তিনজনের কেউই ভাবেননি যে, ফ্রিট্জই পাকড়াও হবে। কিন্তু অস্বাভাবিকতা কোথায়? ফ্রিট্জ স্কুল থেকে বাড়ী গেছে। সে তরুণ বয়স্ক। শিকারী স্ত্রী গুপ্তচরের কাছে সে একটী বড়ো শিকার তাতে সন্দেহ কি?

ওপরতলা থেকে নীচের দিকে দেখছেন ল্যানি দৃশ্যটা। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে বেশ জটিল সমস্যা। ফ্রিট্জ তার মনস্তত্ত্বের তিনটি রূপ নিয়ে বিদ্যমান : সে একজন সোসিয়্যাল ডেমোক্রেট, ভান করছে ন্যাৎসীর আবার কম্যুনিষ্টেরও। কালা ফরাসী মেয়েটীর কোনরূপ রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের বালাই নেই অথবা সেও ছদ্মবেশে অভিনয় করছে? কাজ উদ্ধারের জন্য সম্ভবতঃ একজন ন্যাৎসী সেজে কম্যুনিষ্টের ভান করছে। ফ্রিট্জের সঙ্গে এই সূত্রেই সাক্ষাৎ। তারা দু'জনেই গুপ্তচর কিন্তু কেউ অন্যজন যে গুপ্তচর তা' জানে না। তারা দু'জন দু'জনকে জান্‌তে পারবে, অথবা একজনই অন্যকে কিছু না বলে তারই পরিচয় জানতে পারবে? কে আবিষ্কার করবে, কে হবে আবিষ্কৃত? এই যোগাযোগের ফল হবে কি? এ যেন কোন রাসয়নিক একটী টেষ্ট টিউবে দুইটি অপরিচিত রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয়েছে। সে দু'টি নিষ্ক্রিয় হয়ে একসঙ্গে পড়ে থাকতে পারে অথবা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লেবরটারীটাও উড়িয়ে দিতে পারে।

ল্যানি এই অবস্থার সাংসারিক দিকটা সম্পর্কেও অনবহিত থাকতে পারেন না। ল্যানি তার পথভ্রষ্ট বাবার স্থান গ্রহণ করেছেন। এখন ওই মেয়েটী তার কি করবে কে জানে? ল্যানি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন না, কারণ তিনি

মেয়েটীকে খুব ভাল করে জানেন না। সে ল্যানির সঙ্গে লেগে থাকতে চেষ্টা করেছিল, ল্যানি সেটাকে আমেরিকায় যেভাবে মনে করা হত, সেভাবে নেননি। জার্মানী যুদ্ধবিধ্বস্থ, তার মেয়েরা বিশেষভাবে তরুণীরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছে। তাদের কাছে পুরানো একটী জার্মান সঙ্গীতের বাণী আজ সত্য : ক্ষুদ্র বাতিটী যতক্ষণ জ্বলছে, জীবনকে উপভোগ করে নাও; ঝরে পড়ার আগেই গোলাপটী পেড়ে নাও।

(২)

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্যারি শান্তি সম্মেলনের ফল দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে তরুণ ল্যানি ব্যাড ঘোষণা করেছিলেন তিনি রিভিয়েরাতে গিয়ে বালুস্তুপের ওপর শুয়ে পৃথিবীর শেষ লক্ষ্য করবেন। সে সময়ে তিনি স্বাধীন ছিলেন, যথেষ্ট চিন্তার সুযোগ ছিল এবং এ ধরনের কথা বলতে পারতেন। এখন সাতাশ বছর পরে তিনি আরও ভয়াবহ একটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছে এবং নিরাশায় হতাশ হয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু আজ তিনি হাত-পা-ঝাড়া স্বাধীন নহেন। তাঁর একটি কর্মসূচী আছে, একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে প্রায় ৩০টি লোক তাঁর ওপর নির্ভরশীল, অপেক্ষা করে তাঁর নির্দেশের। তাঁকে নানা বিষয়ের সমাধান করতে হয়, পূর্বনির্ধারিত দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়। তাঁকে সর্বদা থাকতে হয় কর্মতৎপর ও উৎসাহে ভরপুর কর্মীরূপে। তাঁকে হতে হয় নির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং তড়িৎগতি। তিনি দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেন, নিজের অন্তরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তুমুল আলোড়ন ওঠে সে সময়ে, চলে তর্ক, সিদ্ধান্তে পৌঁছেন কি সে তাঁর স্থির বিশ্বাস এবং প্রকৃত-পক্ষে কি তিনি করতে চান।

রুশ বিপ্লব এসেছে ৩০ বৎসর পূর্বে। সে সময়ে সমস্ত তরুণদের মতোই তিনিও তাকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, প্রচণ্ড আশায়। ফরাসী বিপ্লবকে উপলক্ষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন লিখেছিলেন : "এই ঊষায় জীবিত থাকা সৌভাগ্যজনক। কিন্তু এ সময়ে তরুণ হওয়া স্বর্গীয়।" লিনকন ষ্টেফেন্স তখনকার পেট্রোগ্রাডে গিয়েছিলেন, লেনিনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। তিনি প্যারিতে ফিরে এসে ল্যানিকে বলেছিলেন, 'আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছি, তা গঠিত হচ্ছে।' আজ আর দুর্ভাগ্য ষ্টেফ জীবিত নেই। তিনি বদ্ধমূল বিশ্বাসের মোহমুক্তির পর ভগ্নহৃদয়ে মারা গিয়েছিলেন। ল্যানি তা ভাল করেই জানেন। কিন্তু ল্যানি মরতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দুর্বলতা দেখাতেও

পারেন না। তাঁকে সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সময়ের গুরুত্ব বুঝে কাজ করে যেতে হবে।

প্রকৃত রুশ বিপ্লব—১৯১৭ সালের বসন্তকালে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল, তা আর নেই। আর এক স্বেচ্ছাতন্ত্র জন্মলাভ করেছে। সেই পুরানো স্বেচ্ছাতন্ত্রের ওপর নূতন ফ্যাসনের মুখোশ। সোভিয়েটের অস্তিত্ব নেই। আছে মাত্র ভাঁওতা—একটা প্রচারের কৌশল। কাগজপত্রে গঠনতন্ত্রটা চমৎকার, কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর যতোসব উদার বাণী অর্থহীন, যতোসব মহৎ স্বপ্ন সব বাতাসে মিশে গেছে। পশ্চিমী জগতের কল্পনাতীত নির্মমতা ও ভয়াবহতা সেখানে রাজ্য করছে। মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ঘৃণা, পশুসুলভ চতুরতা আর যুগব্যাপী সহনশীলতা।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় স্টালিন তাঁর পশ্চিম সীমান্তের সবগুলি রাষ্ট্র—এস্তোনিয়া থেকে আরম্ভ করে বুলগেরিয়া পর্যন্ত জয় করেছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঐ রাষ্ট্রগুলিকে অবাধ, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। তারপর, এখানেও তাঁর কার্য মুক্তই—তিনি সেগুলিকে তাঁর নিজের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছেন, তাঁর ভীতি ও জালিয়াতী-যন্ত্রের সাহায্যে। ল্যানি এ কার্যের গতি প্রত্যক্ষ করেছেন, দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে। মিত্র-শক্তিরাও লক্ষ্য করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁরা করেছেন ব্যর্থ প্রতিবাদও।

১৯৪৭এর ১১ই জুন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্ট প্রকাশ করলেন, তাঁরা বুদাপেস্তে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নোট পাঠিয়ে হাঙ্গেরীর ব্যাপারে অত্যন্ত দুষ্ট অভিসন্ধিমূলক হস্তক্ষেপ করেছে রুশেরা, এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনদিন পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন এবং রাষ্ট্রগুলি তাদের দমনমূলক ব্যবস্থার জন্য ভর্ৎসিত হল। এগার দিন পর আমেরিকা রুমানিয়ার নিকট একটি নোট পাঠালেন, সন্ত্রাসমূলক প্রভাব-বিস্তার পন্থায় সংকল্পানুযায়ী গণতান্ত্রিক মত-বাদকে দমিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে তারা পার্লামেণ্টের বিরোধী পক্ষীয় সদস্যদের গ্রেপ্তার করছে। দু'দিন পর জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার প্রতিনিধি দাবী করলেন, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়ার সশস্ত্র দল-গুলিকে গ্রীসের সীমানা লঙ্ঘনে বাধা দেবার জন্যে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক। এমনি চলল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ঐ প্রতিবাদ যেন উল্টো বাতাসে থুথু ফেলা।

জুন মাসের প্রথমে ষ্টেট সেক্রেটারী মার্শাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে অর্থ সাহায্যদানের তাঁর পরিকল্পনাটি উপস্থিত করলেন। সর্ত রইল রাষ্ট্রগুলি সবাই পুনর্গঠনের একই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি গ্রাস করতে না চায়, তাহলে এ পরিকল্পনায় তাকে ভয় প্রদর্শনের কিছু নেই। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা এটাকে বিরুদ্ধ কার্য বলে অভিহিত করলে এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে একটি সম্মেলন ভেঙ্গে দিল। চেকোশ্লোভাকিয়া সাগ্রহে মার্শাল সাহায্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কিন্তু মাসারিককে পত্রপাঠ ডেকে পাঠান হল মস্কোতে এবং আদেশ দেওয়া হল সিদ্ধান্ত পাল্টাবার। মাসারিক প্রাগে ফিরে এলেন। আদেশ প্রতিপালিত হল।

(৩)

কাজেই শান্তি প্রোগ্রামের ডিরেক্টার তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। সহযাত্রী ও স্লিপারস্‌দের পত্রাঘাত ও সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই তিনি সংকল্পে অটল রইলেন। ল্যানি ব্যাড হয়ে গেলেন সমরবাদী। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যখন প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার তরুণদের প্রস্তুত করবার জন্যে সর্বব্যাপী সামরিক শিক্ষার আহ্বান জানালেন, তখন ল্যানি তা সমর্থন করলেন। ট্রুম্যানের প্রস্তাব বলে রিপাব্লিকানরা এর বিরোধী। শান্তি দলের মধ্যে এ নিয়ে গরম আলোচনা চলল। তারা অবাধ আলোচনার ভিত্তিতে আপোষে পৌছল। তারা প্রেসিডেণ্টের কোন সমর্থনকারীকে ওই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করবে। তারপর তারা একজন প্রকৃত শান্তিবাদীকে ডাক্‌বে—যদি পাওয়া যায়—উহার প্রতিবাদ করতে।

আগষ্ট মাসে বৃটিশেরা ভারতকে স্বাধীন করে দিল। রাজনৈতিক বিচক্ষণতার এটা একটা বিরাট ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এটা বৃটিশ শ্রমিকদল ও দুই পুরুষ ধরে যে সমাজতান্ত্রিক মনীষীরা এই দলের নেতৃত্ব করে আসছিলেন তাঁদেরই কৃতিত্ব। যদি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় সত্যিকার বিশ্বাসবান একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হত সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাহলে এটা একটা বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করত সেখানে। কিন্তু তার বদলে সেখানে দেখা গেল বিপুল নীরবতা। চার্চিলের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে সোভিয়েট বেভিনকে। কারণ চার্চিল শত্রু, একদিন তাঁকে পরাস্ত করবার ভরসা তারা রাখে। কিন্তু বেভিনকে প্রকৃতই তারা ভয় করে। ওই লোকটি স্টালিনিজমের বাইরে বিশ্বের শ্রমিকদের হৃদয় জয় করতে পারে।

ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট আগষ্ট মাসের প্রথমেই অভিযোগ করলেন, রুমানিয়া সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংগে শান্তি চুক্তি লংঘন করে ন্যাশনাল পেজেন্টস্ পার্টিকে ভেংগে দিয়েছে এবং তার নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে। প্রায় এক সপ্তাহকাল পরে আমেরিকা জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করলে সোভিয়েটের বলকানস্থ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি গ্রীসের কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের কোনরূপ সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারবে না। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন সোভিয়েট প্রতিনিধি গ্রোমিকো গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্থূলতম হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করে। তারপর আমেরিকা প্রতিবাদ করল বুলগেরিয়ার বিরোধী দলের নেতা পেটকভের মৃত্যুদণ্ডকে 'চরম অন্যায়-বিচার' বলে। প্রকাশ পেল, চুক্তি অনুসারে স্থানত্যাগ না করে চীন সামুদ্রিক বন্দর ডাইরেন অধিকার করে সোভিয়েটের বসে থাকার বিরুদ্ধেও আর একটি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এগুলির চেয়েও উল্লেখযোগ্য হল কোরিয়ায় আমেরিকা-রাশিয়া যুক্ত কমিশনের প্রধান আমেরিকান জেনারেলের বিবৃতি। তাঁর অভিযোগ সোভিয়েট প্রতিনিধিরা যুক্ত কমিশনের কর্তৃত্ব একমাত্র নিজেদের হাতে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করছেন। সুদূর কোরিয়াতে কি হচ্ছে সে কথা শান্তি প্রচারে ল্যানি ব্যাড উল্লেখ করলে অনেক শ্রোতাই বিস্ময় বোধ করলেন। যখন তিনি এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন এমন সব পত্রলেখক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন জাপানের বুকের উপর উদ্যত ছোরাটিকে কেড়ে নিতে সোভিয়েটকে বাধা দেওয়া আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য। কিন্তু সোভিয়েট সেই ছোরাটা হাতে নেওয়াতে তারা সাম্রাজ্যবাদীতা দেখতে পায় না। দু'পক্ষই পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, কোরিয়ার নির্যাতীত জনগণ মুক্ত ও গুপ্ত ভোটদান প্রথার নির্বাচনে তাদের নিজেদের সরকার গঠন করবে। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সেই একই সংকল্প, নূতন সরকার ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট দলই গঠন করবে।

(৪)

অধ্যাপক স্যামুয়েল গাউডস্মিট শান্তি-প্রচারের বেতার-বক্তৃতায় এলেন। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। হল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। তরুণ বয়সে তিনি আমেরিকায় আসেন। যুদ্ধের শেষভাগে তিনি বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে গঠিত আলসস্ মিশনের প্রধান নিযুক্ত হন। সামরিক রক্ষীবাহিনীসহ তাঁদের জার্মানীতে পাঠানো হয় তথাকার বৈজ্ঞানিকেরা কি কি আবিষ্কার করেছেন, তা' জানবার জন্যে। সঙ্গে

সঙ্গে তাঁরা তাঁদের আমেরিকায় আনবার জন্যেও চেষ্টা করবেন। এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। কে হাত করবে তাঁদের, আমেরিকা, না বৃটেন, না ফ্রান্স না রাশিয়া? ল্যানি ব্যাড আলসসের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ওই অভিযানে। এখন দুজন সেই অভিজ্ঞতা নিয়েও আগ্রহভরে কথা বললেন। স্যাম গাউডস্মিট অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, পরিহাসরসিক এবং গল্পের ভান্ডার।

কিন্তু অ্যাটম বোম সম্পর্কে বেশী কৌতুক ছিল না। জাতি সংঘের অধিবেশনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো বিতর্কের বিষয়। নিরস্ত্রীকরণের প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই—প্রত্যেকটি আলোচনায়ই সোভিয়েট একই দাবী উপস্থিত করে : প্রথম হবে অ্যাটম বোমকে বে-আইনী ঘোষণা ও ধ্বংস করে ফেলা। অর্থটা অবশ্য যার মাথায় সারবস্তু আছে তারই কাছে বোধগম্য। একবার কম্যুনিষ্টদের মাথার ওপর থেকে আমেরিকা যদি 'উদ্যত ডামোকল্‌সএর তরবারী' অপসারিত করে তাহলে শক্তির ভারকেন্দ্র অন্য দিকে ঝুঁকবে। কারণ কম্যুনিষ্টদের বিরাট সৈন্যবাহিনী, অগণিত যুদ্ধ-বিমান আছে। এদিকে আমেরিকা তার সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছে, তার বিমানগুলিও অকেজো হয়ে গেছে। পশ্চিম জার্মানীকে কম্যুনিষ্টদের কৃপার ওপর নির্ভর করতে হবে। তারা সেখানে একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে এবং নির্যাতীত শ্রমজীবীদের আত্মরক্ষায় সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাবে। তাহলে সত্য সত্যই বার্লিন একটা দ্বীপ হয়ে উঠবে। ইটালী ও ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ কম্যুনিষ্ট আছে। তারাও একই অভ্যুত্থানের জন্যে আগ্রহশীল। রুশ অধিকার করতে সময় লাগবে না। সেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে। উন্নত ধরনের ভি২ রকেটস্ তৈরী হবে। বৃটেন যে টিকে থাকবে তার সুযোগ কোথায়?

ল্যানি প্রশ্ন করলেন যে, কম্যুনিষ্টদের ওই গুরুতর বস্তুটি সম্পর্কে গুপ্ত তথ্য জানবার কি সম্ভাবনা রয়েছে? গাউডস্মিট বললেন, নিশ্চয়ই তারা শেষ পর্যন্ত জানতে পারবে। তারা কয়েকজন খুব ভাল জার্মান বৈজ্ঞানিককে হাতে পেয়েছে। নিজেদেরও কয়েকজন ভাল বৈজ্ঞানিক রয়েছে। ওদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে, তাঁরা সব রকমের সুবিধা পাচ্ছেন। অবশ্য তাঁরা জানেন, তাঁদের জীবিত থাকা একটি জিনিষের উপর নির্ভর করছে। সেটা হচ্ছে অ্যাটম আবিষ্কার এবং তা যুদ্ধের ব্যবহারোপযোগী করা। ল্যানি প্রশ্ন করলেন, এটা সম্ভব হবে? অধ্যাপক তা জানেন না আর জানলেও বলতে পারতেন না। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান আট থেকে পনর বছর লাগবে। ল্যানি সর্বদাই গুপ্তচর-

সচকিত, তিনি জানেন যে, সোভিয়েট গুপ্তচরচক্র কানাডায় অ্যাটমের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, আশ্চর্য নয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও সে চেষ্টা চলতে পারে। গাউডস্মিট ব্রুকহাভেন ন্যাশনাল লেবরেটরীতে কাজ করছেন। লঙ্ দ্বীপে সরকার যে অ্যাটমিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন, তিনি বললেন, তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কোন বিশ্বাসঘাতক বা গুপ্তচর নেই। যদি থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে।

(৫)

ল্যানি আনন্দের সঙ্গে এই জ্ঞানী ভদ্রলোককে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করে দিলেন। ভদ্রলোক 'স্পিন অব দি নিউক্লিয়াসে'র অন্যতম আবিষ্কারক—। আজকার আণবিক যুগে এমন সব আবিষ্কার হচ্ছে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার খোঁজ রাখা সম্ভব নয়—বিশেষতঃ যখন সে খবর শুনতেও নিষেধবিধি রয়েছে।

গাউডস্মিট সেটাই তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু করলেন। তিনি বললেন, আজ বিজ্ঞানী জীবনের এটা ট্র্যাজেডী যে, প্রত্যেকটি দল আর অন্যান্য দলের মাঝখানে ব্যবধানের প্রাচীর। অ্যাটমিক ফিসনের বিরাট আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র কারণে—সমগ্র বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারার অবাধ বিতরণ। ছোট্ট একদল জ্ঞানী পুরুষ ও নারী ছিলেন যাঁদের বলা হত সিদ্ধান্তিক বিজ্ঞানী, তাঁরা অঙ্কশাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত ফরমুলা নিয়ে সমূহভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অন্যান্যরা সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা করলেন লেবরেটরীতে। এই পরীক্ষায় সফলতা এলে সেই আবিষ্কার যেত বিজ্ঞাপনবিষয়ক পত্রিকায়, এবং প্রায়ই প্রেরিত হত তারে পৃথিবীর সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছে। প্রত্যেকটি নূতন 'ধারণা'কে সাগ্রহে গ্রহণ করা হত, শত শত বিজ্ঞানী দিবারাত্রি এ নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু এখন প্রত্যেক দেশের অ্যাটম-বৈজ্ঞানিককে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, যেন তাঁরা অপরাধীদল। তাঁদের আবিষ্কারকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে সর্বপ্রযত্নে গোপন করে রাখা হয়। একদল জানেন না আরেক দল কি নিয়ে কাজ করছেন অথবা কতটুকু এগিয়ে গেছেন।

তাঁর পূর্ববর্তী বেতার-বক্তৃতায় অধ্যাপক এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে জার্মানীকে লড়াইএর বস্তু করে তোলা কর্তব্য নয়। এখন এক বছরে তিনি অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এখন বলতে পারেন, সেটাই ঘটেছে। জার্মানী দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সোভিয়েট পূর্বার্ধকে নিজের

ছাঁচে গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছে। অন্য তিনটি মিত্ররাষ্ট্রও তাই করছে। গাউড-স্মিটের নিশ্চিত ধারণা জার্মানরা জাতীয় ঐক্যবদ্ধতার দাবী কখনো ত্যাগ করবে না। কিন্তু ল্যানি প্রশ্নোত্তরের সময়ে এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বললেন যে, প্রচারকার্যের নূতন কৌশল একটি নূতন বিপ্লবী শক্তির সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে পূর্বে কখনও যা ঘটেনি আজ তাই ঘটছে। প্রত্যেক পক্ষই নিজেদের অর্ধ-জার্মানীকে এমন তথ্য জানাবে যেটা জানা উচিত বলে তারা মনে করবে। সংবাদপত্র, রেডিও, পুস্তক, স্কুল-কলেজ সব তৈরী হচ্ছে। এ যদি চলতে থাকে তাহলে দু'টি স্বতন্ত্র জার্মান জাতি গড়ে উঠবে, এই স্বাতন্ত্র্য হবে জার্মান ও ফরাসী অথবা পোলদের স্বাতন্ত্র্য। জার্মানে-জার্মানে একটা ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ হয়েছিল, আবার সেটা ঘটতে পারবে না কেন? অধ্যাপক স্বীকার করলেন, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য, রেডিও বা অন্যান্য উপায় আবিষ্কার করে জার্মানীর সোভিয়েট এলাকায় পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার প্রচার করা।

(৬)

মঙ্ক লিখলেন : ব্যাপার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে তোমার এখানে এসে সব প্রত্যক্ষ করা উচিত।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করলেন, 'ফার্দিনন্ড ও কালা ফরাসী মেয়েটি সতর্কতার সঙ্গে একে অন্যের ওপর লক্ষ্য রাখছে এবং একে অন্যের সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। তারা দু'জনেই ঠিক চলছে কিন্তু আমরা যা চাই ঠিক তেমন নয়।' একটা অদ্ভুত অবস্থা বটে! এই দু'টি তরুণ-তরুণী ভালবাসায় পড়েছে অথচ অত্যন্ত সাধুতার সঙ্গেই নিজেদের গুপ্ত কথা গুপ্ত রাখছে। প্রত্যেকে অন্যকে ভাবছে গুপ্ত নাৎসীদলের সদস্য। অথবা এও কি হতে পারে প্রত্যেকে অন্যকে কম্যুনিস্ট-সহানুভূতিশীল বলে ভাবছে? ল্যানির মনে হল কুরফারস্টেনডামএর কাফেগুলির শোনা কাহিনী।' সেখানে অগণিত গুপ্তচর, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর ঝুঁকে আছে তথ্যের জন্যে এবং একে অন্যের কাছে গুপ্ত তথ্য বিক্রয় করতে চেষ্টা করছে।

বরিস শাব লিখলে : এখন আপনার এসে আর, আই, এ, এস দেখা উচিত। জায়গাকে চেনা কঠিন হবে। আমরা ২২ ঘণ্টা প্রচার করছি। আমার ধারণা ঠাণ্ডা লড়াই শিগ্‌গিরই শুরু হবে। কম্যুনিস্টরা জার্মান লেখকদের একটা সম্মেলন বসাচ্ছে, রাইটার্স কংগ্রেস। তাদেরই এলাকায় অধিবেশন হবে। আমরা কয়েকজন উপস্থিত হচ্ছি। কৌতুকজনক ব্যাপার হতে পারে। আপনি এসে

আমাদের সাহায্য করুন না? আপনি একজন বেতার-লেখক। আপনি যেসব লেখা পাঠিয়েছেন সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী। অনুবাদ করে সেগুলি সব কাজে লাগিয়েছি। অনুরুদ্ধ হয়ে দু'টি আবার বেতারে পড়া হয়েছে।

শিল্পবস্তু সংগ্রহ ব্যাপারে ল্যানির একজন ধনী মক্কেল স্থির করেছিলেন উইল করে তাঁর সংগ্রহ দান করে নিজের নামে একটি শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর সংগ্রহে কিছু অপূরণ রয়ে গেছে। তিনি চান একখানি ভাল ও আসল রেমব্রাণ্ডট্ চিত্র। ল্যানিকে অনুরোধ করেছেন, তিনি কি সংগ্রহ করে দিতে পারেন? ওইসব মূল্যবান চিত্রসম্পদ সংগ্রহের এই উপযুক্ত সময়। আমেরিকান বাহিনী প্রায় দু'লক্ষ চিত্র উদ্ধার করে মালিকদের ফেরৎ দিয়েছেন। ওগুলি চুরি গিয়েছিল। গোয়েরিং, ভন রিবেনট্রপ ও রোজেনবার্গের সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। মালিকদের অনেকেরই এখন খাবার কেনবার সামর্থ্য নেই। বাড়ীর ট্যাক্স দিতে পারছে না তারা। সত্যিকার আমেরিকান ডলার পাওয়া তাদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ব্যাপার।

ল্যানি জানেন ওরকম লোককে কি করে খুঁজে নিতে হবে, কিভাবে তাদের লোভ দেখাতে হবে। তিনি ইউরোপে দু'খানা রেমব্র্যাণ্ডটস্-এর কথা জানেন। এক সময়ে সে দু'খানা তিনি কিনতে চেয়েছিলেন। এখন তিনি পত্র লিখে জেনেছেন যে, অবস্থার পরিবর্তনে সেগুলি পাওয়া যাবে। তিনি সে দু'খানার ফটোগ্রাফ ও ইতিবৃত্ত তাঁর মক্কেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। দু'খানাই উনি নিতে রাজী, দাম ল্যানিই স্থির করবেন। ল্যানি নিজেও লুব্ধ হয়ে উঠেছেন। ওই দু'খানি চিত্র যদি আমেরিকায় আসে, তাহলে, লরেলকেও নিয়ে যাবেন দেখাবার জন্যে।

তিনি গুপ্ত বিভাগের টার্নারকে ফোন করে জানালেন তাঁর পরিচয়পত্র ইত্যাদি সেদিনই যেন ডাকে পাঠান হয়। বিমান বন্দরে ফোন করলেই তাঁর জায়গা রিজার্ভ করা হবে। টাকার জন্যে তাঁকে ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাতে যেতে হল। তারপরই জিনিসপত্র দু'টি পাতলা প্লাষ্টিক সুটকেসে পুরে ফ্রেড্ডি রবিনকে বলা হল যে, মোটরে করে বিমান বন্দরে নিয়ে যাবে। বর্তমান সভ্যতা তার অনুগ্রহভাজনদের জন্যে এসব এমনই সহজ করে তুলেছে।

আজকাল এমন হয়েছে, কোন লোক মঙ্গলবার সকালে বিমানে চড়ে বসল। আরামে বসে পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমোবার পর বুধবার দুপুরে গিয়ে পৌঁছে গেল টেম্পল-হোফারফিল্ডএ। এ যেন একশ বছরে পৃথিবীটা সঙ্কুচিত

হয়ে তার আগের আয়তনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। অনেকেই এই সংকোচনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। ওয়াশিংটনের সামান্য উঁচু ভূমিতে সেই বিরাট মার্বেল-প্রাসাদে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার-প্রাপ্ত পাঁচ শতাধিক পরিষদ সদস্যের বেশ বড়ো অংশই এই পরিবর্তন সম্পর্কে অনবহিত। যখন-তখন তাঁরা ইউরোপ ও জাপান ভ্রমণের জন্য টাকা মঞ্জুরীর ভোট দেন এবং অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এগুলিকে বনভোজন বা বিলাস-ভ্রমণ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ল্যানির কাছে জনসাধারণের অর্থের এটা সদ্ব্যয়। এই ভদ্রলোকেরা যদি অনুভব করতে পারতেন যে, একজন শত্রুও এমনি করে ভ্রমণে আসতে পারে!

পৃথিবী থেকে এক কি দু'মাইল ঊর্ধ্বে একটি আরামদায়ক আসনে বসে ল্যানি একখানি ম্যাগাজিনে একটি লাইন পাঠ করলেন, ইংরেজ রাজনৈতিক এডমাণ্ড বার্ক প্রায় দেড়শ বছর আগে বলেছিলেন, "স্বেচ্ছাচারিতার শক্তি যেমন ভয়াবহ তার যুক্তিতর্কও তেমনি ঘৃণ্য।" ল্যানি সে লাইনটি মুখস্থ করে রাখলেন। সোভিয়েট এলাকায় যে জার্মান লেখকদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে, তাতে এটা কাজে লাগবে। সত্যিই লেগেছিল।

(৭)

কংগ্রেসটা ছিল একটা আট-ঘাট-বাঁধা প্রচার-চাঞ্চল্য সৃষ্টির চেষ্টা। ওটা মস্কোতে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত হয়েছে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ তা নিয়ন্ত্রণ করছেন। চারটি এলাকা থেকেই বিখ্যাত জার্মান লেখকেরা সমবেত হচ্ছেন কংগ্রেসে। সোভিয়েট কম্যুনিজমের উদ্দেশ্যের বীজ তাদের মধ্যে বপন করতে চায় তারা। তাদের বিশ্বাস করাতে চায় কম্যুনিজম একদিন বাকি পৃথিবী অধিকার করবে। প্রচার-চাতুর্যের ফলে চারটি রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে ওই কংগ্রেস বসছে। উদ্যোক্তাদের নাম, "জার্মান লেখক সমিতি"— খুব মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এর প্রতিষ্ঠা। হিটলার সেটাকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার তা' পুনর্জীবন লাভ করেছে। চেয়ারম্যান হচ্ছেন সম্মানিত মহিলা ঔপন্যাসিক রিকার্ডো হুচ্। এখন তাঁর বয়েস একাশি বছর। অবৈতনিক প্রেসিডেণ্ট হেইসারিকম্যান। মূল অধিবেশন হল রুশ এলাকায় ক্যামারসপিয়েলে। জায়গাটা নিরাপত্তা পুলিশের হেড্‌কোয়ার্টার লুইসেনষ্ট্রাসের লাগোয়া। একজন কর্নেল সাংস্কৃতিক কমিশারের তত্ত্বাবধানে

অধিবেশনটা বসল। আমেরিকানদের এরকম কোন কর্মচারী নেই। ওতে কি হচ্ছে তা' নিয়ে ওরা মাথাও ঘামাচ্ছে না। কোন আমেরিকান লেখক নিমন্ত্রিতও হননি।

ল্যানি যেদিন পৌঁছলেন সেদিন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। তিনি মাত্র স্যাভয় হোটেলে গিয়ে পৌঁছেছেন, এমন সময় উত্তেজিত বরিস শাবের ফোন এল। সে ল্যানিকে তার বাড়ীতে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাল, সেখানে সব খবর তাঁকে জানান হবে। তিনি ডিনারে উপস্থিত হলেন।

কয়েকজন আমেরিকান ও জার্মান লেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। সবাই ক্রোধে ফুলছিলেন। তাঁরা সবাই সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়েই অপরাহ্ণের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন ঘোষিত দুইটি বক্তৃতা শুনবেন, "লেখক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা" এবং "সাহিত্যিক সমালোচনার কার্যকারিতা।" কিন্তু অধিবেশনে কর্নেল ভাইমিস্‌চিটজ্‌ ভিস্‌নেভস্কি নামক একজন সোভিয়েট লেখককে উপস্থিত করলেন। তিনি মস্কোর একখানা ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও "আমরা ক্রনষ্টাড থেকে এসেছি" নামক একখানা ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ চাঞ্চল্যকর সোভিয়েট ছায়াচিত্রের কাহিনীকার। ঐ ভদ্রলোক তাঁর তিন-লাইন পদক ঝুলিয়ে জার্মানীর লেখকদের বললেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণসূচক যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে, কিন্তু সোভিয়েট জানে যুদ্ধবাজদের কি করে শিক্ষা দিতে হয়। তিনি আহ্বান জানালেন জার্মান লেখক ও জার্মান জনগণকে সোভিয়েটের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে। তিনি আরও বলতে থাকেন :

"ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা একটি 'লৌহ-যবনিকা' গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বকালের সতর্ক প্রহরী, তারা ভয় পায় না, এমনকি অ্যাটম বোমকেও তারা ভয় করে না।...ভ্রাতৃগণ, কমরেডস্‌, আমরা জানি কি করে উত্তর দিতে হয়। আপনাদের যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, সহায়তার জন্যে আহ্বান জানাবেন, আমরা একসঙ্গে লড়াই করব।"

তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল কম্যুনিষ্টরা। অবশ্য তাদের বে-সরকারী পোষাকধারী ছোটখাট সাংস্কৃতিক কমিশারটি তাদের ওপর নজর রেখেছিলেন। জার্মান ও আমেরিকান উদারপন্থীরা স্তম্ভিত নীরবতায় বসে রইলেন। কি করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তাঁরা হল ত্যাগ করলেন। তাঁরা পরদিনের সভাপতির সঙ্গে পরামর্শও করলেন। তিনি একজন জার্মান পত্রিকা সম্পাদক, নাম

বার্কেনফেল্ড। কম্যুনিস্টরা যতোটুকু ভেবেছিল তিনি তার চেয়ে বেশী উদার। তিনি রাজী হলেন, যদি কোন লেখক ভিসনেভেস্কির উত্তর দিয়ে একটি বক্তৃতা প্রস্তুত করেন, তাহলে তিনি লেখকটিকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেবেন।

(৮)

স্বেচ্ছায় একজন এগিয়ে এল—মেলভিন, জে, ল্যাস্কি। নিউইয়র্কের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একজন সে। সে যখন তার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করছিল, তখন 'মুক্তির বিরাট প্রতিমূর্তি'র পাদদেশে এলিভেটারের কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। সে জার্মানীতে এসেছিল সৈনিকরূপে। এখন সে নিউইয়র্কের পার্টিসান রিভিউর সংবাদদাতা। তার বয়স সাতাশ বছর। জার্মানদের কাছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার পক্ষে একাজে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিকতা কিন্তু আর কাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। শাব জানাল, সে এখন তার ঘরে দোর বন্ধ করে বক্তৃতা টাইপ করছে। তাঁরা ডিনার খাবেন এবং তাকে অপরাহ্নের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় দেবেন। তারপর গিয়ে তার বক্তৃতাটা জার্মানীতে অনুবাদ করাতে সাহায্য করবেন।

মেলভিন ল্যাস্কির সংগে ল্যানির এই প্রথম সাক্ষাৎকার। ছেলেটির সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মধ্যম সাইজের লোকটি, ছোট লালচে একটুখানি দাড়ি আছে মুখে। বলশেভিক ধরন হচ্ছে পুরুষেরা পরিষ্কার গোঁফ-দাড়িশূন্য হবে। কাজেই ল্যাস্কির এই দাড়ি তার বিরুদ্ধবাদীদের বেশ ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। সে সমস্ত রাতটা বক্তৃতা প্রস্তুত করতে কাটাল। শাব, মিসেস্ বার্কেনফেল্ড ও ল্যানি প্রভাত হবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাকে সাহায্য করলেন।

কংগ্রেস অধিবেশনক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারিতে সকলে আসন গ্রহণ করলেন দশটায়। সমস্ত পদকপ্রাপ্ত নেতৃস্থানীয় সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারেরা প্রথম সারিতে উপবিষ্ট। সেখানে আছেন সেই উগ্রস্বভাব ভিস্‌নেভস্কি। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক কাটায়েভও আছেন। ইনি এককালে রাশিয়ার ঘরবাড়ীতে লোকজনের গাদাগাদি সম্বন্ধে একটি ব্যংগ রচনা লিখেছিলেন। সেটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তিনি ব্যংগাত্মক লেখা লেখেন না। গোর্বাটোভ নামক সোভিয়েট লেখকের সংগে শাবের সাক্ষাৎ হয়েছিল এলবে নদীর তীরে। তখন তিনি জার্মানীর হাতে যে লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দী ছিল তাদের ফিরিয়ে নিয়ে ক্রেমলিন শ্রমদাসরূপে খাটাচ্ছে বলে যে অভিযোগ ছিল তার একটা বাজে

কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন; তিনিও আছেন আর সেই সাংস্কৃতিক কমিশার। কমিশার বিপুল হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দনের আয়োজন করে রেখেছেন।

সংবাদদাতা ল্যাস্কিকে পরিচিত করে দেওয়া হল। সে অত্যন্ত কৌশল ও আকর্ষণীয় করে বক্তৃতার সূচনা করল। সে কংগ্রেসকে সম্বর্ধনা জানাল এইজন্যে যে, আবার জার্মান লেখকেরা মুক্তভাবে সম্মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছেন, সমালোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে এবং তাঁরা তাঁদের নবজাত স্বাধীনতাকে রক্ষা ও প্রসারিত করবার জন্যে পরিকল্পনা করছেন। সে থামল, রুশ অনুবাদকারীর অনুবাদের জন্য। সমস্ত রুশেরা করতালিধ্বনি করল। সে বলল, আমেরিকান লেখকেরা "সাহিত্যে সাধুতা, অকপটতা ও সামাজিক বাস্তববাদের" জন্য সংগ্রাম করছেন। সমস্ত রুশেরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এটা সোভিয়েটের ফরমুলা।

কিছু সময় এমনিভাবে এগিয়ে গেল তার বক্তৃতা। এখানেই যদি থেমে যেত তাহলে সে একজন মস্ত বড়ো লেখক বলেই অভিনন্দিত হত। কিন্তু যুদ্ধ-কালীন আমেরিকায় সেন্সার ব্যবস্থার উল্লেখ করে সে বলল : "আমরা লিও ট্রট্স্কি লিখিত স্টালিনের জীবনী প্রকাশে বাধা পেলাম। সেখানা প্রকাশিত হয়ে বিলি হয়ে গেছে কিন্তু ওয়াশিংটনের সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করলেন এতে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠবে। সে সময়ে, সোভিয়েট একনায়কত্ব, কম্যুনিষ্ট একদলীয় কর্তৃত্বপদ্ধতি, সোভিয়েটের বন্দীশিবির ও দাসশ্রমিক প্রথা ইত্যাদির সমালোচনা করে লিখিত অনেকগুলি সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীন মতবাদ সম্বলিত পুস্তকের প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। সুখের কথা যে, সেগুলির প্রকাশ 'স্থগিত' রাখা হয়েছিল। তারপর এখন সব বইগুলিই প্রকাশিত হয়েছে।

রুশ লেখকদের সম্মুখে এসব কথা বলা অবশ্য মর্মন্তুদ! বার্লিনে এরকম অভিব্যক্তি এই প্রথম। কারণ, সোভিয়েট মিত্রদের সমালোচনা করা আমেরিকান-দের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। সোজা দৃষ্টিতে সম্মুখ ভাগে উপবিষ্ট পুরস্কার-প্রাপ্ত রুশ লেখকদের দিকে তাকিয়ে ল্যাস্কি বলতে লাগল : পেছনে উদ্যত রাজ-নৈতিক সেন্সরের কাঁচি, তার পেছনে দাঁড়িয়ে পুলিশ,—আমরা জানি এ অবস্থায় কাজ করা এবং কোনকিছু রচনা করায় কি আত্মনিগ্রহ! চিন্তা করুন,—প্রতিক্ষণে একজন রুশ লেখক দুর্ভাবনাগ্রস্থ 'সোসিয়্যাল রিয়েলিজম' অথবা 'ফরমেলিজম' অথবা 'অবজেক্টিভিজম' অথবা এতোকাল ফ্যাসিস্টদের কারিকুরি প্রতি-বিপ্লবের যে ধারা চলে এসেছিল, এগুলির কোনটা সংশোধিত

ষ্টেট ফরমুলার নূতন পার্টি-নীতি! এতে করে তার স্নায়ুতন্ত্রী কিভাবে যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ভেবে দেখুন।

সংস্কৃতি কমিশার আসন ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন কাটায়েভ, সেই ব্যঙ্গকৌতুকবিদ, দশ বছর যাবত যিনি ব্যঙ্গ-কৌতুক বিসর্জন দিয়েছেন। অন্যান্য কম্যুনিষ্ট স্রোতারা বাধা দিতে আরম্ভ করল : "যুদ্ধবাজ! একে বের করে দাও! এইসলার সম্বন্ধে কি?" বার বার তারা চীৎকার করতে লাগল ওই সোভিয়েট গুপ্তচরের নাম নিয়ে। তাকে নিউ-ইয়র্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সে তাড়াতাড়ি জামিনে মুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ল্যাস্কি বলতেই লাগল, লেখকের মন ও চিন্তার স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শকে সমর্থন করে। যেকোন ধরনের দমননীতির সে বিরুদ্ধবাদী। ল্যানির দেওয়া এডম্যাণ্ড বার্কের সেই লাইনটী সে উদ্ধৃত করল : "স্বেচ্ছাচারিতার শক্তি যেমন ভয়াবহ তার যুক্তিতর্কও তেমনি ঘৃণ্য।" বিখ্যাত লোকদের উক্তি যুগে যুগেই সত্য। শেলি বলেছিলেন, "কবিরা মানব জাতির স্বীকৃতিহীন আইনপ্রণেতা।"

(৯)

কম্যুনিষ্টরা ল্যাস্কির বক্তৃতায় গোলমাল করল, চীৎকার করে বিরূপতা দেখাল। কিন্তু জার্মানরা তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাল হর্ষধ্বনিতে। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর ভীড় করে অনেকে তাকে ঘিরে ধরল, তার সংগে করমর্দন করল। বৃদ্ধা রিকার্ডা হুচ তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে উচ্ছ্বাসভরে অভিনন্দন জানালেন।

তারপর সেদিন অপরাহ্ণে আবার বসল সভা। তখন সভাপতি হলেন একজন সোভিয়েট। লেখক কাটায়েভ দাঁড়ালেন নিজেদের সমর্থন করতে। বললেন : "তথাকথিত আমেরিকান লেখক ল্যাস্কির বক্তৃতা আমি অনুধাবন করেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে শেষ পর্যন্ত রক্তমাংসের একজন যুদ্ধবাজের সংগে মুখোমুখী সাক্ষাৎ ঘটল। এরকম লোক আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই। দৃশ্যটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। ল্যাস্কি কি কি বই লিখেছেন আমি জানি না। অন্যান্য আমেরিকান লেখকদের জানি, কিন্তু ল্যাস্কি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার বিশ্বাস যদি ল্যাস্কিকে কখনো অমর করে রাখবার জন্যে কোন স্মৃতি-স্তম্ভ তৈরী হয় তাহলে কৃতজ্ঞ আমেরিকার লেখকেরা তার গায়ে লিখে রাখবেন "অজ্ঞাত লেখকের স্মৃতিস্তম্ভ।" আজ যে কোন মানুষের শিষ্টতা-ভদ্রতার পরিচয়

গণতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক। অজ্ঞাত ল্যাম্কি সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে যা বলেছেন, স্বভাবতই তা আগাগোড়া মিথ্যা। আমাদের কাছে এরকম মিথ্যা নূতন নয়। ডাঃ গোয়েবেল্স্ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে এই পন্থাই অবলম্বন করতেন। সেটা কিভাবে সমাপ্তিলাভ করল তা সকলেই জানেন।"

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যাবত এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণী প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাদের অধিকৃত দেশগুলিতে। এ দ্বারাই অত্যাচার নির্যাতন নিজেদের উদ্দেশ্যের পরাজয় ঘটায়। অত্যাচারকারী ও অত্যাচারকারীদের সমর্থনকারীরা ক্রুদ্ধ হয়ে একথা অনুভব করতে পারে না যে, যে সত্য তারা দাবিয়ে রাখতে চায়, তাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে। বহুল প্রচারিত মস্কোর 'লিটারারী গেজেট' এ বিষয় নিয়ে পূর্ণ এককলাম প্রবন্ধ প্রকাশ করল—সেই দ্বন্দ্বের নিম্নোক্ত ছবি এঁকে ঃ

"হলে উত্তেজনা বেড়ে চলল। 'অতিথি'র সে দীর্ঘ বক্তৃতায় ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রোতারা দাবী করলে যে, এই রাজনৈতিক বাচালকে বের করে দেওয়া হোক। 'একথা কখনো শোনা যায়নি, সে আতিথ্যের মর্যাদাহানী করছে!' ইত্যাদি উচ্চ চীৎকারের মধ্যে সেই জুয়াচোরটাকে বাধ্য করা হল বক্তৃতা বন্ধ করতে, মঞ্চ থেকে নেমে আসতে এবং অবশেষে হল থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে।"

কিন্তু রুশ সংবাদপত্রগুলি থেকে সে অদৃশ্য হবার নয়। বার্লিনের কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্রগুলি থেকে তো নয়ই। তারা ক্রমাগত তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে চলল। তারা তার দাড়ি নিয়ে মন্তব্য করল : 'ট্রট্স্কির একটা সস্তা হলিউডী অনুকরণ'। তারা বলল তাকে যুদ্ধবাজ ও ফ্যাসিষ্ট। সংস্কৃতি কমিশার আক্রমণসূচক সাড়ে তিন হাজার শব্দের একটী বিবৃতি প্রকাশ করলেন, ল্যাম্কির বিবৃতির চেয়েও দীর্ঘ। তিনি ওই যুবকটীর উপস্থিতি বীভৎস বলে মনে করেছেন। তিনি তার সঙ্গে এ্যাটমবোমের যোগাযোগ আবিষ্কার করলেন।

ল্যাম্কি যাদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল তারা হচ্ছে বার্লিনের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা। তাদের মধ্যে এক ধরণের ল্যাম্কি-চর্চার উদ্ভব হল। এমন কি তাদের মধ্যে তার সেই দাড়ি রাখারও রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। বরিস্ শাবের কথায় বলতে গেলে, বার্লিনের তরুণমহল যা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, ল্যাম্কি তাই তাদের শুনিয়েছে। কম্যুনিষ্ট সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের ভুয়ো মানবতার ছদ্মবেশ সে উন্মোচন করে দিয়েছে। সে সত্য কথা বলেছে, যে সত্য রাস্তায়-

চলা পদ্যাতিক মেয়েটীও বুঝতে পারে। শাব এই অজ্ঞাত লেখক নিউইয়র্ক বেডালা'স দ্বীপে যেভাবে জীবিকা অর্জন করেছিল, তার প্রতিই ইংগিত করল।

আমেরিকান মহলেও সেই- কংগ্রেসের ফল দেখা গেল। এর তিন সপ্তাহ শেষ হবার আগেই জেনারেল ক্লে তার সংবাদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডাইরেক্টারকে অধিকার দিলেন, যেখানেই যেরূপে কম্যুনিজম আছে তাকে আক্রমণ করবার এবং তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর স্বরূপ দৃষ্টান্ত সহ প্রচার করবার। ল্যানি আণ্ডার সেক্রেটরী অ্যাচিসনের সংগে যা নিয়ে কথা বলেছিলেন অবশেষে তাই হয়েছে। এর পরবর্তী ব্যবস্থা হল জার্মান ভাষায় একখানি মর্যাদাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মাসিকপত্র প্রকাশ। নাম, 'ডার মোনাট।' আর অজ্ঞাত লেখক মেলভিন জে, ল্যাস্কি হল তার সম্পাদক।

(১০)

কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার সময় ছিল না মংকের। ল্যানিই তাঁকে সব খবর জানালেন। তিনি দিলেন ক্যাটিন তদন্তের অধুনাতন সংবাদ। কি কি সাক্ষ্য সংগৃহীত হয়েছে। সেই জাল নোটওয়ালাদের ব্যাপারও জানালেন। কুর্ট মেইসনার এখনও পূর্ব জার্মানীতে আছেন। মনে হচ্ছে সেখানেই থাকবার ইচ্ছা। তিনি তৎপরতার সংগে তার মতে 'জার্মান মনোবল রক্ষার' জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ফ্রিট্জ পড়াশুনা চালিয়ে যাক এই তাঁর ইচ্ছা।

'কালা ফরাসী মেয়েটী' বলতেই দু'জনের মুখেই হাসি ফুটল—এখনও ওয়েণ্ডেফার্থে আছে সে। সে বাণ্ডের হ্যান্স্ স্কুফর্টি নামক একটী লোকের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। সর্বদাই সে সংবাদ পাঠাচ্ছে। সে জানায়নি কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করছে। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে যেসব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় সেগুলি সত্যি। 'জনতার নেতা' হেইনরিক ব্রিংকম্যান হাঙ্গারীতে গেছে। সেখানে তাদের একটী প্রেস আছে। কাজেই সম্ভবত ব্রিংকম্যান প্লেটগুলিও সংগে নিয়ে গেছে।

এই গুপ্তচরবৃত্তি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানর মতো। যখন তখন তোমার আংগুল কোনকিছু স্পর্শ করবে। তুমি তার সবটা দেখতে পাবে না, সামান্য মাত্র স্পর্শ থেকেই তোমাকে অনুমান করতে হবে জিনিষটা কি এবং আশেপাশে আর যেসব বস্তুর সন্ধান পেয়েছ তার সংগে এটাকে কিভাবে জুড়বে। একটা বিপজ্জনক পরিবেশ, হয়তো তুমি স্পর্শ করলে একটী ধারাল ইস্পাতের হাতিয়ার অথবা অত্যন্ত উত্তপ্ত কিছু, অথবা উচ্চশক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহযুক্ত একগাছি তার।

ল্যানি ফ্রিট্‌জ ও মেয়েটী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মঙক জানালেন, কেউই এটা তারা বুঝতে পারেনি যে অন্য ব্যক্তিটী একজন গুপ্তচর। এখন তারা দু'জনই দূরে দূরে আছে। মঙক ফ্রিট্‌জকে এ সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি। তা'হলে ফ্রিট্‌জের সন্দেহ হবে মঙক আন্না সুর্ডেনকে কখনও জানতেন অথবা তার সংবাদ পেয়েছেন। ফ্রিট্‌জ ল্যানিকে সেকথা বলতে পারে।

ফ্রিট্‌জের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে মঙ্কের। তাই মঙক ব্যবস্থা করলেন সে যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ল্যানির হোটেল-কক্ষে আসতে পারে। ফ্রিট্‌জ এসে উপস্থিত হল, খুব সতর্কতার সঙ্গেই এল যাতে পথে কেউ তাকে অনুসরণ করতে না পারে। সে তার এই আমেরিকান শুভানুধ্যায়ীকে দেখে সত্যই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে জানাল, অত্যন্ত একা একা বোধ করছিল সে, তাকে উৎসাহ দেবার কেউ ছিল না। সে আর তার বাবা দু'জনেই বড়ো বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে বাস করছে। ফ্রিট্‌জ তার সহপাঠীদের কাছে নাৎসী সহানুভূতিশীল বলে পরিচয় দিচ্ছে। ওই সহপাঠীদের একাধিক ব্যক্তি কলেজ থেকে উধাও হয়ে গেছে। গভীর রাত্রে তাদের বাসায় এসে হানা দেয় সোভিয়েট গুপ্তপুলিশ এবং তাদের নিয়ে চলে যায়।

কুর্ট নিজেকে কম্যুনিষ্ট সহানুভূতিশীল বলে পরিচয় দিচ্ছেন। চেষ্টা করছেন কম্যুনিষ্টদের দ্বারা যাতে তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হয়। এদিকে সে সময়ে বিশসভাজন জার্মানদের কানে কানে নাৎসী বিদ্রোহের মন্ত্র প্রচার করে যাচ্ছেন। তিনি টাকা কোথা থেকে পান এ সম্পর্কেও কখনও কিছু বলেন না। ফ্রিট্‌জকে পর্যন্ত না। মা ছ'টি ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর কোন ধারণাই নেই যে তাঁর স্বামী বা পুত্র কি করছেন। ল্যানি সব বিবরণী শুনলেন। সেই এককালীন জার্মান প্রদেশগুলিতে কি যে পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারার সংঘর্ষ চলেছে তা' নূতন করে তিনি অনুভব করলেন। সোভিয়েট কম্যুনিজম, আমেরিকান পুঁজিবাদ, জার্মান জাতীয় সমাজবাদ, পুরান ধরনের রুশ ও জার্মান জাতীয়তাবাদ। এ যেন অর্ধডজন ঘূর্ণীবাত্যা একটি বাড়ীকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলছে।

ল্যানি প্রশ্ন করলেন, তোমার একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা কি শুনেছি ?

ওঃ, হের ব্যাড, এ নিয়ে আমি বড়ো বিব্রত হয়ে পড়েছি। আমার বিবেক আমাকে পীড়া দিচ্ছে। মনে করেছিলাম, জীবনে সুখী হবার পথ বুঝি দেখতে

পেলাম। কিন্তু তা' হবার নয়। এ যুগে কেউ সুখী হতে পারে না।

মেয়েটি কে?

তার নাম আন্না সুর্ডেন। সে ওয়েণ্ডেফার্থ-এ থাকত, কিন্তু আমি তাকে জানতাম না। সে তার পরিবারের সন্ধান নিতে ফিরে আসে। তাদের সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কারো কোন সন্ধান নেই। সে আমার কাছে এসেছিল জিজ্ঞাসা করতে যে আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানি কিনা। এই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। সেও একা, আমিও নিঃসঙ্গ মনে করি নিজেকে। এক্ষেত্রে কি হতে পারে আপনার অজানা নেই।

আমি জানি। কিন্তু তারও বিপদ ঘটতে পারে এ ভয় কি তুমি কর না?

যথেষ্ট সতর্ক হয়েই আমি চলি।

এ ভয় কি নেই যে তুমি যা করছ সে জেনে ফেলে লোকের কাছে কওয়ায় কথায় প্রকাশ করে দিতে পারে।

রাজনীতির প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই হের ব্যাড। এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। মনে হয় না যে সে এসব কথা কোন কিছু জানে। সে একজন নিঃসঙ্গ মেয়ে, ভয়ভীত তার মন, সে চায় শুধু ভালবাসা পেতে।

সে কি তোমাকে প্রশ্ন করেনি তুমি কি করছ, কি করে তুমি জীবিকা অর্জন করছ, ইত্যাদি?

প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু আমি এড়িয়ে গেছি এই বলে যে, বাবাই আমার সবকিছু দায়িত্ব বহন করছেন, আমি পড়াশোনা করছি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে, এমন কি ছুটির দিনেও পড়াশোনা নিয়েই থাকি।

সে তোমার বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি?

কখনও কখনও করেছে। এটা স্বাভাবিক। তিনি একজন বিখ্যাত লোক। অনেকেই তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এমন কিছু বলিনি যাতে কোন ক্ষতি হতে পারে।

সে এখন কোথায়?

সে ওয়েণ্ডেফার্থেই আছে হের ব্যাড। তার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। সে চায় এমন কাউকে যে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে একটা কাজও চায়। উপার্জিত অল্প কিছু টাকা আছে তার কাছে। তারপর—বাবার পীড়া-পীড়িতে আমাকে স্কুলে ফিরে আসতে হল। আদেশ অমান্য করতে পারলাম না। মেয়েটাকে দুঃখিত করে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

তোমাকে পত্র লেখে?

হ্যাঁ লেখে। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে না ভাববার। আমার নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব আছে। আমি কি করে বিয়ের কথা ভাবব? সে বলে অপেক্ষা করে থাকবে কিন্তু আমি তাকে খুব উৎসাহ দিতে পারিনি।

ল্যানিও ফ্রিট্‌জকে উৎসাহ দিতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ল হ্যান্স স্কুফার্টের কথা। ওই লোকটির কাছ থেকেই আন্না সুর্ডেন সংবাদ সংগ্রহ করছে। নাৎসীদের তিনি জানেন। তিনি নিশ্চিত যে, ফ্রিট্‌জের কাছে বিশ্বস্ত থেকে সুর্ডেনের বিশেষ কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমান জীবনে যে ঘূর্ণী বাত্যা এসেছে এর মধ্যে ভালবাসা ও বিয়ের স্থান নেই। একটা মাত্র কথা ল্যানি ওই যুবককে উৎসাহিত করতে বলতে পারেন; তিনি আবার তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করতে পারেন, ফ্রিট্‌জ আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেন্টের নিকট যেসব রিপোর্ট দিচ্ছে তার ফলে কুর্টকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না। আমেরিকানরা চায় সেই জালিয়াৎ দলটিকে, এই বিকলাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞকে নয়।

(১১)

দু'খানা রেমব্র্যান্ডস্ট্‌স্‌এর ছবি দেখতে গেলেন ল্যানি। দু'খানা ছবি একে অন্যের একটা অদ্ভুত নাটকীয় পরিপূরক। দু'খানাই চিত্রকরের প্রতিকৃতি। একখানা তার তরুণ বয়সের। রক্তাভ উজ্জ্বল কলোপ, মুখে মৃদু হাসি। জমকালো পোষাক-পরিচ্ছদ। মাথার টুপিতে পালক গোঁজা। অন্যখানিতে চিত্রকর বৃদ্ধ। বার্ধক্যের জীর্ণতা, সীমাহীন বিষণ্ণতা তাকে ছেয়ে আছে। মুখখানি স্ফীত—মদ্যপানই তার কারণ। তাঁর পারিপার্শ্বিকতা ও সাজ-পোষাক দুনিয়ার লোককে বলছে বৃদ্ধ তাঁর সবকিছুতে অব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শিল্প সৃষ্টি আজ বিশ্বের কাছে এতো উচ্চ মর্যাদা পেলেও তাঁর পৃষ্ঠোপোষকদের অল্পই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। তাঁর খ্যাতি হ্রাস পেয়েছিল, তাঁর দেহে পড়েছিল ব্যর্থতার ছাপ। একটি শিল্প মিউজিয়ামে পাশাপাশি এ দু'খানা ছবি টাঙিয়ে রাখলে প্রত্যেকটি দর্শনকারীর অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলবে এবং প্রত্যেকের কাছে প্রচারিত হবে একজন চিত্রশিল্পীর জীবন ও সমসাময়িক কালের বাণী।

শেষের চিত্রখানি ছিল বৃটিশ এলাকায়, হ্যানোভারের নিকটবর্তী একটি স্থানে। ল্যানি একখানা মোটর ভাড়া করে রাজপথ দিয়ে সেখানে যেতে ইচ্ছা

করলেন, কিন্তু শুনলেন কম্যুনিষ্টরা উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই রাস্তাটিকে অনুপযুক্ত করে রেখেছে। তারা প্রয়োজনীয় আদেশের বেলায়ও নানা রকমের বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে, বিলম্ব ঘটায়। তারা চায়না ইংরেজ, ফরাসী বা আমেরিকানরা সেপথে যাতায়াত করে। সুতরাং সহজ, সস্তা ও ত্বরিৎ যাওয়ার উপায় হল বিমান। ল্যানিকে কেবলমাত্র বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। ওয়াশিংটনেই সে আদেশ সংগৃহীত হয়েছিল।

বোমা-বিধ্বস্ত সহর হ্যানোভার। ধীরে ধীরে তার পুনর্গঠন চলছে এখন। একখানি মোটর ভাড়া করে ল্যানি একটি পল্লীর জমিদারীতে গেলেন একজন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুড়ি বছর আগে তাঁর কাছ থেকে ওই চিত্রখানি ক্রয় করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন ল্যানি। জগৎটা এখন পরিবর্তিত হয়েছে, ওই লোকটিও। তখন লোকটি ছিলেন একজন শক্তসমর্থদেহ জার্মান। এখন তাঁকে শীর্ণ ভগ্নদেহধারীদের মতো দেখায়। তাঁর বিরল চুলগুলি সাদা। মুখে বলিরেখা। তাঁর হাতদুটি অবিরাম কাঁপে, তাই কথা বলবার সময় হাত রাখেন হাঁটুর ওপর। চিত্রখানা বিক্রয় করতে তিনি রাজী, কিন্তু উচ্চমূল্যের বিনিময়ে। এখানিই তাঁর একমাত্র শেষ সম্পদ। এখানা একখানি অপূর্ব চিত্র, খ্যাতি তার অনেক। মূল্য তার নিশ্চয়ই হ্রাস পায়নি।

ওখানার দিকে চেয়ে দেখুন হের ব্যাড, দেখে বুঝে নিন আমার দাবী অন্যায় কিনা। বললেন ওই ভদ্রলোক।

ল্যানি পূর্বেই চিত্রখানা দেখেছেন। এখন শুধু দেখা প্রয়োজন এখানাই আসল চিত্র কিনা। হের স্লেসিংগার কতো চান এর মূল্য?

দরকষাকষির দুর্ভোগ আরম্ভ হল। উনি চান ল্যানিই বলুন কি দিতে চান? ল্যানি ধীর কণ্ঠে উত্তর দেন তিনি কোনকালেই নিজে থেকে দাম বলেন না। দরকষাকষি করতে তিনি চান না। মালিক নিজেই দাম বলবেন, ল্যানি যদি দামটা ন্যায্য মনে করেন তাহলে ডলারে পরিশোধ করে দিবেন। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি প্যারীতে যাবেন। সেখানে আর-একখানা চিত্রের খোঁজ পেয়েছেন।

হের স্লেসিংগার বললেন, মনে হচ্ছে কোন্ চিত্রখানির কথা বলছেন, তা আমি জানি। সেখানা চিত্রকরের তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি। এখানাতে তাঁর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ, একটা আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে এখানির।

সত্য কথা, বললেন ল্যানি : কিন্তু সাধারণ মানুষ অতো আধ্যাত্মিকতার

ভক্ত নয়, তাদের কাছে যৌবন ও সৌন্দর্যই আকর্ষনীয়।

হের স্লেসিংগার মুখর হয়ে উঠলেন। ওই চিত্রগুলি আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। প্রায় সবগুলিই মিউজিয়ামে আছে। যে-কোন মূল্যেও সেগুলি কিনতে পারা যাবে না। এখানা অপূর্ব চিত্র, সত্য সত্য অমূল্য। অনেক বিশেষণেই তাকে বিশেষিত করা যায়, করাও হল। ল্যানি ধৈর্য ধরে শুনলেন। তিনি জানেন এই হচ্ছে দরাদরির দস্তুর। শিষ্টাচার দাবী করে প্রত্যেকটি কথা শোনা প্রয়োজন। তিনি কোন কথারই প্রতিবাদ করলেন না, এ দাঁও কষার মতো দেখাবে। তিনি অপূর্ব নির্লিপ্ততা অবলম্বন করে বসে রইলেন।

চিত্রের মালিক বললেন, তিনি আশা করেছিলেন ল্যানি একটা দাম বলবেন। নিজের শরীরে তেজ সংগ্রহের জন্য অথবা ল্যানির স্নায়ুকে দুর্বল করে দেবার জন্যেই 'কাফি ও কুবেন' আনবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ল্যানি দুর্বলতা দেখালেন না। অবশেষে বৃদ্ধ প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন যে, তিনি চিত্রখানির জন্যে দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার চাহেন। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন ল্যানি বলবেন এটা অত্যন্ত বেশী। ল্যানি তাই বললেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই জানালেন, তিনি তাঁর মোক্কেলকে এ দাম দিতে উপদেশ দিতে পারেন না।

ল্যানি উঠে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন। যেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বৃদ্ধ বলে উঠলেন দু'লাখ দশ হাজারেই ছবিখানা ছেড়ে দেবেন। দোরের কাছে পর্যন্ত পোঁছতে পোঁছতে দাম নামল দু'লক্ষ। তারপর মোটরের কাছ পর্যন্ত পোঁছে বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞকে বুঝাতে লাগলেন। অবশ্য তার চোখে তখনও অশ্রু দেখা দেয়নি। ল্যানি কি দাম দিতে ইচ্ছা করেন?

কিন্তু ল্যানি এ বিষয়ে অটল। তিনি তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করবেন না। তিনি বললেন, হের স্লেসিংগার এই করতে পারেন, তিনি সর্বনিম্ন কি হলে চিত্রখানা ছাড়তে পারেন তাই বলুন। তাহলে ল্যানি দেখবেন, তাতে যদি তাঁর মোক্কেলের ওপর অবিচার না হয় তাহলে হ্যাঁ বলবেন। সেই কম্পিতদেহ বৃদ্ধ যখন দেখলেন ল্যানি মোটরের দোর খুলছেন তখন বললেন, তাঁর নিম্নতম দাবী এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। ল্যানি বললেন, ভাল কথা, তিনি তাঁর মোক্কেলকে টাকা পাঠাতে বলবেন।

(১২)

তাঁরা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করলেন। ল্যানির নামে চার লক্ষ ডলার আছে লণ্ডনের একটি ব্যাঙ্কে। তিনি বৃদ্ধের নামে এক লক্ষ পঁচাত্তর

হাজারের চেক কেটে দিলেন। তাঁরই উপদেশ মতো বৃদ্ধ টেলিফোনে লণ্ডন ব্যাংক থেকে জেনে নিলেন যে, চেকের টাকা তিনি পাবেন। তারপর তিনি তাঁর একটি ভৃত্যকে ডেকে চিত্রখানি নামিয়ে মোটরে তুলিয়ে দিলেন। চিত্র আর মালিকের মধ্যে হল শেষ বিদায়, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ দেখা দিল বৃদ্ধের হৃদয়ে।

ল্যানি সহরে ফিরে এলেন। চিত্রখানিকে ক্যানভাস ও ওয়াটার-প্রুফ কাপড়ে মুড়ে সেলাই করে বাক্সে ভর্তি করলেন। কোনভাবেই যেন চিত্রখানির কোন ক্ষতি না হয়। সব শেষ করতে করতে অপরাহ্ণ এসে গেল। মুখবন্ধ বাক্সটি হোটেলে তাঁর নিজের ঘরে আনিয়ে রাখলেন। এক মিনিটও চিত্রখানিকে চোখের আড়ালে রাখবেন না। ঘরেই তাঁর ডিনার এল। তিনি সারা অপরাহ্ণ কাটালেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে জেইন ওয়েলস্ কারলাইলের জীবন্ত বিষাদময় পত্রগুলি পড়ে পড়ে।

আবার আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী পশ্চিম জার্মানীতে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। ঐ মূল্যবান চিত্র-সম্পদটি তাদের অপিসে পাঠালেন ল্যানি। সেখানা জাহাজে করে নিউইয়র্কে যাবে। পূর্ণ মূল্যের বীমা করা হল। অনেক টাকা লাগল কিন্তু মোক্কেলের টাকার অভাব নেই। ল্যানি তাঁকে একটি কেব্‌ল পাঠালেন। বিমান ডাকে পাঠালেন হিসাব। এর পর ল্যানি লণ্ডন থেকে সতর হাজার পাঁচশ ডলার তুলে তাঁর নিজের হিসাবে জমা করবার অধিকারী হলেন। কাজ সেরে তিনি বিমানে করে বার্লিনে ফিরে গেলেন। এখনও জেইন তাঁর সঙ্গিনী আছেন। খুব পছন্দ করেন তিনি তাঁকে। ভাবেন তাঁর স্বামী থমাসের চেয়ে তিনি ভাল করতে পারতেন। তিনি চিন্তা করেন, ওঁর স্বামীর লেখা 'ফ্রেডারিক দি গ্রেটে'র পাঁচটি খণ্ডই জেনারেল গ্রাফ স্টুবেনডর্ফ পড়ে শেষ করেছেন কিনা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঝুলে থাকা

(১)

বার্লিনে এসে ল্যানি দেখলেন হোটেলে তাঁর জন্যে একটা বার্তা এসে পড়ে আছে। ব্রন নামক এক ভদ্রলোকের অনুরোধ তিনি এলেই যেন তাঁকে ফোন করেন। ঐ ভদ্রলোক মঙ্ক। ফোন করতেই মঙ্ক বললেন, আমি এখনই আস্‌ছি।

ল্যানির রুদ্ধদ্বারকক্ষে-বসে মঙ্ক বললেন, আমাদের দুজনের পক্ষেই দুঃসংবাদ ল্যানি। ফার্দিন্যান্ড গ্রেপ্তার হয়েছে।

হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেও মঙ্ক ওর আসল নামটা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। হোটেলের চাকরদের ঘুষ দিয়ে কেউ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। কে জানে এই কক্ষের সংগে বৈদ্যুতিক কোন সংযোগ রয়েছে কিনা।

ল্যানি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, না, না, এ কি বলছ?

মঙ্ক বললেন, আরও অনেকের সংগে সে যে ঘরটিতে থাকত সেঘরে এসে তিনটি লোক প্রবেশ করে। একজন ফার্দিন্যান্ডকে দেখিয়ে দেয়। তারা তার হাতে হাতকড়ি এ'টে একটা কথা না বলে তাকে নিয়ে যায়।

ওরা সোভিয়েটের লোক?

নিঃসন্দেহ এম, জি, বি এজেন্ট। পূর্ব অঞ্চলে তারাই গুপ্তপুলিশ।

আমাদের জন্যেই কি এ গ্রেপ্তার?

মঙ্ক বললেন, চল আমরা একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

তাঁরা দু'জনেই পৃথকভাবে নীচে নেমে এলেন। তারপর বাইরে দু'জনে মিলে পথ চল্‌তে লাগলেন লক্ষ্য রেখে যে, কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। না, কেউ আসছে না পেছনে।

মঙ্ক বললেন, আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা জটিল। ছেলেটা অনেকের কাছে একজন নাৎসী সমর্থনকারী, দেখাচ্ছিল সে কম্যুনিষ্ট। সে তার বন্ধুদের একথাই জানিয়েছিল, সে নাৎসী। এ কারণেই হয়তো তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা তার ওপর নির্যাতন চালাবে এবং সে যা জানে বলতে বাধ্য করবে।

তুমি কি মনে কর আমাদের কথা সে বলে দেবে?

তারা তাকে এমন অবস্থায় পরিণত করবে, সে হয়তো হয়ে যাবে কোন অশরীরী আত্মা অথবা স্বপ্নে সে কথা বলবে। সে বুঝবে না কি বলছে। তার বলার পর কি বলেছে তা সে নাও জানতে পারে।

ওঃ মঙ্ক, কি ভীষণ! আমরা কি কিছুই করতে পারি না?

কিছুই না। যুদ্ধজয়ের ফলে সে একজন সোভিয়েট-প্রজা। সর্বদিক দিয়ে সে সোভিয়েট ইউনিয়নের লোক। আমরা যদি তার সম্বন্ধে একটি কথাও বলি, তাহলে আমরা এটাই প্রকাশ করে ফেলব যে, তার সংগে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। তারা সম্পর্কটা কি তা আবিষ্কার করতে লেগে যাবে। এতে করে তার প্রতি আমরা বেশী অবিচার করব।

এটাও আমরা জানি না, কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

নাৎসীরা যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের কিছু লোকের খবর আমি জানি। তাদের পরিবারগুলিকে দশ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাদের আবার কম্যুনিষ্টরা গ্রেপ্তার করেছে। কোন কোন পরিবার এখনও অপেক্ষা করে আছে।

আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

ল্যানি একথা বলেই চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। একটি ভগ্ন প্রাসাদের সম্মুখে স্তূপ করা ইট পড়ে আছে। তিনি নিজেকে আত্মস্থ করবার জন্যে তার ওপর বসে পড়লেন। এক মিনিট কি দু'মিনিট। মঙ্ক কোন কথা না বলেই তার পাশে বসে রইলেন। তিনি জানেন, তাঁর বন্ধুর মানসিক অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। এই নূতন প্রাচীন ইউরোপে বাস করতে হলে মানুষের আত্মসংবরণক্ষমতা খুব বেশী প্রয়োজন। কিন্তু ল্যানি ব্যাড সে স্তরে পেঁৗছাতে পারেন নি।

(২)

তাঁরা দু'জন যখন আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন, মঙ্ক তাঁর সরকারী কার্যের দিক থেকে ঐ অবস্থার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলেন। তারা যদি তাকে নাৎসী মনে করে, তাহলে তার পক্ষে খুব বেশী অনিষ্টের কারণ না হতে পারে। এখন সেটা তারা তেমন গুরুতর কিছু মনে করে না, কারণ নাৎসীরা হৃতশক্তি হয়ে পড়েছে। তারা তার কাছে তাদের হয়ে কাজ করবার প্রস্তাব দিতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে সম্ভবই তার কাছ থেকে খবর পেতে

পারি।

ল্যানি বললেন, দে আমাদের বিকিয়ে দেবে না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সে দু'দিকের এজেন্ট হয়ে যাবে। হয়তো তারা তার বাবার বিরুদ্ধেই তাকে নিযুক্ত করবে। অবশ্য এখনও সে তাই করছিল, না জেনেই। আমার কাছেও তা নূতন হবে।

ল্যানি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, হায় দুর্ভাগা ছেলে! আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

বাতিকগ্রস্থ হয়ে ওঠ না ল্যানি, মঙ্কের দৃঢ় নিরুত্তেজিত কণ্ঠ: আমরা যুদ্ধে নেমেছি। মানুষ মরতে তুমি দেখেছ। ছেলেমি জানত কি রকম বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। সে আমাদের সত্যিকার সহায়তা করেছে, হাঙ্গেরীতে জাল নোটের কারবার আবিষ্কর করে। যদি তোমার সঙ্গে তার কখনও দেখা না হত তথাপি সে নিরাপদ হতে পারত না। তার বাবার অনুগামী হওয়াতেও বিপদ ছিল। বাবার বিরুদ্ধে গেলেও বিপদ।

আমি জানি, ল্যানি বললেন, বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

আমরা সবাই তাকে সতর্ক করেছি। সে সব বুঝে শুনেই কাজে লেগেছে। সর্বদাই এমনটা ঘটছে। ক'দিন আগে কম্যুনিষ্টরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছ'জন ছাত্রকে ধরে নিয়ে গেছে। এটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কম্যুনিষ্টরা গ্রাহ্য করেনি। তারা অন্যান্যদের এমন কি ফ্যাকাল্টিকে পর্যন্ত ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আমাদের এলাকায় এসেও জার্মানদের গ্রেপ্তার করে রাতের বেলায় নিয়ে গেছে। কেহ কেহ গোলমালের খবর পেয়ে আমাদের না জানালে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। তারা অন্ততঃ বার জন আমেরিকানকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাদের নাম বলতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা অস্বীকার করেছে তারা কখনও তাদের নামই শুনেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কারা, কোথায় আছে, কারা তাদের গ্রেপ্তার করেছে এসব প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ফিরে পাচ্ছি না।

আমি ওসব কাহিনী শুনেছি। কিন্তু আমি চিনি এমন লোক গ্রেপ্তার হল এই প্রথম।

তোমাকেও সতর্ক থাকতে বলছি ল্যানি। এখন সেটার ওপর জোর দিচ্ছি। আমি যা শিখেছি তা তোমাকে শিখতে হচ্ছে। কাকেও সঙ্গে না নিয়ে রাতের বেলা রাস্তায় বেরিও না। এখন তুমি আর, আই, এ, এসের লোক বলে

পরিচিত। ওদের চেয়ে আর কাউকে তারা বেশী ঘৃণা করে না। তুমি লেখকদের কংগ্রেসে গিয়েছিলে। তুমি ল্যাস্কির বন্ধু বলে পরিচিত। এবার ফার্দিন্যাণ্ডের ব্যাপারে আসি। ছেলেটি আমাদের নাম বলতে পারে। অথবা তারা ইতিমধ্যেই আমাদের খবর পেয়েছে। বিশ্বাস কর, তারা তাকে বলবে আমাদের সম্পর্কে কি বলতে হবে এবং সে তা বলতে বাধ্য হবে। এখন থেকে তোমার জানা রইল যে, তুমি চিহ্নিত ব্যক্তি। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি চাই, তোমার উপর যদি কেউ হাত দেয় তাহলে তুমি মর্যাদার কথা ভাববে না এবং বনবিড়ালের মতো চীৎকার করতে থাকবে। যতদূর সম্ভব হৈ-চৈ করবে আর বার বার নিজের নামটা বলবে। এটা একমাত্র রক্ষা পাবার উপায়। কেউ তোমার নাম শুনে ফোনে আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্টে খবর দিতে পারে। মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনটা ঘটেছে এবং তখন আমরা উঠে-পড়ে লাগি এবং কম্যুনিষ্টরা দূরে থাকতে বাধ্য হয়।

ভাল কথা—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তিনি নিজে বনবিড়ালের মত চীৎকার করছেন একথা কল্পনা করেও কৌতুক বোধ করলেন। কিন্তু আবার যখন মনে হল সেই নীলচক্ষু রক্তাভগণ্ড জার্মান যুবকের কথা তখনই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তারা তাকে এমন সেলে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে তার চীৎকার শোনা যাবে না। তাদের এই উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশেষ ঘর রয়েছে। নাৎসীদের সমস্ত নির্যাতন-কৌশল তাদের অধিগত। তাদের বৈজ্ঞানিকেরাও নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করেছেন। প্রথম থেকেই নাৎসীদের নির্যাতনের সংগে ল্যানির পরিচয় আছে। কারণ গোয়েরিং তাঁকে সে দৃশ্য দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নারকীয় দৃশ্য আর কাকে বলে!

পুরানো ল্যানিকে মঙ্ক জানেন, তাই বললেন, তুমি বড়ো কোমলহৃদয় ল্যানি। যতদিন পর্যন্ত নিজে সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন হতে পারবে, ততদিন কারো পক্ষে পৃথিবীর এই অংশে আসা সাজে না। আমাদের এখন ওই ছেলেটা সম্পর্কে হাত ধুয়ে ফেলে নূতন একজনকে খুঁজতে হবে। যদি সে ফিরে আসে খুব ভাল কথা। যদি তার স্নায়ুর অবস্থা এমন না দাঁড়ায় যে কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে তাকেই কাজ করতে দেব।

ল্যানি প্রশ্ন করলেন, তার কাগজপত্র সব তোমার হাতে এসেছে বলে আশা করি?

মঙ্ক উত্তর দিলেন, ঠিক করে এখনো তা' বলতে পারি না। তার পকেটে কাগজপত্র থাকতে পারে। সেটাই হচ্ছে মারাত্মক।

ল্যানি বলে উঠলেন, হতভাগ্য কুর্ট! হয়তো সে এ সংবাদ পেয়েছে?

উত্তর করলেন মঙ্ক : আমি কি ভাবছি জান? আমরা আর কাকে পেতে পারি যে কুর্ট মেইসনারের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে। এটা নিশ্চয়ই আমাদের একটা সমস্যা।

এক্ষেত্রে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, বললেন ল্যানি।

(৩)

তিনি স্থির নিশ্চয়তার সঙ্গেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে কখন কি যে ঘটে! তিনি হোটেলে ফিরে এলেন। এসে দেখেন লবিতে একজন লম্বা মুখ দীর্ঘদেহ জার্মান ভদ্রলোক বসে আছেন। সেই বিজিত দেশের চারটী বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অন্যতম কুর্ট মেইসনার।

তাঁকে দেখলে মনে হয় আরও বুড়িয়ে গেছেন, যেন আরও হতদরিদ্র, পরাজিত। লানি আগে তাঁকে এরকম দেখেননি, দেখবেন আশাও করেননি। তাঁর মুখখানি প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ল্যানি চকিতেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। তিনি কারণটা জানেন।

অবশ্য ল্যানি সব জানেন তা' বলা চলে না। তাই তিনি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, কুর্ট যে এখানে? কি ব্যাপার হে। কি কাজে এসেছ? যেন তিনি বুঝতেই পারেননি কুর্ট এখানে তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

শান্তকণ্ঠে কুর্ট বললেন, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমাকে জানতে এসেছি আমার বড়ো ছেলে ফ্রিট্জকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে।

কম্যুনিষ্টরা?

হ্যাঁ, তারা তার ঘরে এসে তাকে নিয়ে গেছে।

কি ভয়ানক! সে কি করেছে?

কিছুই আমি জান্তে পারিনি। পুলিশের কাছে গিয়েছি, মিলিটারীদের ধরেছি। তারা বলে, কিছুই তারা জানে না। তারা কটমট করে আমার দিকে তাকায়। আমার পক্ষে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেন ধৃষ্টতা! আমি একটী জার্মান কুকুর কিনা?

ছেলেটার কাজের খবর বল। তার আদর্শ ধ্যানধারণা কি ছিল?

স্বভাবতঃই সে একজন দেশভক্ত জার্মান ছিল। কিন্তু আমি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, আমাদের যদি পূর্ব এলাকায় থাকতে হয়, তাহলে শাসন কর্তৃপক্ষের সংগে মানিয়ে চলতে হবে। আমাদের এটা স্পষ্টই দেখাতে হবে যে, আমরা কোন রাজনীতিতে জড়িয়ে নেই। আমরা আইন মেনে চল্‌ছি। তুমি বুঝতেই পার, কিছুটা চালাকির প্রয়োজন ছিল।

খুবই বুঝতে পারি।

কিন্তু ছেলেটা ছিল উগ্র। সে তরুণ, অনভিজ্ঞ। সে তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের বলেছিল যে সে ন্যাৎসী-সহানুভূতিশীল, এতে সন্দেহ নেই। যেমন তার বাবা ছিলেন আগের কালে। কম্যুনিষ্টদের নিশ্চয়ই ছাত্রদের মধ্যে গুপ্তচর ছিল।

তোমার মনে আছে, ঠিক এ বিষয়েই তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম কুর্ট?

তখন আমি একরোখামী করেছি, তোমার কথায় কান দেওয়া উচিত ছিল। এখন দেখ্‌ছি পূর্ব এলাকায় আর বাস করতে পারব না। আমি চিন্তা করছি কি অত্যাচারই করবে ছেলেটার ওপর। তারা তাকে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে। তারপর তারা আমার ওপর হাত দিতে আসবে। আমি যখন এম, জি, বি বিল্ডিংএ গিয়েছিলাম, তখন জানতাম সেখান থেকে আর বেরিয়ে না আসতেও পারি। আমি নিজের জন্যে ভাবি না। জীবনের আর কোন আকর্ষণ নেই আমার। আমি ভগ্নহৃদয় পরাজিত। কিন্তু আমাকে এলসার কথা ভাবতে হবে, ছেলেমেয়েদের কথাও। তাদের কি হবে?

এলসাকে সব জানিয়েছ?

সে ওয়েস্টফার্থে আছে। তাকে কিছু লিখিনি। এটা কিছুতেই লিখতে পারব না। সে একেবারে ভেংগে পড়বে। ছেলেটাকে বড়ো বেশী ভালবাসে।

এটা ভাবাও বড়ো মর্মন্তুদ কুর্ট।

ল্যানি পুত্রের এই দুর্ভাগ্যে কুর্টের বেদনার অংশ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু পিতার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশে তাঁর একটা সীমা আছে। তিনি জানেন, কতো লোক এমনি মর্মযাতনা ভোগ করেছে ন্যাৎসীদের অনুরূপ কার্যে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক এ যাতনা অনুভব করেছে। কুর্ট তা জানেন। সেসব কোনরূপ বেদনাবোধ ছাড়াই সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন টেবিল উল্টে গেছে। এখন কুর্ট বিজয়ী নয় বিজিত। 'ভাই ভিক্টিস' ছিল আদিকালের রোমানদের আদর্শ। তারা ছিল কঠোর ধরনের লোক।

তোমার ছেলেটাকে মনে আছে ল্যানি? প্রশ্ন করলেন কুর্ট।

তাকে অবশ্য ভালই মনে আছে। সুন্দর চুল তার মাথায়, নীল দু'টী চোখ। বয়েসের তুলনায় সে লম্বা ছিল।

সে এখন তোমার মতোই দীর্ঘ। সে খুব অচঞ্চল প্রকৃতির, আমি তাকে ভদ্র হবার শিক্ষাই দিয়েছি। কিন্তু ওদের নির্যাতন সে কতটুকু সইতে পারবে জানি না।

তুমি নিজেকে নির্যাতন করো না কুর্ট। তাতে লাভ কিছু নেই। তুমি যা ভয় করছ তেমন খারাপ কিছু নাও ঘটতে পারে। কিছুদিন তারা তাকে ছেড়েও দিতে পারে।

তার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। তারা ফুরারের মতবাদ একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর। তারা আমার ও আমার সহযোগীদের সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাইবে। তাদের আপত্তিজনক কিছুই আমি করছি না। কিন্তু তারা তার বিপরীত ধারণাই করতে চাইবে। কাকেও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করার তাদের একটা কৌশল আছে।

ল্যানির অন্তরে থেকে কে যেন বল্‌ছিল : 'তাহলে সে কৌশল তোমার জানা।' একজন ন্যাৎসী নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ খেয়ে মুখ বিকৃত করছে এটা দেখায় এক অদ্ভুত ধরণের আনন্দ আছে। কিন্তু এতে সহৃদয়তা নেই। ল্যানি সে ভাব দূরে সরিয়ে রাখলেন। বললেন, তোমাকে পরিবারের বাকি লোকজনের কথা ভাবতেই হবে কুর্ট।

সে জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে আমেরিকান অঞ্চলে আসতে সাহায্য করতে চেয়েছিলে। এখনও কি তুমি রাজী আছ?

প্রতিশ্রুতি মতো যথাসাধ্য আমি করব। এলসা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বার্লিন আসবার অনুমতি পাবে কি?

মনে হচ্ছে পাবে। পরিবারের লোকের আমার কাছে আসবার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। একবার পূর্ববার্লিনে এসে গেলে তারা আমেরিকান এলাকায় চলে আসতে পারবে। প্রশ্ন হল যে, তাদের কি এখানে থাকতে দেওয়া হবে? আবার ফিরে যেতে হলে নিশ্চয়ই সাইবেরিয়ায় যেতে হবে।

কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে আনন্দের সঙ্গে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে কুর্ট! আমি যখন সামরিক বিভাগের লোকদের তোমাদের কথা বলব, তারা জানতে চাইবে তোমার কর্মপন্থা কি?

তারা আর নও-ন্যাৎসীদের নিজেদের এলকায় স্থান দিতে রাজী নয়।

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ল্যানি। আমি সম্পূর্ণ রাজনীতি ত্যাগী। আমি এ সত্য মেনে নিয়েছি, ন্যাশন্যাল সোস্যালিজমের আন্দোলনের মৃত্যু ঘটেছে। জার্মানী গণতান্ত্রিক দেশ হবে।

কুর্ট ল্যানির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন। এ দৃষ্টি ল্যানির কাছে যন্ত্রণাদায়ক একটা কিছু। তিনি জানেন মিথ্যা বলা ন্যাৎসীদের ধর্ম ছিল, ঠিক তাই এখন কম্যুনিস্টরাও করছে। গুপ্তচররূপে ল্যানিও তাঁর কাছে মিথ্যাই বলবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকখানি ব্যক্তিগত, অনেকখানি মানবীয়তার প্রশ্ন এখানে। অথবা এদিক থেকেই তা দেখা অন্তত উচিত।

ল্যানি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করলেন না। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে কুর্ট, কি করতে পারি দেখছি। দেরী হলে তুমি বিস্মিত হয়ো না। কারণ আমাদের রিফিউজী কমিশনের হাতে আর জায়গা নেই। ইত্যবসরে, আমি হলে কম্যুনিস্টদের থেকে নিজেকে যথাসাধ্য তফাতে রাখতাম। আমেরিকান এলাকায় তুমি কোথায় থাকবে, ভেবে দেখেছ?

উত্তর হল : আমি জেনারেল গ্রাফ স্টুবেনডর্ফের নিকটে থাকতে চাই। কুর্ট সর্বদাই তাঁকে পুরো নাম করে কথা বলেন। কখনও উপাধিটা বাদ দেন না। ল্যানি বাদ দেন। কুর্ট বললেন, তিনি টেগারনসিতে থাকেন। তাঁকে লিখবার আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয় যে, আমার চিঠি খুলে দেখবে ওরা।

ল্যানি দেখলেন গ্রাফের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা বলা উচিত। তারপর তিনি যোগ করলেন : তিনি একেবারে সাধারণভাবে বাস করছেন।

আমি জানি। কারণ হচ্ছে, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শান্তিতে থাকতে চান। তাঁকে দেখাশোনা করাও প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস নিকটেই তাঁর আর একটী কটেজ আছে। আমরা সেটা ভাড়া পেতে পরি।

তোমার কি টাকার প্রয়োজন আছে?

ধন্যবাদ ল্যানি। আমার কিছু সঞ্চয় আছে। তোমাকে এ জন্যে ভাবতে হবে না।

ল্যানি মনে মনেই হাসলেন। কুর্ট অনুমান করতে পারছেন না, তাঁর টাকা নিয়ে ল্যানির দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

(৪)

তাঁরা একে অন্যের কাছে বিদায় নিলেন। ল্যানি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন মিঃ মরিসনের কাছে। সরকারী কাজের দিক থেকে মরিসনের কাছে একটী ভাল গুপ্তচর হারান খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তার বাবাকে নিয়ে বলাই বাহুল্য, তাঁর কোন দুঃখ বেদনা নেই। তাঁর হিসাব নিকাশ হচ্ছে, এটা হল লাভ ক্ষতির হিসাব করার প্রশ্ন। কুর্ট আর তার দলবল বিপজ্জনক চরিত্রের লোক। পক্ষান্তরে, তাদের যদি নিজেদের এলাকায় পাওয়া যায় তাহলে তাদের ওপর দৃষ্টি রাখার সুবিধা হয়। সর্বদাই এমন ন্যাৎসী-বিরোধীদের পাওয়া যায়, ন্যাৎসীদের ওপর চোখ রাখতে তারা রাজী। বিশেষতঃ যখন সেজন্যে টাকা মিলে। যদি কুর্ট আর তার দলবল তাদের জাল টাকাগুলি টেগারনসিতে নিয়ে আসে, তাহলে সেগুলির ওপর আমরা হাত দিতে পারব, ওদের ওপরও।

ল্যানি বললেন, ব্যাভারিয়াতে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে হয়তো সহজ হবে। কারণ, ওখানকার লোকেরা ক্যাথলিক এবং সেখানকার অনেক লোক বাধ্য হয়ে ন্যাৎসী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকলেও অন্তরে তারা ন্যাৎসী নয়।

মরিসন বললেন, সম্পূর্ণ সত্য। ষ্টুবেনডর্ফ সম্পর্কে আমাকে বলুন। তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু আশা করতে পারি কি?

আমি ঠিক ঠিক ভরসা দিতে রাজী নই, বললেন ল্যানি : তিনি ওয়েরম্যাচট জেনারেল ছিলেন এবং ন্যাৎসী বলেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুর্টকে তিনি তাঁর শিষ্য বলে মনে করেন। বৃদ্ধ একজন প্রুশিয়ান অভিজাত, সে শ্রেণী তার অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই তিনি চান।

মরিসন প্রশ্ন করলেন, লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদ সম্পর্কে ফ্রিট্জ আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

সে বলেছিল বলে মনে পড়ছে না।

সে আমাদের বলেছে তার বিশ্বাস তার বাবা ন্যাৎসীদের গুপ্তধন সম্পর্কে সংবাদ রাখেন। এটা নিশ্চয়ই জানেন সোনা ও মনিমুক্তার বিরাট ভাণ্ডার ছিল তাদের কাছে। তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাবার সময় যখন এল, তখন তারা ওগুলিকে নিয়ে গিয়ে যেসব জায়গা নিরাপদ বলে মনে করল সেসব জায়গায় লুকিয়ে রাখল। আমরা অনেকগুলি উদ্ধার করেছি, আরো খোঁজ করছি। সম্ভবতঃ ওইগুলি থেকে কুর্টের জীবিকার সংস্থান হয়।

আমার সন্দেহ আছে। নিজের মতে সে একজন সম্মানিত লোক। সে ওইগুলিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে মনে করবে। সে ভোলকিশ্চারবাণ্ডের কাজে সেগুলি অবাধে ব্যয় করবে কিন্তু নিজের পরিবারের জন্যে নয়।

অথচ সে জাল নোটের কারবারের টাকা নিজের জন্য ব্যবহার করবে?

তার ধারণায় সেটা অন্য ব্যাপার। সেগুলি বৃটীশ ও আমেরিকান টাকা। আমাদের মধ্যে ওই টাকা চালান, যুদ্ধেরই অস্ত্র প্রয়োগ।

এমন কি যদি জার্মানরাও ওই নোট কেনে?

ল্যানি হাসলেন : এইসব জার্মানরা শত্রুদের সঙ্গে ব্যবসা করবে, নিজেদেরই দায়িত্বে। শেষ পরিণাম হবে শত্রুদেশের টাকার মান হ্রাস করে দেওয়া এবং তাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়া। মনে রাখবেন কুর্ট কখনো আত্মসমর্পণ করেনি, আত্ম গোপন করে রয়েছে।

মরিসন বললেন, আমরা তাকে হাতের মুঠোয় পাব। অবিলম্বে আমি এ নিয়ে রিফিউজী কমিশনারের সঙ্গে কথা বলছি।

তাঁরা আবেদন মঞ্জুর করবেন?

আমার ধারণা নিশ্চয়ই করবেন। যে সব আশ্রয় প্রার্থী বার্লিন থেকে পশ্চিম জার্মানীতে যেতে চায়, তাদের সকলকে পাঠাবার মতো তাদের যথেষ্ট বিমান নেই। তাদের রাখবার জায়গাও যথেষ্ট নেই। কিন্তু যখন আমরা অনুরোধ করব, সেটা করব বিশেষ কারণেই, তখন তাঁরা সেটাকে মর্যাদা দেবেন এই বিশ্বাসে যে, আমরা নিজেদের প্রয়োজনটা ভাল করেই বুঝি।

তাহলে আমি কুর্টকে জানাতে পারি যে, তার ব্যবস্থা করা হবে।

বলতে পারেন। বলবেন সে যেন যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তার পরিবারকে নিয়ে আসে।

আমি তা আগেই বলেছি। একটা কোডেরও ব্যবস্থা করেছি। আমি লিখব, সঙ্গীতের বইগুলি পাওয়া যাবে।

উপদেশ দিলেন মরিসন : নিজের নামটা দস্তখত করবেন না।

আমি দস্তখত করব 'বিয়েনভেনু'। ফরাসী রিভেরিয়াতে আমার মার বাড়ীর নাম। সেখানে কুর্ট অনেককাল বাস করেছে। আমি তাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিই সর্বদা। এই আশা পোষণ করি, একদিন সে আবার ফিরে আসতে পারে। আমি যাকে একদিন জানতাম, সে আবার সেই বিরাট সঙ্গীতজ্ঞ ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(৫)

মেইসনার সম্পর্কিত ব্যবস্থার জন্য ল্যানি আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁর নিজের পক্ষে আর করবার কিছু নেই। মরিসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁকে সব খবর জানাবেন। মঙ্কও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্যারিতে আমেরিকান শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধির নামে একখানা পত্র দিয়েছেন মঙ্ক ল্যানির হাতে। প্যারিতে যে সংকটজনক অবস্থা চলছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে তিনি ল্যানিকে সাহায্য করতে পারবেন।

একদিন সকালে বিমানে গিয়ে পৌঁছলেন ল্যানি ওরলি বিমানক্ষেত্রে। তিনি ট্যাক্সি নিয়ে বিখ্যাত হোটেল ক্রিলনে গিয়ে উঠলেন। তাঁর বাবা ব্যবসায় উপলক্ষে ভ্রমণে এসে এখানেই হেডকোয়ার্টার করেন। ল্যানির কাছে ছেলে-বেলা থেকে এটা দু'নম্বর বাড়ীর মতো। এখন একটি কক্ষ ও বাথরুমের ভাড়া দৈনিক আড়াই হাজার ফ্রাংক। কিন্তু এটা তাঁকে চিন্তিত করল না। কারণ তিনি জানেন ফ্রাংক সেণ্টের চুরাশি : একশ ভাগের এক ভাগ। ল্যানির স্মরণ আছে বাল্যকালে ফ্রাংক ডলারে পাঁচটি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে তার মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। এখন পর্যন্ত শেষ সীমায় পৌঁছায়নি। সার্জনের কাছে দেহ অসাড় করে দেবার ওষুধের যে মূল্য, সরকারের কাছে মুদ্রাস্ফীতিও তাই। এটা ধনীদের তাদের সঞ্চয় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং সমস্ত চাকুরীজীবীদের পারিশ্রমিক হ্রাস করতে সহজ ও উপদ্রবহীন পন্থা।

ল্যানির প্রথম কার্যই হল লেখবার ঘরে গিয়ে সেখানকার জমকালো চিঠির কাগজে মার্কুইস ডি লা টোর ভি ব্রিয়েলকে একখানা চিঠি লেখা। চিঠিতে তিনি জানালেন মিঃ ল্যানিং প্রেস্কট ব্যাড জানাচ্ছেন যে তিনি প্যারিতে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি রেমব্রাণ্ডট্ চিত্রখানি পরিদর্শন করতে চান। সেই অভিজাত ভদ্রলোকের সেন্ট জারমেইন জেলার সহরের বাড়ীতে চিঠি দিলেন। সেখানেই প্রাচীন অভিজাত পরিবার তাঁদের অনির্বচনীয় মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করেন। সাধারণ আমেরিকানরা সব সময় তাঁদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সব সময় নেকড়েদের দোরের বাইরে রাখাও চলে না। একটি ডলারের মূল্য সরকারীভাবে একশ উনিশ ফ্রাংক। কালোবাজারে আরো বেশী।

চিঠিখানি ডাকে পাঠিয়ে দিন দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে ল্যানি এটা জানেন। মার্কুইসের কাছ থেকে টেলিফোনের আশা করা যায় না। টেলিফোনের চিন্তা মাথার আসবার প্রায় দুই শতাব্দীর আগেই তাঁদের শিষ্টাচারের পদ্ধতি

নিনীত হয়েছিল। কিন্তু ল্যানি কয়েকজন আধুনিক মনোবৃত্তির ফরাসী ভদ্রলোককে জানেন। ক্যাপ্টেন ডেনিস ডি ব্রুন তাঁদের একজন। প্যারির বাইরে সিন-এট-ওয়াইস্ জেলায় সে বাস করে। এক বছরের অধিককাল যাবৎ তার সঙ্গে ল্যানির সাক্ষাৎ নেই। ফোনে যখন সে ল্যানির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি।

ল্যানি এবার সব জিনিষপত্র গুছালেন। তারপর নিউজার্সি এজমেয়ারে ফোন করলেন। লরেলকে তিনি জানালেন, কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন। জানলেন তাঁর পরিবারের সব ভালোই আছে। জেনে নিলেন, শান্তি প্রচারের জন্য কোন্ কোন্ বক্তা তারা পেয়েছে। তারপর চিঠিপত্রে বিশেষ আকর্ষণীয় কি কি আছে? লরেল বলল, 'খুব সাবধানে থেকো।' ল্যানি প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর এ অনুরোধ করবার প্রয়োজন নেই কারণ লরেল সর্বদাই সাবধান থাকে।

(৬)

ক্যাপ্টেন ডেনিস ছিল জুনিয়ার, কারণ তার বাবা জীবিত ছিলেন। কিন্তু এখন আর তা' নহে। ক্যাপ্টেনের বাহুতে কালো ফিতে বাঁধা। বছরের প্রথম দিকে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোন এক স্বর্গে পরীবেষ্টিত হয়ে বাস করছেন। কারণ একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছাড়াও তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে রমণীপ্রিয়। এতে করে তিনি তাঁর স্ত্রীর শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তাঁর সেই ক্ষতিতে হয়েছিল ল্যানির লাভ। কারণ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ ম্যারি ডি ব্রুন ল্যানির প্রেমপাত্রী ছিলেন। ফরাসীদের রীতি অনুসারে তাঁকে সেই পরিবারের একজনের মতো করে ফেলেছিল। যখন ম্যারির মৃত্যু হল, তখন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্বামী, দুই ছেলে ও প্রেমিক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কেউ এতে কোন অন্যায় দেখতে পায়নি।

দ্বিতীয় পিতারূপে ল্যানি সঙ্গে থেকে ওই দু'টি ছেলেকে গড়ে তুলেছেন। এটা ছিল মারই বিশেষ ইচ্ছা। যুদ্ধের শেষ দিকে ভিসি দস্যুরা ছোট ছেলে চারলটকে গুলি করে মারে। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে ডেনিস দু'বার আহত হয়েছে। তার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নেই সে জানিয়েছিল। চারলটের স্ত্রী সম্প্রতি আবার বিয়ে করেছে এবং নিজে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নূতন বাড়ীতে

উঠে গেছে। তাই ডেনিস ও তার পরিবার বাস করছে চাটাতে। চাটাই বলা হয় বাড়ীখানিকে। যদিও বাড়ীখানি ইটের তৈরী একটা পুরানো ভিলা ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য একটি সুন্দর, সুসজ্জিত বাগান আছে বাড়ীতে।

ডেনিস পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ল্যানি যেন সে রাতের জন্য তার বাড়ীতে অতিথি হন। সে তার স্ত্রী এনেটকে কথা দিয়ে এসেছে। এনেট জানে ল্যানি পার্টিসানদের হাত থেকে তাদের রক্ষায় সহায়তা করেছিলেন। তাই সাগ্রহে সানন্দে লাল কার্পেট পাতবে সে প্রবেশ-পথে তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে। ল্যানি আবার তাঁর একটি ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে ডেনিসের মোটরে গিয়ে উঠলেন। সোফারটি তাঁর পূর্ব-পরিচিত। অভিবাদন বিনিময় হল তার সংগে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তাঁরা প্যারির যানবাহনের দুরন্ত ভীড় এড়িয়ে মোটরে ছুটে চললেন। প্যারির যানবাহন চলাচল সম্পর্কে লরেলের মন্তব্য হল, আত্মহত্যায় উন্মাদ লোকরা ওখানে মোটর চালায়। কিন্তু ল্যানিরা জীবন্ত অবস্থায়ই প্যারি ছাড়িয়ে বাইরে গিয়ে পেঁাছলেন। নবেম্বরের এই বৃষ্টির মধ্যেও পল্লী অঞ্চলটা চমৎকার।

তাঁরা গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে চলে একটি গ্রাম ছাড়িয়ে গেলেন। সেখানকার একটি স্থান ল্যানির স্মৃতিতে জাগ্রত। পঁচিশ বছর আগে ম্যারি ডি ব্রুন সেখানে হেঁটে এসেছিলেন এবং ল্যানির মোটরে চড়ে গুপ্ত মধুযামিনী যাপন করতে গিয়েছিলেন। এই রাস্তার ওপর দিয়েই ল্যানি গেছেন তিন বছর পূর্বে। আমেরিকান সৈন্যবাহিনী তখন ফ্রান্সে এসে অবতরণ করেছে। এই অঞ্চল তখনও জার্মানদের অধিকারে ছিল। তিনি গোপনে এসেছিলেন ডেনিসের বাবাকে বলতে যে, এখনই মিত্রপক্ষকে সমর্থন করা উচিত, নইলে আর সময় পাবেন না।

ছেলেমেয়েরা বোর্ডিংএ। কাজেই বাড়ীতে শুধু তার বৃদ্ধা মাতা আর এনেট। এ বাড়ীতে কর্তা কঠোর নীতিবাদী। সম্ভবতঃ এটা তার বাবার নীতিহীনতার প্রতিক্রিয়া। বাবার কাণ্ডকারখানার কথা সে ছেলে বয়েস থেকেই জানত। পরিবারের তিনজনেই ফরাসী ভাষার মতোই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তারা ল্যানির পাঠানো শান্তি কাগজ পাঠ করে। মাঝে মাঝে সর্ট ওয়েভে তারা বেতার প্রচারও শুনে, তাই ল্যানির মনের সংগে পরিচিত। অবশ্য তাঁর গুপ্ত কার্যের কথা অনবগত। সেটা শুধু অনুমানই করতে পারে। তিনি তাদের বললেন বার্লিনে কি দেখেছেন, কি বুঝতে পেরেছেন। সেখানে তাঁর উপস্থিত হওয়ার কারণ হল, তিনি বেতারের লোক এবং আর, আই, এ, এস তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছে।

(৭)

ডেনিস জানাল ব্যবসার অবস্থা খারাপ। কিছু উন্নতি হচ্ছে কিন্তু মন্থর গতিতে। ফ্রান্সের পুনর্গঠন অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ও কঠোর শ্রমসাপেক্ষ। সে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যাড-আর্লিং এয়ারক্রাপ্টের অনেকগুলি অংশের অধিকারী হয়েছে। যুদ্ধকালের বহু লভ্যাংশ জমা রয়েছে। এখন আর কোন লভ্যাংশ আসছে না। ল্যানির অনুমান যে, কোম্পানী কর্মতৎপর হতে আর দেরী নেই। ল্যানিকে বিস্মিত করে ডেনিস ঘোষণা করল, আর এতে আকর্ষণ নেই। সে বা তার পরিবারের লোক চায় না যে, আমেরিকা বা অন্য কোন দেশের লোক যুদ্ধ করুক অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোক। ল্যানি যখন মন্তব্য করলেন যে, এর অর্থ হবে কম্যুনিষ্টদের কাছে আত্মসমর্পণ তখন ডেনিস উত্তর দিল, সে গ্রাহ্য করে না। ফ্রান্স বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রক্তের অতিরিক্ত সবটুকু দান করেছে। ফ্রান্স যুদ্ধক্লান্ত, শোষিতরক্ত, আর যুদ্ধ চায় না।

এই একজন সামরিক কর্মচারী। বীরের মতো সংগ্রাম করেছে, সে জন্যে তার পদোন্নতি ঘটেছে। সে উত্তর আফ্রিকা ও ফ্রান্সে দুই স্থানেই জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সে বলে, নিজে আবার যুদ্ধ করে মরতে রাজী আাছে কিন্তু সে ফরাসী জনগণের কথা বলছে। সে নিশ্চিত, তারা আর যুদ্ধ করবে না। সে জানে আর একটি যুদ্ধ বাধলে রুশ কামান ও ট্যাঙ্ক তাদের গুঁড়িয়ে দেবে, হাজার হাজার রুশ বিমান তাদের বৈমানিকদের আকাশ থেকে মেরে মাটিতে ফেলবে। আবার তারা পরাজিত হবে, দেশ আবার অধিকৃত হবে। এবং এটাও শোনা খুব সুখকর নয় যে, আমেরিকানরা আবার এসে তাদের মুক্ত করবে। অ্যাটম বোমা নিয়ে যে যুদ্ধ চলবে, তারপর মুক্ত করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বাস্তববাদী ফরাসীরা আত্মসমর্পণই করবে এবং ভাগ্যে যাই ঘটুক তাই মেনে নেবে।

ল্যানি যখন ঐ অভিমতের বিরুদ্ধতা করে ম্যারিয়ানের আত্মার কথা উল্লেখ করলেন, তখন ডেনিস সেই আত্মার কি ঘটেছে সেকথা বুঝিয়ে বলতে লাগল। ফরাসীদের সমস্ত আদর্শ ও শৌর্য এখন ঝোপের আড়ালে। তরুণেরা আত্মগোপন করে সামরিক শিক্ষা নিয়েছিল এবং আইসেনহাওয়ারের আহ্বান আসলে জার্মান যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ওইসব সংগ্রামীদের মধ্যে উদ্যমশীল ছিল কম্যুনিষ্টরা। তারাই অন্যান্যদের কথা সর্বত্র প্রচার করেছে। ওদের খ্যাতির মূলে তারাই। এখন ওরা কম্যুনিষ্ট

এইসব আত্মগোপনকারী নীচের তলার তরুণেরা। যে মুহূর্তে যুদ্ধ শেষ হল, সেই মুহূর্তে তারা ফিরে গেল কারখানায়। সেই উদ্দীপনা নিয়েই ফরাসী শ্রমিকদের তারা দলে টেনে নিল। এখন এখানে সব বড়ো ইউনিয়নগুলিই কম্যুনিষ্টদের কর্তৃত্বাধীন। যেকোন মুহূর্তে তারা ফ্রান্সে ধর্মঘট বাঁধিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে।

ডেনিস বললে, তারা প্রায় ঐ ধর্মঘট ঘোষণা করতে যাচ্ছিল। যে-কোন দিন তা ঘটতে পারে। কে তা' দমন করবে? যদি বা দমন করা হয়, কম্যুনিষ্টরা এতে নূতন শক্তিলাভ করবে এবং আবার চেষ্টা করে দেখবে। এ অবস্থায়, ফ্রান্স কিম্বা যেকোন দেশ কি করে আত্মরক্ষা করবে? এই ভবিষ্যৎ ভেবেই ডেনিস আমেরিকার তার সব লভ্যাংশ নিউক্যাসলের ফার্ষ্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে। সে তার পারিবারিক ব্যবসায়ের একটি অংশ বিক্রয় করে ফেলেছে এবং নিজেদের অলঙ্কার ও হীরা-মুক্তা ইত্যাদি লুকিয়ে ফেলেছে। যেকোন মুহূর্তে একটি মোটরে নিয়ে তুলতে পারবে। এমন কি সে ছেলে-মেয়েদের স্কুল-বোর্ডিং থেকে নিয়ে আসার কথা ভাবছে। তাদের হাতের কাছে রাখা উচিত। তার দুখানা মোটর আছে। একখানা নিজেদের জন্যে এবং অন্যখানা চাকরবাকরদের জন্যে। তারা রাজপথ ধরে বরড়ো যাবে এবং সেখান থেকে স্পেনের সান সিবাষ্টিয়ানে। তারা শেষ পর্যন্ত কালিফোর্নিয়া অথবা আর্জেন্টাইনেও যেতে পারে। এখনও কোথায় যাবে সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি।

একজন ধনী ফরাসী বুর্জোয়ার মনের অবস্থা এই। পাশে বসে আছে তার স্ত্রী, মুখে বিষাদ ও ভয়ের চিহ্ন অঙ্কিত। বহু বিপদের মধ্য দিয়ে সে এ পর্যন্ত এসে পৌছেছে, আর বিপদে জড়িয়ে পড়তে চায় না। সে মনে রক্ষণশীল, ল্যানি তা' জানেন। সে 'বিগ চার্লি', জেনারেল ডি গলকে পছন্দ করে। তিনি এসে কম্যুনিষ্টদের দমন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের মুখে তিনিই বা কি করবেন? তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাবেন না। কারণ, ফরাসীরা অন্ততঃ বারটি বিভিন্ন দলকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে। রাজনৈতিকরা ঐক্যমতে পৌছতে পারেন না, কলহ আর ষড়যন্ত্র করেই সময় কাটান। প্রত্যেক তিন-চার মাসে ফ্রান্সে এক একটি নূতন সরকার গঠিত হয়। যত পরিবর্তন ঘটে ততই ঘটে সেই একই পুরাতনের প্রত্যাবর্তন।

(৮)

ভোরবেলা ল্যানি সহরে ফিরে এলেন। সেখানে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার অপিসে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আর্ভিং ব্রাউনকে তাঁর পরিচয়পত্রখানি দিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে ফেডারেশনের এই প্যারিতে অপিস করাটা অদ্ভুত ঠেকে। স্বদেশে প্রতিক্রিয়াশীলেরা মনে করে ব্রাউন বে-আইনী কাজ করছেন। তিনি আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটা শাখারূপে কাজ করছেন। ঐ কূটনীতি যেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সংরক্ষিত একচেটিয়া ব্যাপার। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রমিক-কূটনীতিবিদকে কেউ বাধা দেয়নি। কম্যুনিষ্টরা তাঁকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও জীবিত আছেন, জীবন্ত রয়েছেন। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় তিনি তরুণ, বয়েস মাত্র ছত্রিশ বছর। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন। তিনি শ্রমিক ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সদের সংগঠক নিযুক্ত হন। 'নিউ ডিলে'র আমলে তিনি একজন শ্রমিক-আমলায় পরিণত হয়েছেন। এখন আমেরিকার প্রাচীন ও শক্তিশালী শ্রমিক-সংস্থার একজন।

বৎসরাধিক কাল ইউরোপে থেকে তিনি তথাকার শ্রমিকরা যাতে সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিষ্টদের হাতে চলে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজ হচ্ছে সিণ্ডিক্যালিষ্ট, সোস্যালিষ্ট এবং দলনিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আগেকার নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তাদের আমেরিকার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া, তাদের এই বিশ্বাস জন্মান যে, মার্শাল পরিকল্পনা আমেরিকান সাম্রাজ্য-বাদ নয়, ওটা আমেরিকার বন্ধুত্বের প্রমাণ—যেমন সম্প্রতিকার যুদ্ধে দেখা গেছে। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ছিল, 'মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রী'। ব্রাউন বলেন, মুক্তিকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। সাম্য ও মৈত্রী ঐ মুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

এ কাজে প্রয়োজন ধৈর্যের ও কৌশলের। সাহসের এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ 'কোকোস'রা ফ্রান্সে শক্তিশালী। তারা ক্ষমতা দখলের জন্য আঘাত হানতে উদ্যত। তারা এই অবিমৃষ্যকারী অবাঞ্ছিত ইয়াঙ্কি আগন্তুকের ওপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে চলেছিল। 'ওয়ালষ্ট্রীটের এই এজেণ্ট', 'আমেরিকানদরে দুর্নীতি-পরায়ণ এই গুপ্তচর' এসব আখ্যা দিচ্ছিল তাঁকে। বলছিল, আমেরিকান আন্তর্জাতিকতার দুষ্ট প্রচারকার্যের কুখ্যাত পুরুষ। তাঁর ছবির নীচে নাম লিখে-ছিল ডাঃ 'কাটামুখ'। তাঁর নাকি দশ লক্ষ ডলার আছে হাতে। ফ্রান্স থেকে

তাঁকে তাড়াবার জন্য তারা চীৎকার করছিল।

তাঁর মুখে ছিল বন্ধুত্বের অমায়িকতা ও প্রসন্ন হাসি। কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। ল্যানি ব্যাডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর শান্তি প্রচারের সঙ্গে পরিচিত। আর, আই, এ, এসের ক্রমোন্নতির কাহিনী এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে তিনি আনন্দিত। আন্ডার সেক্রেটারী অ্যাচিসনের সঙ্গে ল্যানির আলোচনার বিবরণীও তাঁকে আনন্দ দিল। তিনি নিজে হেড কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন। সেখানে জেনারেল ক্লে ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর গরম আলোচনা হয়েছিল। বন্ধুত্বের অথবা এমন কি কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে সাধারণ শিষ্টাচার প্রত্যাশার মোহ থেকে তাদের মুক্তিলাভ ঘটছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। আমাদের কূটনৈতিকরা তাদের অগণিত অসদাচরণ লক্ষ্য করছিলেন আর কেবলমাত্র সবিনয়ে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলেন, প্রতিদানে অবমাননা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি। ভেটোর বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতি সংঘকে ক্ষমতাহীন করে তুলছে। একবার একদিনে তিনবার ভোটা ব্যবহার করা হয়েছিল। আমাদের স্বাভাবিক মিত্র পশ্চিম জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রেটরা আমেরিকান মিলিটারী গবর্ণমেণ্টের নীতির ফলে প্রায় ক্লীব হয়ে পড়েছে। এই মিলিটারী কর্তৃপক্ষ এক সময়ে কুর্ট স্কুমবোরাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবার ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন, কারণ কম্যুনিস্ট নির্মমতার উদ্‌ঘাটনে তিনি ক্ষান্ত হতে চাননি।

সৌভাগ্যের বিষয় বৃটীশেরা এই নীতি মেনে চলতে রাজী হয়নি। কল্পনা করুন, বৃটেনের শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ডলী, সোভিয়েট বিশ্বগ্রাসী নীতির সমালোচনার জন্যে একজন জার্মান সোস্যালিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সম্মতি দিয়েছেন। আর্ভিং ব্রাউন বলেছিলেন : 'আমি ধরে নিচ্ছি, ওয়াশিংটন থেকে জেনারেলের কাছে নির্দেশ আসে। এই নীতিকে বলা হচ্ছে 'নিরপেক্ষতা।' কিন্তু আমি তাঁকে বলেছি, অত্যাচার আর মুক্তির মধ্যে সংগ্রামে নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই। সেই সংগ্রামই আমাদের চালাতে হচ্ছে।'

(৯)

সেণ্ট জারমেইন কোয়ার্টারে একখানি ট্যাক্সিতে করে ল্যানি এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীখানি ভারী প্রাবোর এবং ইস্পাতের দেয়ালে আড়াল করা। তাঁর ঘণ্টাধ্বনির উত্তরে গেট খুলে একজন কালো পোষাক পরা ভৃত্য এসে উপস্থিত

হল। ল্যানি তাঁর নাম জানাবার পর একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হলেন। মেয়েটী সম্ভবতঃ সেক্রেটারী অথবা কোন দরিদ্র আত্মীয়াও হতে পারেন। মার্কুইস নিজে এসে অভ্যর্থনা জানাতে রাজী নহেন। অতীতে ল্যানি এ ধরণের কয়েকজন অতি কঠোর ও নিরস ধরণের অভিজাতের সংগে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু এটা কোন সামাজিক উপলক্ষ্য নয়। তিনি একজন ব্যবসায়ী, একজন মধ্যবর্তী রূপে একটী বিখ্যাত নাম ক্রয় করে বিরাট শিল্প সৃষ্টিকে ব্যবসায়ের বস্তু করে তুলতে এসে ওই শ্রেণী থেকে নিজেকে চ্যুত করেছেন।

মেয়েটী ল্যানিকে নিয়ে গেলেন একটী পুরনো ড্রয়িং রুমে, নিয়ে গিয়ে একখানি ভারী পর্দা টেনে দিলেন। ল্যানি দেখতে পেলেন সেই চিত্রকরের তরুণ বয়সের প্রতিকৃতিখানি। হয়তো বা এই চিত্রখানি প্রায় একশ বছর যাবত এই দেয়ালে টাঙানো আছে। ল্যানি চিত্রখানির ফটো দেখেছেন এবং তার ইতিবৃত্ত অবগত আছেন। তাঁর সংগে ছিল একটী ইলেকট্রিক টর্চ এবং একটী ম্যাগনি-ফাইং গ্লাস। এর সাহায্যে তিনি নাম দস্তখতটা মিলিয়ে নিতে পারবেন, সেই বিখ্যাত চিত্রকরের তুলির বৈশিষ্ট্যটাও বোঝা যাবে। তিনি পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে দাম জিজ্ঞাসা করলেন। দাম বলা হল একশ দশ লক্ষ ফ্রাংক। দাম বেশ উচ্চ, প্রায় দুলক্ষ ডলার। কিন্তু তাঁর মক্কেলের এ চিত্রখানা চাইই। জার্মানীতে যেখানা সম্প্রতি তিনি ক্রয় করেছেন এখানা তার জোড়া। অবশ্য তিনি যদি দর কষাকষি করেন তাহলে আরো কোন মধ্যবর্তী এসে উপস্থিত হয়ে অন্য ক্রেতা খোঁজবার জন্যে সময় চাইতে পারে। সর্বদাই এমনটা ঘটে।

ল্যানি বললেন, আমি চিত্রখানি কিনব।

তিনি লুই কুইসজ্ আমলের একখানি সোণার টেবিলে বসে একখানা চেক লিখলেন একশ দশ লক্ষ ফ্রাঙ্কের। আর একখানা বিক্রয়পত্র রচনা করলেন মার্কুইসের দস্তখতের জন্যে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে লিখলেন যে, চেক ভাঙ্গানর আগে তিনি চিত্রখানি নিতে আসবেন না। তিনি বলতে পারতেন, মার্কুইস লণ্ডন ব্যাংককে ফোন করে টাকা আছে কিনা জেনে নিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিত নহেন এ বাড়ীতে ফোন আছে কিনা কিম্বা মার্কুইস এরকমভাবে অমিতব্যয়ে রাজী হবেন কিনা। ল্যানির পক্ষে বাইরে গিয়ে ব্যাংককে টেলিফোনে অনুরোধ করা সহজ যে, তারা বিমান ডাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে মার্কুইসকে জানাবে, টাকা গচ্ছিত আছে ব্যাংকে এবং চেকখানা ঠিকই আছে।

এবার আর কফি ও কেক এলো না। নিশ্চয়ই ওই বয়স্কা ভদ্রমহিলা মনে মনে সসম্ভ্রমে ভাবছিলেন, একজন লোক একেবারে একশ দশ লক্ষ ফ্রাঙ্কের একখানা চেক লিখ্তে পারে! কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ বোঝা গেল না। তিনি ছিলেন ভাবলেশহীন, এবং সঙ্গত আচরণশীলা। সেই অভিজাত পরিবারের মর্যাদার অনুকূল তাঁর ব্যবহার। পুরানো কালের নিগ্রো দাস যেমন তার বৃদ্ধ প্রভুর গর্বে গর্ববোধ করতো, ইনিও মার্কুইসের গর্বে তেমনি গর্বিতা।

(১০)

সহসা অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তাড়াহুড়ার আর প্রয়োজন নেই। ল্যানি চিত্রখানি ষ্টীমারে করে ফ্রান্স থেকে পাঠাতে পারবেন না। পরদিন সকালেই সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হল। সামরিক অভিযানের মতোই সতর্কতার সঙ্গে ধর্মঘটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঠিক কখন ধর্মঘট আরম্ভ হবে সে সময়টা গোপন রাখা হয়েছিল। এখন প্রকাশ্যেই ঘোষিত হল, রেলওয়ে ষ্টীমার সার্ভিসের কর্মীসহ ফ্রান্সের বিরাট শিল্পক্ষেত্রের প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক হাতিয়ার ত্যাগ করেছে। তারা বেরিয়ে গেছে সভা গৃহে অথবা কারখানাগুলির পাশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কম্যুনিষ্টদের বক্তৃতা শুনতে।

কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত এই ধর্মঘট বেতন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেটা নামে মাত্র। আসলে এটা জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অথবা অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে ফ্রাঙ্কের মূল্যমান হ্রাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুদ্রানীতির মতো বস্তুনিরপেক্ষ ব্যাপারের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একজন শত্রুর প্রয়োজন যার ওপর দোষ চাপাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শত্রু হল ওয়ালষ্ট্রীট ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা মার্শাল পরিকল্পনার কূট কৌশলে ফ্রান্সকে তাদের রথের চাকায় বাঁধতে চাইছে। আমেরিকার সেক্রেটারী অব ষ্টেট রূপে জেনারেল মার্শাল বিশ্বের শ্রমজীবী জনতার শত্রু।

ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রায় দশ লক্ষ সদস্য। এর অর্থ হল, দশ লক্ষ মেয়ে ও পুরুষ সভাগৃহে অথবা রাস্তার মোড়ে বক্তৃতা দেবে। তারা তাদের বাম হাতের বদ্ধমুষ্টি তুলে চীৎকার করবে, 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ, মার্শাল প্ল্যান মুর্দাবাদ।' গত বছরের জাতীয় নির্বাচনে সমগ্র ভোটের শতকরা প্রায় ২৯টী কম্যুনিষ্টরা পেয়েছে। এর অর্থ হল, পঞ্চাশ লক্ষ ফরাসী নরনারী সেই জনতায় যোগ দিয়ে বক্তাদের বক্তৃতা শুনবে এবং সেই সতর্কতার সঙ্গে তৈরী

শ্লোগানটা আওড়াবে। রাস্তায় রস্তায় চলবে কুচকাওয়াজ, হাতে থাকবে পতাকা ও অনিষ্টকারী সব প্রচারপত্র। যখন ইচ্ছা করা হবে, তখনই জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং ইট ছোঁড়া হবে নানা বাড়ীর দরজা জানালায়, দোকানের জিনিষপত্র লুণ্ঠিত হবে। এর অর্থ হল, নরনারীর একটা বিরাট জনতা মার্চ করে সেইননদীর বৃহৎ সেতু পেরিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থল বুরবন প্রাসাদ অবরোধ করবে। তারা পরিষদ কক্ষে প্রবেশ করে মার্শাল প্ল্যানের ঘুষ গ্রহণের চুক্তি বাতিল করবার জন্যে দাবী জানাবে।

এরও অনেক বেশী। ন্যৎসীদের সঙ্গে গুপ্ত সংগ্রামে ধ্বংসমূলক কৌশলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার দক্ষ সেবতাজকারী আক্রমণ চালাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের হাতের পুতুল, ভাড়াকরা দালালদের বিরুদ্ধে। এর ফলে ডকে যে মালপত্রগুলি আছে সেগুলি জলে বিসর্জিত হবে। রেলওয়ে লাইন ও পোলগুলি ভেঙ্গে দেবে তারা, যাতে আর মার্শাল প্ল্যানের মালপত্র ফ্রান্সে আনা না যায়। তারা গোলা বারুদ উড়িয়ে দেবে, তেলের গুদামগুলিতে আগুন জ্বালাবে। এগুলি গোপন করা হবে না, প্রকাশ্য কর্মপদ্ধতিই অনুসৃত হবে। মেয়েরা এসে পুলিশদের অনুরোধ করবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে অস্বীকৃত হও, সৈনিকেরা গুলি করো না। শেষ কথা হল, এর অর্থ ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব; গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি, বেতার ষ্টেশন, সংবাদপত্র, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অপিস, অস্ত্রাগার ইত্যাদি অধিকার করা; এবং শেষ পর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট করায়ত্ত করা। এর অর্থ হল প্যারিতে মস্কোর প্রতিষ্ঠা।

ল্যানি ধর্মঘটের দ্বিতীয় রাত্রিতে একটী সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর পক্ষে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ তিনি একজন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া ওদের কাছে আর কিছু হতে পারেন না। তিনি ওয়ালষ্ট্রীটের একজন চাটুকার অনুগ্রহভাজন, হয়তো বা সেখানকার একজন কর্তাই। আগের দিন তিনি এক শ দশ লক্ষ ফ্রাঙ্কের একখানা চেক দস্তখত করেছেন। সভাস্থলে উপস্থিত সকলে হয়তো একমাসে এ টাকা উপার্জন করতে পারবে। বহু ক্রুদ্ধদৃষ্টি তাঁর ওপর পতিত হল। কিন্তু তিনি শান্তভাবে বসে রইলেন। যখন সকলে করতালি ধ্বনি করতে লাগল, তিনিও তাতে যোগ দিলেন। ওরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুললে তিনিও তুললেন। তারা তাঁকে আর ঘাটাল না। ভাবল হয়তো লোকটী আমেরিকান বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মাথাগরম লোকদেরই একজন—যারা কম্যুনিষ্ট হয়ে জাগ্রত সর্বহারাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের সর্বস্ব দান করে।

ল্যানির উদ্দেশ্য ছিল, সভায় কি বলা হয় শোনা। এবং ফরাসী শ্রমিকদের হাবভাব লক্ষ্য করা। দু'ঘণ্টায় তিনি আমেরিকা সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা কথা শুনলেন যেগুলির উত্তর দিতে তাঁর বহুদিন লাগত। সত্য হ'ল এই যে, আমেরিকা এসে ন্যাৎসীদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করেছে, সে তার রক্তপাত করেছে। অর্থ ক্ষয় করেছে, এখনও অর্থ দিচ্ছে—এখন এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘুষ দেওয়া। আমেরিকা হল ওয়ালষ্ট্রীট এবং ক্রেমলিনই হল বিশ্বের শ্রমিকদের একমাত্র বন্ধু।

(১১)

এই ঘৃণার অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কাহার পক্ষে সম্ভব? ডেনিস ডি ব্রুনের মতে কেউ নেই। কিন্তু ল্যানি জানেন ভাল। কারণ তিনি সেদিন অনেক সময় কাটিয়েছেন আর্ভিং ব্রাউনের অপিসে। সেখানে তাঁর এমন সব ফরাসী শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা মস্কোপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। ব্রাউন সেখানে আছেন কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের অভিযান ব্যাহত করতে। এখানে এটা সফল হলে ইটালীতেও তাই ঘটবে। সেখানে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা আরো বেশী এবং তারা অধিক শক্তিশালী। এ দু'জায়গায় কম্যুনিষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিম ইউরোপে তাদের প্রতিরোধ করবার কেউ থাকবে না। অন্যান্য দেশগুলি দল বেঁধে কম্যুনিষ্ট অধিকারে যেতে বাধ্য হবে।

কে প্রতিরোধ করবে? শ্রমিকদের মধ্যে একজন নেতা আছেন। ছয় ফুট লম্বা, দেহটী সে-অনুপাতিক। গোল উৎফুল্ল মুখ, একটা অমায়িক হাসি লেগে আছে মুখে। একজন বয়স্ক বিরাট দেহ মানুষ, বাদামী রঙের চোখ আর ভ্রূ। ছোট্ট গোঁফটা এখন ধূসর হয়ে গেছে। নাম তাঁর লিওঁ জোহাক্স।

ওই বিরাট শ্রমিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার, সি, জি, টি নামে পরিচিত। তার জেনারেল সেক্রেটারী দু'জন। একজন এই জোহাক্স। অন্যজন কম্যুনিষ্ট। বছরের পর বছর ধরে তারা ফরাসী শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। যখন ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয় তখন জোহাক্স তাঁর বিরুদ্ধতা করেন। যে লোকটী তাঁর জীবনের প্রায় পঞ্চাশটী বছর শ্রমিক সংস্থানটী গড়ে তুলতে ব্যয় করেছেন, তাঁর পক্ষে এই বিরুদ্ধতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্যিই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা প্রতিষ্ঠানটী দখল করে নিয়েছে, তারাই কাজ চালাচ্ছে। এটা আর ফরাসী প্রতিষ্ঠান নয়, সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান।

জোহাক্স ফরাসী রেডিওতে ঘোষণা করলেন, এ ধর্মঘট ফ্রান্স-বিরোধীতা, শ্রমজীবীশ্রেণীবিরোধীতা।

কাজেই তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কম্যুনিষ্টরা। তারা তাঁকে অভিহিত করল ওয়ালষ্ট্রীট ও সাম্রাজ্যবাদী মার্শাল প্লেন-যুদ্ধবাজদের পদলেহী বলে। অথচ এই লোকটী ওদের কাছে বহু বৎসর 'জেনারেল' রূপে পরিচিত ছিলেন, তাদের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন বলেই যুদ্ধকাল কাটিয়েছেন ন্যাৎসী বন্দী শিবিরে। জোহাক্স বুঝেছিলেন কেন এ ধর্মঘট, এটা দেশে একটা বিদেশী আক্রমণ। ব্যালট না নিয়েই এক্সিকিউটিভ কমিটী এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে। এখন কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা সমস্ত দেশ চষে বেড়াচ্ছে, যেসব শ্রমিকেরা তাদের অমান্য করছে তাদের মাথা ভাঙ্গছে, রেলওয়ে থেকে শিলপারগুলি খুলে এনে স্তূপ করে আগুন লাগাচ্ছে, রেলগুলিকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে, ট্রেণগুলিকে ধ্বংস করছে, খনিগুলিতে বন্যা বহাচ্ছে, রাস্তায় লোহা পুতে রাখছে যাতে ট্রাকগুলি যাতায়াত কালে টায়ার ফেটে অকেজো হয়ে পড়ে।

'জেনারেল' অপিস ত্যাগ করলেন না। কম্যুনিষ্টরা তাঁকে বের করে দিতে চেষ্টা করলে তিনি প্রতিরোধ করলেন। তাঁর সহকারীরা এসে সমবেত হল। সব তরুণের দল। তাদের তিনি গড়ে তুলেছেন। তারা এখন তাঁর চেয়েও অধিক দৃঢ়সংকল্প। তারা তাঁকে আরও উদ্বুদ্ধ করে তুলল, যুবসুলভ উত্তেজনায়। সেই অপিস থেকেই তারা গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগল। কম্যুনিষ্টরা তাদের প্রাণ নেবে বলে ভয় দেখালেও তারা দমল না। সারা ফ্রান্স জুড়েই সি, জি, টি কর্মীরা একটা নূতন প্রতিরোধ দল গড়ে তুলতে লাগল। তারা ওদলের নাম দিল 'শ্রমজীবী সৈনিক'। দু'সপ্তাহ সময় গেল তাদের ধর্মঘট ভাঙতে। ইতিমধ্যে তাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল আট লক্ষ। ধর্মঘট-বিরোধী শ্রমিকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ কমিটী গঠন করে খনিগুলিতে যাতে সেবো-তাজ সম্ভব না হয় তার ব্যবস্থা করলে। তারা রেলওয়ে রাস্তাগুলি পাহারা দিতে লাগল। তারা সাগরের উপকুলে সমস্ত বার্জগুলির ওপর লক্ষ্য রাখল। ইউরোপের নিম্নভূমির দেশগুলিতে ঐ পথেই কম্যুনিষ্টরা গুপ্তচর ও সেবতাজ-কারীদের পাঠায়।

ল্যানি আর্ভিং ব্রাউনের অপিসে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। তিনি কিম্বা ব্রাউন কোন সক্রিয় তৎপরতা দেখাননি তাতে। কারণ, তারা তো ওয়ালষ্ট্রীটের সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু তাদের পরামর্শ দিতে বাধা

নেই। তাঁরা ফ্রান্সের আসল শ্রমিক নেতাদের একথা বুঝাতে সাহায্য করতে পারেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ফরাসী শ্রমজীবীদের স্বাধীনতা হরণের কোন উদ্দেশ্যই নেই। ল্যানি পোলাণ্ড ও পূর্বজার্মানীতে ছিলেন। বাল্টিক প্রদেশগুলি, চেকোশ্লাভাকিয়া ও হাঙ্গারীর আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সর্বত্রই একই অবস্থা। গণতন্ত্র একনায়কত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম হচ্ছে স্বাধীনতা। আধুনিক পৃথিবীতে ফ্রান্সই হচ্ছে স্বাধীনতার জন্মস্থান। অন্য সকলের চেয়ে ফ্রান্সের শ্রমজীবী এই শব্দটীর আসল অর্থ জানে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এ যদি রাজদ্রোহ হয়

(১)

ল্যানি ধর্মঘটের দু'সপ্তাহই সেখানে ছিলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন এর পরিণতি কি হবে। তারপর তিনি তাঁর চিত্রখানি স্টীমারে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বিমানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ক্যানস্‌এ। সেখানে তাঁর মার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। তাঁদের সব জানাতে হবে। হতভাগিনী বিউটী! তিনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কতোখানি যে উৎকণ্ঠিতা কিন্তু কতটুকু ভরসা পাচ্ছেন তিনি?

সেখান থেকে রিপোর্ট করবার মতো বিশেষ কিছু নেই। তিনি এজমেয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বেতারে তিনি শান্তি প্রোগ্রামের শ্রোতাদের জানালেন আমেরিকা ও মুক্ত জগতের বাকি দেশগুলির কাছে ফরাসী সাধারণ ধর্মঘটের শিক্ষা কি? যদি স্বদেশের অভ্যন্তরে শান্তি চাও, তাহলে তোমাকে শ্রমজীবীদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, তারা শিক্ষা, সংগঠন ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের পথে নিজের অবস্থার স্থায়ী উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে। বহির্বিশ্বের শান্তির জন্যে প্রয়োজন জাতিসংঘের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সোভিয়েট উন্মাদদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, যুদ্ধ ছাড়া তাদের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন পথ নেই, এবং যুদ্ধ দ্বারাও তা সম্ভব হবে না।

এই ভাবধারা প্রচারিত হল বেতারে চারদিকে। তার ফলে এল বহু বিতর্ক-মূলক পত্র, নানারূপ আলোচনার হল সূচনা। পত্রই বেশী এল, টেলিগ্রামও আছে। কেউ কেউ নিজেরাই এসে সাক্ষাৎ করল আলোচনার জন্যে। অত্যন্ত তীব্র আক্রমণশীল সমালোচনাও ছিল কিন্তু বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসাও করল অনেকে। শান্তিদল এটা দেখলেই সন্তুষ্ট যে, তারা কি বলতে চান সেটা দেশের লোক বুঝতে পেরেছে। একটা জাতির, সমগ্র বিশ্বের তো কথাই নেই, মন বদলানর কাজটা চলে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এবং এটা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এতে কয়েকটী বছরই লেগে যেতে পারে। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ক'বছর সময় পাওয়া যাবে কেউ বলতে পারে না।

তাঁর অনুপস্থিতিকালের অনেক খবরই লরেলের বলবার ছিল তার স্বামীকে। যেসব বক্তা বক্তৃতা দিয়েছেন তাদের প্রভাব কতটুকু হয়েছে, নূতন প্রোগ্রামের পরিকল্পনাও জানাল লরেল। এক গাদা চিঠি পড়ে আছে ল্যানির জন্যে, তিনি পড়ে দেখবেন। তাঁকে আবার হিসাবপত্র ও রিপোর্টও দেখতে হবে। পাঁচ বছর যাবত শান্তিদল কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা সপ্তাহে চার হাজার ডলার ব্যয় করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এতো খরচ করছেন না। এখন তাঁদের স্থির করতে হবে, পৃথিবীর লোককে পরামর্শদানে আরও অধিকদিন তাঁদের কাটাতে হবে অথবা তাঁরা কি করছেন তার বিজ্ঞপ্তিতে আরো অধিক টাকা ব্যয় করবেন। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শদানে একমত নয়। রিকের অভিমত ঠাণ্ডা লড়াইটা দশ বা কুড়ি বৎসর চলবে। মঙ্কের ভয় আরো আগে না হলেও ১৯৪৮ সালেই আগুন জ্বলে উঠবার সম্ভাবনা।

টেলিফোনে ল্যানি মঙ্কের কাছে খবর নিলেনঃ না, ফ্রিট্জ মেইসনারের আর কোন খবর নেই। মঙ্ক বললেন, আমাদের কোন কিছু করবার নেই। এ নিয়ে মাথা খারাপ করো না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যে এরকম ঘটেছে, আরো লক্ষ লক্ষ লোকের ঘটবে।

এমন কেউ নেই এজমেয়ারে যার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যায়। নিজের অন্তরেই গোপন করে পোষতে হচ্ছে এ সমস্যাটা। কিন্তু মাথা খারাপ না করে উপায় কি? বন্দীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের কতো কাহিনীই তিনি শুনেছেন, পাঠ করেছেন। প্রথম শোনা গেছে ন্যাৎসীদের কাহিনী এখন কম্যু-নিষ্টদের। তিনি যেন সে দৃশ্য দেখছেন, সেই দীর্ঘদেহ সুকেশ জার্মান তরুণকে অত্যাচারকারীর দল দিবারাত্রি প্রশ্ন করে যাচ্ছে, তার দৃষ্টির ওপর পড়েছে অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল আলোধারা, বুড়ো অঙ্গুলিতে বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, অর নখের গোড়ায় সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার অণ্ডকোষের ওপর আঘাত করা হচ্ছে। হয়তো বা তার খাদ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন ওষুধ অথবা এমন একটা ছোট্ট জায়গায় তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে চারপাশে ধারাল ফলা উদ্যত হয়ে আছে, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বসতে পারে না, শুতে পারে না। সব সময়েই তাকে বলা হবে, আরও নির্মমতা আস্‌ছে সম্মুখে। এমনি চলবে যতক্ষণ না তাকে যা বলা হচ্ছে বলতে তা না বলছে সে এবং যে স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর দিতে আদেশ করা হয়েছে তাতে স্বাক্ষর না করছে।

কি তার কাছ থেকে বের করবার তারা চেষ্টা করবে? স্কুলে তার বন্ধু ও

সহপাঠীদের মধ্যে যারা ন্যাৎসী কিম্বা ন্যাৎসী সহানুভূতিশীল তাদের নাম? সে কি তা বলতে অসম্মত হবে? অথবা তার বাবা এবং ভোলকিস্‌চারবান্ডদের খবর? অথবা তারা কি জানতে চাইবে আমেরিকান এলাকায় তার রহস্যজনক যাতায়াত ও হের ফ্রোলিচ নামে আর, আই, এ, এস-এ বক্তৃতা দিত যে রহস্যজনক লোকটী তার কথা? ফ্রিট্‌জ কি জান্‌তে পারবে যে ল্যানি এখন আমেরিকায় ফিরে এসেছেন এবং তিনি এম, জি, বি আর তার নির্যাতনকারী দলের নাগালের বাইরে?

(২)

ফ্রিট্‌জের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে করতে ল্যানির মনে পড়ে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা। সেদিনকার যে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছিলেন তিনি বহু দিন যাবত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধকালে কানেকটিকাটে তিনি তাঁর পিতার বাড়ীতে ছিলেন তখন। একদিন রাত ভোর হবার আগে তিনি চোখ মেলে দেখতে গেলেন তাঁর বিছানার কাছে রিক দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন রাজকীয় বিমান-বাহিনীর একজন বিমান পরিচালক। সেই লোকটী কোন কথা বলল না, কিন্তু তার চোখ দু'টীতে কি বিষাদকাতর দৃষ্টি। লানি ভীতি-বিহ্বল হয়ে উঠলেন। মনে হল, তাঁর এই অতিপ্রিয় বন্ধুটী মারা গেছে। পরে তিনি জান্‌তে পারলেন, এ সময়টাতে রিকের বিমানখানি ধ্বংস হয়েছিল এবং সে গুরুতররূপে আহত হয়েছিল। বার বছর পর নিউইয়র্কে ল্যানি একটী পোলিশ মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। মেয়েটীর অদ্ভুত 'মিডিয়াম' হবার সহজাত শক্তি ছিল। ল্যানি ও তাঁর তখনকার স্ত্রী ইরমা বার্নস তাকে বিয়েনভেনুতে নিয়ে যান। তাকে নিজেদের পরিবারে তাঁরা স্থান দেন। আরও দশ বৎসর পর ইরমাকে ডাইভোর্স করেন ল্যানি এবং লরেল ক্রেস্টনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ঘটনাক্রমে তখন আবিষ্কৃত হয় যে লরেলেরও ওই মিডিয়ামের গুণটী রয়েছে।

অধুনা লরেলকে আর ওই কাজটী করতে হয়নি। বাইরের নানা কাজে সেও ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার মন নিবদ্ধ আছে সকালে কি ডাক এল, তাতে কে কি লিখল, কাকে কি উত্তর দিতে হবে। তারপর আছে সাক্ষাতকারীরা আর কর্মীরা, আছে পারিবারিক কর্তব্য, দু'টী সন্তানের দেখা শোনা করা।

দিনের বেলা একদিন অপরাহ্নে লরেল বিছানায় শুয়ে আছে, পাশে তার কতকগুলি চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি। ল্যানি তাঁর নিজের ঘরে বসে পড়ছেন।

তিনি লরেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। এটা যেন ফিস্‌ফিসানির মতো। তাঁর মনে হল কিছু বুঝি বলে যাচ্ছে লিখবার জন্যে। কিন্তু সেক্রেটারীর. আসার শব্দ তো শুনেননি? সেই কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে, যাতে তাঁর মনোযোগ ওদিকে নিবন্ধ হল। তিনি উঠে খুব মৃদু পদক্ষেপে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। লরেল চোখ দুটি মুদে আছে। মনে করতে পারতেন লরেল ঘুমিয়ে পড়েছে এবং ঘুমের ঘোরেই কথা বলছে। কিন্তু তাকে এরূপ কথা বলতে তিনি কখনও দেখেননি। তিনি বুঝলেন যে, লরেল তার সেই আংশিক অজ্ঞানাবস্থায় চলে গেছে, সেই মিডিয়ামের ব্যাপার। ল্যানি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলেন।

......এ জায়গায়, সে বলতে লাগল, অনেক লোক এখানে। আমি তা পছন্দ করি না। মনে হচ্ছে তারা অসুখী। তারা পীড়িত। তারা মিথ্যা কথা বলে। বড় খারাপ জায়গা। ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আঁধার। আমার দোষ নয় এটা। আমি জানি না কি তারা চায়, আমি এখানে কেন?

কিছুক্ষণের বিরতি। লরেল থামল। ল্যানি অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, আপনি কি ম্যাডাম? বিউটী ব্যাডের বাড়ীতে এমনি করে পোলিশ মেয়েটীকে সম্বোধন করা হত।

ও ল্যানি, আপনি এখানে জেনে খুশী হয়েছি। সেই কণ্ঠে উচ্চারিত হল। যদিও লরেলই কথা বলছে, তথাপি মনে হল পার্থক্য রয়েছে। কে জানে, হয়তো কখনো জানা সম্ভবও নয় পার্থক্যটা নিজের কল্পনায়ই ধরা পড়ল কি না।

অনেক দিন আপনার কোন খবর জানি না ল্যানি।

আমি দেশের বাইরে খুব ব্যস্ত ছিলাম।

আপনার পুরাতন বন্ধুরা আপনাকে চাইছে। তারা আমার কাছে এসে আপনার খোঁজ নিয়েছে।

ল্যানি দ্রুত পকেট থেকে একটী পেনসিল বের করে লরেলের বিছানার পাশের টেবিল থেকে একখানি লিখবার প্যাড নিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লেন। চেয়ার টেনে আনবার সময় নেই। পুরাতন রীতি অনুসারে তিনি নোট করতে আরম্ভ করলেন।

আপনি এখন কোথায় ম্যাডাম?

আমি জানি না। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে জার্মানীর লোক আছে,

কিন্তু আমাকে বলে না কেন এসেছে। একজন তরুণ আছে, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, সে কথা বলতে চায়। তার চুলগুলি হলুদে, চোখ দু'টী নীল। বেশ লম্বা ছেলেটী। সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চয়, কিন্তু সেটা সহজ নয়। সে অজ্ঞান হয়ে আছে।

অজ্ঞান হলে সে কিভাবে কথা বলবে?

তার মানবিক অংশটা অজ্ঞান হয়ে আছে। তার আত্মা কথা বলতে চায়। সে বলে, তার নাম ফার্দিন্যান্ড। আপনি নাকি চিনবেন।

হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। তার কি হয়েছে?

নিদারুণ কষ্ট পেয়েছে সে। মনে হচ্ছে সে এখানে থাকবে না।

আপনি বলতে চান ম্যাডাম, তার মৃত্যু ঘটেনি?

বলতে চাই সে জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু সে আবার জ্ঞান ফিরে পাবে। সে চায় আমি আপনাকে জানাই,—অপেক্ষা করুন, সে ইংরাজীতে কথা বলছে, কিন্তু উচ্চারণ ভঙ্গী বিদেশী। মনে হচ্ছে সে জার্মান।

হ্যাঁ ম্যাডাম, সে জার্মান।

আপনাকে জানাবার জন্যে সে অত্যন্ত চেষ্টা করছে। সে জানাতে বলছে, যা জানান তার উচিত নয়, তা কিছুই সে বলেনি। সে আপনার কাছে শক্তি পেতে চায় ল্যানি। সে বড় দারুণ বিপদে পড়েছে।

তাকে বলুন ম্যাডাম, আমি তাকে ভালবাসি। বলুন, তাকে বিশ্বাস করি। বলুন, তার শক্তি আছে, কেউ তা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না।

আপনার কথা শুনছে সে। সে কিছু বলতে চাইছে। এটা একটা কবিতা। ইংরেজী কবিতা। এটার আরম্ভ —'চুপ কর', তারপর কি? হ্যাঁ, 'একটা ঘুম পাড়ান গান'। আপনি কি জানেন এরকম কোন কবিতা?

জানি। "স্থির হও, এই যে ঘুম পাড়ানী গান উঠেছে। চুপ কর, ওদিকে মনোযোগ দিও না, সব কিছুই লয় পেয়ে যায়।"

সে মনে করে এটা বড়ো সুন্দর কবিতা।

তাকে বলুন, মানুষের অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করার সীমা আছে। তারপর সে আপনার সঙ্গে মিলিত হতে আসবে সেখানে যেখানে শান্তি বিরাজ করছে। তাকে ভেঙে না পড়তে বলুন।

এখন সে যাবে। মনে হচ্ছে সে তার জগতে ফিরে গেছে, তার শত্রুদের কাছে। ল্যানি আমার সঙ্গে একটু কথা বলুন। আপনাকে আর পাই না।

ঠিক সেই বৃদ্ধার কথা বলেই মনে হয়। এ জগতে তার আর কেউ ছিল না। ল্যানিকে মনে মনে নিজের ছেলের মতো মনে করত।

ল্যানি বললেন, আমি বড়ো কঠোর পরিশ্রম করছি। আর একটি যুদ্ধ আসছে বলে মনে হচ্ছে। আমি আর লরেল সেটা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছি।

আমাকে ভুলবেন না ল্যানি। আমি চাই না যে আপনাদের স্মৃতি থেকে মুছে যাই। আমাদের কেউই চায় না।

(৩)

কণ্ঠস্বরটা থেমে গেল। এইখানেই শেষ। ল্যানি বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লরেল দু'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। মৃদুমন্দ দু'টা কাতরানিও শোনা গেল। তারপর চোখ খুলল সে। সে ল্যানির দিকে চাইল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে। বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

না, তুমি জ্ঞান হারিয়ে আত্মার জগতে চলে গিয়েছিলে, ম্যাডাম এসেছিলেন।

সে তৎক্ষণাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। তার ঘুম একেবারে চলে গেছে। এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার কাছে সর্বদাই আকর্ষণীয়। কৌতুহল তার খুব বেশী। বলল, কি হয়েছিল বল।

ল্যান উত্তর দিলেন, বিস্ময়কর ব্যাপার, তুমি কল্পনাও করতে পার না। সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। কারণ এমন ব্যাপার এতে রয়েছে, যে সম্বন্ধে কিছু বলতে বাধা আছে। কম্যুনিষ্টদের হাতে পড়েছে এরকম একটি লোক কথা বলছিল। সে তার নাম জানিয়ে একথাই বলল, তার ওপর খুব অত্যাচার চলছে। এটা এক অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে আমার সঙ্গে। সে বলল, আমি তাকে একটি কবিতা শুনিয়েছি।

এ সমস্যাটা ল্যানির মনে ঘোরাফেরা করছে ত্রিশ বছর যাবৎ। সমাধান তিনি জানেন না, এবং ভয় হচ্ছে কখনো জানতে পারবেনও না। প্রেতাত্মার ব্যাপারে তাঁর মনে প্রবল প্রতিকূলতা রয়েছে। তিনি একথা বিশ্বাস করতে চান না যে, তিনি যে কণ্ঠস্বর শুনছিলেন সেটা ম্যাডাম জাইজেনেস্কির কণ্ঠ। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না, এইসব কথাগুলি তার মন থেকে এসেছে। এই ব্যাপারে এটা স্পষ্ট যে, এমন কোন কথা ওই মিডিয়াম বলেনি যা ল্যানির চিন্তায় নেই। ম্যাডামের স্মৃতি তাঁর [illegible] ছিল, ফ্রিট্জকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, ছেলেটার ছদ্মনাম,

সেও জানা। শেষ পর্যন্ত এন্ডরু ল্যাঙের সেই কবিতা। কোন ইংরেজী ম্যাগাজিনে সেটা আবার ছাপা হয়েছিল, ল্যানির খুব ভাল লেগেছিল বলে কবিতার পৃষ্ঠাটি কেটে রেখেছিলেন।

চুপ কর, ঘুমপাড়ান সময়ের গান উঠেছে,
থাম, ওদিকে মনোযোগ দিও না,
সবই শেষ হয়ে যায় থাকে না।
চুপ করো, আঃ চুপ করো,
কাস্তে চলেছে ত্রিপত্র গাছের ওপর দিয়ে,
ঘাসের ওপর দিয়ে।

গানটা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছে। বলেছে ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের কি ভাব হওয়া উচিত। ভাগ্য সে পরিবর্তন করতে পারে না। নূতন কিছু নয়। তিন হাজার বছর পূর্বে প্রেরিতপুরুষ ঈশা বলেছেন, 'শরীরটা ঘাস ছাড়া কিছু নয়।' ধর্মসঙ্গীত রচয়িতারা গেয়েছেন, 'মানুষের পক্ষে জীবন ঘাসের মতো, সে বর্ধিত হয় বাগানের ফুলের মতো।'

মানুষ-ঘাস যখন কাটা হয়, সেগুলি কি শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তারপর নিঃশেষে উড়ে যায়? সাধারণ বুদ্ধি একথাই বলে। কিন্তু বর্তমান যুগে সাধারণ বুদ্ধি অত্যন্ত বিপাকে পড়ে গেছে। দু'শতাব্দী আগে দার্শনিক ক্যান্ট বলে গেছেন সময়টা শেষ পর্যন্ত বাস্তব সত্য নয়, সেটা হচ্ছে মানুষের চিন্তা-ধারার একটা প্রকাশভঙ্গী। এলবার্ট আইনষ্টাইনের ফরমুলা তাই সমর্থন করেছে। আইনষ্টাইন বলেছেন, আকাশটা অর্ধবৃত্তের মতো বাঁকান। সাধারণ বুদ্ধিতে এটা কি বুঝা যাবে? সময়টা চিন্তার একটা প্রকাশথঙ্গী বললে এটাই মনে হবে যে, যে বস্তুগুলি এক কালে ছিল এবং যেগুলি হবে, সেগুলি বিদ্যমানই রয়েছে।

সাধারণ বুদ্ধি তাই টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করাটাই ভাল মনে করবে। কিন্তু এটা কি? কিভাবে এটা কাজ করে? দৃশ্যতঃ বোঝা যাচ্ছে, মোহাবিষ্ট অবস্থায় লরেল অজ্ঞাতসারে কোন একটা প্রক্রিয়ায় তার স্বামীর অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করতে পারে এবং তখন তিনি সজ্ঞানে যেসব কথা নিয়ে ভাবছেন না সেগুলি অবগত হতে পারে। যখনই তার মোহাবস্থা কেটে যাবে তখন এসবের কোন স্মৃতিই তার থাকবে না। ল্যানি কখনো তার কাছে ওই কবিতাটির কথা বলেন নি, কিম্বা কখনো ফার্দিন্যান্ড নামটিও উচ্চারণ করেন নি।

তখন ল্যানি লরেলকে জানালেন, তাঁর পরিচিত একটি জার্মানকে কম্যুনিস্টরা গ্রেপ্তার করেছে। ম্যাডাম তার কথাই বলেছেন। লরেল বলল, 'আমাদের একই মন।' একথায় সে ল্যানি ও তার নিজের মনের কথাই বলেনি। সে সেই জার্মান ও ম্যাডামের মনের কথা বলছিল। সময়ের নিয়ম অতিক্রম করে হয়তো সেটা কোনভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ল্যানি আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক উইলিয়াম জেমস্‌এর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বহু বৎসর ধরে বোস্টনের একজন মহিলা মিডিয়াম মিসেস্‌ পিপারের ব্যাপারটা অনুসন্ধান করেছেন। কখনো তার ব্যাপারে কোন ছলচাতুরী ধরা পড়েনি, কোন অভিযোগ কেউ করেনি। তিনি লিখেছেন, ঐ ব্যাপারে দু'টি বিকল্প দেখা যায়। হয় মিসেস্‌ পিপারের পক্ষে মৃতদের সংগে যোগাযোগ সাধন সম্ভব হয় অথবা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন্ত মানুষের মন ও স্মৃতির রাজ্যে তাঁর প্রবেশাধিকার রয়েছে।

ল্যানি নিজে নিজে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। নিজের বিশেষ সম্পর্কের দিক থেকে সমস্যাটাকে দেখছিলেন তিনি। ফ্রিট্‌জ মেইসনার সম্পর্কে কি সত্যই কিছু জানা গেল? ওই জার্মান যুবকটীর অন্তর থেকে যদি কোন বার্তা এসে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে সে নির্যাতনে নির্যাতনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কি অদ্ভুত! যখন সে অচেতন হয়ে পড়ে তখন অন্তর্চেতন স্তর থেকে সে মিডিয়ামের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তারপর, আমরা যাকে জীবন বলি, সে-জীবনে ফিরে এসে আর তা করতে পারে না।—সাধারণ বুদ্ধি বলতে পারে এটাকে অদ্ভুত ধারণা, কিন্তু অন্তর্চেতন মানসিক অবস্থাটাই কি অদ্ভুত নয়? সমস্ত মনস্তাত্ত্বিকরাই একমত যে, সে রকম একটী মানসিক অবস্থা রয়েছে। কিন্তু সচেতনতাই কি মনের মূল নয়?

জড়বাদী মনোবিজ্ঞানীরা বলছে, মন হচ্ছে মস্তিষ্ক কোষে ইলেক্ট্রন বা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট অ্যাটম। হয়তো বা কিছু একটা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট হল, কোন কিছু ইলেক্ট্রনের স্থানটা বদলে দিল অমনি নূতন ভাবের উদয় হল তোমার মস্তিষ্কে। তুমি ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা উপলব্ধি করে তোমার আশা ও ভয়ভাবনা, জ্ঞানলাভের কৌতুহল এবং নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বুঝলে যে, তুমি ইলেক্ট্রনের একটা নির্দিষ্ট অংশের আকস্মিক সংমিশ্রন ছাড়া আর কিছু নয়; তাই তুমি একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে, একখানা বই লিখলে, একটা সংগীত রচনা করলে। এটা হল সহজবুদ্ধির অনুভূতি।

(৪)

ল্যানি যখন নিউইয়র্কে থাকেন তখন মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি 'ডেইলি ওয়ার্কা'র কিনে পাঠ করেন। কারণ, জানতে চান কম্যুনিষ্টরা কি করছে এবং বলছে। একদিন কাগজে পাঠ করলেন হ্যান্সি রবিন পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে একটী কনসার্ট পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন। তিনি যখন লরেলকে একথা জানালেন তখন সে বলল, চল আমরা শুনতে যাই। এখন অনেকখানি ঝঞ্ঝাট কমেছে তার। শিশুটী ক্রমশঃ বাড়ছে এবং নির্ভর করতে পারা যায় এমন একটী নার্সও আছে।

কাউকে তাঁরা কিছুই জানালেন না। কারণ সবাই জানে হ্যান্সিদের সম্পর্কে তাঁদের মানসিক অবস্থা প্রতিকূল। শান্তিদলের কর্মীদের মধ্যে কোন কম্যুনিষ্ট নেই। লরেল স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে, ওদের তারা সইবে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে হ্যান্সিদের নিয়ে খুব আলোচনা হয়। 'কি যে করছে হ্যান্সি। নিশ্চয়ই সে নিঃসঙ্গ বোধ করছে। কিন্তু ল্যানি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টায় ইতঃস্ততঃ করেন।

তাঁরা মোটরে নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হোটেল ডিনার সারলেন। তারপর গেলেন কনসার্ট হলে। তাঁদের গাড়ীই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার নয়, কারণ আরও অনেকে মোটর নিয়ে এসেছেন হ্যান্সির বেহালা শুনবার জন্যে। ল্যানিরা ব্যাল্‌কনির টিকিট কাটলেন। সেখানে পরিচিত কারো দৃষ্টিতে পড়ার সম্ভাবনা অল্প। তাঁদের চারদিকে ঘিরে ছিল বেশ একটা দর্শক জনতা। অধিকাংশই তরুণ-তরুণী। আর, প্রায় সকলেই বিদেশী অথবা তাদের পূর্বপুরুষ বিদেশী। তাদের নিজেদের ঘোষণা মত তারা পৃথিবীর 'সর্বহারার দল'। এই দুই সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রচন্ড সমর্থনকারীর কাছে ওদের পক্ষে দুর্ভাগা হওয়াটাই লজ্জাজনক কিছু নয়। যখন ঘৃণা ও নির্মমতা অভিব্যক্ত হয় কোন অভিমত ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আর ওরা সেটার উচ্ছ্বসিত সমর্থন করে, তখনই তাদের অসহনীয় মনে হয়।

অবশ্য অনেকেই সেখানে গেছে বাদ্যসঙ্গীত উপভোগ করতে। সঙ্গীতের কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। তার কোন শ্রেণী শত্রুও নেই। যখন দীর্ঘদেহ কালো পোষাকধারী হ্যান্সি রবিন এসে রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড়ালেন তখন সকলে তাঁকে বিপুল করতালি ধ্বনিতে সম্বর্ধনা জানাল, চলতেই থাকল সেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন কিছুক্ষণব্যাপী। কেউ বলতে পারে না, ওই সঙ্গীতের যে যাদুকর

তাদের স্বপ্নলোকে নিয়ে যাবেন নিজের অপূর্ব মায়াময় সুর সৃষ্টিতে, ক'জন তাঁকেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছে আর কারা অভিনন্দিত করছে নূতন ও সত্যিকার সমাজ-বিপ্লবকে।

হ্যান্সির একজন তরুণ সহকর্মী আছে। পার্টির আদেশে তাকে সংগী করতে হয়েছে। একথাই ল্যানিকে জানিয়েছেন হ্যান্সি। হ্যান্সির নামটারই প্রয়োজন। তাঁর নাম, খ্যাতি ও অর্থোপার্জন ক্ষমতাকে ভাঙিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হবে।

ওদিকে বেস অদৃশ্যলোকে ডুব মেরেছে, এখন সে গুপ্তকর্মী। সে তার পার্টিকার্ড ফিরিয়ে দিয়েছে, আর সে পার্টি সদস্য নয়। এরকম কারো নাম আর খবরের কাগজে বেরোয় না, তারা জনসমক্ষে উপস্থিত হয় না। পার্টি তাকে বিবাহবিচ্ছেদ করবার আদেশ দেয়নি, কিন্তু তারা যুগলে আর জনসাধারণ্যে হাজির হতে পারবে না। কর্মীদের সঙ্গেও সে মিশবে না। রুশ দূতাবাস বা আমটর্গ অপিসে তার প্রবেশ অচিন্তনীয়।

হ্যান্সি রবিন কখনও বক্তৃতা দেন না। তাঁর সংগীতই কথা বলে। যদি তাতে কোন শ্রেণীসংঘর্ষের ইঙ্গিত থাকে, তাহলে সেটা শ্রোতাদের কল্পনার মধ্যে। ব্যাচ্ বা অন্য যেসব সুর-সংগীতে গঠন-বস্তুটাই বিশেষত্বপূর্ণ হ্যান্সি সেসব সংগীত অল্পই বাজান। বাজনা চলে ঝড়ের সোরগোল তুলে, তা'তে থাকে ভাবের উচ্ছ্বাস। প্যাশানিনিভা ট্রচাইকোভস্কী, বারনিওজ বা প্রোকোদিভ যাই হোক না কেন শ্রোতারা নিজেরা নিজেদের মনোমত বিশ্লেষণ করে নেয়। তারা এর তালে তালে মার্চ করে যায় রণক্ষেত্রে, তারা ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে দিতে যায় বাধাবিঘ্ন, এর ক্রোধ এর জয়োল্লাসে তারা চিৎকার করে ওঠে। হ্যান্সি যখন চরম স্তরে—ক্লাইমেক্সে গিয়ে পড়েন, তখন তারা দাঁড়িয়ে উঠে এমন উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানায় যে, বিজয়ী একজন কমিশারই মাত্র তা' প্রত্যাশা করতে পারেন। সেদিন জনতার উৎসাহ ও উত্তেজনা এমন চরমে উঠল যে, লরেল ভীত হয়ে পড়ল। সে কানে কানে বলল তার স্বামীকে ঃ এরকম গান বাজান তার উচিত নয়। সে ভালর চেয়ে মন্দ বেশী করছে।

বাজনাতে বার বার 'এনকোর' দিল শ্রোতারা, 'আবার বাজাও আবার বাজাও'। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হ্যান্সি, তিনি বাজালেন, 'হোম, সুইট হোম'। হাসির রোল উঠল, অধিবেশন ভেঙে গেল। শ্রোতারা হ্যান্সি চলে যাবার আগেই মঞ্চে গিয়ে ভীড় করল। মেয়েরা ছিল আগে আগে। সর্বদাই

তারা আগে থাকে। তারা তাঁকে নিয়ে পাগল। তিনি একহাতে বেহালা আর একহাতে ছড় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। যন্ত্রগুলিকে সম্মুখে রেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে কেউ তাঁর করমর্দন করবার চেষ্টা করে যন্ত্র-গুলিকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করবে না।

ল্যানি ও লরেল তাঁর নিকটে যেতে চেষ্টা করলেন না। হয়তো বেস সেখানে আছে। অথবা দলের কোন লোককে সে নিযুক্ত করেছে হ্যান্সিকে চোখে চোখে ও আগলে রাখবার জন্যে। এমন একটা শোষণ-যন্ত্র অবহেলায় নিঃসঙ্গ ফেলে রাখা চলে না। ওদের এক বা দু'জন তাঁকে মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দেবে। তারা এই সুযোগের জন্য গর্ববোধ করবে এবং পরে শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বড়াই করে বেড়াবে। তারা তাঁকে রাস্তায় তোষামুদে তোষামুদে ছেয়ে দিতে চাইবে, হ্যান্সির কাছে হবে সেটা বিরক্তিকর।

(৫)

জার্সিতে ফিরে এসে লরেল বললে, তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত ল্যানি। তার এমন দুঃখের জীবন!

তাই, পরদিন সকালে ল্যানি চেষ্টা করলেন হ্যান্সির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। এ সময়ে বেস চলে যায় তার কর্মে। হ্যান্সি বসে বসে হয় তালিম দেন না হয় নূতন সঙ্গীত রচনা করেন। ল্যানি নিকটবর্তী সহরে গিয়ে টেলি-ফোন স্টেশনের বাক্সে টাকা ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি কণ্ঠস্বর গোপন করে প্রশ্ন করলেন, কে কথা বলছেন? হ্যান্সি ছাড়া কেহ হলে 'ভুল নাম্বার' বলে ফোন ছেড়ে দিতেন।

কিন্তু উত্তর দিলেন হ্যান্সিই। ল্যানি ত্বরিৎকণ্ঠে বললেন, 'সেন্ট্রাল পার্কের মলের উত্তর সীমায়। কাল সকাল দশটায়।' হ্যান্সি উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে।' এতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ হল যে, ল্যানি নিশ্চিন্ত হলেন কোন গুপ্তচর এটা ধরতে পারেনি।

ল্যানি জায়গাটা বেছে নিয়েছেন এজন্যে যে, কেবলমাত্র আয়া আর শিশুরাই সেখানে বেড়াতে যাবে। কাজকর্মের দিনে সকালে কম্যুনিষ্টরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং সেণ্ট্রাল পার্কে তারা বেড়াতে যাবে না! লক্ষ্যই করলেন না কিছুক্ষণ আগেই একখানা ট্যাক্সি এসে রাস্তার ওপাশে থামল, একজন ভদ্রলোক তা থেকে নামলেন। ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সি চলে না-যাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোক পায়চারী

করতে লাগলেন। ড্রাইভার মোটর নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে হ্যান্সি ল্যানির কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দুজনে ল্যানির মোটরে গিয়ে উঠলেন। সত্যই তাঁদের দেখে ফেলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্রুত মোটর ছুটিয়ে চললেন ল্যানি উত্তর দিকে। পার্ক থেকে বেরিয়ে তাঁরা জর্জ ওয়াশিংটন পোল পর্যন্ত গেলেন। পথের অন্য দিকে বয়ে চলেছে হাড়সন নদী। কি অপূর্ব দৃশ্য! কিন্তু বেশীক্ষণ তা উপভোগ করা চলে না তাঁদের। কোন একটি নির্জন কাফেতে তাঁদের লাঞ্চ খেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। সেখানেই কাটাতে পারেন তাঁরা যদি হ্যান্সির সময় থাকে। হ্যান্সি রাজী আছেন।

হ্যান্সি বললেন, আমি সিনেমায় যাব বলে ছুটি নিয়ে এসেছি। এর মধ্যে তুমি কি কোন ছবি দেখেছ?

ল্যানি একখানা ছবির কাহিনী ও বিবরণী পাঠ করেছেন। তিনি কাহিনী বললেন, আর বললেন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম। খুটিনাটি সবই যথা-সম্ভব বললেন। স্ত্রীর জেরায় হ্যান্সির টিকে থাকা প্রয়োজন।

হ্যান্সি বললেন, তুমি জান না কি রকম ভাবে যে সে আমার ওপর চোখ রাখে। আমি যেন অবরোধের মধ্যে বাস করছি। সে শত্রুকে ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেবে না।

তুমি এখনো তার বিশ্বাস জন্মাতে পারনি?

এটা হয়েছে এখন-এমন তখন-তেমনের ব্যাপার। কোনদিন সে খুব সন্তুষ্ট, আমার প্রতি ভালবাসার অন্ত নেই, খুব সুখী সে। পরদিনই সে সন্দেহাতুর হয়ে উঠবে এবং আমার প্রতি বাজপাখীর মতো দৃষ্টি রাখবে। আর কাউকে নয়, তোমাকেই তার ভয় বেশী।

তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারের সংবাদটা কোন্ রহস্যজনক উপায়ে বেসের কাছে গিয়ে পৌঁছাল সে সম্পর্কে আলোচনা করলেন। হ্যান্সি জানালেন তাঁদের বাড়ির দুটো চাকরই কমরেড। এটা সম্ভব হতে পারে যে বেস তার সন্দেহভাজন স্বামীর ওপর নজর রাখবার জন্যে তাদের নিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু তাঁর ধারণা ওরা টেলিফোনের কথাবার্তা শুনেনি। হয়তো এটাই সম্ভব যে, বেসের জানাশোনা কোন লোক তাঁদের লেক্সিংটন এভিনিউর কোণে মিলতে দেখেছে। হ্যান্সি বললেন, মল অনেক নিরাপদ জায়গা। ভবিষ্যতে সেখানেই সাক্ষাৎ করা উচিত। দুজনেই একমত।

ল্যানি জানালেন তিনি কনসার্টে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর ও

লরেলের প্রতিক্রিয়া কি?

হ্যান্সি বললেন, কমরেডদের কাছে, এটা বিপ্লবের আগমনী। কিন্তু সংগীত ভালবাসে এমন লোকও থাকে, আমি তাদের জন্যই বাজাই। অবশ্য কোন কিছু বাজাবার জন্যে বেস যখন আদেশ করে তখন আমাকে তা বাজাতেই হবে, আমি তা বাজাইও। তাকে আমার সন্তুষ্ট রাখতে হয়। জানি না, সরকারীভাবে পার্টি তাকে আমার কর্তা নিযুক্ত করেছে কিনা, কিন্তু কর্তৃত্বভার সে গ্রহণ করেছে এবং আমার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

তুমি এতো সইবার জন্য চামড়া খুব শক্ত করে তুলেছ হ্যান্সি?

এ এক ভয়াবহ জীবন। একটি মানুষও নেই, যার সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে কথা বলতে পারি। অবশ্য তুমি ছাড়া, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতেও আমি ভয়ে জড়সড়। পোষ্ট আমাকে আর অপিসে আসতে দেন না। তুমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলে। তিনি বলেন আমি খুব বেশী পরিচিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাই তোমার সঙ্গে যেমন মিলেছি, তেমনি মোটরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হল আমাকে। আমি তাকে আমার সংগৃহীত সব সংবাদ দিয়েছি। সে আমাকে নির্দেশ দিল কোন কিছু জরুরী সংবাদ না জানলে আর এক সপ্তাহ যেন দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করি না।

এভাবে তুমি কতদিন চলবে বলে তারা জানিয়েছে?

তারা জানে না ল্যানি। অন্ততঃ আমাকে তারা বলেনি। অবস্থার ওপর এটা নির্ভর করে। তারা একটা গোটা গুপ্তচর চক্রকে জালে আটকাতে চেষ্টা করছে। আমি তাদের নিউইয়র্কে একটি জায়গার সন্ধান দিয়েছি। ওখানে মাইক্রোফিল্ম থেকে ফটো তোলা হয়। বুঝতেই পার কতটুকু গুরুতর ব্যাপার। সূত্র ধরে এগুতে এগুতে দূতাবাসের একজন প্রধান পর্যন্ত পৌঁছা গেছে।

তারা তার কি করবে?

তারা তার কিছু করতে পারবে না, কিন্তু এদেশ থেকে যেতে তাকে বাধ্য করতে পারবে। কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী সে। কিন্তু অন্যান্যরা আছে, যাদের জেলে দেওয়া যায়। আমার ধারণা সরকারী লোকেরা তাদের খেলতে দিচ্ছে, মামলাটা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেলে জাল গুটোবে।

এটা কি সম্ভব নয় যে কম্যুনিষ্টরা ইতিমধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেলছে?

সে সম্পর্কে তারা আমাকে বিশেষ কিছু বলেনি। কিন্তু আমি যতটুকু

বুঝেছি তারা কম্যুনিস্টদের লোভ বাড়িয়ে তোলবার খেলা খেলছে। তারা এমন সব সংবাদ তাদের দিচ্ছে দৃশ্যতঃ যেগুলি ভাল কিন্তু আসলে নয়। ধর, কোন বড়ো শিল্প সম্পর্কে গবেষণা চালান হচ্ছে একটি নির্ভুল নূতন আবিষ্কার অথবা নূতন কলাকৌশলের জন্য। অনেক পরিকল্পনা নিয়েই পরীক্ষা করা হয় কিন্তু সেগুলি হয়তো কার্যকরী হয় না। কখনো তা অনেকখানি এগিয়ে যায়, ফরমুলা, ব্লুপ্রিন্ট, কাজের মডেল এমনি অনেক কিছু প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরী হয়। তারপরই থেমে পড়তে হয়। এরকম অনেক কিছু একত্র করে গুপ্তচরদের চুরি করে নেবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েটের লোক সেগুলি সংগ্রহ করছে, তার জন্যে টাকা দিচ্ছে এবং বিশেষ দূতের হাতে সেগুলি বিমানে মস্কো পাঠাচ্ছে। তারপর হয়তো তারা গুপ্তচরদের গুলি করে মারবে, হাঙ্গামা থেকে আমরাও বাঁচব।

পৃথিবীটাই একটা চাঞ্চল্যকর নাটক হ্যান্সি, আমরা প্রতিদিনই সেই নাটকের মধ্যে বাস করছি। ওটাকে আমাদের অভিনয় বলেই মনে করা উচিত।

আমি তার জন্যে চেষ্টা করছি ল্যানি, কিন্তু এটা আমার স্বভাব-বিরোধী। আমার মনে হয় আমি বড়ো ভাবপ্রবণ। নিজেকে নিয়ম শৃঙ্খলার অধীনে আনতে চেষ্টা করছি। কিন্তু তাতে আমার সঙ্গীতের কি হবে জানি না।

ল্যানি অবশেষে বললেন ঃ তোমাকে যদি সাইবেরিয়াতে পাঠান হয় এবং কয়লার খনিতে কাজ করতে দেয় তাহলে তোমার বেহালা কোন কাজেই আসবে না।

(৬)

ফ্রিট্‌জ মেইসনারের ব্যাপার সম্পর্কে ল্যানি সামান্যমাত্র উল্লেখ করলেন। তার নাম বা চেহারা ছবির বিবরণ তিনি দিলেন না। বললেন সে একজন জার্মান, আমেরিকানদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করছিল, একেবারে কোন সূত্র বা চিহ্ন না রেখেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

ল্যানি বললেন, এখানে নিউইয়র্কে ওটা মাত্র শ্রেণী-সংঘর্ষ, কিন্তু ওখানে শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রাম দুই-ই। ওটা এমন ঘনিষ্ট এবং উত্তপ্ত যে, তুমি তোমার মুখের ওপর শত্রুর নিঃশ্বাসপতন অনুভব করবে।

লেখকদের কংগ্রেসের বর্ণনা দিলেন ল্যানি। নূতন সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও জানালেন, আর, আই, এ, এসকে কম্যুনিষ্ট কুৎসার উত্তর দেবার অধিকার

দেওয়া হয়েছে। প্যারিসে তিনি গিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাঁর বর্ণনা থেকে তাও বাদ গেল না। কম্যুনিষ্ট নেতা থোরেজ মন্তব্য করেছিলেন, এটা ধর্মঘট নয়, যুদ্ধ।

এগুলি হ্যান্সির পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় তথ্য। এতে করে তিনি নূতন উৎসাহে বুক বাঁধতে পারবেন। বুঝবেন, এ পৃথিবীতে তিনি একাই সংগ্রাম করছেন না, তিনি যা করছেন তাতে অভ্রান্ত। বিশেষতঃ তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রতারণা করে, তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ন্যায় কাজই করছেন। ল্যানি কি বেসকে আজ জানেন—বাল্যকাল থেকেই বেসকে দেখে আসছেন, হ্যান্সির সঙ্গে বেসের পরিচয়ের কতো আগে থেকেই!

হ্যান্সি প্রশ্ন করলেন, বেস সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বললে কি তুমি সইতে পারবে?

ল্যানি বললেন, গেলবার যখন তার সঙ্গে কথা হয়, ইচ্ছে হয়েছিল ঘুসি মেরে তার কানে তালা লাগিয়ে দিই।

সে আমাকে তার খেলা-জেতার পুরস্কার মনে করে ল্যানি। সামরিক লোকদের যেমন পদক ও তকমা থাকে আমিও যেন তার তাই। সে আমাকে নিয়ে গর্ব করে, লোক ডেকে দেখায়, কিন্তু আমি তার সম্পত্তি, আমি যদি মন বদলাই তাহলে চুরির অপরাধ করব। একটা হীরার টায়রা সম্পর্কে যতটুকু যত্ন, আমার সম্পর্কেও ততটুকু। আমার কাছে যে আসবে তার ওপরই সে চোখ রাখবে। যদি কোন মেয়েলোক আমার প্রতি একটুখানি দরদ দেখায় তাহলে সে তার চুল ছিঁড়ে দিতে চায়, চোখ উপড়ে আনতে চায়।

আমার ধারণা, কম্যুনিষ্ট মেয়েরা বড়ো একটা ভীতু স্বভাবের নয়।

হায় ভগবান, কম্যুনিষ্ট মেয়েরা শিশুকাল থেকেই শিক্ষা পায় পুরুষদের পেছনে লেগে তাদের দলে ভেড়াবার। তারা তাদের লোভ দেখায়, মন্ত্র দেয়, তাদের সঙ্গে আপোষ করে—যে করেই হোক তাদের আন্দোলনে ভিড়াতে হবে। কর্তারা একটি লোক নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দেবেন, সে লোকটির এমন কিছু আছে যা' পার্টির প্রয়োজন। কোন একজন আইনজ্ঞ, তাদের পক্ষ সমর্থনের কাজে লাগবেন, একজন পরিষদ সদস্য কোন বিলে তাদের হয়ে ভোট দেবেন, কোন রিপোর্টার সংবাদপত্রে তাদের পক্ষের কথা প্রচার করবেন, শ্রমিক নেতা ধর্মঘট আহ্বান করবেন, অথবা একজন সাধারণ সম্পদশালী লোক তিনি তাদের হাতে প্রচুর অর্থ তুলে দেবেন সহযাত্রী নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য, তাদের সংবাদপত্র

ও কর্মীদের সাহায্যের জন্য অথবা এমনি যে-কোন কাজের জন্য।

বেস কি সে রকম মেয়ে হ্যান্স?

কি করে জানব? বেস বেরিয়ে যায়, এক ঘণ্টা, এক দিন অথবা একটি সপ্তাহের জন্য। যখন ফিরে আসে, বলে না কোথায় গিয়েছিল। 'পার্টির কাজ' বললেই তার সবকিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে সে প্রশ্ন করবে কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম, এবং আমাকে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে। সর্বাবস্থায়ই তাকে আমার সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তার সমর্থনের ওপরই পার্টিতে আমার উন্নতি ও প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। পার্টির হোমরা-চোমরারা তাকেই জিজ্ঞাসা করবে আমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা, যদি সে 'হাঁ' না বলে, তাহলে পার্টিতে আমার হয়ে গেল।

তারা বড়ো সাংঘাতিক লোক হ্যান্স!

তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোক আছে। ওরা পার্টিতে আসে তাদের এ প্রচারকার্য বিশ্বাস করে যে, তারা শ্রমিকদের ভালবাসে, তারা শান্তিতে বিশ্বাসী, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দারিদ্র্য ও শোষণের অবসান ঘটানো। কখনো এক দু'বছর লেগে যায় তাদের বুঝতে যে আসলে পার্টিটা কি এবং কি তারা করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা ফ্রন্টের কাজে তারা ভিড়ে পড়েছে, তাদের নাম ব্যবহার করতে দিয়েছে এমন কি পার্টি-কার্ড পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে। এমনি করে জীবনটা তাদের নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ভয় হচ্ছে, লোকের কাছে তাদের সব প্রকাশ পেয়ে যাবে, তারা চাকরী খোয়াবে, প্রভাব তাদের নষ্ট হবে, হারাবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা।

সেই লোক-ভুলান প্রচারই তাদের কাল হচ্ছে হ্যান্স। আমার তো এই মনে হয়।

তা' হল ঘৃণার শিক্ষা ও হাতেকলমে প্রয়োগ। আমি তা লক্ষ্য করেছি। ওই ঘৃণাসৃষ্টির ব্যাপার অনুধাবনে আমি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। তারা বলে শুধু শ্রেণী-শত্রুদেরই তারা ঘৃণা করে। কিন্তু তা' নয় আসলে। পার্টির মতবাদ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ বাধলে তারা অবিলম্বে বিরোধীদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। ক্ষমতার লোভ তাদের, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের হিংসা করে। তারা ক্ষুদ্র একটি বৈঠক বা পার্টি-সভায় সমবেত হলেই একে অন্যের ওপর অভিযোগ করে, একে অন্যকে কুৎসাপূর্ণ ভাষায় গালাগাল দেয়। বলে, বিচ্যুতিবাদী, সোশ্যাল ফ্যাসিস্ট, ট্রট্স্কীপন্থী, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতক, ওয়ালষ্ট্রীটের পদলেহী, দেশদ্রোহী, দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কত কি। গালাগালির শেষ নেই, শব্দগুলি নির্দিষ্ট করা আছে। তারা পরিপূর্ণ সংশয়াত্মা, প্রত্যেকের ওপরই অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ করে। তারা অশিষ্টাচার অভ্যাস করে, এটাই তারা মনে করে সত্যিকার সর্বহারাসুলভ বৈশিষ্ট্য। আমি অত্যন্ত কৌতুক বোধ করি তাদের আলোচনা শুনে এবং বিস্মিত হয়ে ভাবি কোথা থেকে এল এটা? আমি যেখানে বেড়ে উঠেছি সেই হল্যান্ডে এমন ভাষা কখনো শুনিনি, জার্মানীতে শুনিনি, নিশ্চয়ই আমেরিকায়ও নয়। তা'হলে কোথাকার আমদানী?

কিছু ইতস্ততঃ করে ল্যানি উত্তর দিলেন, আমার এ ধারণা হয়েছে এটা রাশিয়া থেকে এসেছে। এটা বহুযুগের পুরাতন স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের দান। এটা হচ্ছে সেই জীবনেরই অভিব্যক্তি যেখানে জীবনটাই সন্দেহের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি মুহূর্তেই তাদের ভয়, এই বুঝি বিষ খাওয়াল অথবা ছুরি বসাল পিঠে। মুক্ত জগতের লোক আমরা ওটা বুঝতে পারি না, এমন কি বিশ্বাসও করতে পারি না।

তাই হবে ল্যানি! হ্যান্সি বলে উঠলেন ঃ এসব দেখে কখনো কখনো আমি শিউরে উঠি। আপন মনে বলি, হায় ভগবান, আমি কি বর্বর যুগে ফিরে গেলাম! সভ্য মানুষ আর নই আমি।

(৭)

তাঁরা ওয়েষ্ট পয়েন্টের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। হাডসন নদী এখানে পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ হয়ে বয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে একটি ছোট কাফেতে তাঁরা থামলেন। ওখানে তাঁদের কেউ চিনবার সম্ভাবনা নেই। সত্যি কেউ চিনতে পারল না। লাঞ্চ সেরে তাঁরা আবার মোটরে চড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন নির্জন জায়গায়। সেখানে নামলেন তাঁরা সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য। এখানে তুষারপাত হয়েছিল। পাহাড়গুলি সুন্দর দেখাচ্ছে। সর্বাঙ্গে তার নূতন তুষারের সাদা আবরণ। সূর্যকিরণে তা ঝিক্ মিক্ করছে। তাঁরা মোটরখানাকে চাবিবন্ধ করে একটি ছোট্ট টিলার ওপর আরোহণ করলেন। সেখান থেকে নদীটাকে চমৎকার মনে হয়।

হ্যান্সি বলে উঠলেন, ঠিক রাইনের মতো মনে হচ্ছে।

ল্যানিও তাই মনে করেন।

কিন্তু কোন প্রাসাদ নেই সেখানে। ওয়াশিংটন আর্ভিং তাঁর কাহিনী দিয়ে এ জায়গাটাকে বিখ্যাত করে রেখেছেন। তাঁরা কল্পনা করতে পারেন ওই ছোট্ট লোকটি কি তীব্র আলোড়নই তুলেছিলেন। ভাবতে পারতেন ওই তৃণভূমি থেকে কুড়ি বছরের নিদ্রাভঙ্গ করে রিপভ্যান উইংকিল জেগে উঠছে। কিন্তু তাঁদের মনে জাগল না এসব কথা। অতীতের রোমান্স নিয়ে মগ্ন থাকতে অভ্যস্ত নন, তাঁরা ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চান।

একটি প্রশস্ত পাথরের ওপর থেকে তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে তাঁরা সেখানে বসে পড়লেন। দৃষ্টি তাঁদের নদীর উজান-ভাঁটায় ফিরতে লাগল। অপর তীর দিয়ে গেছে নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল রেল রোড। এখানে সেখানে ঘরবাড়ী আছে। কিন্তু পাহাড়টি অরণ্যে পরিপূর্ণ, প্রকৃতি যেমন গড়েছে তেমনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। অন্ততঃ এই মৃদু উজ্জ্বল শীতের দিনে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু মানুষ পীড়া দেয় নিজেকে, অন্যান্যদের। এতে মনে হয় প্রাকৃতিক ভালবাসা অলসতা ও ব্যর্থতা।

এখানকার পরিবেশে হ্যান্সি তাঁর নিজের বিস্ময়কর ভালবাসার জীবন সম্পর্কে গোপন কথাটা ভাবতে আরম্ভ করলেন। বেসের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। সেই পুরাতন ভাবপ্রবণতা আর সুখের স্মৃতি! কিন্তু আজ তার মনের অবস্থার সঙ্গে প্রতিটি ব্যাপারে অতীতের কি দ্বন্দ্ব! তাঁর ধ্যান-ধারণা, বিচারবুদ্ধি, তাঁর বিদগ্ধ সত্তা—সকলের সঙ্গেই তার বিরুদ্ধতা।

হ্যান্সি বললেন, এটা বড় ভয়ানক ল্যানি, কিন্তু সহজ সরল সত্য হল এই যে, আমি আর বেসকে ভালবাসি না। তুমি কি ভাবতে পার?

অত্যন্ত সহজেই একথা ভাবতে পারি হ্যান্সি। তার প্রতি আমারও আর স্নেহ নেই।

সে একটা ধরাবাঁধা মতে অটল। কতকগুলি ধারণা সে আঁকড়ে ধরেছে এবং সেগুলিতে লেগেই থাকবে। সেগুলির বিরুদ্ধে কোন সত্যকেই সে আমল দেবে না। রাশিয়া যা' করে তাই ভাল, আমেরিকা যা' করে তাই মন্দ। যদি রাশিয়ার মন্দ কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর, সে আমেরিকার কোন দোষের উল্লেখ করে সেটা এড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোনরূপ সীমাজ্ঞানও সে হারিয়ে ফেলেছে। সে বলে, দু'বছর আমরা রাশিয়ায় কি সুখে কাটিয়েছি। কিন্তু সেটা যুদ্ধের প্রথমভাগে। সোভিয়েট নেতারা তখন ভয়সন্ত্রস্ত এবং সাহায্যের তাঁদের প্রয়োজন—তাঁরা আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম তাদের

সাহায্য করতে, তাই আমার নামে তারা খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়েছিল।

মনে হচ্ছে, তুমি শিল্পী-জগতের লোকদের সঙ্গে, সংস্কৃতিশীল লোকদের সঙ্গেই মিশেছিলে।

অবশ্যই তাই। আজ যদি বেস রাজনৈতিক লোক হিসেবে সেখানে যায়, তাহলে দেখবে সেদিন আর নেই। সোভিয়েটের শাসনকর্তা আমেরিকানদের আর বিশ্বাস করেন না। তারা তাকে এমন আদেশ দেবে যা সে পছন্দ করবে না। কিন্তু তাকে এসব কথা বলে কোন লাভ নেই।

ল্যানি টিপ্পনি কাটলেন, তুমি যখন এফ, আই, বিকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছ তখন নয়।

সে আমাকে যা বলে তাই বিশ্বাস করে নিই, আমাকে যা করতে বলে তাই করি। আমি তাদের জন্য কনসার্ট বাজাই, তাদের টাকা দিই। সে খুবই খুশী। সে আমার কাছে আসে, তাকে আমায় বাহুতে জড়িয়ে ধরতে হয়। মনে হয় এ যেন এক ধরণের গণিকালয়ের ব্যাপার।

ল্যানি উত্তর দিলেন, নিজেকে এটাই বোঝাও ওদের পার্টি-পুস্তকের একটি পাতা ছিঁড়ে আনছ।—তারপর কিছুক্ষণ থেমে তিনি যোগ করলেন, আমার ভয় হচ্ছে হ্যান্সি, তুমি বেসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছ।

আমি জোর করে নিজেকে সে পথে নিয়ে যাচ্ছি।

এতে তুমি পরিণামে স্বস্তি পাবে।

কখনো কখনো আমি তাই ভাবি। ভাবি, একা থাকা হবে অনেক নিরাপদ। তারপর তোমার আর লরেলের কথা মনে হয়। ভাবি মনের মিল আছে এমন একটি স্ত্রী যদি পেতাম তাহলে কি আনন্দেরই না হত। বল ল্যানি, তোমাকে যেরকম দেখায়, সত্যিই কি সেরকম সুখী তুমি?

হাসলেন ল্যানি ঃ একজন জার্মান দার্শনিক ছিলেন—কাউন্ট কেইসারলিং। যুদ্ধের আগে এখানে এসে আমাদের কাছে বক্তৃতা করেছিলেন। আমার তাঁকে ভাল লাগেনি, কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'বিয়েটা হচ্ছে সংঘর্ষ।' লরেলের মতবাদ সুনির্দিষ্ট। অনেক সময় সে আমাকে এমন সব বিষয়ের কথা বলে যেগুলি আমার জানা। তাকে বাধা দিতে যাওয়া খুব মধুর হবে না। শান্তি প্রচার সম্পর্কে মাঝে মাঝে তার মতের সঙ্গে আমার মিলে না। যদি দেখা যায় যে তার মতই অভ্রান্ত তাহলে ব্যাপারটা সহজ থাকে না। আমি স্থির করে রেখেছি বিয়ের দুটো বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুই হল

সহৃদয়তা ও আনুগত্য।

কিছুক্ষণ থামলেন ল্যানি, তারপর বললেন, ওরা কি বেসকে গ্রেপ্তাব করতে যাচ্ছে?

তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারজন্য যথাসম্ভব করবে। কিন্তু ভেবে দেখ, যদি তারা ঐসব ষড়যন্ত্রে সংশিলষ্ট আধ ডজন সাধারণ শয়তানকে গ্রেপ্তার করে আর বিরাট পুঁজিপতির মেয়ে বলে বেসকে ছেড়ে দেয় তাহলে ব্যাপারটা কি বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে? তাদের যা জানাবার তার বেশী আমাকে জানতে দেয় না, কিন্তু আমি এটা ভাল করেই জানি, একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপারই ঘটবে। এতে সংবাদপত্র-গুলিতে আলোচিত হবার অনেক উপাদান রয়েছে।

তুমি জাননা যে ঐ চাঞ্চল্যটা কখন সৃষ্টি হবে?

কোন ধারণাই আমার নেই ল্যানি। এ পর্যন্তই আমি জানি যে, তারা এই মুহূর্তেই লোককে গ্রেপ্তার করা শুরু করতে পাবে। এ ব্যাপারে অনেক লোক তাদের পক্ষে কাজ করছে জানি, তারা যখন সন্তুষ্ট হবে যে যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে, তখনই তারা গ্রেপ্তারে হাত দেবে।

তারপর তোমার সম্বন্ধে কি হবে? তুমি কি সাক্ষী হবে?

এটা স্থির করতে হবে। তারা চায় আমি কাজ করে যাব। কিন্তু জানি না আমি আব সইতে পারব কি না। বেসকে সরিয়ে নিয়ে গেলে পার্টিতে আমি আর কি করতে পারি? আর একটী কম্যুনিষ্ট মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে গুপ্ত কাজ চালিয়ে যাব, সে ইচ্ছা নেই নিশ্চয়ই। আবার গোপনলোকে ডুব মেরে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ আমি সর্বত্র পরিচিত লোক। তাহলে কি আর বাকি থাকে? শুধু বাজান আর ওদের জন্য টাকা তোলা।

(৮)

ফারগাছগুলির মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছিলেন। তাঁরা উঠে মোটরের কাছে গেলেন। রওয়ানা হলেন নগরীর দিকে। পথে হ্যান্সি বললেন, এই অনুপস্থিতির একটা অজুহাত খাড়া করার আমার একটা ফন্দি আছে। বেনি ষ্টালটজ্ নামক একটী যুবক কিছুকাল আমার ছাত্র ছিল। এবার সে দিলহার-ম্যানকে একটা স্থান করে নিয়েছে। শেষবার যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন সে বলেছিল যে, সে একটা সুর রচনা করেছে, আমাকে শুনাতে চায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম একটা সময় ঠিক করে নেব। তাকে ফোন করে

যদি দেখি সে বাড়ী আছে তো এখনই সেখানে চলে যাব। সেখান থেকে বাড়ীতে ফোন করব। বেস যদি বাড়ী থাকে, তাহলে অনুপস্থিতির বেশ ভাল কৈফিয়তই হবে। যদি না থাকে, তথাপি বেশ একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী তাকে বলতে পারব। বুঝতেই পার, সে হয়তো বাজিয়ে দেখতে চাইবে, বেনিকে ডেকে তাকে অভিনন্দন জানাতে পারে তার রচনার জন্যে, অথবা জিজ্ঞাসা করতে পারে আমার ছাতাটা কি সেখানে ফেলে এসেছি অথবা এমনি কিছু। এবার নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, আমি পার্টিলাইনকে বিয়ে করেছি।

সহরের নিকটে এসেই হ্যান্সি মোটর থেকে নেমে একটী ওষুধের দোকানে গিয়ে ফোন করে এসে জানালেন যে, সেই লোকটী বাড়ীতেই আছে এবং তিনি গেলে সে সুখী হবে বলেই জানিয়েছে। তাঁরা যখন একটী মোড়ে গেলেন তখন হ্যান্সি নেমে পড়লেন মোটর থেকে। বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ ল্যানি, বহুদিনের মাঝে এমন আনন্দে কাটাইনি। অনেক উপকার হয়েছে আমার।

যতক্ষণ মোটরখানি চোখের আড়াল হয়ে না গেছে, ততক্ষণ হ্যান্সি সেখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। ভ্রমণরত কোন কমরেড যেন তাকে দেখে না ফেলে, দেখলে তার পক্ষ সমর্থনের উপায়টা ব্যর্থ হবে। মাসে প্রায় একবার করে তাঁর ছবি বেরুচ্ছে ডেইলী ওয়ার্কারে। হাজার দর্শকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু'রাত্রি আগেও দু'ঘণ্টা ধরে বাজিয়েছেন হ্যান্সি, তাঁর মতো লোক যদি নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তাহলে কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁকে চিনে ফেলাই সম্ভব। সে বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বলবে, কি মনে কর তুমি? আমি হ্যান্সি রবিনকে অমুক গলিপথ দিয়ে যেতে দেখেছি। তাঁর সংগে কথা বলতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।

(৯)

ডিসেম্বরের পঁচিশে তারিখ। প্রায় ষোলশ দু'বার এ দিনে খৃষ্টমাস দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষোলশ দুই বৎসর পূর্বে চার্চ সিদ্ধান্ত করে বসন্তকালে ঐ উৎসবানুষ্ঠান কর্তব্য নয়, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের দেবতা মাইথ্রাসের জন্মদিন এই সময়েই। খৃষ্টমাস উপলক্ষে ব্যাড পরিবারের সকলে পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ব্যাডের বাড়ীতে সমবেত হবেন, আবার তাদের মধ্যে বিনিময় হবে আনন্দ উল্লাসের, পরস্পর শুভেচ্ছা ও সহৃদয়তার। থাকুক না তাদের হৃদয়ে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অসহিষ্ণু উগ্রতা, তাতে এই মিলনে বাধা হবে না। আবার তারা ভূরিভোজন

করবে. পরে মনে করবে, না তেমন আর কি খেয়েছি।

পরিবারের যে শাখাটী নিউ জার্সির অধিবাসী, সে শাখার লোকেরা মোটরে বোঝাই হয়ে জর্জ ওয়াশিংটন পোল পার হয়ে পার্কওয়ে দিয়ে আসবেন। তাঁরা চারজনই যাবেন। কারণ এ ছাড়া ব্যাড পরিবারের লোক বছরখানিক বয়েসের শিশুটীকে দেখবার সুযোগ পাবে না। এই প্রথম সে অমূল্য নূতন জীবটী বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করে বাইরে পা' দেবে এবং এজমেয়ারে তাদের পারিবারিক গন্ডীতে গিয়ে উপস্থিত হবে। নিউ জার্সির জনবহুল রাজ্যের মধ্যে মেয়েটী সুনিপুণ পরিচর্যায় সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় প্রতিপালিত। সময়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ান. ঠিকমত শোয়াবসা ঘুমপাড়ান, চোখে চোখে রাখা সব সময়ে—কোন কিছুতে ত্রুটী হয়নি। কেউ যদি তাকে চুমোখেয়ে থাকে কিম্বা তাকে নিয়ে নাড়া চাড়া করে তো তার মার অজ্ঞাতে। জেসেলের নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে আগেই চলেছে সে, ছোট্ট ছোট্ট দু'টী নড়বড়ে পায়ে অস্থির পদক্ষেপে সে হাঁট্‌তে আরম্ভ করেছে। এখন যেখানে সে যাচ্ছে যাদের মধ্যে, তাদের হয়তো সর্দি আছে অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা ছিল, সুতরাং যতই কেননা অন্যের বিরক্তির কারণ হোক শিশুর মা এবং বিবেকসম্পন্ন নার্সের লক্ষ্য রাখতেই হবে যে. তার ঠোঁটে. গালে ও কপালে কোন রোগ বীজাণুর ছোঁয়াচ না লাগে।

ল্যানি মোটর চালাচ্ছেন, লরেল তার পাশে বসে এ সম্পর্কেই নানা কথা বল্‌ছে। পেছনের আসনের এককোণে নার্স বসেছে শিশুটীকে নিয়ে। বাকি গাড়ীখানা জুনিয়ারের দখলে। গোটা একখানা জানালা দিয়ে জুনিয়র বাহিরের সঙ্গে তার পরিচয় স্থাপন করতে পারে। এক মুহূর্তও সে সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। সে রাজপথের বিচিত্র জীবনযাত্রা দুচোখ মেলে দেখছিল। তার জগতের সূচনার পর সত্য সত্য সে আর এমনটী দেখেনি। নানা ধরণের, বর্ণের ও আকারের মোটরগুলি চলছে, অবিরাম গতিতে. তাদের শেষ নেই। নিজেদের মোটরের পাশ দিয়ে যেই একখানি মোটর চলে যাচ্ছে, অমনি জুনিয়ার বলে উঠ্‌ছে : "উ-উশ্‌।" এটা শ্বেত খৃষ্টমাস। ছেলেমেয়েরা স্লেডস্‌ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সরোবরগুলিতে স্কেটিং করছে। বাইরে ঠাণ্ডা, গাড়ীর ভেতরে গরম। সত্যি, পৃথিবীটা একটা অসীম বিস্ময় এবং আনন্দপূর্ণ। প্রশ্ন করেই তুমি মাত্র উত্তর পেতে পার। জুনিয়ার তা' পেয়েছিল।

যাত্রা শেষে সেই বিরাট জমকালো প্রাসাদ এবং একটা জনতা—বালক-বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতীর। অনেকের কথাই জুনিয়ারের মনে আছে। সেই

গাছ, উপহার, ডিনার। ছোটদের জন্যে স্বতন্ত্র কক্ষে স্বতন্ত্র টেবিল। সকলেই তারা ভালো পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত। সকলে সকলের নাম ধরে কথা বলছিল। নিজেদের পরিবার পরিজন, স্কুল, ও খেলাধূলো সম্বন্ধে তারা খোসগল্প করছিল। ল্যানি জুনিয়ার এখন কিন্ডারগার্টেনে পড়ছে, শিগ্‌গিরই স্কুলে যাবে। সাগ্রহ কৌতুহলের সঙ্গে সে স্কুলের কথা শুনছিল, মনের মধ্যে গেঁথে রাখছিল।

(১০)

ফ্রান্সেস ও স্তুবি তাদের নিজেদের মোটর নিয়ে এসেছিল। ল্যানির মেয়ে অবশ্যই বৃহত্তর পরিবারের একজন। ইংরেজ অভিজাত পরিবারের একটী তরুণও আমেরিকার গ্রাহস্থ্য সমাবেশে মর্যাদাহীন নয়। রোব্বি ও এসথারের বাড়ীতে আরও এসেছে ফ্রান্সেস, তাদের সঙ্গে আগেই জানাশোনা হয়েছে, এবার পরিচয় হবে পরিবারের অন্যান্য তরুণ বয়স্কদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে মতের আদান প্রদান হবে, একসঙ্গে তারা টেবিল টেনিস খেলবে।

ইত্যবসরে লরেল সংগ্রহ করছিল তাদের শান্তি প্রচার সম্পর্কে মেয়েদের ভিমত। ভদ্রলোকেরা শুনছিলেন জার্মানী ও ফ্রান্সে ল্যানির অভিজ্ঞতার কাহিনী। সকলেই জানেন, ল্যানি রোব্বির বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নহেন। এটাও জানেন, তিনি একজন 'পিঙ্কো'—সোস্যালিষ্ট। কিন্তু তিনি আজ খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁরা সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলেন। জানতে চান, আমাদের বার্লিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট ধর্মঘটের খবরই বা কি? তারা প্রায় ক্ষমতা দখলই করে ফেলেছিল। ইউরোপের কি কোন আশা আছে? আমরা কি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা সমুদ্রের অতলে ঢাল্‌ছি? তাঁদের কাছে ল্যানি কম্যুনিষ্টদের থেকে খুব বেশী স্বতন্ত্র নহেন। কিন্তু যে করেই হোক তিনি সব বিশেষ বিশেষ লোকদের সঙ্গে মিলেছেন এবং ভেতরের খবর রাখেন। এ বাড়ীতে সম্ভবতঃ ল্যানিই একমাত্র ডেমোক্রেট—যদি চাকরবাকরদের মধ্যে কেহ কেহ না থাকে। কিন্তু পৃথিবী তার পথেই চলেছে। মনে হয় আর কিছু করবার নেই।

সে রাতেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে ল্যানির বাড়ী ফেরবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রোব্বি বললেন, রাস্তায় মদ্যপদের হুল্লোড় চলবে। তাছাড়া তিনি নির্জনে শান্তিতে বসে ল্যানির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। সুতরাং তাঁরা সে রাতে সেখানে থেকেই গেলেন। ভোরবেলা পড়বার ঘরে দোর বন্ধ করে পিতাপুত্র আলাপ করতে বসলেন। ঘরটী পুস্তকে পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ সারা জীবনটা

পড়ে কাটাচ্ছেন অবসর সময়ে। প্রথমেই তিনি বেসের সম্পর্কে সংবাদ জানতে চাইলেন। পরিবারের কি দুর্ভাবনায়ই না সময় কাটছে। কিন্তু ল্যানি বলতে বাধ্য হলেন, নূতন খবর কিছু জানেন না।

রোব্বি অবশ্য এফ, বি, আইএর সঙ্গে হ্যান্সির সম্পর্কের কথা জানেন না। ল্যানিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে কথা বলতে হল, যাতে সামান্যমাত্র ইঙ্গিতও এ বিষয়ে না থাকে। ল্যানি বললেন, এফ, বি, আইর পোষ্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তাঁরা কি সংবাদ পেয়েছেন অথবা কি করতে চান তিনি জানেন না। ওদের কৌশল সম্পর্কে তাঁর যতটুকু জানা আছে তাতে অনুমান হয় ওরা দড়ি আল্গা করে ছেড়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের যাতে তারা নিজেরাই গলায় ফাঁস বাঁধে। একটা বিষয় নিশ্চিত যে, গবর্ণমেণ্ট এটাকে উপেক্ষা করবেন না, সুতরাং রোব্বিকে প্রস্তুত হতে হবে গুরুতর পরিণতির জন্য। তিনি তাঁর স্ত্রীকে এ সম্পর্কে একটী কথাও জানাননি।

তারপর আলোচনা হল ল্যানির প্যারী যাওয়ার কথা নিয়ে। তিনি সেখানে ডি ব্রুনদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। রোব্বি জানতেন, তাঁর পুরানো ব্যবসায় সহযোগী ডেনিস পেরে আর জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর ছেলের খবর জান্তে তিনি আগ্রহশীল। তার ব্যাড-আর্লিং কোঃ সম্পর্কে অভিমত কি? দেশের রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই বা সে কি ভাবে? কম্যুনিষ্টরা যদি ফ্রান্সে অধিকার পায় তাহলে সেটা হবে ভয়াবহ। বাকি ইউরোপ তাহলে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে। ল্যানি তাঁর বাবাকে আর্ভিং ব্রাউন ইউরোপে মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা কার্যকরী করবার যে চেষ্টা করছেন, সে কথা জানাতে কৌতুক বোধ করলেন। রোব্বির মার্শাল পরিকল্পনায় কোন উৎসাহ ছিল না, এ, এফ, এল এর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই নয়। তিনি বরাবরের মতোই ধারণা করে বসে আছেন যে, লেবার ইউনিয়নওয়ালারা সকলেই কমবেশী ছদ্মবেশী কম্যুনিষ্ট। ফ্রান্সে কোকোসদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে তাঁদের অর্থভাণ্ডার ব্যয়িত হচ্ছে জেনে ওই কট্টর রিপাব্লিকান শিল্পপতির মনের একটী নূতন দৃষ্টি খুলে গেল।

(১১)

তাঁরা মোটরে রওয়ানা হয়ে গেলেন—পশ্চিম দিকে। ল্যানি জোহানস ব্রুনকে ফোন করে জানিয়েছেন যে, সেখানে একবার নামবেন। ওদের উপেক্ষা করা নিষ্ঠুরতা হবে। তাঁরাও খৃষ্টমাস পার্টিতে সম্মিলিত হয়েছিলেন কারণ

এটা দেশপ্রথা। ছেলেমেয়েরা এতে আনন্দ উপভোগ করে, কোন ক্ষতি তাদের হয় না। মাম্মা রবিনের কাছে এ পার্টি আনন্দদায়ক নয় কারণ পরিবারের মধ্যে একটা ভাঙ্গন এসেছে। হ্যান্সি ও বেস আসেনি, তারা তাদের পার্টির কাজ নিয়ে বাইরে গেছে।

মাম্মা রবিন বললেন : 'হ্যান্সি আজকাল কদাচিত দেখা করতে আসে।' কারণ, তাঁর সম্মুখে মা চোখের জল রোধ করতে পারেন না। এখনও ল্যানি ও লরেলকে বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল। ল্যানি সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা, তিনি কিছুতেই তাঁকে আঘাত করতে পারবেন না। কিন্তু ল্যানি জানেন, মনে মনে তিনি ব্যাড পরিবারকেই অপরাধী মনে করেন। হ্যান্সির একটী ভাল ইহুদী মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত ছিল। তিনি একটী 'সডেবেন'— বিয়ে ভাঙ্গানীও হয়তো নিযুক্ত করতে পারতেন। ল্যানিও বলতে পারতেন, ইহুদী মেয়েরাও যে কম্যুনিষ্ট হয়েছে এ কাহিনী অজানা নয়। কিন্তু ওই বেদনাদায়ক বিষয় নিয়ে তাঁরা আর এগুতে চান না।

হ্যান্সি বেসের দু'টী ছেলে এখানেই ছুটি কাটাচ্ছে। তারা বড়ো ভাল ছেলে। একটী বার বছরের আর একটী দশ। তারা বাইরে বরফ দিয়ে মানুষ গড়ছিল, ভেতরে ঠাকুরমা তাদেরই দুর্ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা অনাথ। বাবা মা এমন কাজ নিয়ে ব্যস্ত যার কথা কাউকেই বলবে না। ছেলে দু'টী অর্ধেক ইহুদী, অর্ধেক খৃষ্টান, কিন্তু আসলে তারা কিছুই নয়। কারণ তারা 'ভগবান' শব্দটীর অর্থ কি তাই জানে না। প্রতি রাতে মাম্মা তাদের কাছে ইহুদী ধর্মপুস্তকের কাহিনী শোনান, উদ্দেশ্য যেদিন দুষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের মন অধিকার করবার চেষ্টা করবে সেদিন তারা যেন তা প্রতিরোধ করতে পারে।

লরেল তার দু'টী ছেলেকে নিয়ে বসেছিল। দেখছিল কেউ যেন তাদের চুমো না খায়। ল্যানি বুড়ো জোহানস্‌এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। ল্যানি তাঁকে বার্লিন ও প্যারীর বিবরণী শোনালেন। ভগবান রক্ষা করেছেন যে, ওরা লঙ্দ্বীপের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করছেন। পুরানো পৃথিবীর ব্যাপারের প্রতি যতো লক্ষ্য করবে, ততোই নূতন জগতে বাস করাটাকে বাঞ্ছনীয় মনে করবে। জোহানস্ ঘোষণা করলেন যদি অনুমতি পায় তাহলে ইউরোপ ও এশিয়ার অর্ধেক মানুষই আমেরিকায় চলে আসতে চাইবে।

তিনি বিশেষজ্ঞের মতো অভিমত প্রকাশ করলেন, পশ্চিম ইউরোপের হয়ে

গেছে। এখন থেকে সেটা অধঃপাতের দিকেই নামবে। একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক জোহান্স। তিনি জার্মানীতে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, ন্যাৎসীদের আমলে সব হারিয়েছেন। সেকালের অবস্থা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, একালের অবস্থা অবগত হন আশ্রয়প্রার্থীদের কাছ থেকে। প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার পতন ঘটছে। সে সব ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগত ক্ষান্তিহীন যুদ্ধে একে অন্যকে ধ্বংস করেছিল এবং শেষকালে অধিকতর আদিম মেসিডোনিয়ানসরা উত্তর দিক থেকে এসে তাদের অধিকার করেছে। পশ্চিম জার্মানীর বেলা আরো চরম অসভ্য রুশরা উত্তর থেকে এসে অধিকার বিস্তার করবে। সীমান্ত দেশগুলিকে রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনা নেই। দেশের পর দেশ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি হাড়ের কড়কড়ানি।

আগের দিন অপরাহ্নে ল্যানি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই সদ্য-প্রত্যাগত পার্সি ব্যাডের মুখে আফ্রিকায় শিকারের কাহিনী শুনেছেন। গাছের ওপর বাঁধা মাচাতে তৈরী করা আসনে রাত্রিকালে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত সিংহের জন্য। ভীত কম্পিত একটী ছাগলকে গাছের নীচে একটী খোলা যায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে। সিংহ লাফ দিয়ে এসে পড়ে থাবার একটী আঘাতেই তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলল। যখনই ওই ক্ষুদ্র জীবটীকে সিংহ ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলছিল তখনকার সেই শব্দের স্মৃতি স্পষ্ট গাঁথা হয়ে আছে পার্সির মনে। ইত্যবসরে সেখানে আবার ভুক্তাবশেষের জন্যে অপেক্ষারত হায়না, শেয়াল অথবা ক্ষুদ্র প্রাণীর যে সমাবেশ ঘটেছিল তাদের উদ্দেশে কি গর্জন। জোহান্স শুনে বললেন, বেশ ভাল প্রতিচ্ছবি, কেবল এক্ষেত্রে সিংহ নয়, ভালুক। রেডিওতে খবর শোন, শুনতে পাবে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গারী ও রুমানিয়ার হাড় কড়কড় করে চিবান হচ্ছে। সত্বরই শিকার হবে গ্রীস ও ইরান এবং অন্যদিকে সেই সুদূর কোরিয়া।

(১২)

বাড়ীতে ফিরে গিয়ে ল্যানি জোহান্সের কথামতো বেতারবার্তা শুনলেন। তাঁর যে কাজ তাতে সংবাদ শোনা, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন পাঠ করতে হয়। রিকের হাঁটু ভাঙ্গা, সে বেশী পড়াশোনাই করে। সে ল্যানির জন্য সংবাদগুলি চিহ্নিত করে রাখে। সপ্তাহে একবার কি দু'বার তাঁরা দুজনে আলোচনায় সমবেত হন। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়, স্থির করেন সে সম্বন্ধে শান্তি প্রচারের কর্তব্য। জানুয়ারী মাসে 'প্রাভদা'

ঘোষণা করল যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ডিমিট্রভকে বলকান ফেডারেশনের পরিকল্পনানুসারে কাজ করতে নিষেধ করেছেন। ডিমিট্রভ বিপ্লবী বীরদের অন্যতম। ন্যৎসীরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল রাইখস্টাগ দাহ ব্যাপারে। লিপজিগে প্রকাশ্য আদালতের বিচারকালে তিনি তাদের অগ্রাহ্য করেছেন। এখন সোভিয়েট তাঁর ওপর খড়্গহস্ত। যে দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেওয়া যায় না।

সেমাসেই ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট পার্টি দাবী জানাল তাদের পার্লামেণ্টারী ডেপুটী জ্যাকস্ ডুকলোসকে দেশের প্রথম ভাইস প্রেসিডেণ্ট করতে হবে। এই ডুকলোসের ফরাসী ম্যাগাজিনে ঘোষণার ফলেই আমেরিকার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল, ব্রাউডারকে স্থানচ্যুত করে ফষ্টার সেক্রেটারী হয়েছিলেন। তাঁকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট করতে সম্মত হওয়ার অর্থ হল দেশের মৃত্যু, একটু একটু করে সে মৃত্যু আসবে। সে মাসেই ডলারের হিসাবে ফ্রান্সের মূল্যমান সরকারীভাবে হ্রাস করে একশ ঊনিশ থেকে দুশ চোদ্দ করে দেওয়া হল। ল্যানির সেই রেমব্রাট্ড চিত্রের মূল্য শোধের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট সরকার ইরানের কাছে প্রতিবাদ করলেন, তারা আমেরিকার নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করছে। সে মাসেই চেক সরকার পুলিশে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে প্রতিবাদ করে একটা সংকট ঘনিয়ে আনল। চারদিন পরই তথাকথিত কম্যুনিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ চেকোশ্লোভাকিয়ার সবগুলি সরকারী অফিস, সমস্ত দপ্তর, সংবাদপত্র ও বেতারষ্টেশনগুলি দখল করে নিল। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স এই নূতন ডিক্টেটারসিপ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হলেন। বৃক্ষারোহী সিংহশিকারীর সাড়া যদি সিংহ পেত তাহলে সম্ভবতঃ ভয় পেয়ে শিকার ছেড়ে পালিয়ে যেত, কিন্তু রুশ ভল্লুকের বেলা তা হবে না, সে আরো জোরে গর্জন করে উঠবে।

ওপিঠ থেকেও হাড়ের কড়কড়ানি ভেসে এল। সোভিয়েট সরকার জাতিসংঘকে জানালেন যে, তাঁরা উত্তর কোরিয়ার অবস্থা তদন্তে জাতিসংঘ কমিশনকে অনুমতি দেবেন না। তারই সপ্তাহ দুই পর উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েট হেড কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হল যে, সেখানে একটী জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং জনগণতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার আয়োজন চলছে। এই বিশেষণটীর অর্থ কি আজ পৃথিবীর মানুষ জানে। 'গণতান্ত্রিকে'র অর্থ হল একদলের প্রার্থী নিয়ে একটী নির্বাচন হবে এবং যেসব লোক দাসশ্রমিক শিবিরে

যেতে না চায় তারা ভোট দিতে গিয়ে সেই প্রার্থীদেরই ৯৯·৮টী ভোট দিয়ে আসবে। জনগণের সরকারের অর্থ হল জনগণকে এরা শাসন করবে, গণফৌজের অর্থ হল জনগণকে ফৌজের অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং তাদের ক্রেমলিনের প্রভূর যখন প্রস্তুত হবেন তখন তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হবে। হাড়! হাড়! আর হাড়!!!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত